ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল

ষষ্ঠ খণ্ড

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ

শ্রীঅনির্বাণ

গায়ত্রী মণ্ডল শেষ হয়ে এল। এইটিই শেষ খণ্ড, ঋষি বিশ্বামিত্র সূক্তের পরিসমাপ্তি। আগেকার খণ্ডগুলিতে আমরা পেয়েছি অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণের কথা, ঋতম্ ও সত্যের ব্যঞ্জনা, তন্ত্র, যোগ ও ভাগবতের ভাবাদর্শ। এবারে শ্রীঅনির্বাণের পাণ্ডুলিপির হদিস মেলেনি। কিন্তু আগেকার খণ্ডগুলিতে ও 'বেদ-মীমাংসা' মহাগ্রন্থে তিনি যে-আলোকবর্তিকা জ্বেলে গেছেন, তারই আলোতে আমরা এই খণ্ডটি তুলে ধরেছি। সায়ণাচার্যকে আমরা পাশে রেখেছি, তাঁর ব্যাখ্যাকে কর্মপর বলা হয় কিন্তু তিনিই সমগ্র বেদব্যাখ্যার প্রথম দিশারী। তবে পরোক্ষ অর্থ, অন্তর্নির্হিত অর্থ, তাঁর বিষয় ছিল না, — যেটি শ্রীঅনির্বাণ মেলে ধরেছেন হৈমবতী-সাধনায় সিদ্ধ হয়ে। এই খণ্ডটিতে আবার এসেছেন অগ্নি, ইন্দ্র, এসেছেন বিশেষ করে অশ্বিদ্বয়, মিত্র, পূষা, সোম, উষা, বৃহস্পতি; আর এসেছেন ঋভুরা যাঁরা তপস্যায় দেবত্ব অর্জন করেছেন। ইন্দ্রাবরুণ, মিত্রাবরুণ, যুগ্মরূপে এলেন আর সবচাইতে বেশি করে এলেন সবিতা পরমদেবতারূপে। এই খণ্ডের শেষ সূক্তটিতে সেই ব্রহ্মগায়ত্রী মহামন্ত্র যা ভারতজনকে এখনও রক্ষা করে চলেছে। এই মন্ত্রটি সর্বতোভদ্র, বিশ্বজনের অবশ্য পাঠ্য। বিশ্বজগৎ উজ্জীবিত হবে এই মন্ত্রের প্রচারে ও প্রসারে।

ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল
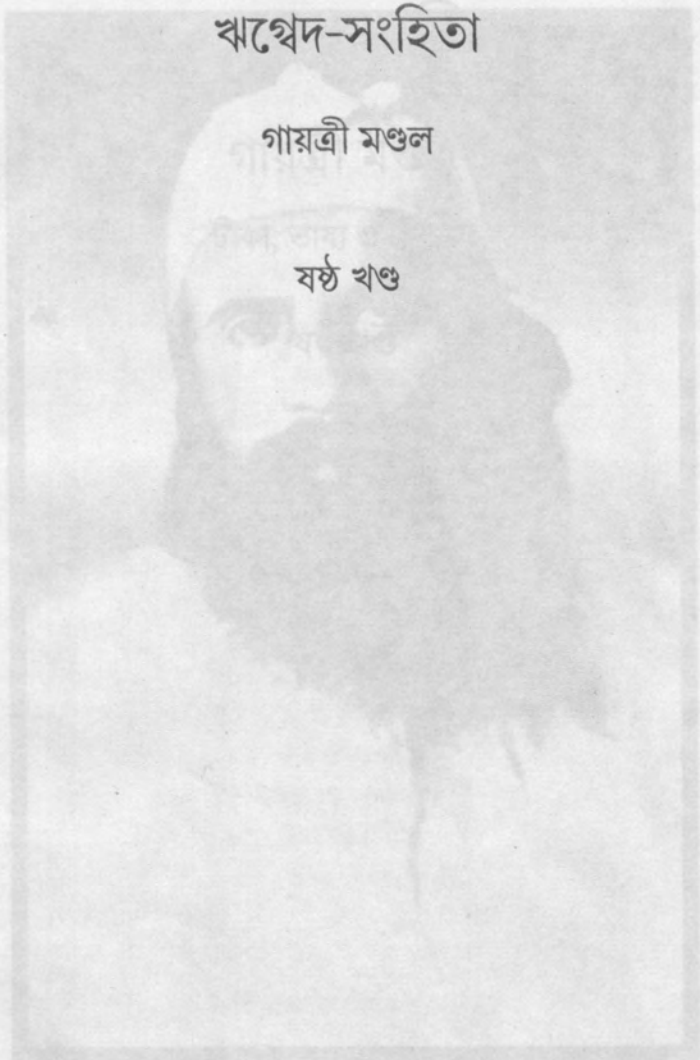
ষষ্ঠ খণ্ড
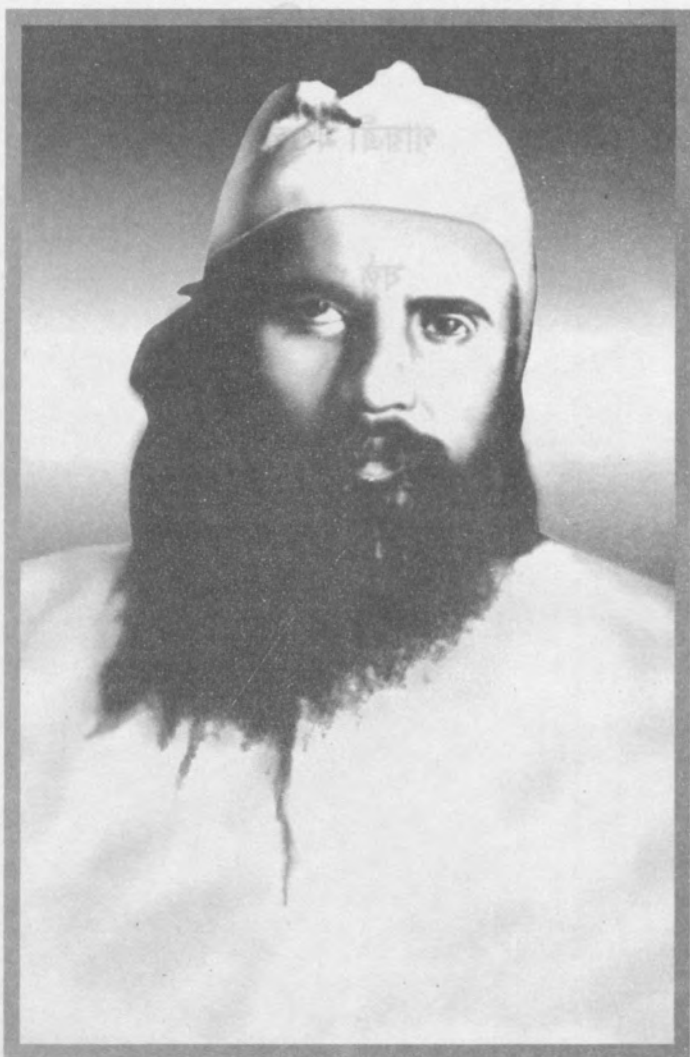
শ্রী অনির্বাণ
(১৮৯৬ - ১৯৭৮)

ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রীঅনির্বাণ

হৈমবতী-অনির্বাণ বেদ বিদ্যালয় ট্রাস্ট
কলকাতা

Rig-Veda Samhita

Gayatri Mandala

Volume VI

Annotations, Commentary and
Translation by

SRI ANIRVAN

প্রথম প্রকাশ: ১ জানুয়ারি ২০০৫

সম্পাদনা:
রমা চৌধুরী, অশোককুমার রায় (অযাচক), দীনেন্দ্র মারিক,
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও প্রবোধ চন্দ্র রায়

প্রকাশনা:
প্রবোধ চন্দ্র রায়
হৈমবতী-অনির্বাণ বেদ বিদ্যালয় ট্রাস্ট
১/১এ রমণী চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

অনুদান: দুই শত পঁচাত্তর টাকা

অক্ষর বিন্যাস: নন্দন ফটোটাইপ
২৯জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রণ: গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
৯১-এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

গায়ত্রী মণ্ডল

সঙ্কেত-পরিচয়

অ. স.	অথর্ব সংহিতা
আ.	আবেস্তা
আ. শ্রৌ.	আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র
ঈ. উ.	ঈশোপনিষৎ
ঋ. স.	ঋক্-সংহিতা
ঐ. আ.	ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ. উ.	ঐতরেয় উপনিষৎ
ঐ. ব্রা.	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ক.	কঠোপনিষৎ
কা. স.	কাঠক-সংহিতা
গা. ম.	গায়ত্রী মণ্ডল
গী.	গীতা
ছা. উ.	ছান্দোগ্যোপনিষৎ
ছা. ব্রা.	ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ
টী.	টীকা
তু.	তুলনীয়
তৈ. আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ. স.	তৈত্তিরীয় সংহিতা
দ্র.	দ্রষ্টব্য
নি.	নিরুক্ত
নিঘ.	নিঘন্টু
পা.	পাণিনিসূত্র
পাত.	পাতঞ্জল যোগসূত্র
পু.	পুরাণ
ব্র. সূ.	ব্রহ্মসূত্র
বা. স.	বাজসনেয়ী সংহিতা
বে. মী	বেদ-মীমাংসা
ভা.	ভাগবতপুরাণ

মু. উ.	মুণ্ডকোপনিষৎ
মা. উ.	মাণ্ডূক্যোপনিষৎ
মা. স.	মাধ্যন্দিন সংহিতা
যো. সূ.	যোগসূত্র
শ. ব্রা.	শতপথ ব্রাহ্মণ
শ্বে. উ.	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
সা.	সায়ণ

ABBREVIATIONS

A.V.	Avesta
Cong.w.	Cognate word
Eng.	English
G., Geld.	Geldner
Gk.	Greek
Goth.	Gothic
Lat.	Latin
Lith.	Lithuanian
O.E.	Old English
O.H.G.	Old High German
O.I.	Old Irish
O.N.	Old Norse
O.S.	Old Slav
Sk.	Sanskrit

প্রকাশকের নিবেদন

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শ্রীঅনির্বাণ ঋগ্বেদীয় মন্ত্রের টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ রচনা করেন। সেই রচনাসমূহ বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচনার পর দীর্ঘ সময় চলে গেছে ; তাঁর পাণ্ডুলিপির শেষ অংশটির হদিশ মেলেনি। তাই ৫৪শ সূক্তের শেষভাগ থেকে ৬২শ সূক্ত পর্যন্ত ঋক্‌গুলির টীকা, ভাষ্য (অনুধ্যান) ও অনুবাদ আমাদেরই করে নিতে হল তাঁর ভাব-অনুযায়ী, —সেটুকুও আমরা পেয়েছি তাঁর বেদ-মীমাংসা ও গায়ত্রীমণ্ডলের পাঁচটি খণ্ডতে। শ্রীসায়ণাচার্যের ভাষ্য ও বাংলায় তার অনুবাদ দেওয়া হল প্রত্যেক ঋকের শেষে; এগুলি কর্মপর ব্যাখ্যার আলোক-বর্তিকা-স্বরূপ।

গায়ত্রীমণ্ডলের শেষ সূক্তটিতে ঋষি বিশ্বামিত্রের বিখ্যাত গায়ত্রীমন্ত্র,—যা বিশ্বজনের বোধির উদ্বোধক। সবিতৃদেব ধী-শক্তির প্রচোদক, বরেণ্য তাঁকে ধ্যান করি, আমরা মন্ত্র-আবৃত্তির সাথেসাথে তাঁর জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ হই। তাই এই মন্ত্রটির পাঠ ও ব্যাখ্যা আমাদের কাছে অত্যন্ত আবশ্যক। মন্ত্রটি ভারতের অর্জিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শীর্ষরূপ। আবার দেখা যায় এই মন্ত্রটি উদ্‌ভাসনের পর আস্তে-আস্তে বৈদিক সভ্যতার অবসান ঘটে। কিন্তু ঋষি বিশ্বামিত্র শ্রীঅনির্বাণরূপে আবার আমাদের ডাক দিচ্ছেন, তাই আমরা নানান অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আমাদের সকল আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা উজাড় করে এই রচনা ও প্রকাশনার কাজে ব্রতী হয়েছি। এইজন্য প্রথম থেকে পঞ্চম খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশের কাজে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয় এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ষষ্ঠ খণ্ডটির জন্য। এই ষষ্ঠ খণ্ডটি আমাদের পূজার উপচার, নৈবেদ্য।

ঋগ্বেদ-সংহিতা অনন্তপ্রসারী এক মন্ত্র-সংগীতমালা। অগ্নিমন্ত্র এই সংগীতমালার অন্যতম মন্ত্র। এই অগ্নিমন্ত্রে পূর্বতন ঋষিরা যেন চুপেচুপে কথা বলেন, নিভৃতে নিজেদের কথা, অস্তিত্বের কথা, মহাবিশ্ব ও পরম সত্যের কথা। আর কেউ-কেউ উৎকর্ণ হয়ে শোনেন সেইসব কথা, সেই সত্য, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি স্পন্দিত হয়ে মিশে যায় তারামণ্ডলে, থেকে যায় কিছু অনুরণন 'পূর্বগৃহে'। কালের

আবর্তনে তা আবার উদ্‌ভাসিত হয় ঋষির চিত্তে — ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষির চিত্তে যেমন প্রতিভাত হয়েছিল এই অগ্নিমন্ত্র।

অগ্নিমীলে. পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।। ১
অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি।। ২ (ঋ.স. ১।১।১,২)

তপস্যার মাঝে আমি তপের দেবতাকে জাগিয়ে তুলি,
সেই দেবতা হন আমার দিশারী,
উৎসর্গ ভাবনার দীপ্তপ্রকাশে নেমে আসেন ঋতদীপ্তি
আমার ভাগ্যবিধাতা। ১

এই দেবতা পূর্বতন ঋষিদের তপস্যায়
পূর্বেও প্রজ্বলিত হয়েছেন এবং
নূতন কবির তপস্যায় পুনর্বার প্রজ্বলিত হবেন।
তিনি যে বিশ্বদেবতাকে এখানে নিয়ে আসবেন।। ২

এই মন্ত্রটিতে দেখছি এক চৈতন্যময় সত্তা যা মহাবিশ্বের সকলকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। বৈদিক ঋষি ঋতদীপ্তির মূল অগ্নিকে ভিন্নভিন্ন রূপে, ভিন্নভিন্ন ভাবে বন্দনা করেছেন। পূর্ব-পূর্ব ঋষিরা জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, ভূলোকে, দ্যুলোকে সর্বত্র অগ্নির প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন, তাই বৎসপ্রি ঋষি অগ্নির স্তুতি করছেন:

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্ দ্বিতীয়ং পরিজাতবেদাঃ।
তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ।। ১

বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা।
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তম্যুৎসং যত আজগন্থ।। ২

সমুদ্রে ত্বা নৃমণা অপ্‌স্বন্তর্নৃচক্ষা ঈধে দিবো অগ্ন ঊধন্।
তৃতীয়ে ত্বা রজসি তস্থিবাংসমপামুপস্থে মহিষা অবর্ধন।। ৩

ঋ. স. ১০/৪৫/১, ২, ৩

অগ্নি প্রথমে আকাশে বিদ্যুৎরূপে জন্মান, তাঁর দ্বিতীয় জন্ম হয় চেতনার আবেশে জাতবেদারূপে, আর তৃতীয় জন্ম জলে ; এইভাবে তিনি জগদ্ধিতায় বিরাজ করছেন। এ তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি তাঁর স্তুতি করেন। ঋষি বলেন, হে অগ্নি, আমরা তোমার তিনটি রূপের কথা জানি। তুমি যেখান থেকে এসেছো তাও আমরা জানি। তুমি সমুদ্রের অভ্যন্তরে, আকাশে আদিত্যরূপে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপে ; সর্বত্রই তোমার অধিষ্ঠান। ঋ. স. ১০।৪৫।১, ২, ৩

অগ্নি মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূল। আবার অন্যভাবে বলা যায়, মহাশূন্যতাই মহাবিশ্বের মূল। আকাশ ও অবকাশে সৃষ্ট, মহাকাশের নিভৃতকন্দরে পুষ্ট, এক অপ্রকাশিত বিমূর্ত সত্তায় তিনি অন্তর্লীন। মহাবিশ্বে তখন সময় ও পরিসর ছিল না। প্রজাপতি ঋষির নাসদীয় সূক্তে পাই :

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্‌গহনং গভীরম্।। ১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।। ২।

ঋ. স. ১০।১২৯।১, ২

তখন অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোনও কিছু ছিল না।
মৃত্যু বা অমৃতচেতনা সেখানে কোনও দিন ছিল না।
কেবল এক আঁধার আঁধারকে গাঢ়তায় ঢেকে রেখেছিল।
সেথায় না ছিল দিন বা রাত্রির আনাগোনা।
অথবা প্রাণাপানের চিহ্ন ও নক্ষত্রমালা।
কিন্তু এক 'ইচ্ছা' দানা বেঁধেছিল, সেটি কার কে জানে।।

ঋ. স. ১০।১২৯।১, ২

সেই নৈঃশব্দ্য, অস্পন্দ, স্থাণুবৎ শৈলতে সহসা স্পন্দন দেখা দিল। অমূর্ত সত্তাটি এক লহমায় মূর্ত হয়ে চকিত আলোয় ঝলমলিয়ে মহাকাশ ভরিয়ে তুলল। যিনি মূর্ত হলেন তিনি অগ্নি—বিদ্যুৎরূপে প্রকাশ পেলেন। বস্তুত এই মহাবিশ্ব এক বিদ্যুৎ-

প্রভাবিত ক্ষেত্র, দুই প্রবাহধারায় প্রবহমান,—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। ধনাত্মক ক্ষেত্রটি যেমন বস্তু গঠন করে, ঋণাত্মক ক্ষেত্র তেমন বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধ করায় বস্তুর বিকীর্ণ ও সংকর্ষণ শক্তির উদ্ভব হয়। এই শক্তিক্ষেত্রের প্রভাবে ধনাত্মক বস্তুর বিকীর্ণ শক্তি ঋণাত্মক ক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসায় অগ্নির প্রজ্বলন ঘটে।

হোতাজনিষ্ট চেতনঃ পিতা পিতৃভ্য উতয়ে. . .।।

ঋ. স. ২।৫।১

মহাবিশ্বের মূল বস্তু অগ্নি পিতৃদের রক্ষার জন্য 'পূর্বগৃহ' থেকে আবির্ভূত হন। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, পিতৃস্বরূপ, পিতৃদের স্মৃতির উদ্দেশে এলেন। হোতা তিনি, মহাকাশে যেখানে অপ্রকাশিত সত্তা 'অসৎ' ও প্রকাশিত সত্তা 'সৎ' এর মিলনক্ষেত্র, সেখানে তিনি প্রকাশিত হলেন।

দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।
উত্তানয়োশ্চম্বো র্যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ।।

ঋ. স. ১।১৬৪।৩৩

ঋষি দীর্ঘতমার চিত্তে উদ্‌ভাসিত মন্ত্রে 'উত্তান পদ' এক পারিভাষিক সংজ্ঞা—যার রেখাচিত্র হল এমন একটি সমকোণী ত্রিভুজ যার দুটি ভুজ (এখানে 'পদ') উত্তান বা উর্ধ্বমুখ এবং শীর্ষবিন্দু অধোমুখ। সেই অধস্ত্রিকোণ হতে জন্মাল 'সৎ' বা ভূতবীজ এবং তার সঙ্গে মিথুনীভূত 'ভূঃ' বা সম্ভূতির প্রবেগ। সৃষ্টির মূলে পরাবাক্ গৌরীর সাবিত্রীশক্তির প্রচোদনা। এই অধস্ত্রিকোণ যখন সৃষ্টি হয় তখন অগ্নি প্রজ্বলিত হন। এই দুই বাহুর একটি বস্তুর বিকীর্ণ শক্তি। এটি যখন স্থির বিন্দু, ঋণাত্মক ক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসে তখন দুয়ের সংযোগে অগ্নির প্রজ্বলন। অগ্নির পর আবির্ভূত হন ইন্দ্র, বজ্র ও বিদ্যুতের দেবতা। তাঁর ছটায় মেঘলোক হতে বিদ্যুৎ সঞ্চারণ, এর প্রভাবে অবরুদ্ধ জলের প্রকাশ।

ইন্দ্রো মহাং সিন্ধুমাশয়ানং মায়াবিনং বৃত্রমস্ফুরন্নিঃ।
অরেজেতাং রোদসী ভিয়ানে কনিক্রদতো বৃষ্ণো অস্য বজ্রাৎ।।

ঋ. স. ২/১১/৯

হে মহীয়ান ইন্দ্র, তুমি মেঘমালায় ভেসে-বেড়ানো মায়াবী বৃত্রকে বধ করেছ। তোমার বজ্রের স্তনিত শব্দে অন্তরিক্ষ কেঁপে উঠল আর তাতেই অবরুদ্ধ জলের ধারা নেমে এল।

অগ্নি ও ইন্দ্রের পরে এলেন সোম ও তাঁর সঙ্গে সোমলতা:

ঋতুর্জনিত্রী তস্যা অপস্পরি মক্ষূ জাত আবিশদ্ যাসু বর্ধতে।
তদাহনা অভবৎ পিপ্যুষী পয়োংঽশোঃ পীযূষং প্রথমং তদুক্থ্যম্।।

ঋ. স. ২।১৩।১

সোম, বর্ষাঋতু তার জননী, জন্মমাত্র জলের সহচর ও প্রাণের ধারক, কিন্তু পরোক্ষ অর্থে শুদ্ধ-সত্ত্ব-চেতনা। আর চেতনার জাগরণে বাকের আবির্ভাব।

সোমলতা, অনুমান করা যেতে পারে, শিলাজিৎ। পাহাড়ের গা বেয়ে লতার মত নেমে আসা শিলীভূত ঘাম, দু-হাতের আঙ্গুল দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় এবং মেষলোমের ছাঁকনীতে ছেঁকে পান করা হয়। এক বলকারী পানীয়।

অগ্নি, ইন্দ্র ও সোম এই তিনজন, ঋগ্বেদের প্রধান তিন দেবতা। এছাড়া আছেন স্কন্ত ও রুদ্র, সংকর্ষণ ও বিনাশের দেবতা। অগ্নি মহাবিশ্বের মূল, ইন্দ্র বিদ্যুৎ সৃজন করেন ও সোম চেতনা জাগিয়ে তোলেন।

ন বি জানামি যদিবেদমস্মি নিণ্যঃ সংনদ্ধো মনসা চরামি।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ।।

ঋ. স. ১।১৬৪।৩৭

আমি কি তা জানি না, কেননা আমি মূঢ়চিত্ত। জ্ঞানের উন্মেষ যখন হয় তখনই বাকের অর্থ বুঝতে পারি। বাক্ প্রথমে পরমব্যোমে সংবৃত ছিলেন।

ইমা অগ্নে মতয়ো বাচো অস্মদাঁ ঋচো গিরঃ সুষ্টুতয়ঃ সমগ্মত।

ঋ.স. ১০।৯১।১২

মন আগুনের শিখার মত যখন দ্যুলোকের পানে ছুটে চলে তখনই মন্ত্রের উদ্ভাস ঘটে।

ঋষি সোমদেবতাকে আহ্বান করেন:

স পবস্ব বিচর্ষণ আ মহী রোদসী পৃণ।
উষাঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ।। ঋ. স. ৯।৪১।৫

সূর্য যেমন রশ্মিদ্বারা সকলকে পূর্ণ করেন, হে সর্বদর্শী সোম, তুমি তেমন আপন মহিমায় ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ পূর্ণ কর। ঋষি সোমচেতনায় আবিষ্ট হয়ে

সত্যের অভিমুখে চলেছেন। পলকে-পলকে পূর্বকালীন ঋষির চিত্তে উপলব্ধ মন্ত্রগুলি পুনর্বার তাঁদের চিত্তে উদ্ভাসিত হতে থাকে, অর্থাৎ সোমচেতনা হতে যেমন বাক্, আবার বাক্ হতে তেমন মন্ত্র, যা এক অবিনাশী সত্তা,—বাক্রূপী ব্রহ্মন্। এইরকম এক মন্ত্রের দিব্য উদ্ভাস বৈদিকযুগের শীর্ষকালে লাভ হয়েছিল। মন্ত্রটি ঋষি বিশ্বামিত্রের চিত্তে উদ্ভাসিত হয় ; মন্ত্রসংহিতার সকল মন্ত্রের মধ্যে এই মন্ত্রটি গায়ত্রীমন্ত্ররূপে ভারতজনের কাছে আজও সজীব হয়ে আছে। রাজা সুদাসের যজ্ঞসভায় ঋষি বিশ্বামিত্র কী ভেবে এই ঋক্টি উচ্চারণ করেছিলেন তা জানা নেই, তবে তাঁর সেইদিনকার সেই বাণী আজও সত্য হয়ে আছে। ওই ব্রাহ্মীচেতনা ভারতজনকে আজও রক্ষা করে আসছে।

এই মন্ত্রটির পরে বৈদিকসভ্যতা অস্তমিত হতে থাকে। তবে এই সভ্যতা রেখে গেছে এমন এক বোধ যা মানুষের কাছে পরমসম্পদ। বৈদিকসভ্যতার যুগে বা অনতিকাল পূর্বে আর-এক সমান্তরাল সভ্যতা প্রবহমান ছিল। তখনও ভাষার প্রচলন সর্বত্র ঘটেনি। ভাবের বিনিময় ঘটত চিত্র বা চিত্রলিপিতে। প্রাচীন মানুষের মনে ভাবের প্রসারণে প্রথম চৈতন্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এক দেবীমূর্তির পরিকল্পনায়। দেবী তাঁর চার প্রসারিত বাহু নিয়ে এক পুরুষমূর্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। চারটি বাহু চারটি 'প্রাকৃতিক' শক্তির প্রকাশ — সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও মাতৃকা বা আদ্যাশক্তি। এই শক্তিগুলিকে ধারণ করছেন ওই পুরুষমূর্তি। এই পাঁচটি শক্তি নিয়েই মহাবিশ্বের যা-কিছু রহস্য। এই যুগলমূর্তি মহাবিশ্বের সকল রহস্যকে মূর্ত করছে দুটি ক্ষেত্রের ধারণায় এবং এই দুই ক্ষেত্রের সমন্বয়ে ব্যক্ত হচ্ছে মহাবিশ্ব। একটি ক্ষেত্র বস্তুর উপাদান, অন্যটিতে বস্তুর গঠনপ্রক্রিয়ার বিন্যাস সাধন হচ্ছে। প্রাক্বৈদিক ও বৈদিক সভ্যতার তন্ত্র ও মন্ত্র এই দুই ধারার শীর্ষরূপ প্রকাশ পেয়েছে জ্যামিতিক রূপে বা যন্ত্রে যা হল এক ত্রিভুজ, যার দুটি বাহু যেখানে মিলিত হয়ে এক অধস্ত্রিকোণের সৃষ্টি করে সেখানে অগ্নির প্রজ্বলন ও মহাবিশ্বের সূচনা রচিত হয়।

বৈদিক সভ্যতার অবসানে বেদ-এর ভাবগত চর্চা প্রায় লুপ্ত হয়, তবে তার একটি ধারা ফল্গুনদীর মতো গুপ্তভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। হরপ্পা-মহেঞ্জদারো যুদ্ধের প্রাক্কালে যাঁরা বহির্ভারতে গিয়েছিলেন, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম শিকড়ের সন্ধানে যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, সেই প্রত্যাবর্তনকে অনেকে আর্যদের ভারত-আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত তাঁদের এই প্রত্যাবর্তনে ভারতে নতুন

বেদ-ভাবনার যে-প্রসার ঘটে অর্থাৎ বেদ-মন্ত্রের নতুন চিন্তনের ধারাগুলিই উপনিষদ্‌রূপে পরিবেশিত হয়েছে। বেদ-চর্চার অবলুপ্তিতে বেদের অন্তর্নিহিত অর্থ হারিয়ে যায়, যদিও বেদমন্ত্র এখনও মঠে-মন্দিরে নিত্য উচ্চারিত হয়ে চলেছে প্রকৃত অর্থ না জানা সত্ত্বেও। বেদের যে অন্তর্নিহিত ভাবনা তা চেতনা ও মানবিক বোধের উদ্দীপক। মানুষের যে-দুটি প্রধান প্রাকৃতিক গুণ-সম্পদ—বুদ্ধি ও মানবীয় বোধ, এ-দুয়ের সমতা ও সামঞ্জস্য চেতনা জাগরণের সহায়ক। এই যে অস্তিত্ব, তার যেমন অভ্যুদয় আছে তেমন লয়ও থাকবে, এই বোধও চেতনা-উদ্দীপনের সহায়ক। বেদমন্ত্রে এক ভাবনা, এক সাধনা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষি নানাভাবে শুনিয়েছেন, আদ্যন্ত একই স্বরে,—আমাদের চেতনার জাগরণ ঘটুক। ঋক্ অর্থ আকূতির মন্ত্র, সেখানে কেবল আকূতির কথা, হৃদয় নিংড়ানোর কথা, সোমপানের কথা। সোমচেতনা জাগলে যে-হার্দিক পরিবর্তন ঘটে তার আলোকে সত্য উন্মোচিত হয়। বেদের ঋষিরা যে-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন — সেই ঋতময় সত্য ভৌতবিজ্ঞান এখনও খুঁজে চলেছে। পরমপূজনীয় শ্রীঅনির্বাণ, যিনি এ-যুগের ঋভু, বেদের রহস্য ও ভৌতবিজ্ঞানের উৎকর্ষের এক যোগসূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত পথে চেতনার উন্মেষ হোক এই আমাদের প্রার্থনা।

বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থের প্রথম ব্যাখ্যা দেন মহামুনি যাস্ক। তিনি স্বল্প-সংখ্যক শব্দের আভিধানিক অর্থ দেন। বিদ্যুতের মতো চকিত উদ্‌ভাসনে প্রকাশ পেল কিছু মন্ত্রের নিগূঢ় অর্থ। চতুর্দশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের শ্রী সায়ণাচার্য মন্ত্র-সংহিতার কর্মপর ব্যাখ্যা দেন। মন্ত্রের রহস্যগত অর্থের প্রথম ব্যাখ্যা পাচ্ছি শ্রীঅনির্বাণের কাছে। নিগূঢ় অর্থ বোঝার তাগিদে বোধহয় ভৌতবিজ্ঞানেরই সর্বাধিক প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু তার পূর্বে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর 'বেদ-মীমাংসা' গ্রন্থে (পৃ. ১০৪, ১৪১, ১৪৮-৪৯, ১৬৯-১৭০, ১৮২, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩ ও ২১৩) শ্রীঅনির্বাণ সন্ধাভাষায় বলেছেন: 'আত্মা হতেই এই যা-কিছু সবার সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির মূলে আছে আত্মার 'ঈক্ষা' বা সঙ্কল্পযুক্ত দর্শন। তাইতে প্রথম সৃষ্ট হল 'লোক' বা ভুবনসমূহ। সবার উপরে যে-লোক, তার নাম হল 'অম্ভঃ' বা নীহারিকা, আর সবার নীচে 'অপ্' বা মহাপ্রাণের সমুদ্র। দুয়ের মাঝে 'মরীচি' বা আলোর ঝিলিমিলি, আর 'মর' বা মর্ত্য পৃথিবী। তারপর আত্মা ঐ মহাপ্রাণের সমুদ্র হতে একপুরুষকে মূর্ত করে তুললেন। সেই পুরুষের বিভিন্ন অবয়বরূপে লোকপাল দেবতারা

অভিব্যক্ত হলেন। এই দেবতারা বস্তুত আমাদের ইন্দ্রিয়গোলক ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান-চৈতন্য, এখানে বর্ণিত হয়েছে বিলোমক্রমে। তারপর সেই দেবতাদের মধ্যে জাগল ক্ষুধা আর তৃষ্ণা, তাঁরা তার তর্পণের জন্য চাইলেন 'আয়তন' বা আশ্রয়। 'পুরুষ' বা মানুষ হল সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আয়তন, দেবতারা অনুলোমক্রমে তাতে অনুপ্রবিষ্ট হলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সেই আবিষ্ট আয়তনকে আশ্রয় করল। তখন আত্মা প্রাণসমুদ্রকে অভিতপ্ত করে এক 'মূর্তি'র সৃষ্টি করলেন, তা-ই হল অন্ন। পুরুষ মৃত্যুর দ্বারা অধিষ্ঠিত অপানবায়ু দিয়ে সেই অন্নকে গ্রহণ করল। মরলোকে জীবযাত্রা শুরু হয়ে গেল। আত্মা 'সীমা' বা ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে 'বিদৃতি' নামের দুয়ার দিয়ে আধারে প্রবেশ করলেন, ও দুয়ারটি হল 'নান্দন' কিনা আনন্দের হেতু (এইখানে সুষুম্ণপথের উদ্দেশ পাওয়া গেল। ঋক্-সংহিতায় 'সুম্ন' অর্থে 'সুখ'; 'সুষুম্ণ' পরম সুখ। তাই এখানে নান্দন দুয়ার)। এই আবেশের পর আধারে আত্মার তিনটি 'আবসথ' বা অধিষ্ঠান-ভূমি সৃষ্ট হল। তারপর আত্মা জীবযাত্রা যাপন করে ক্রমে আধারে নিজেকে পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মরূপে দর্শন করলেন। দর্শন করলেন ইন্দ্রকেই (ঋক্-সংহিতায় ইন্দ্র ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই এই আধারে অনুপ্রবিষ্ট। এই হল ঋগ্বেদের উপনিষদ্ বা সারবস্তু)।

সমস্ত সৃষ্টির ব্যাপারটাই একটা যজ্ঞ (দ্র. ঋ.স. পুরুষসূক্ত — ১০/৯০)। সুতরাং জীবসৃষ্টির মূলেও এই যজ্ঞ। একটি যজ্ঞ নয়, পর-পর পাঁচটি যজ্ঞ। এককেটি যজ্ঞে এককেটি অগ্নি। যজ্ঞের পরম্পরাকে বিলোমক্রমে নিলে পর বুঝতে সুবিধা হবে, কেননা তাতে আমরা দৃষ্ট ব্যাপার হতে ক্রমে অদৃষ্টের দিকে যেতে পারব।

সৎ আর অসৎ দুইই আছে পরমব্যোমে (১০/৫/৯) ; অথবা এমন-এক সময় ছিল, যখন অসৎ বা সৎ কিছুই ছিল না (১০/১২৯/১)। অস্তি ব্রহ্ম এই জানলে তাঁকে সৎ বলে সবাই জানে। সেই সৎ ঈক্ষণ করলেন, আমি বহু হব, প্রজাত হব। তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। সেই তেজ ঈক্ষণ করলেন, আমি বহু হব, প্রজাত হব। তিনি অপ্ সৃষ্টি করলেন। অপ্ ঈক্ষণ করলেন, আমি বহু হব, প্রজাত হব। তিনি অন্ন সৃষ্টি করলেন। [সৎ > তেজ > অপ্ > অন্ন — সৃষ্টির এই ধারা। সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে আছে ঈক্ষণ। ঈক্ষণ হতে সৃষ্টি (তু. ব্র.সূ. ১।১।৫)। ঈক্ষণ অন্যত্র 'কাম' (তু. ঋ.স. কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং য়দাসীৎ ১০/১২৯/৪; অ.স. কামো জজ্ঞে প্রথমো নৈনং দেবা আপুঃ পিতরো ন মর্ত্যাঃ . . . ৯/২/১৯-২৫)। তেজ 'তপঃ' (প্র. ১/৪, তৈ. ২/৬/১, মু. 'জ্ঞানময়ং তপঃ' অর্থাৎ ঈক্ষণ ও তপের

সমাহার ১/১/৯)। তেজ, অপ্ এবং অন্ন তিনটিকেই 'দেবতা' বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এরা সৎ-এর চিদ্‌বিভূতি।]

অন্ন জড় বা matter। কিন্তু matter-এর চাইতে সংজ্ঞাটি বেশি ব্যঞ্জনাবহ। উপনিষৎ সত্তাকে দু'ভাগ করছেন — একভাগ অন্ন, আরেকভাগ অন্নাদ। অন্নাদ অন্নকে আত্মসাৎ করে, অন্নই রূপান্তরিত হয় অন্নাদে। এই আত্তীকরণের (assimilation) পরম্পরাই হল সৃষ্টির মাঝে ঊর্ধ্বপরিণামের ধারা। সুতরাং অন্ন নিছক জড় নয়, চৈতন্যে রূপান্তরিত হওয়ার সামর্থ্যযুক্ত জড়। তাকে আশ্রয় করে চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষণ সৃষ্টির রহস্য। অন্ন হতে আত্মা পর্যন্ত এই ক্রমটিই এখানে বিবৃত হচ্ছে। জীব অন্নাদ, কিন্তু পরম অন্নাদ হলেন সেই পরম চৈতন্য (তু. দেবীসূক্ত 'ময়া সো অন্নমত্তি' ঋ.স. ১০।১২৫।৪)।

'কাম' (যার থেকে সৃষ্টি) সম্পর্কে ঋক্-সংহিতায় বলা হয়েছে, 'কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং য়দাসীৎ' (১০/১২৯/৪)। এইটিই ছান্দোগ্যে আদিত্যের অন্তর্গত 'ক্ষোভ' (৩/৫/৩)। আদিত্যের তাপই তপঃ (radiation)। তা-ই সৃষ্টির মূলে। সৃষ্টি তাহলে পরমপুরুষের আত্মবিকিরণ।

উপনিষদের নানা জায়গায় জগৎকারণরূপে উল্লেখ আছে অসৎ, সৎ, দেব, আকাশ, প্রাণ এবং আত্মার। ঋক্-সংহিতায় পাই অনুপাখ্য (১০/১২৯), অসৎ (১০/৭২/২), একং সৎ (৮/৫৮/২), একই দেবতা নানা নামে, পরমব্যোম। 'আত্মা হতেই সব' এমন স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু আত্মস্তুতিগুলিতে তার আভাস আছে (বিশেষ দ্রষ্টব্য 'ইয়ং মে নাভিরিহ মে সধস্থমিমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ' ১০।৬১।১৯)।

'অপ'এ প্রতিষ্ঠিত প্রাণরূপে সর্বময় অগ্নি নিজেকে ত্রেধা ব্যাকৃত করলেন অগ্নি, বায়ু এবং আদিত্যরূপে। এক ব্রহ্মেরই বিভূতি এই সৃষ্টি। আগে দেবসৃষ্টি, তারপর সেই আদর্শে মনুষ্যসৃষ্টি। তাঁর অতিসৃষ্টি হল ধর্ম, যা শ্রেয়োরূপ। প্রথম বা আদিম ধর্ম যজ্ঞ বা আত্মত্যাগ। দেবযজ্ঞ হল বিসৃষ্টি, আর তারই অনুসরণে মনুষ্যযজ্ঞ হল উৎসৃষ্টি (উৎসর্গ), যার মূলে আছে দেবতারই প্রেরণা। এইজন্য এখানে তাকে বলা হয়েছে 'অতিসৃষ্টি'। দুটি যজ্ঞভাবনা ওতপ্রোত (তু. গী. ৩।১০-১১)। অপ্রাণ বা সপ্রাণ, সবই পয়ে প্রতিষ্ঠিত, কেননা পয়ঃ হোমের সাধন, আর যজ্ঞ হতেই সৃষ্টি। আবার জানা যায় তপের (radiation) ফলে সৃষ্টি: তু. ঋ.স. 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত' ১০/১৯০/১; 'তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্' ১২৯/৩।

এখন ভৌতবিজ্ঞানের কথায় আসা যাক, — সেখানে প্রাণীজগৎকে আলাদা করে পরমাণুতত্ত্ব প্রসঙ্গ করা হয়নি। এই বিশ্বজগতে সকল বস্তু কতকগুলি রাসায়নিক অণুদ্বারা সৃষ্ট, আবার এই অণু দুই বা ততোধিক পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণু হল রাসায়নিক বিভাজনের সর্বশেষ যার মূলে আছে এক কেন্দ্রীন এবং সেই কেন্দ্রীনকে আবর্তন করছে একটি কণা। কেন্দ্রীন হচ্ছে প্রোটন—একটি পজিটিভ বা ধনাত্মক কণা, এবং আবর্তনকারী হল ইলেকট্রন,—একটি নেগেটিভ বা ঋণাত্মক কণা। প্রোটনের সাথে যুক্ত থাকে নিউট্রন যা আধানবিহীন কিন্তু এর বিচ্ছিন্নতায় পরমাণুশক্তির প্রকাশ। পরমাণুতে সমসংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন থেকে থাকে ; সমগোত্রীয় পরমাণু দ্বারা আবদ্ধ অণুগুলি মৌলিক, অসমগোত্রীয় পরমাণু দিয়ে তৈরী অণু যৌগিক। একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন নিয়ে গঠিত হাইড্রোজেন পরমাণু, এ-ছাড়া বাকী সব অন্যভাবে। পরমাণুতে সমসংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন থাকায় কোনও বিদ্যুৎক্রিয়া অনুভূত হয় না। এই দুইয়ের কোনটির আধিক্য হলে উর্ধ্ব থেকে নীচে বিদ্যুৎপ্রবাহ শুরু হয়। প্রোটন থেকে প্রবাহকে পজিটিভ ও ইলেকট্রন থেকে প্রবাহকে নেগেটিভ কারেন্ট বলা হয়। যদি কখনও এই দুই স্পর্শযুক্ত হয় তখনই বিস্ফোরণ ঘটে। নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রনকে নিয়েই আমাদের এই পৃথিবী ও বিশ্বজগৎ। বস্তুত বিশ্বজগৎ এক বিদ্যুৎপ্রভাবিত ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের দুই প্রবহমানতায় মহাবিশ্বের উদ্ভব। ধনাত্মক ক্ষেত্র হতে বস্তুর উৎপত্তি। ভৌতবিজ্ঞানের দুটি তত্ত্ব, — কণাবাদ ও আপেক্ষিকতাবাদ। কণাবাদ তত্ত্বে বলা হয় 'particles can be created out of energy in the form of particles / antiparticles'। আরো উল্লেখ আছে 'matter in the Universe is made out of positive energy' (Stephen Hawking) অর্থাৎ নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রনের সহযোগে। ইলেকট্রন প্রোটনের দ্বারা আকর্ষিত হওয়ার সাথে-সাথে প্রোটন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলে, কিন্তু ইলেকট্রন নিজে অটুট থেকে যায়, 'electrons lead a stable existence and normally are neither created nor destroyed' (*Radio Physics* P. Prabhakar and P. Saha—আরো বলা হয়েছে 'electron's mass varies with speed. The centripetal force necessary to keep electrons rotating round the nucleons is supplied by proton. Electrons, if there is a deficit either in positive or negative terminal in a circuit, electric current rushes from either side)। সুতরাং প্রোটনগুলি ধ্বংস হলেও ইলেকট্রনগুলি মুক্ত

শক্তিরূপে থেকে যাচ্ছে যেহেতু শক্তি এক, অভিন্ন ও অবিনশ্বর। ভারতীয় দর্শনে ঋণাত্মক ক্ষেত্রটি বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধক অর্থাৎ সাধারণ বিদ্যুৎপ্রবাহসূত্রে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে ; এই পরিপ্রেক্ষিতে ঋণাত্মক ক্ষেত্রটি অহরহ সকল প্রকাশকে আকর্ষণ করে চলেছে এবং অবিরত নিজ ক্ষেত্রের দিকে টেনে চলেছে। এই সময়কালে ভৌতবিজ্ঞানের যে-দুটি তত্ত্বে মহাবিশ্বের রহস্য প্রসঙ্গ চলেছে তার মধ্যে কণাবাদে দেখা যায় প্রতি বস্তুকণায় বিদ্যুতের সঞ্চার ও অবস্থান। সেই কারণে আপেক্ষিকতাবাদের পরিবর্তে কণাবাদের বিদ্যুৎপ্রবহমানতার ধারা অনুসারে মহাবিশ্ব প্রকাশ ব্যাখ্যাত হওয়ার প্রয়োজন অনেক বেশি। যেহেতু ঋণাত্মক প্রবাহ অবশ্যই ধনাত্মক প্রবাহের পরিপূরক, দিন ও রাতের মতো, পরস্পরের বিরোধী নয়। বাস্তবে ঋণাত্মক ক্ষেত্রটির পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসার প্রচেষ্টায় সংকর্ষণ শক্তির উদ্ভব, সাধারণভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উৎস। এই তত্ত্বটি গৃহীত হলে দেখা যাবে বস্তুর মধ্যে স্থিত ইলেকট্রন এখন মুক্তশক্তিরূপে এক বাল্বর আকার ধারণ করে সরলরেখায় ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে এবং তা ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে যখন মহাকাশে পূর্বস্থিত ঋণাত্মক ক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসে তখনই বিস্ফোরণ ঘটে। এখানে দেখা যায় বস্তুর রূপান্তরই মহাবিশ্বের উপাদান এবং মহাবিশ্ব বারবার আত্মপ্রকাশ ও আত্মহনন করে চলেছে। বস্তুত এই বিশ্ব ও মহাবিশ্বে সকল প্রকাশকেই উৎসে ফিরতে হয়।

ঋষি দীর্ঘতমার চিত্তে উদ্‌ভাসিত 'উত্তান পদ' এমনই এক ধারণা যা মহাবিশ্বের রহস্যকে প্রকাশ করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বস্তুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রন মুক্ত শক্তিরূপে ধনাত্মক ক্ষেত্রেরই অন্তর্গত এবং মহাকাশস্থিত ঋণাত্মক ক্ষেত্রের বিপরীতপন্থী। প্রচলিত ভৌতবিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই এই লেখাটিতে মহাবিশ্ব (উত্তানপদের ধারণায়) একটি ক্ষেত্রে ও একটিমাত্র তত্ত্বে ব্যক্ত করা যায়।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পালা। এবার যখন সংযুক্ত সকলেই সম্পাদকের ভূমিকা পালন করছেন তখন তাঁদের ধন্যবাদ জানানো হবে অর্থহীন। তবে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছাড়া আরো যাঁরা প্রকাশনার বিবিধ কাজে যুক্ত হয়েছেন, আর যাঁরা সানুরাগে পাঠ করছেন, তাঁদের সকলের জন্য রইল প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

কলকাতা ৭০০ ০২৯ প্রবোধ চন্দ্র রায়

১লা জানুয়ারী, ২০০৫

ওঁ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ঋগ্বেদ ১।৮৯।৬

হে মহান্ যশস্বী এবং জ্ঞানবান্ পরমেশ্বর আমাদের কল্যাণ করুন,

সর্বজ্ঞ, সমস্ত পদার্থের স্বামী, সমস্ত সংসারের পালক,

হে পোষক পরমাত্মন্ আমাদের কল্যাণ করুন;

হে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন;

বেদবাণীর পতি, স্বামী, পালক পরমাত্মা আমাদের কল্যাণ করুন।

"স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু"।

স্বস্তি = কল্যাণ বা মঙ্গল।

নঃ = আমাদের।

বৃহ = বিরাট।

বৃহস্পতিঃ = পরমেশ্বর।

দধাতু = দান করুন।

অর্থাৎ "পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন"।

তাঁহার শ্রীচরণে গ্রন্থারম্ভে এই প্রার্থনা।

বেদ-সংহিতার প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান যুগে বেদের সংহিতা-অংশ পড়ার উপযোগিতা বা সার্থকতা আছে কি? সেখানে তো আছে শুধু বহু দেবতার প্রসঙ্গ, আছে প্রায়ই স্থূল প্রার্থনার কথা, আছে বড়ো জোর কিছু নিসর্গ-বর্ণনা। তার থেকে বেদের উপনিষদ্-অংশ অনেক বেশি সমুন্নত এবং পরিশীলিত; সেখানে আছে অদ্বয় ব্রহ্মের কথা, আছে আত্মার সাধনা ও উত্তরণের কথা। পরমেশ্বর তো মাত্র একজনই। বহু দেবতার চিন্তা, ভাবনা, অর্চনা কি চিত্তের বিক্ষেপ এবং সাধনার অপরিণত অবস্থা সূচিত করে না? সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা অধিকাংশই তো ছিলেন স্ত্রীপুত্রাদিসহ গৃহী; তবে সংসারত্যাগী সুকঠোর ত্যাগসংযমব্রতী বৈরাগী সন্ন্যাসী মুনি ছিলেন কারা? বেদের সংহিতার সঙ্গে উপনিষদ্অংশের কি কোনও যোগ আছে, দেববাদ কি ব্রহ্মবাদের বিরোধী নয় ইত্যাদি বহু প্রশ্ন আমাদের আধুনিক মনে ভিড় করে আসে। এইসব জরুরী প্রশ্নগুলির মীমাংসা অতি সুন্দরভাবে আমরা পাই শ্রীঅনির্বাণের *বেদ-মীমাংসা* গ্রন্থে, যার থেকে উদ্ধৃতি আমরা এখানে পরিবেশন করছি। যাতে উপরের প্রশ্নগুলির সহজ মীমাংসা আমরা লাভ করতে পারি।

দেববাদ

'একদেববাদ আর বহুদেববাদে বিরোধ আর্য মনের অগোচর। এটি বিশেষ করে সেমিটিক মনের দান। আর্যমন ঈশ্বরত্ব হতে পৌরুষেয় ধর্মকে ছেঁটে দিয়েও অধ্যাত্মচেতনার একটা ভূমিতে বহুদেবের মণ্ডলীকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর আর বহুদেবের স্তুতিতে মুখর শঙ্কর এদেশের অধ্যাত্মবোধে কোনও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করেন না। এদেশের রামকৃষ্ণ নির্বিকল্পস্থিতিতে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিয়েও আবার নানা দেবদেবীর পায়ে কি করে মাথা ঠুকতে পারেন, তা ইওরোপীয় মনের কাছে রহস্য হলেও ভারতীয় মনের কাছে মোটেই

কোনও রহস্য নয়। একদেববাদ ও বহুদেববাদ নির্বিবাদে শুধু পাশাপাশি নয়, একেবারে একাকার হয়ে ঠাঁই পেয়ে এসেছে এদেশের ঋষির মনে সেই বৈদিক যুগ হতে। আজপর্যন্ত দুয়ের মধ্যে কোনও protest-এর সৃষ্টি না করেও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে পৌঁছুন এদেশের মরমীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে কি করে, বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে ডুবে এ-ব্যাপারটি না বুঝলে বেদব্যাখ্যার অধিকার কারও আছে একথা আমরা মানতেই পারি না। বস্তুত দেববাদের সত্যকে না বুঝে বেদ বোঝাবার দাবি অজ্ঞের একটা ঔদ্ধত্য মাত্র।'

বেদ-মীমাংসা : প্রথম খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ২১-২২

'বৈদিক সাহিত্যে অধ্যাত্মসাধনার যে-রূপটি আমরা দেখতে পাই, তার মূলে রয়েছে দেববাদ। দেববাদের ভিত্তি হল 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধা মানবচিত্তের মৌলিক বৃত্তি, অতীন্দ্রিয় একটা-কিছুকে পরাক্-দৃষ্টিতে অনুভব করা হল তার বিশিষ্ট রূপ। তার মূলে রয়েছে 'আবেশ'। এরই পাশাপাশি মানবচিত্তের আরেকটি বৃত্তি রয়েছে যাকে বলা হয়েছে 'তর্ক'। তর্কের দৃষ্টি প্রত্যক্-বৃত্ত, তার মূলে আছে 'জিজ্ঞাসা'। সাধনার দিক দিয়ে তার পরিণাম আত্মবাদে।. . . দেববাদী বৃহৎকে পান হৃদয়ের আবেগ দিয়ে বোধিগ্রাহ্য বস্তুরূপে। আর আত্মবাদী পান বীর্য দিয়ে, নিজেরই আত্মরূপায়ণরূপে। একজনের প্রাপ্তির সাধন শ্রদ্ধা এবং বোধি, আরেকজনের তর্ক এবং বুদ্ধি। এই দুটি মৌলিক চিত্তবৃত্তিকে অবলম্বন করে এদেশের সাধনার দুটি ধারা আবহমানকাল প্রচলিত আছে। তার একটি ঋষিধারা, আরেকটি মুনিধারা।' [প্রথমটি হল মূলত দেববাদ—সংহিতার ধারা; দ্বিতীয়টি মূলত আত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদ—উপনিষদের ধারা।]

তদেব, পৃ. ৩

মন্ত্রবাদ

'ব্রহ্ম অর্থাৎ চেতনার ক্রমব্যাপ্তি এবং বাক্ অর্থাৎ তার বহির্মুখ প্রকাশ, দুয়ের মধ্যে অবিনাভাবের সম্পর্ক বৈদিক দর্শনের একটা মূলসূত্র। পরবর্তী যুগে বৈয়াকরণ ও তান্ত্রিকেরা এই মতবাদকে নানাভাবে পল্লবিত করবার চেষ্টা করেছেন। আসলে এ-প্রশ্ন ভাষার উৎপত্তির প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। বৈদিক মতটা এই ধরণের : এক

শাশ্বত ভাষা আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টায় যে-স্পন্দন তোলে, তাহতেই ভাষার সৃষ্টি। এ-ভাষা দেবভাষা কিনা আলোর ভাষা এবং তা-ই হল মন্ত্র। এ-মন্ত্র মনুষ্যকৃত সঙ্কেত নয়, যা বৃদ্ধের কাছ থেকে শিশুরা শেখে। এ একটা স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, ভাবের অনুকূল ভাষার স্পন্দন। তিনটি অবস্থা পার হয়ে চতুর্থ অবস্থায় যখন তা এসে পৌঁছয়, তখনই সে আবার মনুষ্যকৃত সঙ্কেতের সাহায্য গ্রহণ করে। তুরীয় দশায় কিন্তু সেই মূল স্পন্দনের শক্তি সম্পূর্ণ অব্যাহতই থাকে। এইজন্য এই অভিব্যক্ত মন্ত্রকেও সেই অন্তর্গূঢ় আদিস্পন্দনের মর্যাদা দিতে হয়। আদিস্পন্দ যেমন অপৌরুষেয়, এই বৈখরীবাকও তেমনি অপৌরুষেয়। ঋষিরা মন্ত্রস্রষ্টা নন, মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। . . . মন্ত্র বাণীমাত্র—ঈশ্বরের বাণীও নয়। তার মধ্যে যে স্বাভাবিক স্ফুরত্তা রয়েছে, তার বেগেই সে মানুষকে সিদ্ধি ও ঋদ্ধির পথে নিয়ে যাবে। তলিয়ে দেখলে মীমাংসকের এই মনোভাবে পাই অধ্যাত্মভাবনার এক অপূর্ব অবদানের পরিচয়। সমগ্র বৈদিক চিন্তাধারার মূলে এই ভাব আছে বলেই বৈদিক ধর্ম কোনদিন প্রোটেস্টান্ট্ বা মিশনারী ধর্ম হতে পারে নি। তার শক্তি আর অশক্তি দুয়েরই মূল এইখানে।'

তদেব, পৃ. ৯

একাধারে বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ

'সেমিটিক ভাবনায় ঈশ্বর জড়োত্তর, তিনি শুধু চিৎস্বরূপ। কিন্তু আর্য ভাবনায় দেবতা জড়াত্মক ও জড়োত্তর দুইই। বস্তুত জড় এবং চৈতন্যের মাঝে আর্য ভাবনা কোনও বিরোধ দেখে না। দুটি দর্শনের সৃষ্টিবাদে দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য ফুটে উঠেছে। সেমিটিক ঈশ্বর বিশ্বের নির্মাতা—তিনি বাইরে থেকে জগৎ গড়ছেন। আর বৈদিক দেবতা নিজেই জগৎ হচ্ছেন, অথচ হয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছেন না। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের ভাষায়— 'তিনি এই ভূমিকে সবদিক থেকে আবৃত করেও দশ আঙুল ছাপিয়ে আছেন।' 'তাঁর একপাদ এই সর্বভূত। আর ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে। তিনিই সব হয়েছেন'—ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মতবাদের নাম দিয়েছেন Pantheism বা সর্বেশ্বরবাদ। এ তাঁদের দুচক্ষের বিষ, অথচ এ-বাদ না বুঝতে পারলে বৈদিক অধ্যাত্মরহস্যের কিছুই বোঝা যাবে না। তবে একথা

বলে রাখা ভাল, বৈদিক দেববাদ Pantheism নয়, তাকে ছাপিয়ে আরও-কিছু। তিনিই সব হয়েছেন, কিন্তু হয়ে ফুরিয়ে যান নি। যেমন তিনি বিশ্বের প্রতিষ্ঠা, তেমনি অতিষ্ঠাও। তিনি বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ দুইই। সেমিটিক ধর্ম বিশ্বোত্তীর্ণকে স্বীকার করে কিন্তু বিশ্বাত্মককে নয়।'

তদেব, পৃ. ২৬-২৭।

চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদ

'তিনিই যদি সব, তাহলে তাঁকে শুধু আন্তর অনুভব দিয়ে নয়, বহিরিন্দ্রিয় দিয়েও পাওয়া যায়। বহিরিন্দ্রিয়ের কাছে যা সবচাইতে স্পষ্ট, সবচাইতে উজ্জ্বল, সে তাঁরই বিভূতি, সে তিনিই। মাধ্যন্দিন সূর্য আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে তাঁর সর্বোত্তম বিভূতি। তিনিই সূর্য হয়েছেন, অতএব আমাদের দিক থেকে সূর্য তিনিই। ঋষি কুৎসের ভাষায় 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'—যা-কিছু জঙ্গম যা-কিছু স্থাবর, সূর্য তারই আত্মা। সূর্যকে যখন দেখছি, তখন তাঁকেই দেখছি। সূর্য জড় নন, চিন্ময়; তিনি বিষ্ণু। সূর্য পুরুষ। সেই পুরুষই আমি। এই ভাবনা এবং সাধনার বিস্তার উপনিষদগুলিতে আছে।

এমনি করে ইন্দ্রিয় দিয়ে যা-কিছু দেখছি, তাতে তাঁকেই দেখছি। দেখছি বৃহৎকে, সমস্ত-কিছুর মাঝে সেই একের প্রাণস্পন্দকে। বৃহৎ এই পৃথিবী, বৃহৎ এই বায়ু, বৃহৎ ঐ আকাশ—সব বৃহৎ এবং জ্যোতির্ময়। পৃথিবী অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোক—সবই সেই দেবতা, সবই চিন্ময়। এই ইন্দ্রিয় দিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ করছি। এই চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদই হল বৈদিক ধর্মের মর্মকথা।'

তদেব পৃ. ২৭।

'চিন্ময়-প্রত্যক্ষ মানে শুধু চোখ বুজে অন্তরে দেবতাকে অনুভব করা নয়, চোখ মেলে বাইরেও তাঁকে দেখা—জ্যোতীরূপে দেখা, বায়ুরূপে তাঁর স্পর্শ পাওয়া, বাক্‌রূপে তাঁকে শোনা। মন্ত্রসংহিতায় দেবতার যে-বিজ্ঞান, তা এই রীতিতে। দেবাবিষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেবতার যে-প্রত্যক্ষ, তার পরিণাম চেতনার বিস্ফারণ, তারই প্রকাশ ব্রহ্মে বা মন্ত্রে। মন্ত্রে দেবতা অন্তরে-বাইরে উভয়ত্র প্রত্যক্ষ। আর উপনিষদে 'নিষত্তি'র ফলে বিশেষ করে তাঁর আন্তর প্রত্যক্ষ। এই রীতিতে মন্ত্রই

বস্তুত ঔপনিষদ-ভাবনার বীজ। মন্ত্রে চিন্ময়-বাহ্যপ্রত্যক্ষের যে-উদানগাথা, সিদ্ধচেতনা তার উৎস; উপনিষদে তাকেই সাধকচিত্তের বুদ্ধিগ্রাহ্য করা হয়েছে। অতএব উপনিষদের অদ্বৈতবাদ বুদ্ধির পরিপাকের ফলে বহু হতে একের ধারণায় পৌঁছন নয়, মন্ত্রের বোধিজ অদ্বৈতপ্রত্যয় হতে বুদ্ধিতে নেমে আসা।

শ্রদ্ধার আবেশে বাহ্যপ্রত্যক্ষ যখন চিন্ময় হয়ে ওঠে, তখন এই বোধির আবির্ভাব হয়। দেবতা তখন চোখের সামনে, এই ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষের দুটি রীতি আছে, রামকৃষ্ণদেবের দুটি অনুভবকে তাদের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। একদিন সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে তিনি বললেন, 'একি! চোখে যেন ন্যাবা লেগেছে। সবই যে দেখছি তিনি!' আরেকদিনের অনুভব : 'সকালে পূজার জন্য ফুল তুলতে গেছি বাগানে। দেখি, গাছে গাছে ফুল ফুটে আছে, না বিরাটের পূজা হয়ে রয়েছে। সবই যে তিনি! তখন উন্মত্তের মত ফুল ছুঁড়তে লাগলাম।' দুটি অনুভবের আগেরটি হল ভিতরের আলোতে বাইরকে আলোময় দেখা; এইটি উপনিষদের ধারা। আর দ্বিতীয়টি হল বাইরের অলখের আলোতেই বাইরকে আলোময় দেখা; এইটি সংহিতার ধারা। অলখ তখন অরোরার আলোর মত চোখের সামনে ঝলসে ওঠেন, এই হৃদয়ে আবিষ্ট হন। মানুষ তখন মরমী বা কবি।'

তদেব : দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ. ২৭৩-২৭৪।

'দেবতা বাইরে নন, অন্তরে। অন্তরে তাঁর অস্পষ্ট অনুভবকে সুস্পষ্ট করার জন্যই সাধনা। বেদে দেবতার সঙ্গে সাধকের communion নাই, একথা অশ্রদ্ধেয়। আসলে দেবতা ব্যক্তি নন, ভাবমাত্র। একভাব হতে আর একভাবে সংক্রমণ অধ্যাত্মজগতে একটা সহজ সাধারণ ব্যাপার। এক দেবতায় আর-এক দেবতার রূপান্তরের মূলে এই রহস্য।'

গায়ত্রী মণ্ডল—২য় খণ্ড— পৃ. ৮০-৮১।

বৈদিক ঋষির অদ্বৈতবোধ

'আকাশে আলোর উন্মেষ আবার আলোর নিমেষ—দেবতার এই নিত্যপ্রত্যক্ষ মহিমা হতেই বৈদিক ঋষির অদ্বৈতবোধ উৎসারিত হয়েছে অনায়াসে। এ-বোধের আশ্রয় তর্ক নয়, আপামর সাধারণ অতি সহজ এবং আদিম একটি প্রত্যক্ষ।. . . . এই অদ্বৈতবোধের চারটি ভূমি সংহিতায় সূচিত হয়েছে যথাক্রমে দেবভাবনার চারটি সূত্রে : প্রথম 'একো দেবঃ' যখন দেবতার বিশেষণ আছে; দ্বিতীয় ভূমিতে 'একং সৎ'—যখন তিনি অরূপ সন্মাত্র; তৃতীয় ভূমিতে 'একং তৎ'—যখন তাঁকে সত্তার দ্বারাও বিশেষিত করা যায় না বলে তিনি অসৎকল্প; চতুর্থ ভূমিতে তিনি সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত অতএব 'ন সৎ ন অসৎ'।'

বে.-মী. : ২য় খণ্ড : পৃ. ২৭৪-২৭৫।

'বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবতার সংখ্যা নিয়ে শাকল্যের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তরের একটা রোচক বিবরণ আছে। শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেবতা কয়জন?' যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে বললেন, 'তিনশ তিন আর তিন হাজার তিন জন'। তারপর ক্রমে ক্রমে সে-সংখ্যাকে কমিয়ে বললেন, 'দেবতা একজনই। সে-দেবতা হলেন প্রাণ। তাঁকে তত্ত্ববিদেরা বলেন ব্রহ্ম বা ত্যৎ। এই প্রাণ-ব্রহ্মই বিভিন্ন লোকে অর্থাৎ মনোজ্যোতিতে আলোকিত চেতনার বিভিন্ন ভূমিতে অভিব্যক্ত হয়েছেন শারীর-পুরুষ হতে আদিত্যপুরুষ বা ছায়াপুরুষরূপে। আবার তিনিই দিকে-দিকে রয়েছেন বিভিন্নদিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে।' যাজ্ঞবল্ক্য এখানে যা প্রতিষ্ঠিত করলেন তা একদেববাদ (monotheisn) আর অদ্বৈতবাদের সমন্বয়। একদেবতাই আছেন বলে অন্য দেবতা নাই, এদেশের একদেববাদ কোনদিনই একথা বলে না। বহুকে বাদ দিয়ে নয়, বহুকে নিয়েই এক। বহু দেবতা তখন একদেবতারই মহিমা বা বিভূতি। এই বিভূতিবাদ না বুঝলে এদেশের একদেববাদ বোঝা যায় না, বোঝা যায় না অদ্বৈতবাদী শঙ্করকে বহু দেবতার স্তুতিকার বলে কল্পনা করতে কেন আমাদের বাধে না। পূর্ণাদ্বৈতের ত্রিপুটী হল—সৎ, অসৎ, ন সৎ ন অসৎ। এ হল সংহিতার সংজ্ঞা। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় তাই হল প্রাণ, ব্রহ্ম এবং ত্যৎ।'

'বহু এক আর শূন্য—এ-তিনে যে বিরোধ নাই, তা আমাদের চিত্তের ক্রিয়াতেও দেখতে পাই। চিত্তের বহির্মুখী বৃত্তি বহুর মেলাতে কখনও মূঢ়, কখনও ক্ষিপ্ত, কখনও বিক্ষিপ্ত। এই তার অযুক্ত প্রাকৃত দশা। সেই চিত্ত অন্তর্মুখ হয়ে হয় একাগ্র। তখনই যোগের শুরু। তারপর একাগ্র বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়ে চিত্ত শূন্য হয়ে যায়। সেই শূন্যতার ভূমিতে আবার একাগ্রজ্যোতির বিম্ব হতে বিকীর্ণ হয় বহুর রশ্মি। বৈদিক ঋষির ভাষায় এ যেন রাত্রির অব্যক্ত হতে উষার জন্ম। নিরোধপ্রতিষ্ঠ একাগ্র চিত্তের যে-বিক্ষেপ, তা সম্ভূতি বা শুদ্ধসত্ত্বের উল্লাস। বহু তখন এক সত্যেরই সত্যবিভূতি।'

'বিভূতি দেবতা আর তত্ত্বের মাঝে চেতনার যাতায়াতের পথ আমাদের সবসময়ই খোলা। বস্তুত সংখ্যার অদ্বৈত বড় কথা নয়, বড় হচ্ছে ভাবের অদ্বৈত। সেই একই পরম সত্য, যার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বহুর ঠাঁই হতে পারে।'

তদেব : পৃ. ২৭০-২৭৩।

' "একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা" (ঋ. ৩।৪৬।২)— একা তুমি নিখিল ভুবনের রাজা। এই হল বৈদিক অদ্বৈতবাদের একটি নিদর্শন।

এদেশে অদ্বৈতবাদের দুটি ধারা—একটি আরোহক্রমে, আর-একটি অবরোহক্রমে। অবরোহক্রমের উদাহরণ "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋ. ১।১৬৪।৪৬)। আরোহক্রমের অদ্বৈতবাদ হল, দেবতার বিভূতি হতে তার লোকোত্তর মহিমায় পৌঁছনো। যেমন দেখছি এইখানে। এইটিই ভারতবর্ষের লোকায়ত সাধনধারা। বাইরে থেকে দেখা যাবে অনেক দেবতা, কিন্তু সবই গিয়ে পৌঁছেছে সেই একে। এক আর বহুতে কোনো ভেদ নাই, কেননা তিনিই এই যা-কিছু সব হয়েছেন। আসলে ঈশ্বর পরাক্‌বৃত্ত নন, প্রত্যকবৃত্ত। যা-কিছুকে ধরেই তাঁতে পৌঁছনো যায়; চেতনার বিস্ফারণ (তু. 'ব্রহ্ম') নিয়ে হল কথা। আপন ইষ্টকে যে বিশ্বভুবনময় দেখছে, সে-ই অদ্বৈতবাদী। 'সব দেবতাই আমারই ইষ্টের বিভূতি', প্রকৃত ভক্তমাত্রেরই এ উদার বুদ্ধি থাকে। এই হল এদেশের অদ্বৈতবাদের একটা মূল ধরণ।' —*গায়ত্রীমণ্ডল* ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৯৩।

দেবতা আছেন সর্বত্র, সর্বদা, সমভাবে। 'তেন সর্বম্ ইদম্ ততম্'—তাঁরই

দ্বারা এই সবকিছু পরিব্যাপ্ত। তিনিই নিত্য, আবার তিনিই লীলাময়; তিনি কখনও নিত্যে, কখনও লীলায়। এই প্রত্যক্ষ অনুভব, এই বোধ।

অখণ্ড মহাকাশই বিশ্বজগতের সবকিছুকে আবৃত করে বিরাজমান—খণ্ড খণ্ড আকাশ জুড়ে মহাকাশের উদ্ভব হয় না। সবকিছুর ভিতরে দেবতার লীলা ও ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে আমরা আনন্দময় ও কৃতার্থ হই। তিনি আমাদের অনুভূতিতে নেমে এসে আমাদের সমুজ্জ্বল প্রাণময় ও আনন্দময় করে তোলেন। আমরা তদ্‌গত, তন্ময় হয়ে যাই; বোধিতে উত্তীর্ণ হই। এই বোধি অব্যক্ত অথচ প্রত্যক্ষ। মুখে ব্যক্ত করে ঠিক সবটা বলা যায় না, কিন্তু বোধে সবটাই প্রত্যক্ষ হয়,—যেমন উষার সৌন্দর্য দেখে আনন্দ ও শান্তি। এই প্রত্যক্ষবোধ ব্যাপারটি বিচারবুদ্ধির স্বীকার-অস্বীকার ইত্যাদির অপেক্ষা রাখে না। আমি না-থাকলেও দেবতা থাকেন, তাঁর ক্রিয়া করেন। আমার আমিত্ব ও মমতা দিয়ে তাঁকে দেখে, চিনে, জেনে আমি ধন্য কৃতার্থ হই মাত্র।

দেবতারই মহাশক্তির খেলা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবে প্রতিমুহূর্তে ক্রিয়াশীল। চোখ মেলে মন খুলে এই সত্যেরই অনুধাবন অনুসরণ অনুশীলন অনুস্মরণ করাই হল আমাদের অনন্য কর্তব্য; সেইটিই জ্ঞান, বিজ্ঞান, পুরুষার্থ। খোলা চোখ দিয়ে যা-কিছু প্রত্যক্ষ করছি তা সবকিছুই হল মৃন্ময় মূর্তির পিছনে চিন্ময় সত্তার দৈবী লীলা। আমার কাজ হল শ্রদ্ধা ও প্রতীক্ষা; অনাবিল দৃষ্টিতে দেখা বিরাটের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং আনন্দযজ্ঞে অংশ নেওয়া। এই হল ঋষিধারা, দেববাদ, চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদ। তিনি আমারই চোখের সামনে এখনই এখানে হাজির, এই অনুভূতি, এই উপলব্ধি।

বস্তুত আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে—আগে বহু পরে এক; আগে প্রত্যক্ষ পরে পরোক্ষ; আগে দেবতাবিশেষ পরে বিশ্বদেবতার বিশ্বমূর্তি। আগে সংহিতা পরে উপনিষদ্‌, আগে দেববাদ পরে ব্রহ্মবাদ। এইটিই হল চেতনার উত্তরণের সহজ ও স্বাভাবিক ক্রম।

সেমিটিক চিন্তায় পরমেশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করে বিশ্বের বাইরেই বসে থাকেন। বৈদিক চিন্তায় তিনিই এই বিশ্বরূপে বিবর্তিত হন, তিনিই সবকিছুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বিরাজ করেন। তিনি আবার বিশ্বাতীতও, তিনি চতুষ্পাৎ। পাশ্চাত্য চিন্তায়

বিশেষত পাশ্চাত্য ভৌতবিজ্ঞান চিন্তায়, প্রত্যক্ষ জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অতিরিক্ত কোনও ঈশ্বর আছেন কী নেই, এই নিয়ে একটা কুণ্ঠা মতবিরোধ তর্কবিতর্ক স্বাভাবিক। পরন্তু বৈদিক চিন্তায় এই তর্কের কোনো অবকাশই নেই। আমি আমার প্রত্যক্ষীভূত বিশ্বমূর্তিকে অস্বীকার করি কিভাবে? বিশ্বমূর্তি তিনিই, চলেছেন তাঁর স্বচ্ছন্দ অপ্রতিরোধ্য গতিতে। তাঁকে আলাদা করে স্বীকার করা বা না করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এর নাম দেববাদ, এর নাম ঋষিধারা। এর বিপরীত ধারাটি হল মুনিধারা—'মননাৎ মুনিঃ'। মনকে শাণিত করে বুদ্ধির সাহায্যে পরমেশ্বরকে জানবার ও ধরবার প্রয়াস। বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট হয় মতবাদের দর্শনশাস্ত্র, যেখানে তর্কবিতর্ক হল একটা মূল উপায়। বিরাট মিছরীর দানাকে টুকরো টুকরো করে বুদ্ধি পেতে চায়, খেতে চায়। ক্রিয়াকর্মের উপর সেখানে জোর, ধ্যান জপ সমাধিমূলক সাধনধারার উপর সেখানে জোর—তাঁকে জানতে হবে, পেতে হবে, ধরতে হবে। অহংকে ধরে, অহংকে স্ফীত করে এই প্রয়াস। ফলে সাধনার অন্তিম লগ্নেও এই অস্মিতামমতার লয় হয় না। আমি তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছি—এই খণ্ডবোধ থেকে এই সাধন-যাত্রা। ভুলে যাই, তিনিই তো সবকিছু হয়ে সবকিছুর মধ্যে আমারই সমগ্র সত্তায় বিদ্যমান। সুতরাং তাঁকে কোনো বিশেষ প্রক্রিয়ায়, কোনো বিশেষস্থানে খুঁজতে যাওয়া তো সর্বদেশীকে একদেশী, অখণ্ডকে খণ্ডিত করে তোলা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় এটি অধম ভক্তের লক্ষণ।

ঋষিধারায় তাঁকে চোখ মেলে দেখার উপর জোর, নিজেকে হারিয়ে ফেলার উপরে জোর; মুনিধারায় চিন্তা ও মননের দ্বারা নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার উপরে জোর। ঋষিধারায় বহুর মধ্যে তিনি ছড়িয়ে আছেন এই ভাবনার উপরে জোর; মুনিধারায় নেতি নেতি করে পরমসত্যে পৌঁছাবার উপরে জোর। ঋষিধারার অবলম্বন হল স্বাভাবিক জীবনধারা, সংশ্লেষাত্মক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী (synthetic intuitive approach) এবং অখণ্ড পূর্ণতাময় ভাবনা। পরন্তু মুনিধারার অবলম্বন হল ত্যাগ বৈরাগ্যময় সন্ন্যাসীর, বুদ্ধির অন্তিমে শূন্যতার ভাবনা, এবং খণ্ডখণ্ড করে সবকিছুকে দেখবার, বিচার করার এবং গ্রহণ করার প্রবণতা (analytical approach)। যদিও এই দুটি ধারার মূল এবং পরিণতি

এক ও অভিন্ন, তবুও এই আপাতবিরোধী ধারাদুটি গঙ্গাযমুনার মতন আমাদের সাধনপথে দুরকম প্রবণতার সৃষ্টি করে। কিন্তু শেষে সবই মিলে যায়, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। শ্রীশ্রীমা যার মূর্ত প্রকাশ।

গায়ত্রী মণ্ডল, বিশ্বদেবগণ দেবতা

চতুষ্পঞ্চাশত্তম সূক্ত

(শেষাংশ)

১৯

দেবানাং দূতঃ পুরুধ প্রসূতো
হনাগান্ নো বোচতু সর্বতাতা।
শৃণোতু নঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপঃ
সূর্যো নক্ষত্রৈরুর্ব ১ ন্তরিক্ষম্।

দেবানাম্। দূতঃ। পুরুধ। প্রসূতঃ।
অনাগান্। নঃ। বোচতু। সর্বতাতা।
শৃণোতু। নঃ। পৃথিবী। দ্যৌঃ। উত। আপঃ।
সূর্যঃ। নক্ষত্রৈঃ। উরু। অন্তরিক্ষম্।

দেবানাং দূতঃ— দেবতাদের দূত; অগ্নি।

পুরুধ প্রসূতঃ— বহুস্থানে বহুভাবে বন্দিত; অগ্নি।

নঃ সর্বতাতা অনাগান্ বোচতু—আমাদের নিষ্পাপ বলে সর্বত্র ঘোষণা করুন। এই ঘোষণাটি করবেন অগ্নি; তিনিই আমাদের নিষ্পাপ করেন।

নঃ শৃণোতু—আমাদের স্তোত্রাদি শ্রবণ করুন। কারা?

পৃথিবী দ্যৌঃ—এই ভূলোক আর দ্যুলোক। তাঁরা শুনবেন; আর কারা? উত আপঃ সূর্যঃ নক্ষত্রৈঃ উরু অন্তরিক্ষম্ — আরো শুনবেন বিস্তীর্ণ

জলরাশি (সমুদ্র), দ্যুলোকে সূর্য (অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা বৌদ্ধের আকাশানন্ত্য ও বিজ্ঞানানন্ত্য), নক্ষত্রগণ ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোক (তু. রোদসী)—প্রাণসমুদ্র।

উত্তরণের পথে সব সাধকেরই আসে অগ্নিপরীক্ষা। তা না হলে আমাদের সকল কলুষকালিমা দগ্ধ কি করে হবে, আমরা কেমন করে দেবলোকে উত্তীর্ণ হব! (তু. 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে'—রবীন্দ্রনাথ)। দেবদূত অগ্নি, তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, জ্যোতির্ময় চিন্ময়লোকে যাওয়ার ছাড়পত্রটি আমাদের দেন। অগ্নিপরীক্ষা মানে জীবনের সংকটময় পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতা। অগ্নি পরীক্ষক, সাক্ষী; তিনিই দেবদূত ও বিঘোষক।

আমাদের এই উত্তরণের সাক্ষী কারা? দুদিনের মানুষ নয়, চিরকালের সাথী দেবগণ—ভূলোক, দ্যুলোক, সমুদ্র, সূর্য, নক্ষত্রমণ্ডলী, সুবিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ। তাঁদের মধ্যে আমরা মিশে যাই মরণোত্তরে। দেবদূত বহুবন্দিত অগ্নি আমাদের সর্বত্র নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করেন। এই মন্ত্রটিতে আমরা পাই পরিশুদ্ধির আকুতি ও বিরাটের ভাবনা।

দেবদূত বহুবন্দিত অগ্নি আমাদের নিষ্পাপ বলে সর্বত্র ঘোষণা করুন। আমাদের স্তোত্রাদি শুনুন ভূলোক-দ্যুলোক, সমুদ্র, সূর্য, নক্ষত্রগণ ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ।

বহুবন্দিত দেবদূত অগ্নি
নিষ্পাপ মোদের ঘোষণা করুন সর্বত্র।
শুনুন মোদের স্তুতি দ্যাবাপৃথিবী আর
সূর্য নক্ষত্র সমুদ্র ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ।।

সায়ণভাষ্য— পুরুধ পুরুষু বহুষু দেশেষু প্রসূতঃ অগ্নিহোত্রার্থং বিহিতঃ যদ্বা পুরুভির্যজমানৈঃ প্রসূতঃ যষ্টব্য দেবানাহ্বানার্থং প্রেরিতো দেবানাং

দূতঃ। তথা চ তৈত্তিরীয়কম্—অগ্নির্দেবানাং দূত আসীদিতি। তাদৃশোঽগ্নি কর্ম্মকর্ত্তৃসাধনবৈগুণ্যেন সাপরাধান্নো ঽস্মান্নানাগাননাগসঃ সর্ব্বতাতা সর্ব্বত্র বোচতু ব্রবীতু। কিঞ্চ পৃথিবীদ্যৌশ্চ উতাপিচাপঃ সূর্যশ্চ নক্ষত্রৈরুরুবিস্তীর্ণমন্তরিক্ষঞ্চ এতে সর্ব্বে দেবানোঽস্মদীয়াং স্তুতিং শৃণোতু শৃণবন্তু। প্রত্যকবিবক্ষয়ৈকবচনং।।

ভাষ্যানুবাদ—পুরুধ = পুরুষু বহুষু দেশেষু = বহুদেশে; প্রসূতঃ = অগ্নিহোত্রার্থং বিহিতঃ = অগ্নিহোত্রের জন্য বিহিত; যদ্বা =অথবা; পুরুভিঃ যজমানৈঃ = বহুযজমান দ্বারা ; প্রসূতঃ = যষ্টব্য = অর্চনীয়; দেবানাম্ আহ্বানার্থং প্রেরিতো = দেবানাং দূতঃ = দেবতাদের আহ্বানের জন্য প্রেরিত; তথা চ তৈত্তিরীয়কম্—'অগ্নিঃ দেবানাং দূতঃ আসীৎ ইতি' = তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে, অগ্নি হলেন দেবতাদের দূত। তাদৃশোঽগ্নিঃ = সেরকম অগ্নি; কর্ম্মকর্ত্তৃসাধনবৈগুণ্যেন সাপরাধান্ = কর্ম করতে গিয়ে বৈগুণ্য ত্রুটি বিচ্যুতিহেতু অপরাধযুক্ত; নঃ = অস্মান্ = আমাদিগকে; অনাগান্ = অনাগসঃ = নিষ্পাপ, পাপশূন্য; সর্ব্বতাতা = সর্বত্র; বোচতু = ব্রবীতু = বলুন, ঘোষণা করুন। কিঞ্চ = আর কি; পৃথিবীদ্যৌঃ চ উত = অপিচ = এবং; আপঃ = জলরাশি; সূর্যঃ চ নক্ষত্রৈঃ = নক্ষত্রগণদ্বারা; উরু = বিস্তীর্ণ; অন্তরিক্ষম্; এতে সর্ব্বে দেবাঃ = এই সকল দেবতা; নঃ = অস্মদীয়াং = আমাদের; স্তুতিং শৃণোতু = শৃণ্বন্তু = শুনুন। প্রত্যক্ অবিবক্ষয়ৈকবচনম্ = অন্তরের না বলা বাণী।

২০

শৃণ্বন্তু নো বৃষণঃ পর্বতাসো
ধ্রুবক্ষেমাস ইল.য়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শৃণোতু
যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম ভদ্রম্।।

শৃণ্বন্তু। নঃ। বৃষণঃ। পর্বতাসঃ।
ধ্রুবক্ষেমাসঃ। ইল.য়া। মদন্তঃ।
আদিত্যৈঃ। নঃ। অদিতিঃ। শৃণোতু।
যচ্ছন্তু। নঃ। মরুতঃ। শর্ম। ভদ্রম্।

নঃ ইল.য়া মদন্তঃ—আমাদের দ্যুলোকাভিসারিণী এষণায় (ইল.য়া-৩।৫৩।১) নন্দিত। কারা?

বৃষণঃ ধ্রুবক্ষেমাসঃ পর্বতাসঃ— অভিষ্টবর্ষী মরুদ্গণ, ধ্রুব আসনে আসীন স্থাণু পর্বতগণ—শিলামূর্তি দেবগণ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নিশ্চল যোগতনুই পর্বত।

শৃণ্বন্তু— শ্রবণ করুন।

অদিতি আদিত্যৈঃ নঃ শৃণোতু— আদ্যাশক্তি দেবমাতা অদিতি ও দ্যুস্থান দেবতা আদিত্যগণ—অখণ্ডিত অবন্ধন চেতনা যাঁদের স্বরূপ—আমাদের স্তোত্রাদি শুনুন। আদিত্যগণ কবি।

মরুতঃ— মরুদ্গণ; অন্তরিক্ষ তাঁদের ধাম, যদিও তাঁরা আছেন তিনলোকেই। মরুতেরা চিন্ময় বিশ্বপ্রাণ বা প্রাণের আলোর ঝড়।

ভদ্রং শর্ম নঃ যচ্ছন্তু— কল্যাণকর সমৃদ্ধি আমাদের দিন।

পূর্বমন্ত্রের বিরাটের ভাবনারই রেশ চলেছে এই মন্ত্রে। আমাদের দ্যুলোকাভিসারিণী এষণায় নন্দিত হন চিন্ময় বিশ্বপ্রাণের আলোর ঝড় মরুদ্গণ,

নন্দিত হন শিলামূর্তি দেবগণ। সেই শালগ্রাম শিলা স্থাণু নন, তিনি আর মহেশ্বরমূর্তি পর্বতগণ আমাদের অন্তরের আকৃতিতে সাড়া দেন, অভীষ্ট বর্ষণ করেন। জীবনযজ্ঞের নিঙ্ড়ানো সোমরস উজাড় করে দিতে পারলে তাঁরা তা পান করে প্রসন্ন হন।

অখণ্ডনীয়া অবন্ধনা আদ্যাশক্তি অদিতি ও তাঁর সন্তান আদিত্যগণ বা দেবগণ সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে আছেন জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র। আমরা যদি আমাদের ঠিকভাবে উৎসর্গীকৃত করতে পারি তবে চিন্ময় বিশ্বপ্রাণ মরুদ্গণ ঝড়ের বেগে বয়ে আনবেন আমাদের কল্যাণকর সমৃদ্ধি। মরুতেরা প্রাণের আলোর ঝড়।

আমাদের দ্যুলোকাভিসারিণী এষণায় নন্দিত অভীষ্টবর্ষী মরুদ্গণ এবং ধ্রুব আসনে আসীন স্থাণু শিলামূর্তি দেবগণ শ্রবণ করুন। আদিত্যগণসহ দেবমাতা অদিতি আমাদের স্তোত্রাদি শুনুন; মরুদ্গণ আমাদের কল্যাণকর সমৃদ্ধি প্রদান করুন।

শুনুন আমাদের কথা অভীষ্টবর্ষী
মরুৎ ও শিলামূর্তি দেবগণ,
আমাদের দ্যুলোকাভিসারিণী এষণায়
প্রসন্ন হয়ে।

শুনুন আমাদের স্তুতি আদিত্যগণসহ
দেবমাতা অদিতি,
প্রদান করুন আমাদের কল্যাণকর সমৃদ্ধি
আলোর ঝড় মরুদ্গণ।।

সায়ণভাষ্য— বৃষণঃ অভিমতফলসেচকা মরুতঃ পর্ব্বতাসঃ পৃণন্তি পূরয়ন্তি অর্থিনাং কামানিতি পর্ব্বতা গ্রাবাভিমানিনো দেবাঃ ধ্রুবক্ষেমাসঃ নিশ্চলস্থানাঃ ইড়য়া হবির্লক্ষণান্নেন মদন্তো মদ্যন্তঃ সন্তঃ

নোঽস্মদীয়াং স্তুতিং শৃণ্বন্তু। কিংচ আদিত্যৈরপত্যভূতৈ্যরাদিত্যৈরুপেতাদিতির্নোঽস্মমদীয়াং স্তুতিং শৃণোতু মরুতশ্চ নোঽস্মভ্যং ভদ্রং কল্যাণকারং শর্ম্ম সুখং যচ্ছন্ত দদতু।

ভাষ্যানুবাদ— বৃষণঃ = অভিমত ফলসেচকাঃ মরুতঃ = অভীষ্টফলদায়ী মরুদ্‌গণ; পর্ব্বতাসঃ = পৃণন্তি পূরয়ন্তি অর্থিনাং কামান্ ইতি পর্ব্বতাঃ গ্রাবাভিমানিনো দেবাঃ = প্রার্থীর কামনা পূরণ করেন সেই হেতু পর্বত, এরকম প্রস্তরীভূত দেবগণ; ধ্রুবক্ষেমাসঃ = নিশ্চলস্থানাঃ = নিশ্চল, অনড়; ইড়য়া = হবির্লক্ষণ-অন্নেন = ঘৃতসহ অন্নদ্বারা; মদন্তঃ = মদ্যন্তঃ সন্তঃ = মদযুক্ত হয়ে, আনন্দিত হয়ে; নঃ = অস্মদীয়াং = আমাদের; স্তুতিং শৃণ্বন্ত = স্তুতি শুনুন; কিং চ = আর কি? আদিত্যৈঃ = অপত্যভূতৈ্যঃ আদিত্যৈঃ উপেতা অদিতিঃ = সন্তানস্বরূপ আদিত্যগণ দ্বারা সংযুক্ত, মিলিত; নঃ = অস্মদীয়াং = আমাদের; স্তুতিং শৃণোতু = স্তুতি শুনুন। মরুতঃ চ নঃ অস্মভ্যং = এবং মরুদ্‌গণ আমাদের; ভদ্রং = কল্যাণকারং = কল্যাণকর; শর্ম্ম = সুখম্ = সুখ, সমৃদ্ধি; যচ্ছন্তু = দদতু = দান করুন।

২১

সদা সুগঃ পিতুমাঁ অস্তু পন্থা
মধ্বা দেবা ওষধীঃ সং পিপৃক্ত।
ভগো মে অগ্নে সখ্যে ন মৃধ্যা
উদ্ রায়ো অশ্যাং সদনং পুরুক্ষোঃ।।

সদা। সুগঃ। পিতুমান্। অস্তু। পন্থাঃ।
মধ্বা। দেবাঃ। ওষধীঃ। সম্। পিপৃক্ত।
ভগঃ। মে। অগ্নে। সখ্যে। ন। মৃধ্যাঃ।
উৎ। রায়ঃ। অশ্যাম্। সদনম্। পুরুক্ষোঃ।

সদা সুগম— সর্বদা সুগম।
পিতুমান্ অস্তু পন্থাঃ— (আমাদের) (অস্মাকম্) পথ হোক অন্নসম্পদশালী (৩।৫০।১— গায়ত্রীমণ্ডল-৫ম খণ্ড-পৃষ্ঠা-৪ : পিতু + অন্ন)।
মধ্বা দেবাঃ ওষধীঃ— মাধুর্যপূর্ণ বৃষ্টির জলে প্রাণ চেতনার প্রথম উন্মেষ যাদের মধ্যে সেই উদ্ভিদদের দেবতারা কী করবেন—
সম্ পিপৃক্ত— সম্যকভাবে সিক্ত করবেন। যাতে তারা প্রাচুর্য পায়।
ভগঃ মে অগ্নে, সখ্যে ন মৃধ্যা— এখানে অগ্নি ভগ (৩।৪৯।৩—গা.ম. ৪র্থ খণ্ড পৃ. ১৫০)— তাঁর সান্নিধ্যে, সংস্পর্শে, সখ্যতায় তাঁর সখা আমি বিনষ্ট না হয়ে পরিপুষ্টি লাভ করব।
[নিঘন্টুতে 'ভগ' শব্দের দুটি অর্থ—ধন এবং দ্যুস্থান দেবতা বিশেষ।]
রায়ঃ সদনম্ পুরুক্ষোঃ—প্রাচুর্যশালী সম্পদের স্থান।
উৎ অশ্যাম্— যেন লাভ করি।

আমাদের প্রার্থনা তাঁর কাছে—তিনি অগ্নি, তিনিই ভগ। অগ্নিপরীক্ষার যেমন প্রয়োজন, তেমন আবার মাধুর্যভরা বর্ষণের প্রয়োজন যাতে আমাদের প্রাণ সম্যক পুষ্টি লাভ করতে পারে। তাঁর সখ্য, তাঁর সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য আমাদের সৎপথে রাখবে, আমাদের সেই পরম ধামে নিয়ে যাবে— 'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'। আমাদের চলার পথে এই মন্ত্রটি আমরা আবৃত্তি করব, আমাদের পথ হবে সর্বদা সুগম ও সম্পদশালী, চিত্তের ঐশ্বর্যেও।

আমাদের পথ সর্বদা সুগম হোক। হে দেবগণ, অগ্নি ও ভগ, মাধুর্যভরা বর্ষণে উদ্ভিদেরা সম্যকভাবে সিক্ত হয়ে প্রাচুর্য পাক, আমাদের পথ অন্নসম্পদশালী হোক। আপনাদের সান্নিধ্যে ও সখ্যতায় আপনাদের সখা আমি আমার পথে অবিচলিত থেকে সেই পরম ঐশ্বর্যময় ধাম লাভ করব।

পথ হোক অন্নশালী সদাই সুগম,
ওষধী করুন সিঞ্চিত দেবতারা মধুবারিবর্ষণে।
হে ভগাগ্নি, তোমার সখ্যে অবিচলিত আমি
লভিব ঐশ্বর্যময় পরম ধাম।।

সায়ণভাষ্য— হে অগ্নে! অস্মাকং পন্থা মার্গঃ সর্ব্বদা সুগঃ সুখেন গন্তুং শক্যঃ পিতুমান্নবানশ্চাস্তু। হে দেবাঃ! মধ্বামাধুর্য্যোপেতেন উদকেন ওষধীঃ সংপৃপিক্ত সংপর্যরত সেচয়তেত্যর্থঃ। হে অগ্নে! ত্বয়া সখ্যে সঞ্জাতে সতি মে মম ভগো ধনং ন মৃধ্যাঃ ন বিনশ্যতু। কিঞ্চ রায়ো ধনস্য পুরুক্ষোঃ বহ্বন্নস্য চ সদনং স্থানমুদশ্যাং প্রাপ্নুয়াম্। প্রবৎস্যন্ যজমানঃ সদাসুগঃ ইত্যৃচং জপন্ গচ্ছেৎ। সূত্রিতঞ্চ— সদাসুগঃ পিতুমাং অস্তু পন্থা ইতি পন্থানমবরুহ্যেতি।

ভাষ্যানুবাদ— হে অগ্নে! = হে অগ্নিদেব; অস্মাকং পন্থা = মার্গঃ = আমাদের পথ; সর্ব্বদা = সদা; সুগঃ = সুখেন গন্তুম্ শক্য = সুগম ; পিতুমান্ = অন্নবানঃ = অন্নসম্পদশালী; অস্তু = হ'ক। হে দেবাঃ = হে দেবগণ; মধ্বা = মাধুর্য্য উপেতেন উদকেন = মাধুর্যযুক্ত জলের দ্বারা; ওষধীঃ = ফসলসমূহ; সংপিপৃক্ত = সংপর্য্যরত সেচয়ত ইত্যর্থঃ = পর্যাপ্ত জলসেচ দান করুন। হে অগ্নে = হে অগ্নিদেব; ত্বয়া সখ্যে = সঞ্জাতে সতি = সহযোগে; মে = মম = আমার; ভগঃ = ঘনং = ধনসম্পত্তি; ন মৃধ্যাঃ = ন বিনশ্যতু = যেন বিনষ্ট বিভ্রষ্ট না হয়। কিঞ্চ = আর কি? রায়ে = ধনস্য = ধনসম্পদের; পুরুক্ষোঃ = বহু অন্নস্য = প্রচুর অন্নের; সদনং = স্থানং = স্থান; উদশ্যাম্ =

প্রাপ্নুয়াম্ = লাভ করি।। বৎসসহ যজমান এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করতে করতে পথ দিয়ে চলবেন। সূত্রে বলা হয়েছে—'সদাসুগঃ পিতুমান্ অস্তু পন্থা' এই মন্ত্র বলতে বলতে পথ দিয়ে যেতে হয়।

২২

স্বদস্ব হব্যা সমিষো দিদীহ্য
স্মদ্র্য ১ ক্ সং মিমীহি শ্রবাংসি।
বিশ্বাঁ অগ্নে পৃৎসু তাঞ্জেষি শত্রূন
হা বিশ্বা সুমনা দীদিহী নঃ।।

স্বদস্ব। হব্যা। সম্। ইষঃ। দিদীহি।
অস্মদ্র্যক্। সম্। মিমীহি। শ্রবাংসি।
বিশ্বান্। অগ্নে। পৃৎসু। তান্। জেষি। শত্রূন্।
অহা। বিশ্বা। সুমনাঃ। দীদিহি। নঃ।

স্বদস্ব হব্যা—হব্যাদিসামগ্রী—আহুতি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, দেবযজ্ঞে পুরুষই আদি হবিঃ, সবার শেষে ব্রীহি) আস্বাদন কর।

সম্ ইষঃ দিদীহি— সম্যক প্রকাশ কর (আমাদের) এষণা (৩।৩০।১১ গা.ম. তৃতীয় খণ্ড-পৃ. ১৮)। ইষঃ সায়ণের মতে 'অন্নসমূহ'।

অস্মদ্র্যক্ সম্ মিমীহি— আমাদের অভিমুখে পরিপূর্ণরূপে রচনা কর [সম্ √মা (সৃষ্টি করা, রচনা করা)—৩।১।১৫— গা. ম. প্রথম খণ্ড-পৃ.৩৫]। দেবশক্তিরা আমাদের ঘিরে থাকুক আলোর পরিবেশ হয়ে।

শ্রবাংসি— শ্রবঃ : যা শোনা যায়, বাণী। চেতনা আকাশের মত ছড়িয়ে পড়ে যখন, তখন তাঁর আলো সুর হয়ে কাঁপতে থাকে তার মধ্যে। সেই আলোর সুরই শ্রবঃ। তার আর-এক নাম 'স্বর্'। পরব্যোমের বাণীকে (নিহিত কর)। (৩।১৯।৫— গা.ম. ২য় খণ্ড- পৃ. ২৮)।

বিশ্বান্ অগ্নে পৃৎসু— (হে) অগ্নি, সকল সংগ্রামে।

তান্ জেষি শত্রূন্— (সকল) বাধাদানকারী শত্রুদের সংগ্রামে জয় কর।

বিশ্বাহা সুমনাঃ নঃ— প্রীতমনা হয়ে আমাদের সকল দিনগুলি।

দীদিহি— জ্বলে ওঠো; সমুজ্জ্বল করে তোল সৎকর্ম।

উপসংহারীয় এই মন্ত্রে এই সূক্তের প্রার্থনাগুলিকে মোটামুটি সংহত করা হয়েছে। বিশেষ করে অগ্নিকে বলা হচ্ছে আমাদের সকল আহুতি, উৎসর্গ, আস্বাদন করতে। তাতে এই হব্যাহুতি সার্থক হবে, দেবতার প্রসন্নতা লাভ করবে, সত্যিকারের'প্রসাদে' পরিণত হবে। আমাদের এষণাকে দেবতারা সম্যক্ প্রকাশ করুন; দেবশক্তিরা আমাদের ঘিরে থাকুন আলোর, জ্যোতির, পরিবেশ হয়ে। চেতনা আকাশময় ছড়িয়ে পড়ছে, দেবতাদের আলোর সুর—স্বর্—আমাদের মধ্যে নিহিত হোক্। আমরা অনুভব করব আমাদের উত্তরণের পথে সেই পরাবাণী। দেবতারা বিশ্বময় সংগ্রামে আমাদের অন্তরে-বাহিরে শত্রুদের জয় করুন। আমরা আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হব সৎকর্মে সমুজ্জ্বল হয়ে।

হে অগ্নি, আমাদের আহুতি আপনি আস্বাদন করুন। আমাদের এষণাকে সম্যকরূপে প্রকাশ করুন। সমুজ্জ্বল সেই সম্পদ আমাদের অভিমুখী হোক্। সেই বাণী, সেই সুর, আমাদের মাঝে নিহিত করুন। সকল সংগ্রামে বাধাদানকারী সকল শত্রুদের জয় করুন। প্রীতমনা হয়ে আমাদের সকল দিনগুলিতে জ্বলে উঠুন, আমাদের সৎকর্ম সমুজ্জ্বল হোক্।

হে অগ্নি, আস্বাদন কর আহুতি, চিত্তৈষণা প্রকাশ কর,
সমুজ্জ্বল সেই সম্পদ অভিমুখী হোক্ আমাদের।
হানো সেইসব শত্রুদের সর্বব্যাপী সংগ্রামে,
প্রীতমনা হয়ে দিনগুলি মোদের করো সৎকর্মে সমুজ্জ্বল।।

সায়ণভাষ্য— হে অগ্নে! হব্যা হবনযোগ্যানি হবীংষি স্বদস্ব স্বাদয়। অস্মাকমিষোঽন্নানি সংদিদীহি সম্যক্ প্রকাশয়। দীপিতানি তানি শ্রবাংস্যন্নানি অস্মদ্রাক্ অস্মদভিমুখানি সংমিমীহি সংমানয় কুর্ব্বিত্যর্থঃ। ততঃ পৃৎসু সংগ্রামেষু তান্ বাধকান্ বিশ্বান্ সর্ব্বান্ শত্রূন্ জেষি জয়। অথ সুমনাঃ শোভনমনস্কঃ সন্নোঽস্মাকং বিশ্বাহা সর্ব্বাণ্যহানি দীদিহি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মযোগ্যানি প্রকাশয়।।

ভাষ্যানুবাদ — হে অগ্নে! = হে অগ্নিদেব; হব্যা = হবনযোগ্যানি হবীংষি = আহুতিযোগ্য ঘৃতাদি; স্বদস্ব = স্বাদয় = আস্বাদন কর; অস্মাকম্ ইষঃ = অন্নানি = আমাদের অন্নসমূহ; সং দিদীহি = সম্যক্ প্রকাশয় = সম্যক প্রকাশ কর। দীপিতানি তানি শ্রবাংসি = অন্নানি = সম্যক সমুজ্জ্বল সেই অন্নসমূহ; অস্মদ্রাক্ = অস্মদ্ অভিমুখানি = আমাদের অভিমুখে, দিকে; সংমিমীহি = সংমানয় কুর্ব্বিত্যর্থঃ = আন, কর। ততঃ পৃৎসু = সংগ্রামেষু = তার ফলে সংগ্রামে; তান্ = বাধকান্ = বাধাদানকারী; বিশ্বান্ = সর্ব্বান্ = সকল; শত্রূন্ = শত্রুদের; জেষি = জয় = জয় কর। অথ সুমনাঃ = শোভনমনস্ক; সন্ = প্রীতমনা হয়ে; অস্মাকং বিশ্বাহা = সর্ব্বাণি অহানি = সকল দিনগুলি; দীদিহি = অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মযোগ্যানি প্রকাশয় = অগ্নিহোত্রাদি কর্মযোগ্য করে প্রকাশ কর। (পশু পিষ্টক ইত্যাদিসহ বর্তমান মন্ত্রে যজ্ঞ করা কর্তব্য। সূত্রে বলা হয়েছে 'স্বদস্ব হব্যা সমিষো দিদীহি' ইত্যাদি মন্ত্রে পিষ্টকাদি উৎসর্গ করতে হয়।)

গায়ত্রী মণ্ডল, বিশ্বদেবগণ দেবতা

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সূক্ত

বাইশটি মন্ত্রের এই নাতিদীর্ঘ সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র-পুত্র প্রজাপতি, দেবতা বিশ্বদেবগণ, ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। ঋষি প্রজাপতির মাতা বাক্; প্রজাপতি নামটি মনে হয় ইষ্টের সঙ্গে সাযুজ্যবোধের সূচক। সূক্তের প্রথম মন্ত্রের দেবতা উষা, দ্বিতীয় থেকে দশম : অগ্নি, একাদশ : অহোরাত্র, দ্বাদশ থেকে ষোড়শ : রোদসী বা অন্তরিক্ষ, সপ্তদশ থেকে দ্বাবিংশ: ইন্দ্র।

বিশ্বদেবগণ বা বিশ্বদেবতা কারা বা কে? বেদ-মীমাংসার ২য় খণ্ডে (পৃ. ২৯৪-২৯৫) বলা হয়েছে : সর্বদেবতার মূল পরমপুরুষের ধ্রুবপদকে দর্শন করে ঋষি নেমে আসছেন বিশ্বদেবতাদের মধ্যে। দেবতারা স্তব করছেন সেই সনাতন পরমপুরুষের, কেননা তাঁরা তাঁরই বিভূতি (তু. যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে — ১০।৮২।৫)। অনাদিমিথুনের বিশ্বব্যাপী দ্বৈতলীলাকে বেষ্টন করে বহুদূর ছাপিয়ে রয়েছেন সেই পরম এক—যিনি শাশ্বত, সবার আদি, ভূতভব্যের ঈশান। সেই বীজপ্রদ পিতার বিসৃষ্টির বিপুল উন্মাদনা হতে এই যে দেখছি আমাদের অশ্রান্ত নির্ঝরণ, দেখছি তাঁর মধ্যে তারাঝলমল দেবযানের বিশাল বিতান, শুনছি তার পর্বে-পর্বে বিশ্বদেবতার হৃদয়তন্ত্রীতে গুঞ্জরিত সেই চিরন্তনের বন্দনাগান।. . . দেখছি আদিতে অনিরুক্ত পরম এক, তারপর সেই এক ভেঙে দ্যাবাপৃথিবীর দেবমিথুন, তারপর তার আবেষ্টনে বহুদেবতার বিভাবনা, আর তারই অনুভাবরূপে বিচিত্র এই বিশ্বলীলা। (এই প্রসঙ্গে তুলনীয় চণ্ডীতে সমস্ত দেবতার তেজ হতে দেবীর আবির্ভাব এবং দেবীতে সমস্ত শক্তির লয়।)

'একই দেবতা, কিন্তু তাঁর অগণন বিভূতি। সব বিভূতিই তিনি। এই বিভূতিবাদই বৈদিক একেশ্বরবাদের ভিত্তি। তিনি যুগপৎ এক এবং বহু দুই-ই। তাই সবই চিন্ময়, সবই দেবতা। বহু দেবতা তাঁরই বহুরূপ।'

—গায়ত্রী মণ্ডল : ১ম খণ্ড : পৃ. ৯৩।

এই সূক্তটিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধুয়া : 'মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্'। এই 'অসুর' কে? ৩।৫৩।৭ মন্ত্রে 'অসুরস্য বীরাঃ' প্রসঙ্গে দেখছি 'অসুর দ্যুলোকের বিভূতি' (২।১।৬, ৫।৪১।২)। দ্যুলোক বা চিদাকাশ বা ব্যাপ্তিচৈতন্য যদি অসুরের স্বরূপ হয়, তাহলে দেবতারা স্বভাবতই 'অসুরস্য বীরাঃ' বা চিদাকাশের বীর্যবিভূতি। আবার দেখা যাচ্ছে, 'অসুর' কোনও বিশেষ দেবতাকে না বুঝিয়ে ঋগ্বেদের সেই প্রচ্ছন্ন পরমদেবতাকে বোঝাচ্ছে, ঋষি দীর্ঘতমা যাঁকে বলেছেন 'একং সৎ'। (গা. ম.-পঞ্চম খণ্ড-পৃ. ৯০)। আবেস্তাতেও এই 'অসুর' 'অহুর মজ্‌দা' নামে পরমদেবতা।

১

উষসঃ পূর্বা অধ যদ্ ব্যূষু
র্মহদ্ বি জজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ।
ব্রতা দেবানামুপ নু প্রভূষন্
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

উষসঃ। পূর্বাঃ। অধ। যৎ। বিঊষুঃ।
মহৎ। বি। জজ্ঞে। অক্ষরম্। পদে। গোঃ।
ব্রতা। দেবানাম্। উপ। নু। প্রভূষন্।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

উষসঃ— উষারা। বহুবচন বোঝাচ্ছে পরম্পরা। দিনের পর দিন উষার আলো ফুটে চলে চিদাকাশে। (৩।৭।১০— গা. ম.-২য় খণ্ড-পৃ. ২০৩)

পূর্বাঃ— সূর্যের উদয়কালের পূর্বে আবির্ভূতা।

অধ(ঃ)— নিম্ন; অধরলোকও (পাতাল) বোঝাতে পারে।

যৎ বিউষু— যা উন্মেষিত হল।

পদ— গমনসাধন, পাদ, চরণ। (১।২২।১৭)

মহৎ বি জজ্ঞে— সবিস্তারে সৃষ্টি করলেন। কী? —মহান্। বৃহৎও বোঝাতে পারে।

অক্ষরম্ গোঃ— 'অক্ষর' বিণ অর্থে : ক্ষরণশূন্য, অচ্যুত, অনশ্বর, নিত্য। বিশেষ্য অর্থে : পরব্রহ্ম, মূলকারণ। 'গোঃ' আলোর প্রতীক। গো-র সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ কী করে ঘটল? এই ছবিটি মনে আসে। ভোর হয়েছে, আকাশে টুকরো-টুকরো মেঘের পরে ভোরের আলো পড়ে বিচিত্র রঙে তাদের রাঙিয়ে তুলছে। উষা আসছেন, তাঁর বাহন 'অরুণ্যো গাবঃ' (নিঘ. ১।১৫)— অরুণবর্ণা গাভীরা। নীচে তাকাও, ভোর হতেই নানা-রঙের গরু মাঠে চরতে বেরিয়েছে; উপরের আকাশও ঠিক এই সময়ে হয়েছে একটা বিরাট গোচারণের মাঠ। এখানকার গাভীরা মৃন্ময়ী, ওখানকার জ্যোতির্ময়ী। . . . জীবের চিন্ময় সত্তাই গো। (গা. ম. ৫ম খণ্ড-পৃ. ১০)

ব্রতাঃ— নিত্যকর্ম সমূহ।

দেবানাম্— দেবতাদের—দেবস্বভাব মানুষদের।

উপ প্রভূষন্— প্রবর্তিত করে।

দেবানাম্ মহৎ অসুরত্বম্ একম্— দেবতাদের বীর্যবিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

উষা আপ্রীসূক্তের দেবতা, অগ্নির নিরূঢ় জ্যোতিঃশক্তিতে প্রশাসন করছেন সবকিছু। বৈদিক দেবীদের মধ্যে উষা সুষমায় অনুপমা। নারীত্বের সমস্ত মাধুরীতে মণ্ডিত করে আর কোনও দেবতাকে ঋষিরা হৃদয়ের এত কাছে টেনে আনেন নি। অথচ উষার পটভূমিকায় নিসর্গের শোভাকেও একমুহূর্তের জন্যে তাঁরা ভোলেন নি। তাইতে প্রকৃতি নারী আর দেবী—মহাশক্তির এই তিনটি বিভাবের

এক আশ্চর্য সঙ্গম ঘটেছে বৈদিক উষার রূপায়ণে। 'জননী তনয়া জায়া সহোদরা' রূপে নারীত্বের সকল বিভাবই উষার মধ্যে। বৈদিক উষার রূপ তন্ত্রের ত্রিপুরসুন্দরী ষোড়শী ললিতার রূপ। তিনি 'বৃহদ্দিবা' কিনা বৃহতের আলো— বৈদান্তিক যাকে বলবেন 'ব্রহ্মজ্যোতীরূপিণী'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই আলো হল প্রাতিভসংবিৎ। সাধনা তখন অন্তরিক্ষের দ্বন্দ্বভূমি হতে উত্তীর্ণ হয়েছে দ্যুলোকের স্বতঃস্ফুরণের ধামে। আলো-আঁধারের দ্বৈত তখনও থাকে যদি, আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই; কেননা তিমিরজয়ী আলোর নিশ্চিত সম্ভাবনা তখন প্রত্যক্ষানুভূত একটা সত্য, অরুণরাগের মধ্যাহ্নদীপ্তিতে পরিণাম একটা ঋতচ্ছন্দের ব্যাপার মাত্র। দেবী উষা পুণ্যকর্মের প্রবর্তিকা।

সূর্যের উদয়কালের পূর্বে উষা আবির্ভূতা হন। তাঁর আবির্ভাবে এই ভূলোক উন্মেষিত হতে থাকে। অরুণবর্ণা গাভীদের নিয়ে জ্যোতির্লোকের সৃষ্টি করে উষা এলেন। চিদাকাশে আলো ফুটে উঠল। নিত্যকর্মে ব্রতী হল দেবস্বভাব মানুষেরা। দেবতাদের বীর্যবিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

উষা এলেন সূর্যোদয়ের আগে,
ভূলোকে-দ্যুলোকে হল জ্যোতির স্ফুরণ।
ব্রতী হল নিত্যকর্মে দেবতা-মানুষ,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— পূর্ব্বা উদয়কালাৎ প্রাচীনা উষসো যদ্‌যদা ব্যূষুঃ ব্যুচ্ছন্তি অধ তদানীং অক্ষরং ন ক্ষরতীত্যক্ষরং অবিনাশ্যাদিত্যাখ্যং মহৎ প্রভূতং জ্যোতির্গৌরুদকস্য পদে স্থানে সমুদ্রে নভসি বা বিজজ্ঞে উৎপদ্যতে। অথোদিতে সূর্য্যে প্রভূষন্নগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসু প্রভবিতুমিচ্ছন্ যজমানঃ ব্রতা কর্ম্মাণি দেবানাং নু ক্ষিপ্রং উপ সমীপং তিষ্ঠতি। যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ। তদিদং দেবানামেকং মুখ্যং

অসুরত্বমস্যতি ক্ষিপতি। সর্ব্বানিত্যসুরঃ প্রবলঃ তস্য ভাবোঽসুরত্বং প্রাবল্যং মহদৈশ্বর্য্যং।

ভাষ্যানুবাদ— 'পূর্ব্বা = উদয়কালাৎ প্রাচীনা' = উদয়কালের পূর্বে; 'ব্যুষুঃ = বুচ্ছন্তি' = উন্মেষিত করে; অক্ষরং = ন ক্ষরতি ইতি অক্ষরং অবিনাশী আদিত্যাখ্যং' = সূর্যরূপী অবিনাশী অক্ষরকে; 'মহৎ = প্রভূতং' = প্রভূত; 'গোঃ = জ্যোতিঃ' = জ্যোতি; 'পদে = উদকস্য পদে স্থানে সমুদ্রে নভসি বা' = জলাধারে মাটিতে সমুদ্রে বা আকাশে; 'বিজজ্ঞে = উৎপদ্যতে' = উৎপন্ন করে; 'প্রভূষন্ = অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসু প্রভবিতুম্ ইচ্ছন্ যজমানঃ' = অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করতে ইচ্ছুক যজমান; 'ব্রতা = কর্ম্মাণি দেবানাম্' = দেবোদ্দেশে কর্মসমূহ; 'নু = ক্ষিপ্রম্' = তাড়াতাড়ি; 'উপ = সমীপং তিষ্ঠতি' = নিকটে থাকে অর্থাৎ লেগে যায়; 'যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ' = কর্মাদি করার যোগ্য সময় সুযোগ উপস্থিত বিবেচনায়; 'দেবানাম্ একম্ মুখ্যং' = দেবতাদের মুখ্য; 'অসুরত্বম্ = অস্যতি ক্ষিপতি সর্ব্বান্ ইতি অসুরঃ প্রবলঃ' = সকলকে ছুড়ে ফেলে অর্থাৎ পরাভূত করে এই হল প্রবল অসুর; 'তস্য ভাবঃ অসুরত্বং' = তার অর্থাৎ অসুরের ভাব হল অসুরত্ব; 'প্রাবল্যং মহদ্ ঐশ্বর্য্যম্'= মহান ঐশ্বর্যময় সেই ভাবের প্রবলতা।

২

মো ষূ ণো অত্র জুহুরন্ত দেবা
মা পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ।
পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতুরন্ত
র্মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

মো। ষূ। ণঃ। অত্র। জুহুরন্ত। দেবাঃ।
মা। পূর্বে। অগ্নে। পিতরঃ। পদজ্ঞাঃ।
পুরাণ্যোঃ। সদ্মনোঃ। কেতুঃ। অন্তঃ।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম। একম্।

অগ্নে — হে অগ্নিদেব (অগ্নি = অগ্র + √ নী প্রণয়ন + ক্বিপ্ — সর্ব বিষয়ে যে প্রধান হয়)। ধোঁয়ার কুণ্ডলী হতে মুক্ত অগ্নি শিখার উৎক্রান্তি দ্যুলোকের অভিমুখে। তেমনি আমাদের অগ্নিস্বাত্ত আধারের শুচিতাও ঊর্ধ্বমুখ হয়, আমরা হই 'দেবয়ু' বা দেবকাম। দেবতাকে চেয়ে আমরা পাই সেই আদিত্যদ্যুতিকে, যা অগ্নিরই বিশাল জ্যোতি।

অত্র— এখানে, এই প্রসঙ্গে।

সু— শুভদায়ী, শুভঙ্করী।

দেবাঃ— দেবগণ।

মো জুহুরন্ত—মো = মা (না) হিংসা করেন (তু. কঠোপনিষদ—'জুহুরাণম্ এনঃ' বা কুণ্ডলীপাকানো পাপ)।

পূর্বে— পূর্বকালীন, প্রাক্তন, পরলোকপ্রস্থিত।

মা— না (হিংসা করেন)।

পিতরঃ পদজ্ঞাঃ— সুকৃতিমান পিতৃপুরুষগণ।

পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ— পুরাতন ও দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থ অন্তরিক্ষে বিরাজমান।

কেতুঃ— (নিঘ. 'প্রজ্ঞা'); বোধির ঝলক। অগ্নি প্রাক্তনী দ্যাবাপৃথিবীর দুটি সদনের মধ্যে 'কেতু' বা আলোর ইশারা আর তার প্রত্যন্তে দ্যুলোকের কেতু। উৎসর্গভাবনায় সবার জীবনকে চিন্ময় করেন তিনি, তাই তিনি বিশ্বের কেতু। (বে.-মী. ২য় খণ্ড পৃ.৩৬৪)

দেবানাম্...একম্— দেবতাদের বীর্যবিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

অগ্নিদেবতার কাছেই তিনটি আকূতিময় প্রার্থনা। অগ্নির সাযুজ্যে

অগ্নিষ্বাত্ত আমরা উত্তীর্ণ হই সেইধামে যেখানে দেবতারা আমাদের সহায়, পিতৃপুরুষদের আশীর্বাদ আমাদের পাথেয়, উৎসর্গভাবনায় আমাদের জীবন চিন্ময়। দেবতার আরাধনায় আমাদের লাভ হয় সেই আদিত্যদ্যুতি যা অগ্নিরই বিশালজ্যোতি।

হে অগ্নিদেব, দেবতাগণ আমাদের শুভকারী, তাঁরা যেন বিরূপ না হন। পরলোকগত সুকৃতিমান পিতৃপুরুষেরা যেন বিদ্বিষ্ট না হন; তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের পাথেয়। প্রাক্তনী দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে আলোর ইশারায় যেন আমরা উত্তরণের পথে যাই। দেবতাদের বীর্যবিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

না হন বিরূপ আমাদের প্রতি শুভকারী দেবগণ,
না হন বিমুখ সুকৃতিমান পূর্বপুরুষগণ।
যাই মোরা উত্তরণে, হে অগ্নি, অন্তরিক্ষ আলো-ইশারায়,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— হে অগ্নে! অদ্যাস্মিন্কালে দেবাঃ নোঽস্মান্ সু সুষ্ঠু মো জুহুরন্ত মা হিংস্যুঃ। তথা পদজ্ঞাঃ কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠায় দেবপদমনুভবন্তঃ পূর্ব্বে পুরাতনাঃ পিতরঃ মা হিংসিষুঃ যস্মাৎ কেতুর্যজ্ঞানাং প্রজ্ঞাপকঃ সূর্য্যঃ পুরাণ্যোঃ পুরাতনয়োঃ সদ্মনোঃ সীদন্ত্যনয়োর্দ্দেবমনুষ্যা ইতি সদ্মনী রোদসী তয়োরন্তর্ম্মধ্যে উদেতি তস্মাদত্র মা হিং সন্ত্বিত্যর্থঃ। মহদ্দেবানাম্ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

ভাষ্যানুবাদ— হে অগ্নে! = হে অগ্নিদেব; অদ্য অস্মিন্কালে দেবাঃ = আজ এসময়ে দেবতাগণ; নঃ = অস্মান্ = আমাদিগকে ; সু = সুষ্ঠু = শুভদায়ী; মো জুহুরন্ত = মা হিংস্যুঃ = হিংসা না করেন, সহ্য করেন; পদজ্ঞাঃ = কর্ম্মাণি অনুষ্ঠায় দেবপ্রদম্ অনুভন্তঃ = কর্মাদি করে দেবপদ সম্পর্কে অনুভবী; পিতরঃ = পুরাতনাঃ = প্রাচীনেরা; মা হিংসিষু = হিংসা না করেন; কেতুঃ যজ্ঞানাং প্রজ্ঞাপকঃ সূর্য্যঃ =

কেতু হলেন যজ্ঞের ঘোষণাকারী সূর্য; পুরাণ্যোঃ = পুরাতনয়োঃ = পুরাতন; সদ্মনোঃ = সীদন্তি অনয়োঃ দেবমনুষ্যা ইতি সদ্মনী রোদসী = এই দুইএর দ্বারা দেবমনুষ্য সকলে কম্পিত হয়, সেই দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থ অন্তরিক্ষ; তয়োঃ মধ্যে উদেতি তস্মাৎ অত্র মা হিংসু ইত্যর্থঃ = হিংসা না করা অর্থাৎ অন্তরিক্ষে যেন উদিত হন।

৩

বি মে পুরুত্রা পতয়ন্তি কামাঃ
শম্যচ্ছা দীদ্যে পূর্ব্যাণি।
সমিদ্ধে অগ্নাবৃতমিদ্ বদেম
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

বি। মে। পুরুত্রা। পতয়ন্তি। কামাঃ।
শমি। অচ্ছা। দীদ্যে। পূর্ব্যাণি।
সম্ইদ্ধে। অগ্নৌ। ঋতম্ ইৎ। বদেম।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

মে পুরুত্রা কামাঃ — আমার প্রবল বহুবিধ বাসনা।
বি পতয়ন্তি— আমাকে নানাদিকে টানছে।
পূর্ব্যাণি শমি অচ্ছা দীদ্যে— পূর্বেকার, সুপ্রাচীন মন্ত্রসমূহ অগ্নিষ্টোমাদিকর্মাভিমুখী আমি প্রদান করব।

সমিদ্ধে অগ্নৌ ঋতম্— অগ্নি আধারে জ্বলে উঠলেন। সমিধ জ্বলন্ত ইন্ধন। ইন্ধন কী? অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সব কিছু। অগ্নি সেখানে সাক্ষী, এই অগ্নিই যজ্ঞাগ্নি। ঋতম্ বিশ্বলীলার ছন্দ, সত্যের ছন্দ।

ইৎ বদেম— অবশ্যই বলব, করব।

দেবানাম্...একম্— দেবতাদের বীর্যবিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

কামনা-বাসনা-ভরা জীবন আমাদের বিক্ষিপ্ত করে, নানাদিকে টানে, নীচের দিকেও। এর থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল যজ্ঞ; গীতার পরম ঘোষণা, সমস্ত জীবনটাই একটা যজ্ঞ বা যাগ। যোগস্থ হয়ে কর্ম করাই মুক্তির উপায়। আগুন জ্বালাতে হবে, অগ্নিস্বাত্ত হয়ে ঊর্ধ্বমুখে উঠতে হবে, বিশ্বলীলার সত্যচ্ছন্দের সাথে নিজেকে মেলাতে হবে। সেই সাধনা আমরা করব, নিশ্চয়ই করব। সেইসব আদি মন্ত্রে আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হব। জীবন আমাদের ঋতচ্ছন্দে মিলিয়ে যাবে।

প্রবল বহুবিধ কামনা আমাকে নানাদিকে টানছে। সুপ্রাচীন মন্ত্রে যজ্ঞকর্ম আমি করব, আমার আধারে অগ্নি জ্বলে উঠবেন, তিনি জাতবেদা। বিশ্বলীলার ছন্দ, সত্যের ছন্দ, আমি জানাব, বলব, নিশ্চিত বলব। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

কামনা আমায় টানছে বহুভাবে,
আগুন জ্বালাব যজ্ঞের, সুপ্রাচীন মন্ত্রে।
জীবনের সত্যচ্ছন্দ ফুটবে আমার বাকে,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— হে অগ্নে! মে মম পুরুত্রা বহবঃ কামা অভিলাষাঃ বিপতয়ন্তি বিবিধং গচ্ছন্তি। শমি অগ্নিষ্টোমাদিলক্ষণং কর্ম্মাচ্ছাভিলক্ষ্য অহং পূর্ব্বাণি পুরাতনানি স্তোত্রাণি তদর্থং দীদ্যে দীপয়ামি।

পশ্চাদ্‌যজ্ঞার্থমগ্নৌ সমিদ্ধ দীপ্যমানে সতি ঋতমিৎ সত্যমেব বদেম। অনৃতবচনে হি যজ্ঞে বৈগুণ্যং স্যাদিতি।

ভাষ্যানুবাদ — হে অগ্নে = হে অগ্নিদেবতা; পুরুত্রা = বহবঃ = বহু; কামাঃ = অভিলাষাঃ = অভিলাষ বা বাসনা; বিপতয়ন্তি = বিবিধং গচ্ছন্তি = নানাদিকে ছুটছে, শমি = অগ্নিষ্টোমাদি লক্ষণং কর্ম্মাচ্ছাভিলক্ষ্য অহং = অগ্নিষ্টোমাদি কর্মাভিমুখী আমি; পূর্ব্বাণি পুরাতনানি স্তোত্রাণি তদর্থং = তোমার উদ্দেশে পুরাতন স্তোত্রসমূহ; দীদ্যে = দীপয়ামি = প্রজ্বলিত করব, আহুতি সহকারে আবৃত্তি করব; পশ্চাৎ যজ্ঞার্থম্ অগ্নৌ সমিদ্ধে দীপ্যমানে সতি = পরে যজ্ঞার্থে অগ্নি প্রজ্বলিত হলে; ঋতম্ ইৎ = সত্যমেব = একমাত্র সত্যই; বদেম = বলব; অনৃতবচনে হি যজ্ঞে বৈগুণ্যং স্যাৎ ইতি = মিথ্যাভাষণে যজ্ঞে বৈগুণ্য ঘটে এই হল মর্মার্থ।

৪

সমানো রাজা বিভৃতঃ পুরুত্রা
শয়ে শয়াসু প্রযুতো বনানু।
অন্যা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

সমানঃ। রাজা। বিভৃতঃ। পুরুত্রা।
শয়ে। শয়াসু। প্রযুতঃ। বনা। অনু।
অন্যা। বৎসম্। ভরতি। ক্ষেতি। মাতা।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

রাজা— √ রাজ্ + অন্ (কনিন্) ; যিনি দীপ্তি পান; প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে দীপ্তি পেয়ে থাকেন; মহান্ অগ্নি (ত্রিত আপ্ত্যের অগ্নিসূক্ত — ১০।৪।১)

সমানঃ— সকলের ক্ষেত্রে যা এক বা অভিন্ন; সাধারণভাবে, সমভাবে।

পুরুত্রা — বহুস্থানে, বহুভাবে।

বিভৃতঃ — আহৃত, সংগৃহীত হন; বিন্যস্ত হয়ে আছেন।

বনানু— বন ও ওষধিসমূহে (বন— কাঠ, গাছ, বন)। কিন্তু সঙ্গে 'কামনা, ভালবাসা অর্থও জড়িয়ে আছে' (√ বন্ চাওয়া) (তু. কেন উপনিষদ্ ৪।৬)।

শয়াসু— যে সকল পদার্থে হবি আদি বর্তমান—হবির পরম রূপ সোম বা আনন্দময় চেতনা।

শয়ে— √ শী—শায়িত হয়ে, অধিষ্ঠিত হয়ে।

প্রযুতঃ— (কর্মে) সংযুক্ত; বিভক্ত হয়ে বর্তমান।

অন্যা— দ্যুলোক।

বৎসম্— বৎসরূপী অগ্নিকে (এখানে বাৎসল্যের স্ফূর্তি)।

ভরতি— √ভৃ: বৃষ্ট্যাদি দিয়ে পরিপোষণ করেন।

মাতা— বসুন্ধরা, পৃথিবী।

ক্ষেতি— √ক্ষী : ক্ষীয়মানা, নিগূঢ়।

অগ্নির দুটি মাতা—এই ধরিত্রী (ভূলোক) আর স্বর্গ (দ্যুলোক)। দ্বিমাতা অগ্নি, এইভাবটি এই মন্ত্রে পরিস্ফুট করা হয়েছে। মহান্ অগ্নি বহুভাবে বিন্যস্ত হয়ে আছেন, —বন ও ওষধিসমূহে জড়িয়ে আছেন ভালোবাসায়। সমভাবে আহৃত হচ্ছেন। আছেন সেইসব জিনিষে যেখানে হবির পরমরূপ সোম, আনন্দময় চেতনা। এই হবি যখন পার্থিব, তখন তা ক্ষীয়মানা হয়ে যায়, তার প্রয়োজন হয় দ্যুলোক থেকে ঝরে পড়া অমৃতবর্ষণ, যার অধিভূত রূপ বৃষ্টি আদি। অগ্নিকে তখন বাৎসল্যরসে অভিভূতা দুইমাতা ভূলোক আর দ্যুলোক ওইভাবে পরিপুষ্ট করেন।

মহান্ অগ্নি সমভাবে বহুস্থানে বিন্যস্ত হয়ে আছেন। বন ও ওষধিসমূহে যে সকল পদার্থে হবি আছে সেখানে তিনি অধিষ্ঠিত। ধরিত্রী মাতা যখন ক্ষীণা হন, অন্যা মাতা দ্যুলোক তখন সন্তান অগ্নিকে বৃষ্ট্যাদি দ্বারা পরিপোষণ করেন। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

দীপ্তিমান মহান্ অগ্নি সমভাবে বিন্যস্ত বহুক্ষেত্রে,
অধিষ্ঠিত হন ভালবাসায় আনন্দময় বন ও ওষধিসমূহে।
পৃথিবী ক্ষীণা হলে দ্যুলোকমাতা অমৃতবর্ষণে করেন সন্তানকে পরিপুষ্ট,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— সমানঃ সাধারণঃ সর্ব্বেষাং যদ্বা এক এব রাজা দীপ্যমানোঽগ্নিঃ পুরুত্রা বহুষু দেশেষু বিভৃতঃ অগ্নিহোত্রার্থং বিহৃতো ভবতি। যদ্বা রাজাভিষুতঃ সোমঃ সর্ব্বেষু দেশেষু যজ্ঞার্থং বিহৃতো ভবতি স চাগ্নিঃ সোমো বা শয়াসু শেরতে হবিরাদয়ঃ পদার্থা অত্রেতিশয়া বেদ্যঃ তাসু শয়ে শেতে নিবসতি বনানু অনুবনং বনেষ্বরণিরূপেষু কাষ্ঠেষু প্রযুতো বিভক্তোঽগ্নির্ব্বর্ত্ততে। সোমশ্চেদ্বনেষু চমসেষু বিভক্তো বর্ত্ততে। তস্য দ্বে মাতরৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ তয়োরন্যাদ্যৌঃ অস্যা ভূমের্জ্জীয়মানতয়া বৎসভূতমগ্নিং সোমং বা ভরতি বৃষ্ট্যাদিরূপেণ পোষয়তি। মাতা বসুধা ক্ষেতি কেবলং নিবাসয়তি।

ভাষ্যানুবাদ— সমানঃ = সাধারণং সর্ব্বেষাং যদ্বা এক এব = সাধারণ, সকলের ক্ষেত্রে যা এক বা অভিন্ন; রাজা = দীপ্যমানঃ অগ্নিঃ = প্রজ্বলিত আগুন; পুরুত্রা = বহুষু দেশেষু = বহুদেশে; বিভৃতঃ= অগ্নিহোত্রার্থং বিহৃতো ভবতি = অগ্নিহোত্রাদির জন্য বিশেষভাবে আহৃত হয়; যদ্বা রাজা অভিষুতঃ সোমঃ সর্ব্বেষু দেশেষু যজ্ঞার্থং বিহৃতো ভবতি স চ অগ্নিঃ সোমো বা = অথবা পরিস্রুত সোমরস যা সকল দেশে যজ্ঞার্থ নিয়ে যাওয়া হয়, রাজা মানে হল সেই অগ্নি বা সোমরস; শয়াসু = শেরতে হবি আদয়ঃ পদার্থা অত্র ইতি শয়া

বেদ্যঃ তাসু = যে সকল পদার্থে হবি আদি পদার্থ বিদ্যমান; শয়ে= শেতে নিবসতি = শয়ন করে, অধিষ্ঠিত হয়; বনানু = অনুবনং বনেষু অরণিরূপেষু কাষ্ঠেষু = অনুবন অর্থাৎ বনের জ্বালানি কাষ্ঠসমূহে; প্রযুতো = বিভক্তোঽগ্নিঃ বর্ত্ততে = প্রযুতো মানে অগ্নি বিভক্ত হয়ে বর্তমান; সোমঃ = চেৎ বনেষু চমসেষু বিভক্তো বর্ত্ততে = বন হতে বনে সোমরস বিভিন্ন পাত্রে বিভক্ত হয়ে বিরাজ করছে; তস্য দ্বে মাতরৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ তয়ো অন্যা দ্যৌঃ = সেই অগ্নি বা সোমের দুটি হল মাতা, যার অন্যতমা হলেন দ্যুলোক; অস্যা ভূমেঃ জায়মানতয়া বৎসভূতম্ অগ্নিং সোমং বা = এই ভূমিতে প্রজাত বৎসরূপী অগ্নি বা সোমরস; ভরতি = বৃষ্ট্যাদিরূপেণ পোষয়তি = বৃষ্ট্যদিরূপে পরিপুষ্ট করেন; মাতা= বসুধা ক্ষেতি = কেবলং নিবাসয়তি = নিগূঢ় হয়ে অবস্থান করেন।

৫

আক্ষিৎ পূর্বাস্বপরা অনূরুৎ
সদ্যো জাতাসু তরুণীয্বন্তঃ।
অন্তর্বতীঃ সুবতে অপ্রবীতা
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

আক্ষিৎ। পূর্বাসু। অপরাঃ। অনূরুৎ।
সদ্যঃ। জাতাসু। তরুণীষু। অন্তঃ।
অন্তঃবতীঃ। সুবতে। অপ্রবীতাঃ।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

পূর্বাসু— পূর্বেকার ওষধিসমূহ—জীর্ণ অবস্থায়।
আক্ষিৎ— আ-ক্ষি + ক্বিপ্ ; বিদ্যমান (অগ্নি)।
অপরাঃ— নতুন (ওষধিসমূহ)।
অনূরুৎ— অনু-রুধ্ + ক্বিপ্; উৎপন্ন করে।
সদ্যোজাতাসু— সদ্য উৎপন্ন (ফুলফল)।
তরুণীষু অন্তঃ— পল্লবিত ওষধিসমূহে বিরাজমান।
অপ্রবীতাঃ— কুমারী, পুরুষসঙ্গরহিতা।
অন্তর্বতী— গর্ভবতী হয়ে।
সুবতে— প্রসব করছেন (ফল ও পুষ্প)।

অগ্নি ভূলোকে প্রকৃতিতে প্রাণসঞ্চারণ করেন। যা জীর্ণ, সেই সমিধ্ ও ওষধি অগ্নিস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, অগ্নিযজ্ঞে উৎসর্গীকৃত হয়। তিনি বিরাজমান তাদের মধ্যে, কুমারী মেয়ের পুরুষসংস্পর্শে গর্ভসঞ্চারের মতো তারা অগ্নিবীর্যে ফলবতী হয়ে ওঠে, পল্লবিত ও কুসুমিত হয়ে। চেতনার উত্তরণ ঘটে আনন্দলোকে। অগ্নিশিখা কখনও নিম্নগামী হয় না, অগ্নির তাপ প্রাণের (শক্তির) প্রতীক।

কালের গতিতে কাষ্ঠাদি সমিধ্ জরাজীর্ণ হয়। অগ্নি কিন্তু তাদের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে উপস্থিত। ওই ইন্ধনকেই আত্মসাৎ করে অগ্নি তাঁর তাপপ্রভাবে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত করেন, তারা বিকশিত পল্লবিত হয়ে ফুলে-ফলে প্রস্ফুটিত হয়। অগ্নিবীর্যে কুমারী বনৌষধি যেন গর্ভ ধারণ করে ফলপ্রসূ হয়। এই অগ্নির মহিমা। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান এবং অভিন্ন।

বিদ্যমান অগ্নি জীর্ণ ওষধি-সমিধে,
স্পর্শে তাঁর তারা পল্লবিত ও প্রস্ফুটিত।
তরুণী কুমারী যেন গর্ভবতী ফুলে-ফলে,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— পূর্ব্বাসু জীর্ণাস্বোষধীষু আক্ষিৎ আবর্ত্তমানঃ তথা অপরাঃ নব্যা ওষধীরনূরুৎ অনুরুন্ধন্ উৎপত্ত্যানুগুণ্যেনানুতিষ্ঠন্ অগ্নিঃ সূর্য্যো বা সদ্যোজাতাসু তদানীমুৎপন্নাসু তরুণীষু পল্লবিতাসু ওষধীষ্বনুব্বর্ত্ততে। তা ওষধয়ঃ অপ্রবীতাঃ কেনাপি পুরুষেণানিষিক্তরেতস্কাঃ অনভ্যক্তা বা অন্তর্ব্বতীঃ অগ্নিনা গর্ভবত্যো ভূত্বা সুবতে ফলং পুষ্পং চোৎপাদয়ন্তি তদিদং দেবানামৈশ্বর্যং।

ভাষ্যানুবাদ— পূর্ব্বাসু = জীর্ণাসু ওষধীষু = জীর্ণ ওষধিসমূহে; আক্ষিৎ = আবর্ত্তমানঃ = বিদ্যমান, সংগুপ্ত; তথা অপরাঃ = নব্যা ওষধীঃ = নতুন ওষধি; অনূরুৎ = অনুরুন্ধন্ উৎপত্তি আনুগুণ্যেন অনুতিষ্ঠন্ অগ্নিঃ সূর্য্যঃ বা = উৎপত্তি সম্ভাবনাময় অগ্নি বা সূর্য; সদ্যোজাতাসু= তদানীম্ উৎপন্নাসু = সদ্য উৎপন্ন; তরুণীষু = পল্লবিতাসু ওষধীষু অনুব্বর্ত্ততে = পল্লবিত ওষধিসমূহে বিশেষভাবে বিদ্যমান; তা ওষধয়ঃ অপ্রবীতাঃ = কেনাপি পুরুষেণ অনিষিক্তরেতস্কা অনভ্যক্তা বা = কোনও পুরুষের সঙ্গমরহিত বা অনুপভুক্ত; অন্তর্ব্বতীঃ = অগ্নিনা গর্ভবত্যো ভূত্বা = অগ্নিদ্বারা গর্ভভূত হয়ে; সুবতে = ফলং পুষ্পং চ উৎপাদয়ন্তি = ফল ও পুষ্প উৎপন্ন করে; তদিদং দেবানাম্ ঐশ্বর্য্যম্ = সেরকম হল দেবতাদের ঐশ্বর্য।

৬

শয়ুঃ পরস্তাদধ নু দ্বিমাতা
ঽবন্ধনশ্চরতি বৎস একঃ।
মিত্রস্য তা বরুণস্য ব্রতানি
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

শয়ুঃ। পরস্তাৎ। অধ। নু। দ্বিমাতা।

অবন্ধনঃ। চরতি। বৎসঃ। একঃ।

মিত্রস্য। তা। বরুণস্য। ব্রতানি।

মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

পরস্তাৎ— পশ্চিমদিকে, যেদিকে সূর্য অস্ত যান বলে প্রতীয়মান হয়।

অধ নু— (পশ্চিম) দিগন্তের নীচে।

শয়ুঃ— √শী; শায়িত হলে; অস্ত গেলে।

দ্বিমাতা— 'দ্যৌঃ পিতা' বৈদিক দেববাদের উৎস—তাঁর সঙ্গে অপরিহার্যভাবে যুক্ত 'পৃথিবীমাতা'ও দেবী। আবার যে-জ্যোতির এষণা মানুষের পরমপুরুষার্থ, 'দ্যৌঃ পিতা'র সঙ্গে 'শ্রী' রূপে তা নিত্যশ্রিত। এইভাবে পরমপুরুষের শক্তির দুটি প্রকাশ—আকাশে শ্রীরূপে, আর এখানে পৃথিবীরূপে (বে.-মী. ৩য় খণ্ড-পৃ. ৪৯১—সংশোধিত)। এই শ্রী ও পৃথিবীই অগ্নির দুই মাতা। এই অগ্নি আকাশে সূর্যরূপে প্রকাশিত।

অবন্ধনঃ— বন্ধনহীন।

একঃ বৎসঃ— পুত্ররূপী অগ্নি, তিনি এক, কিন্তু তাঁরই সাথে আলোর ওপারে বারুণী অন্ধকার। এই অন্ধকার শুদ্ধ আকাশ বা মহাশূন্য।

চরতি— ছেয়ে ফেলে। কাকে? আকাশ ও পৃথিবীকে।

তা— সেই আলোর প্রভা ও কালোর বিস্তার হল যথাক্রমে।

মিত্রস্য বরুণস্য ব্রতানি— আদিত্যদের মধ্যে মিত্র ও বরুণই অদিতিচেতনার উপলক্ষণ। মিত্র দিনের আলো, বরুণ রাতের আঁধার, —যথাক্রমে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জ্যোতির দেবতা (গা.ম.-৫ম খণ্ড-পৃ. ২০০)। তাঁদের ব্রত অর্থাৎ ক্রিয়া-কর্ম।

মিত্র ও বরুণ— দিনের আলো (সূর্য) ও রাতের আঁধার (বরুণ)—এঁদের লীলা আলো আঁধারের খেলা। অগ্নিই আকাশে সূর্য, তাঁর দ্বিমাতা,—

ভূলোকে পৃথিবী ও দ্যুলোকে শ্রী। এই সূর্যের পশ্চিম দিগন্তে অস্ত (প্রতীয়মান), তারপর আকাশের ওপারে বরুণের লীলা—এই বারুণী অন্ধকার অব্যক্ত জ্যোতি, শুদ্ধ আকাশ, মহাশূন্য, সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন।

পশ্চিম দিগন্তের নীচে সূর্য যখন অস্তমিত হন, পুত্র সূর্যরূপী অগ্নির সাথী অন্ধকার তখন আকাশ-পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলে বন্ধনহীন হয়ে। ওই দিনের আলো ও রাতের আঁধার—এদের এই পালাবদল মিত্রাবরুণের লীলাকর্ম। দেবতাদের বীর্যবিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

সূর্য যখন অস্তমিত পশ্চিম দিগন্তে,
পুত্রাগ্নি-সাথী আঁধার তখন ছড়িয়ে পড়েন ভূলোকে-আকাশে।
দেবতারা ব্যক্ত ও অব্যক্ত, লীলা তাঁদের আলো-আঁধারে,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— দ্বিমাতা দ্বে দ্যাবাপৃথিব্যৌ মাতরৌ যস্য স দ্বিমাতা যদ্বা দ্বয়োর্লোকয়োর্নির্ম্মাতা সূর্য্যঃ পরস্তাৎ পশ্চিমায়াং দিশি অস্তবেলায়াং শয়ুঃ শয়ানঃ অব্যাপ্রিয়মাণো ভবতি। অধ নু অথোদয়বেলায়াং একঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সাধারণস্তয়োরসাদানাদ্বৎসঃ পুত্রঃ অবন্ধনঃ অপ্রতিবদ্ধগতিরনালম্বন একঃ সন্ চরতি নভসি গচ্ছতি। তা তানীমানি মিত্রস্য বরুণস্য মিত্রাবরুণয়োর্ব্রতানি কর্ম্মাণি।

ভাষ্যানুবাদ— দ্বিমাতা = দ্বে দ্যাবাপৃথিব্যৌ মাতরৌ যস্য স দ্বিমাতা = দ্যৌ ও পৃথিবী যাঁর দুইমাতা অর্থাৎ অগ্নি; যদ্বা দ্বয়োঃ লোকয়োঃ নির্ম্মাতা সূর্য্যঃ = অথবা দুইলোকের নির্মাতা সূর্য; পরস্তাৎ = পশ্চিমায়াং দিশি অস্তবেলায়াং = পশ্চিমদিকে অস্তকালে; শয়ুঃ =

শয়ানঃ অব্যাপ্রিয়মাণো ভবতি = শয়ন করেন অর্থাৎ অপ্রকট হন; অধ নু = অথোদয়বেলায়াং = দিগন্তের নীচে; একঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সাধারণঃ তয়োঃ অসাদানাৎ বৎসঃ পুত্রঃ = দ্যাবাপৃথিবীর পুত্ররূপী অগ্নি; অবন্ধনঃ = অপ্রতিবদ্ধগতিঃ অনালম্বনঃ = অপ্রতিহতগতি অনালম্বন; একঃ সন্ = একাকী; চরতি = নভসি গচ্ছতি = আকাশে চলেন; তা = তান্ ইমানি = এগুলি; মিত্রস্য বরুণস্য মিত্রাবরুণয়োঃ = মিত্র (সূর্য) ও বরুণের; ব্রতানি = কর্ম্মাণি = কর্মসমূহ।

৭

দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রা
ল.ন্বগ্রং চরতি ক্ষেতি বুধ্নঃ।
প্র রণ্যানি রণ্যবাচো ভরন্তে
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

দ্বিমাতা। হোতা। বিদথেষু। সম্রাট্।
অনু। অগ্রম্। চরতি। ক্ষেতি। বুধ্নঃ।
প্র। রণ্যানি। রণ্যবাচঃ। ভরন্তে।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

দ্বিমাতা— অগ্নি, যাঁর দুইমাতা, ভূলোকে পৃথিবী ও দ্যুলোকে শ্রী। এই অগ্নি আকাশে আছেন সূর্যরূপে।

হোতা— (√হ্বে, আহ্বান করা), √হু, আহুতি দেওয়া। আধারের গভীরে নিহিত অগ্নিই হোতা হয়ে দেবতাদের আহ্বান করেন, আহুতি দেন।

বিদথেষু— বিদ্যার সাধনায় (বিদথেষু ধীরাঃ—গা. ম. ২য় খণ্ড - পৃ. ১১৮)।

সম্রাট— সাম্রাজ্য দিব্য ভাবনার পরম ভূমি। এই ভূমির অধীশ্বর সম্রাট এখানে অগ্নি। বৈশ্বানর অগ্নি 'অসুরঃ সম্রাট্' — ৭।৬।১ ।

অনু অগ্রম্— দ্যুলোকে, মহাকাশে।

চরতি— বিচরণ করেন। কোথায়? দ্যুলোকে।

ক্ষেতি— বাস করেন যোগভূমিতে বা যাজ্ঞিকের ঘরে।

বুধ্নঃ— √বুধ্ (জেগে ওঠা) > বুধ্ন। যাস্ক তার অর্থ করেছেন অন্তরিক্ষ বা প্রাণ। সাধারণত শব্দটি 'মূল' বা 'উৎস' অর্থে রূঢ়: তু. অগ্নি 'রায়ো বুধ্নঃ'— ১।৯৬।৬; আনুষঙ্গিক অর্থ 'গভীর দেশ'। অগ্নি যে-বেদিতে উৎপন্ন হন বা জেগে ওঠেন তা 'রজসো বুধ্নঃ'; তা এই পৃথিবীরই পরম অন্ত। অগ্নি তপোদেবতা, তাঁর এই জাগরণ 'তপুযো বুধ্নঃ'—৩/৩৯/৩। বেদিতে অগ্নি শিখা যেন সাপের মত ফণা ধরে জেগে ওঠে, অতএব অগ্নি 'অহির্বুধ্ন্য'—তু. হঠযোগে বর্ণিত মূলাধারস্থ সর্পরূপিণী কুণ্ডলিনী।

রণ্যানি— রমণীয় সুন্দর স্তোত্রাদি।

রণ্যবাচঃ— রমণীয় বাক্যশালী স্তোতৃবৃন্দ; সুগায়কগণ।

প্রভরন্তে— প্রীতিভরে, প্রকৃষ্টরূপে গাইছেন।

অগ্নির গুণকর্মের কথা বলা হচ্ছে। অগ্নির মাতা ভূলোকে এবং দ্যুলোকে। আকাশে সূর্যরূপে রয়েছেন অগ্নি। তাঁর সর্বপ্রধান কর্ম 'দূত্য' বা দৌত্য। মানুষ আর দেবতার মধ্যে তিনি 'দূত'। তিনিই আবার অতিনিকটের প্রত্যক্ষ দেবতা, আর অতিদূরের প্রত্যক্ষ দেবতা 'বিবস্বান সূর্য'। বিদ্যার সাধনায় আমাদের আধারের গভীরে নিহিত অগ্নিই হোতা হয়ে দেবতাদের আহ্বান করেন, আহুতি দেন। এই অগ্নি দিব্য ভাবনার পরম ভূমির অধীশ্বর। তিনি বিচরণ করেন দ্যুলোকে, মহাকাশে। তাঁর বাসভূমি যোগভূমিতে। উষার আলো ঝলমলিয়ে ওঠে যখন, তখন অগ্নিও ঝলসে ওঠেন অলখের দূতরূপে, কেননা ঋতের চিরন্তন সম্যক্-দর্শনই চান তিনি। আমাদের সকল শুভকর্মে তিনিই দেন প্রেরণা, আমাদের উত্তরায়ণে তিনিই সহযাত্রী। আকাশ-বাতাস রমণীয় স্তোত্রাদিতে ভরে ওঠে, প্রীতিভরে গান গেয়ে ওঠেন সুগায়কেরা।

বিদ্যার সাধনায়, আমাদের কর্ম ও জ্ঞানযজ্ঞে, অগ্নি হোতা, তিনি আহুতি দেন। তিনিই দিব্যভাবনার পরম ভূমিতে অধীশ্বর। তিনি বাস করেন যোগভূমিতে, ছুটে বেড়ান দ্যুলোকে। তিনি যজ্ঞবেদিতে জেগে ওঠেন, অগ্নিশিখা মূলাধারস্থ সর্পরূপিণী কুণ্ডলিনীর মত জেগে ওঠে। আকাশে বাতাসে তাঁর রমণীয় স্তুতি, সুগায়কেরা গাইছেন প্রকৃষ্টরূপে। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

> অধীশ্বর অগ্নি বিদ্যাসাধনের পরম ভূমিতে, দ্বিমাতা তিনি, দেন আহুতি,
>
> চলেন মহাকাশে, বাসভূমি তাঁর যাজ্ঞিকের ঘরে, ওঠেন জেগে সেথায়।
>
> আকাশে-বাতাসে তাঁর স্তুতি, প্রীতিভরে গেয়ে যান সুকণ্ঠগায়কেরা,
>
> বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য—দ্বিমাতা দ্বয়োর্লোকয়োর্নির্ম্মাতা বিদথেষু যজ্ঞেষু হোতা দেবানামাহ্বাতা সম্রাট্ যজ্ঞেষু সম্যগ্রাজমানোঽগ্নিঃ অন্বগ্রং অগ্রে দিবি চরতি সূর্য্যভূতস্তত্র বর্ত্ততে। বুধ্নঃ সর্ব্বস্য কর্ম্মণো মূলভূতঃ সন্ ক্ষেতি ভূমৌ বসতি। যদ্বা অগ্রং মুখ্যং ভাগং চরতি ভক্ষয়তি ক্ষেতি যজ্ঞিনাং গৃহেষু নিবসতি যদ্বা বুধ্নঃ প্রতিষ্ঠা অন্তেভাগী স্বিষ্টকৃদ্রূপেণ প্রতিষ্ঠা বৈ স্বিষ্টকৃদিতি শ্রুতেঃ (ঐ. ব্রা. ২।৪)। কিঞ্চ রণ্যবাচঃ রমণীয়বাচঃ স্তোতারঃ রণ্যানি রমণীয়ানি স্তোত্রাণি প্রভরন্তে প্রণয়ন্তি প্রকর্ষেণ কুর্ব্বন্তি। তদিদং দেবানামৈশ্বর্য্যং।

ভাষ্যানুবাদ—দ্বিমাতা = দ্বয়োর্লোকয়োঃ নির্ম্মাতা = দ্যাবাপৃথিবীর নির্মাণকারী সূর্যরূপী অগ্নি; বিদথেষু = যজ্ঞেষু = যজ্ঞে; হোতা = দেবানাম্ আহ্বাতা = দেবগণের আহ্বানকারী; সম্রাট = যজ্ঞেষু সম্যক্ রাজমানোঽগ্নিঃ = যজ্ঞে সম্যক্ বিরাজমান অগ্নি; অন্বগ্রং = অগ্রে দিবি চরতি = অগ্রে দ্যুলোকে বিচরণ করেন; সূর্যভূতঃ তত্র বর্ত্ততে = অগ্নিই সূর্যভূত হয়ে সেখানে বিরাজ করেন; বুধ্নঃ = সর্ব্বস্য কর্ম্মণো মূলভূতঃ সন্ = সকলের কর্মের মূলভূত হয়ে; ক্ষেতি = ভূমৌ বসতি = ভূমিতে বাস করেন; যদ্বা = অথবা; বুধ্নঃ = প্রতিষ্ঠা অন্তেভাগী স্বিষ্টকৃৎ রূপেণ প্রতিষ্ঠা বৈ স্বিষ্টকৃৎ ইতি শ্রুতেঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।৪) = ইষ্টকারীরূপে যিনি শেষে প্রতিষ্ঠিত সেই অগ্নি; শ্রুতি অনুসারে ইষ্টকর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনই হল প্রতিষ্ঠা; কিঞ্চ = কেন; রণ্যবাচঃ = রমণীয়বাচঃ স্তোতারঃ = রমণীয়বাক্যশালী স্তোতৃবৃন্দ; রণ্যানি = রমণীয়ানি স্তোত্রাণি = রমণীয় স্তোত্রসমূহ; প্রভরন্তে = প্রণয়ন্তি প্রকর্ষেণ কুর্ব্বন্তি = প্রীতিভরে করছেন; তদিদং দেবানাম্ ঐশ্বর্য্যং = 'মহৎ দেবানাম্' ইত্যাদির পূর্ববৎ অনুবাদ।

৮

শূরস্যেব যুধ্যতো অন্তমস্য
প্রতীচীনং দদৃশে বিশ্বমায়ৎ।
অন্তর্মতিশ্চরতি নিষ্‌ষিধং গো
র্মহৎ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

শূরস্যইব। যুধ্যতঃ। অন্তমস্য।
প্রতীচীনম্। দদৃশে। বিশ্বম্। আঽয়ৎ।
অন্তঃ। মতিঃ। চরতি। নিঃঽষিধম্। গোঃ।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

শূরস্যইব যুধ্যতঃ— শূর বীরপুরুষ, সূর্য; যুক্ত করছেন বীর রাজা, এই ভাবটি।
অন্তমস্য— বনবহ্নির, দাবাগ্নির।
প্রতীচীনম্— পশ্চিমদিক্, পশ্চাৎদিক্।
বিশ্বম্— বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ও প্রাণী।
দদৃশে— দেখে, পালিয়ে যায়।
আয়ৎ— আগমনে, আসতে দেখলে।
নিঃষিধম্— ভয়াল দীপ্তি।
মতিঃঅন্তশ্চরতি— সকলের জানা সেই অগ্নি নিজের ভিতরে ধারণ করেন।
গোঃ— প্রতীকী অর্থে আদিত্য, দ্যুলোক, সূর্যরশ্মি এবং পৃথিবী। জলও বোঝাতে পারে। বা তার থেকে বিদ্যুৎ।

দুটি রূপে অগ্নি এখানে প্রকাশিত। একটিতে তিনি মহাসংগ্রামী বীরপুরুষ। সেই দাবানলের সামনে কে দাঁড়াবে? হয় পিছু হটবে, না হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর-একটিতে তিনি বিশ্ব-নিয়ামক, যে-শক্তি জলস্রোতে, বিদ্যুতে বিধৃত, তাকে

তিনি অন্তরে ধারণ করেন দাহ্যশক্তিরূপে; তার দহনে আমাদের চেতনা পরিশুদ্ধ হয়, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে অগ্নি আমাদের জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়। আমাদের চেতনা আনন্দ-আলোকে ভরে ওঠে, আমরা চলি উত্তরণ-পথে।

যুধ্যমান সংগ্রামী বীর রাজার উপস্থিতিতে যেমন বিরোধী সৈন্যরা পালিয়ে যায়, বনবহ্নি অগ্নির আগমনে তেমনই পৃথিবীর প্রাণীরা অন্তর্হিত হয়। আকাশে-বাতাসে প্রদীপ্ত যে-বিদ্যুতাগ্নি, জ্যোতির্ময় আলোক-শিখা, অগ্নি তাকে ধারণ করেন অন্তরে, — সেই অগ্নি-দহনে জীবের চেতনা পরিশুদ্ধ হয়। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

সংগ্রামে এলেন বীর বনবহ্নি অগ্নি,
পালিয়ে বাঁচল বিশ্বজোড়া বিরোধী পক্ষেরা।
অন্তরে ধারণ করলেন অগ্নি বিদ্যুৎ-শিখাকে,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য—অন্তমস্য সমীপে বর্ত্তমানস্য দাবাগ্নেরায়ৎ অভিমুখমাগচ্ছৎ বিশ্বং ভূতজাতং প্রতীচীনং পরাঙ্মুখং দদৃশে দৃশ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ—শূরস্যেব যথা যুধ্যতো যুদ্ধং কুর্ব্বাণস্য শূরস্য সমর্থস্য রাজ্ঞোঽভিমুখমাগচ্ছৎ পরবলং পরাঙ্মুখং দৃশ্যতে তদ্বৎ। মতিঃ সর্ব্বৈর্জ্ঞায়মানঃ সোঽগ্নির্গৌরুদকস্য নিঃষিধং হিংসিকাং দীপ্তিমন্তশ্চরতি অন্তর্ধারয়তি।

ভাষ্যানুবাদ—অন্তমস্য = সমীপে বর্ত্তমানস্য দাবাগ্নে = সমীপে বর্তমান দাবাগ্নির; আয়ৎ = অভিমুখম্ আগচ্ছৎ = আসতে দেখলে; বিশ্বং = ভূতজাতং = যাবতীয় প্রাণী পদার্থ; প্রতীচীনং = পরাঙ্মুখম্ = পরাঙ্মুখ; দদৃশে = দৃশ্যতে = হতে দেখা যায়; (তত্র দৃষ্টান্তঃ = সে ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হল যেমন) যুধ্যতঃ = যুদ্ধং কুর্ব্বাণস্য = যুদ্ধকারী; শূরস্য ইব = সমর্থস্য রাজ্ঞঃ = (যুদ্ধসমর্থ) রাজার মতন; অভিমুখম্ আগচ্ছৎ

= এগিয়ে আসছে দেখলে; পরবলং পরাঙ্মুখং দৃশ্যতে তদ্বৎ = প্রতিপক্ষের সৈন্যেরা যেমন পালিয়ে যায়; মতিঃ = সর্ব্বৈর্জ্জায়মানঃ সোঽগ্নিঃ = সকলের জ্ঞায়মান সেই অগ্নি; গোঃ = উদকস্য = জলের, জলবিদ্যুতের; নিঃষিধম্ = হিংসিকাং দীপ্তিম্ = হিংসাকারী দীপ্তিকে; অন্তশ্চরতি = অন্তর্ধারয়তি = নিজের ভিতরে ধারণ করেন।

৯

নি বেবেতি পলিতো দূত আ
স্বন্তর্মহাঁশ্চরতি রোচনেন।
বপূংষি বিভ্রদভি নো বি চষ্টে
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

নি। বেবেতি। পলিতঃ। দূতঃ। আ।
সু। অন্তঃ। মহান্। চরতি। রোচনেন।
বপূংষি। বিভ্রৎ। অভি। নঃ বি। চষ্টে।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

পলিতঃ— পূর্ণ; পালয়িতাও হতে পারে।

দূতঃ— (√জূ, ছুটে চলা) অগ্নি শুধু মানুষের দূত নন, দেবতাদেরও দূত। তিনি অভীপ্সার শিখা, আবার প্রাতিভসংবিতের বিদ্যুৎ।

আসু— ওষধীসমূহে; ওষধি জ্যোতির্লতা। উদ্ভিজ্জও।
নি বেবেক্তি— নিয়ত ব্যাপ্ত হয়ে অধিষ্ঠিত।
মহান্— অগ্নির বিশেষণ; মহান্ সেই অগ্নি।
রোচনেন— অগ্নি পার্থিব আধারে নিহিত থেকেই ছড়িয়ে পড়েন বিশ্বভুবনে। তাঁর তেজঃপুঞ্জ স্পর্শ করে দ্যুলোকের উত্তুঙ্গতাকে, সেইখান থেকে সূর্যের রশ্মিজালের সঙ্গে তিনি হন সন্তত। তু. 'উপ স্পৃশ দিব্যং সানু স্তূপৈঃ স রশ্মিভিস্ ততনঃ সূর্যস্য'—৭।২।১। এখানে অগ্নি এবং সূর্যের সাযুজ্য ধ্বনিত হচ্ছে। (বে.-মী. ২য় খণ্ড পৃ. ৪৪৪)
অন্তঃ চরতি— অন্তরিক্ষে চরে বেড়ায়; অগ্নি অন্তরিক্ষে ছড়িয়ে পড়েন। বিদ্যুতের মত।
বপূংষি— নানাবিধ রূপ।
বিভ্রৎ— √ভৃ; ধারণ করে।
নঃ— আমাদের।
অভি বি চষ্টে— দেখছেন করুণাদৃষ্টি দিয়ে।

অগ্নি নিহিত আছেন ওষধীসমূহে; ওষধি জ্যোতির্লতা, যাতে দীপ্তি ধৃত হয়। ওষধি আবার ফলপাকান্ত (ফল পাকলে যা মরে যায়), উদ্ভিজ্জ। আমরা প্রাণধারণ করি এই ওষধি আহার করে, আমাদের আধারে উত্তাপ সঞ্চারিত হয় (এই ওষধির পরিপাক-ক্রিয়াও অগ্নির—দ্র. ভগবদ্গীতা ১৫।১৪ "অহং বৈশ্বানরো. . . পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্")। এই পালয়িতা অগ্নি আবার দূত; শুধু মানুষের নয়, দেবতাদেরও। তিনি অভীপ্সার শিখা, প্রাতিভসংবিতের বিদ্যুৎও, ছড়িয়ে পড়েন অন্তরিক্ষে, বিশ্বভুবনে। দ্যুলোকের উত্তুঙ্গতাকে স্পর্শ করে তাঁর তেজঃপুঞ্জ, সেইখান থেকে সূর্যের রশ্মিজালের সঙ্গে তিনি হন সন্তত। তাঁর সেই 'তেজঃ পুঞ্জ', যা আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় 'thermonuclear reaction' থেকে উদ্ভূত, সেই করুণাপাঙ্গে আমাদের যতো কিছু প্রাণশক্তি, কর্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি। আমরা লাভ করি ওজঃশক্তি।

দূতরূপী পালয়িতা অগ্নি নিত্য বিরাজিত আছেন ওষধীসমূহে। মহান্ সেই অগ্নি ছড়িয়ে পড়েন অন্তরিক্ষে, সূর্যের সাযুজ্য পান, নানারূপে দেখেন আমাদের করুণা দৃষ্টিতে। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

নিত্য বিরাজিত ওষধীসমূহে পালয়িতা দূত অগ্নি,
মহান্ তিনি, ছড়িয়ে পড়েন, অন্তরিক্ষে সূর্যযোগে।
দেখেন মোদের করুণাপাঙ্গে, নানা-রূপ ধরি,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান।।

সায়ণভাষ্য— পলিতঃ পালয়িতা পূর্ণো বা দেবানাং দূতোঽগ্নিঃ আস্বোষধীষু নিবেবেতি নিতরাং ব্যাপ্য বর্ত্ততে। মহান্ সোঽগ্নিঃ রোচনেন সূর্য্যেণ সহ অন্তঃ রোদস্যোর্ম্মধ্যেচরতি। বপূংষি নানাবিধানি রূপাণি বিভ্রৎ সোঽগ্নিঃ নো অস্মান্ যষ্টৃনভিবিচষ্টে বিশেষেণানুগ্রহদৃষ্ট্যা পশ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ— পলিতঃ = পালয়িতা পূর্ণো বা = পালনকারী বা পূর্ণ; দেবানাং দূতঃ অগ্নিঃ = অগ্নি হলেন দেবতাদের দূত; আসু = ওষধীষু = ওষধীসমূহে; নিবেবেতি = নিতরাং ব্যাপ্য বর্ত্ততে = নিয়ত ব্যাপ্ত হয়ে অধিষ্ঠান করেন; মহান্ = সঃ অগ্নিঃ = সেই অগ্নি; রোচনেন = সূর্য্যেণ সহ = সূর্যের সঙ্গে; অন্তঃ = রোদস্যোঃ মধ্যে = রোদসী বা অন্তরিক্ষের মধ্যে; চরতি = বিচরণ করেন; বপূংষি = নানাবিধানি রূপাণি = নানাবিধ রূপ; বিভ্রৎ = ধারণ করে; সোঽগ্নিঃ নঃ = অস্মান্ যষ্টৃন্ = যজ্ঞকারী আমাদের; অভিবিচষ্টে = বিশেষেণ অনুগ্রহদৃষ্ট্যা পশ্যতি = বিশেষ অনুগ্রহ দৃষ্টি দ্বারা দেখছেন।

১০

বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ
প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ।
অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

বিষ্ণুঃ। গোপাঃ। পরমম্। পাতি। পাথঃ।
প্রিয়া। ধামানি। অমৃতা। দধানঃ।
অগ্নিঃ। তা। বিশ্বা। ভুবনানি। বেদ।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

বিষ্ণুঃ— বিষ্ণুর ব্যাপ্তিরূপের বর্ণনা আছে ঋগ্বেদে, তিনি 'বৃহচ্ছরীরঃ' (১।১৫৫।৬)। সর্বব্যাপী।

গোপাঃ— গো + √ পা, গোপালক, রাখাল। 'গো' অন্তর্জ্যোতি, সুতরাং গোপাঃ আলোর রাখাল। অগ্নির একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা 'গোপাঃ' বা রক্ষক। প্রতিদিন যখন আকাশে ফোটে উষার আলো, নতুন জীবনের সূচনা হয় সূর্যের উদয়ে, তখন এই অগ্নি হন আমাদের 'গোপাঃ' বা আলোর রাখাল। (বে.-মী. ২য় খণ্ড—পৃ. ৩৩৮, ৩৩৯)।

পরমং পাতি পাথঃ— পরম স্থানকে, মেঘের স্থান অন্তরিক্ষস্থল, রক্ষা করেন। 'পরমং পাথঃ' সেই শ্রেষ্ঠ স্থান।

প্রিয়া অমৃতা ধামানি— পরম প্রিয় ক্ষয়রহিত (সমুদ্রের বুদ্‌বুদ্ সমুদ্রে মিশে সমুদ্র হয়েই থাকে— এই হল সত্যকার অমৃতত্ব— বে.-মী. ১ম খণ্ড-পৃ. ৩৩৪, ৩৩৫।)

দধানঃ— ধারণ করে।

অগ্নিঃ তা বিশ্বা ভুবনানি বেদ— অগ্নি জাতবেদা; তিনি জানেন সকল রহস্য এই বিশ্বজগতের সকল প্রাণী ও বস্তুর। কিছুই তাঁর অজানা নয়। দেবলোকে পিতৃলোকে বা মর্ত্যলোকে যা কিছু 'জাত' বা প্রাদুর্ভূত হয়, তাকে যিনি জানেন তিনি জাতবেদা। মর্ত্য এবং দিব্য উভয় জন্মের বেত্তা তিনি (তু. —৩।২৮।১, ৪, ৫)।

অগ্নি আলোর রাখাল, তিনি রক্ষক, অন্তরিক্ষস্থলেরও। তিনিই বিষ্ণু মাধ্যন্দিন আকাশে, বৃহচ্ছরীর, সর্বব্যাপী। তাঁর তেজে ভূলোকের সমুদ্রবারি বাষ্পে রূপান্তরিত হয়; অন্তরিক্ষে মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের লীলা তাঁরই, তার ফলে পৃথিবীবক্ষে বারিবর্ষণ। তিনিই পরম প্রিয় অক্ষয় তেজঃপুঞ্জ আকাশে। তিনি আমাদের সব-কিছু জানেন; তিনিই আমাদের অন্তরাগ্নি, চৈতন্যময়।

সর্বব্যাপী পালন ও রক্ষাকর্তা অগ্নি যিনি অন্তরিক্ষস্থলকেও রক্ষা করেন, তিনি পরম প্রিয় অক্ষয় তেজঃপুঞ্জ ধারণ করেন। অগ্নি জানেন এই বিশ্বজগতের সকল জীব ও বস্তুর রহস্য, তিনি জাতবেদা। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

অগ্নি সর্বব্যাপী, গোপালক রাখাল, রক্ষা করেন পরম স্থানকেও,
অক্ষয় তেজসমূহকে আনন্দে ধরে আছেন তিনি অন্তরিক্ষে।
জাতবেদা তিনি, সকল রহস্য জানেন তিনি বিশ্বময়,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— বিষ্ণুর্ব্যাপ্তঃ গোপাঃ সর্ব্বস্য গোপায়িতা প্রিয়া প্রিয়তমানি অমৃতা ক্ষয়রহিতানি ধামানি তেজাংসি দধানঃ সোঽগ্নিঃ পরমং পাথঃ স্থানং পাতি রক্ষতি যদ্বা ধামানি লোকধারকাণি অমৃতা উদকানি দধানঃ সন্ পরমং পাথঃ উদকস্য স্থানং অন্তরিক্ষং পাতি। সোঽগ্নিঃ তা অনি বিশ্বা সর্ব্বাণি ভুবনানি ভূতজাতানি বেদ জানাতি।

ভাষ্যানুবাদ— বিষ্ণুঃ = ব্যাপ্তঃ = যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত; গোপাঃ = সর্ব্বস্য গোপায়িতা = সকলের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা; প্রিয়া = প্রিয়তমানি = প্রিয়তম; অমৃতা = ক্ষয়রহিতানি = ক্ষয়রহিত; ধামানি = তেজাংসি = তেজসমূহ; দধানঃ = দানকারী; সোঽগ্নিঃ = সেই অগ্নি; পরমং পাথঃ স্থানং = পরম স্থান; পাতি = রক্ষতি = রক্ষা করেন; যদ্বা = অথবা; ধামানি = লোকধারকাণি; অমৃতা = উদকানি = বারিধারা; দধানঃ = সন্ = ধারণ করে ; পরমং পাথঃ = উদকস্য স্থানং = মেঘের স্থান; অন্তরিক্ষং পাতি = অন্তরিক্ষকে রক্ষা করেন; সোঽগ্নিঃ = সেই অগ্নি; তা = তানি = সেই সকল; বিশ্বা = সর্ব্বাণি = সকল; ভুবনানি = ভূতজাতানি = প্রাণী বস্তু সমূহকে; বেদ = জানাতি = জানেন।

১১

নানা চক্রাতে যম্যা ৩ বপূংষি
তয়োরন্যদ্ রোচতে কৃষ্ণমন্যৎ।
শ্যাবী চ যদরুষী চ স্বসারৌ
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

নানা। চক্রাতে। যম্যা। বপূংষি।
তয়োঃ। অন্যৎ। রোচতে। কৃষ্ণম্। অন্যৎ।
শ্যাবী। চ। যৎ। অরুষী। চ। স্বসারৌ।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

যম্যা— যমজ অহোরাত্রি। ঋগ্বেদীয় রাত্রিসূক্তে রাত্রি 'উর্ম্যা' বা উর্মিলা। সেই তরঙ্গদোদুল সমুদ্র হতে জন্মাল কাল—সংবৎসররূপে: ফুটল অহোরাত্রের আলো আর কালো (বে.-মী. তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৩২)।

বপূংষি— (আলোর) ছটা। অন্তরের দীপ্তি যেন বাইরে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। (৩।১৮।৫)।

নানা— নানারকম।

চক্রাতে— করা; সৃষ্টি করেন। কী? নানাবিধ ক্রিয়া।

স্বসারৌ— পরস্পর পরস্পরের ভগ্নী (যমজ)।

তয়োঃ— উভয়ের।

অন্যৎ— (উভয়ের মধ্যে) একটি।

রোচতে কৃষ্ণম্— কালো হয়ে দীপ্যমানা হন।

শ্যাবী চ— কৃষ্ণবর্ণা হয়েও দীপ্তিমানা। কৃষ্ণপীত-মিশ্রবর্ণযুক্তা। শ্যামবর্ণ।

যৎ অরুষী চ— যিনি শুক্লবর্ণা হয়ে আলো দেন।

অন্যৎ— অপরজন।

আলো আর আঁধার, দিন আর রাত্রি, এঁরা দুজনে একই বৃন্তে দুটি ফুল, জন্ম এঁদের একই লগ্নে। এঁরা যমজ সহোদরা। রাত্রির তরঙ্গদোদুল সমুদ্র হতে জন্মান কাল—সংবৎসররূপে। ফোটে অহোরাত্রের আলো আর কালো, বিশ্ব যেন চোখ মেলে চায়, আর তাইতে কালের বশ হয় ১০।১৯০।২ । রাত্রি 'দেবী', রাত্রি 'আলোর' মেয়ে। সে-আলো জ্যোছনার, নক্ষত্রের ঝিকিমিকির। এই রাত্রি 'আয়তী'—তিনি আসছেন। তাঁর আসা মধ্যাহ্নদীপ্তির অবক্ষয়ের অন্তরালে এক অনালোক নৈঃশব্দ্যের সন্তননকে গাঢ়তর করে। সন্ধ্যার কূলে এসে ব্যক্তের জ্যোতি নিবে গেল, ফুটল অব্যক্তের ঐশ্বর্য। অস্তিত্বের ব্যক্ত মধ্যপর্ব হল দিনের আলোয় স্ফুরিত জগৎ। তার উপরে-নীচে আছে অব্যক্তের দুটি পরার্ধ। ব্যক্তকে ঘিরে অব্যক্তের এই বর্তুলতাই রাত্রির বারুণী শূন্যতা।

যমজ অহোরাত্রির দীপ্তি বহুভাবে বিকীর্ণ হয়। এঁদের উভয়ের মধ্যে এক বোন কালোরূপে দীপ্তিমানা হন; আরেকজন শুক্লবর্ণা, শ্যামবর্ণা, হয়ে আলো দেন। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

অহোরাত্রি দুইবোন, জন্ম একযোগে, বিকীর্ণা বহুভাবে,
যিনি কৃষ্ণবর্ণা, দীপ্তি দেন অব্যক্তের আঁধারে।
শুক্লবর্ণা যিনি, আলো দেন, ব্যক্ত হয়ে,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— যম্যা যমরূপে মিথুনভূতেঽশ্চ রাত্রিশ্চেত্যেতে নানা নানাবিধানি বপূংষি শুক্লকৃষ্ণাদীনি রূপাণি চক্রাতে কুরুতঃ। শ্যাবী কৃষ্ণবর্ণা অরুষী শুক্লতয়া রোচমানা যৎ যে পরস্পরং স্বসারৌ ভবতঃ তয়োর্ম্মধ্যে অন্যদর্জ্জুনমহঃ রোচতে কিরণসম্বন্ধাদ্দীপ্যতে। অন্যদ্রাত্রিলক্ষণং কৃষ্ণং তমঃ সম্বন্ধাৎ কৃষ্ণবর্ণমাভাতি।

ভাষ্যানুবাদ— যম্যা = যমরূপে মিথুনভূতেঃ = যমজ মিথুন; অহশ্চ রাত্রিশ্চ ইতি এতে = অহোরাত্রি এই দুইজন; নানা = নানাবিধানি = নানারকম; বপূংষি = শুক্লকৃষ্ণাদি ইনি রূপাণি = শুক্লকৃষ্ণাদি রূপসকল; চক্রাতে = কুরুতঃ = করছে; শ্যাবী = কৃষ্ণবর্ণা; অরুষী = শুক্লতয়া = শুক্লবর্ণা; রোচমানা = রুচিশীল; যৎ যে = যাঁরা; পরস্পরং = পরস্পর; স্বসারৌ ভবতঃ = ভগ্নীদ্বয় হন; তয়োঃ মধ্যে = তাঁদের মধ্যে; অন্যৎ = একটি; অর্জ্জুনম্ = শুক্লবর্ণ; অহঃ = দিন; রোচতে = কিরণসম্বন্ধাৎ দীপ্যতে = কিরণ সাহায্যে দীপ্তিময়ী হন; অন্যৎ = অপরজন; রাত্রিলক্ষণং কৃষ্ণং তমঃ সম্বন্ধাৎ = রাত্রিলক্ষণযুক্ত কৃষ্ণময় তমো সম্বন্ধযুক্ত হতে; কৃষ্ণবর্ণম্ আভাতি = কৃষ্ণবর্ণরূপে মনে হয়।

১২

মাতা চ যত্র দুহিতা চ ধেনূ
সবর্দুঘে ধাপয়েতে সমীচী।
ঋতস্য তে সদসীলে. অন্ত
র্মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

মাতা। চ। যত্র। দুহিতা। চ। ধেনূ।
সবর্দুঘে। ধাপয়েতে। সমীচী।
ঋতস্য। তে। সদসি। ঈলে.। অন্তঃ।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

যত্র— যেখানে, যে অন্তরিক্ষে।
মাতা— মাতা পৃথিবী।
চ— এক্।
দুহিতা— দোহনকারী কন্যারূপে দ্যুলোক।
সবঃদুঘে— সবঃ + দুঘে; √দুহ্—দুগ্ধদায়ী, রসদায়ী।
ধেনূ— গাভীদ্বয়রূপে।
সমীচী— পরস্পর সমীপস্থ বা সংলগ্ন হয়ে বিদ্যমান।
ধাপয়েতে— √ধে; পান করাচ্ছেন।
ঋতস্য— 'সত্য' অধিষ্ঠান, 'ঋত' তার শক্তি বা রূপ। এখানে, অন্তরিক্ষে নিত্য বারিধারা।
অন্তঃ— মধ্যে, মাঝখানে। ভিতরেও হতে পারে।
তে— তাঁদের উভয়কে।
সদসি— এই যজ্ঞস্থলে।

ঈলে.— [√ ঈড় (উদ্দীপ্ত করা),—বোঝাচ্ছে আকৃতি এবং আত্মনিবেদন, তাইতে আগুন জ্বলে] জ্বালাই, উদ্দীপ্ত করি অর্চনার ভাবে (৩।১।১৫)।

সংহিতায় 'রোদসী' শব্দটির আদ্যুদাত্ত ও অন্তোদাত্ত দুটি রূপ পাওয়া যায়। তার মধ্যে আদ্যুদাত্ত রূপটি দ্যাবাপৃথিবীর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা। অন্তোদাত্ত রূপটির অর্থ যাস্ক করেছেন 'রুদ্রস্য পত্নী'। অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির রোদসীপ্রশস্তির (১।১৬৭।৩) মধ্যে আমরা সপ্তশতীর দেবী আর তন্ত্রের কালীর আভাস পাচ্ছি। রোদসী অন্তরিক্ষের বা প্রাণসমুদ্রের দুটি কূল। অন্তরিক্ষ রুদ্রভূমি; তার একপ্রান্তে পৃথিবী, আরেক প্রান্তে দ্যুলোক। (বে.-মী. তৃতীয় খণ্ড-পৃ. ৫৭৬-৫৭৭)। তু. ৩।২।২। রোদসীকে অন্তরিক্ষের ভাবার্থবাচক বলে ধরা হয়েছে এই ঋকে। কবিত্ব আর বিজ্ঞানচেতনার সমাহার এই মন্ত্রে। যে নিত্যনিয়মে বিশ্বপ্রকৃতি চলে ঋত তাকেই নির্দেশ করে; বর্ষণধারা সেই ঋতেরই অনুযায়ী। পৃথিবীর সমুদ্র থেকে জল বাস্প হয়ে মেঘে যাচ্ছে, আবার সেই রসসিঞ্চিত অন্তরিক্ষ থেকে বর্ষণধারা পৃথিবীতে নেমে আসছে পরস্পরকে রসপান করানোর মতো। যজ্ঞভূমিতে আহুতির দ্বারা মেঘের সৃষ্টি, সেই তাপসঞ্চারে যেন সমুদ্রজলের উত্তরণ, আবার বৃষ্টিরূপে তার নেমে আসা পরিস্রুত হয়ে।

যে অন্তরিক্ষে মাতা পৃথিবী ও দুহিতারূপে দ্যুলোক রসদাত্রী গাভীরূপে পরস্পরকে রসপান করাচ্ছেন, নিত্য বারিধারার মধ্যে নিহিত সেই উভয়কে এই যজ্ঞস্থলে আমি অর্চনার ভাবে উদ্দীপ্ত করি। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

যে অন্তরিক্ষে মাতা ধরিত্রী আর দ্যুলোক দুহিতারূপে,
বিদ্যমানা দুগ্ধবতী গাভী হয়ে করান পান রসধারা।
উভয়ে প্রণমি আমি এই যজ্ঞভূমে নিত্যভাবে,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— মাতা সর্ব্বেষাং নির্ম্মাতৃত্বান্মাতা পৃথিবী চ দুহিতা দূরে নিহিতা দ্যৌশ্চ দুহিতা দুর্হিতা দূরে হিতা দোগ্ধের্ব্বেতি যাস্কঃ (নি. ৩।৪)। এতে সবর্দ্দুঘে সবরঃ স্বীয়স্য ক্ষীররূপস্য রসস্য দোগ্ধ্র্যৌ অতএব ধেনূ জগতঃ প্রীণয়িত্র্যৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ যত্রান্তরিক্ষে সমীচী পরস্পরং সংগতে সত্যৌ ধাপয়েতে স্বকীয়রসমন্যোন্যং পায়য়েতে ঋতস্যোদকস্য সদসি স্থানভূতে তস্মিন্ অন্তরিক্ষে অন্তঃ স্থিতে তে দ্যাবাপৃথিব্যা বীড়েঽহং স্তৌমি। যদ্বা বৃষ্টিলক্ষণং রসং দ্যৌঃ পৃথিবীং ধাপয়েতে আহুতিলক্ষণং রসং দ্যাং পৃথিবীতি এবমন্যোন্যং মাতা চ দুহিতা চ ভবতঃ ঋতস্য সদসি স্থানে যজ্ঞসদনে স্থিতোঽহং উভে স্তৌমি।

ভাষ্যানুবাদ—মাতা = সর্ব্বেষাং নির্ম্মাতৃত্বাৎ মাতা পৃথিবী = সকলের নির্মাতা মাতা পৃথিবী; দুহিতা = দূরে নিহিতা দ্যৌশ্চ দুহিতা দুর্হিতা দূরে হিতা দোগ্ধেঃ বা ইতি যাস্কঃ (নি. ৩।৪) = দূরে অবস্থিতা দ্যুলোক অথবা যিনি দোহন করেন—যাস্কঃ (নিরুক্ত ৩।৪); সবর্দুঘে = সবরঃ স্বীয়স্য ক্ষীররূপস্য রসস্য দোগ্ধ্র্যৌ = নিজ ক্ষীররূপী রসের দোহনকারীদ্বয়; অতএব ধেনূ জগতঃ প্রীণয়িত্র্যৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ = অতএব জগতের প্রেমকারী দ্যাবাপৃথিবী হল গাভীদ্বয়; যত্র অন্তরিক্ষে সমীচী = পরস্পরং সংগতে সত্যৌ = অন্তরিক্ষে পরস্পর সমীপস্থ বা সংলগ্ন হয়ে বিদ্যমান; ধাপয়েতে = স্বকীয়রসম্ অন্যোন্যং পায়য়েতে = নিজ রস পরস্পরকে পান করাচ্ছেন; ঋতস্য = উদকস্য = জলের, মেঘবৃষ্টির; সদসি = স্থানভূতে তস্মিন্ অন্তরিক্ষে = অন্তরিক্ষের সেই স্থানে; অন্তঃ = স্থিতে তে দ্যাবাপৃথিব্যা = দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে; ঈড়ে = অহং স্তৌমি = আমি স্তুতি করি; যদ্বা = অথবা; বৃষ্টিলক্ষণং রসংদ্যৌঃ পৃথিবীং ধাপয়েতে = বৃষ্টিরূপী রস দ্যুলোক পৃথিবীকে পান করাচ্ছে; আহুতিলক্ষণং রসং দ্যাং পৃথিবীতি এবম্ অন্যোন্যং মাতা চ দুহিতা চ ভবতঃ ঋতস্য = আহুতিরূপী রসের দ্বারা পৃথিবী

দ্যুলোককে পান করাচ্ছেন, এভাবে পরস্পর মাতা ও দুহিতারূপী সত্যের; সদসি = স্থানে যজ্ঞসদনে স্থিতঃ অহম্ উভে স্তৌমি = যজ্ঞসদনে স্থিত আমি উভয়কে স্তুতি করছি।

১৩

অন্যস্যা বৎসং রিহতী মিমায়
কয়া ভুবা নি দধে ধেনুরূধঃ।
ঋতস্য সা পয়সাপিন্বতেলা
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

অন্যস্যাঃ। বৎসম্। রিহতী। মিমায়।
কয়া। ভুবা। নি। দধে। ধেনুঃ। ঊধঃ।
ঋতস্য। সা। পয়সা। পিন্বত। ইলা।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

ধেনুঃ— স্নেহশীলা দ্যুলোক (ধেনুরূপী)।
অন্যসাঃ— অন্য ধেনুর অর্থাৎ পৃথিবীর।
বৎসম্— অগ্নি; বাৎসল্যের রসে শিশু অগ্নিকে।
মিমায়— ধ্বনি করছে (মেঘদ্বারা)।
রিহতী— √লহ্; লেহন করছেন (দ্যুলোক)।
কয়া ভুবা— জলবর্জিত হয়ে সেই জল গ্রহণ করেন নিজে।
ঊধঃ— মেঘ, সেইরূপে জলাধার।

নিদধে— ধারণ করে।

সা— সেই।

ইল.া— নিঘন্টুতে ইল.া পৃথিবী, বাক্, অন্ন, গো। আধ্যাত্মিক ও অধিদৈবত—ইল.ার এই দুই রূপ। অধিদৈবতে অগ্নি ইল.ার পুত্র। এখানে ইল.া পৃথিবী।

ঋতস্য— সত্যভূত আদিত্যের; যে-নিয়মে বর্ষার গতিপ্রকৃতি ধৃত। ঋত বিশ্বের শাশ্বত ছন্দোময় বিধান। (বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ৩৩৬)

পয়সা— বারিধারা দ্বারা।

পিন্বত— √ পিব; পান করেন; জলেতে সিক্ত হন।

রোদসীর লীলা চলেছে, তিনি অন্তরিক্ষ। ধারাবর্ষণে আকাশ আর পৃথিবী যেন একাকার হয়ে গেছে। তার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভাসের মত রুদ্রপত্নী রোদসীর আবির্ভাব। দ্যুলোক ও পৃথিবী উভয়েই ধেনু। ধরণীর বৎসরূপী অগ্নি অন্তরিক্ষপ্রান্তে দ্যুলোকে বিদ্যুতের লেলিহান শিখারূপে ছড়িয়ে পড়ছে, তার সাথে সুগম্ভীর মেঘনাদ। ঋষির দৃষ্টিতে ধরা পড়লো দ্যুলোকরূপী ধেনু, তিনি গর্জন করতে করতে ধরণীর অগ্নিরূপী বৎসের গাত্র লেহন করছেন। জলশূন্য আকাশে মেঘরূপী জলের ভাণ্ডার গড়ে উঠছে পৃথিবীর সমুদ্রবারি বাষ্পায়িত হয়ে। সেই মেঘ থেকে বারিধারা বর্ষিত হয়; তার থেকে এই ধরণী স্নান পানে পরিতৃপ্তা হন। এই চক্রপ্রবাহ শাশ্বত সত্যরূপে অনন্তকাল ধরে চলেছে।

ধেনুরূপী দ্যুলোক অপরধেনু ভূলোকের শিশু অগ্নিকে ধ্বনিত হয়ে লেহন করছেন। জলবর্জিত দ্যুলোক মেঘরূপ জলাধার ধারণ করেন। পৃথিবী চক্রপ্রবাহপ্রসূত সেই বারিবর্ষণ পান করেন। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

লেহন করছেন সরবে ধেনুরূপী দ্যুলোক ভূলোক-শিশু অগ্নিকে,
জলশূন্যা দ্যুলোকে মেঘরাজির মেলা।
সত্যধৃত চক্র-প্রবাহে পান করেন পৃথিবী সেই বারিধারা,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— অন্যস্যাঃ পৃথিব্যা বৎসমগ্নিং রিহতী উদকধারারূপয়া জিহ্বয়া লিহন্তী দ্যৌঃ মিমায় মেঘদ্বারা ধ্বনিং করোতি। ধেনুঃ প্রীণয়িত্রী সা দ্যৌঃ কয়া জলবর্জ্জিতয়া ভুবা তত্রতাং জলমাদায় স্বকীয়মূধো মেঘরূপং নিদধে উদকেন নিহিতং পুষ্টমকরোৎ। যদ্বা কয়া ভুবা কস্যাং ভুবিপ্রদেশে ঊধঃস্থানীয়ং মেঘং নিদধে ধারয়তি ন জ্ঞায়তে বর্ষাকাল এব কেবলং দৃশ্যতে মেঘঃ। সা জলবর্জ্জিতা ইলা পৃথিবী ঋতস্য সত্যভূতস্যাদিত্যস্য পয়সা উদকেনাপিন্বত বর্ষাকালে সিক্তা ভবতি। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিতি স্মৃতেঃ।

ভাষ্যানুবাদ— অন্যস্যাঃ = পৃথিব্যাঃ = পৃথিবীর; বৎসম্ = অগ্নিম্ = অগ্নিকে; = রিহতী = উদক ধারা রূপয়া জিহ্বয়া লিহন্তী দ্যৌঃ = জলধারারূপী জিহ্বার দ্বারা লেহনকারী দ্যুলোক; মিমায় = মেঘদ্বারা ধ্বনিং করোতি = মেঘদ্বারা ধ্বনি করছে; ধেনুঃ = প্রীণয়িত্রী সা দ্যৌঃ = স্নেহশীলা সে দ্যুলোক ; কয়া = জলবর্জিতয়া = জলবর্জিত; ভুবা = তত্রতাং জলম্ আদায় স্বকীয়ম্ = সেই জলগ্রহণ করে নিজে; ঊধঃ = মেঘরূপং = মেঘরূপ; নিদধে = উদকেন নিহিতং পুষ্টম্ অকোরৎ = জলদ্বারা পুষ্ট করেন; যদ্বা কয়া ভুবা = কস্যাং ভুবিপ্রদেশে; ঊধঃ = স্থানীয়ং মেঘং = স্থানীয় মেঘ; নিদধে = ধারয়তি = ধারণ করে; ন জ্ঞায়তে বর্ষাকাল এব কেবলং দৃশ্যতে মেঘঃ = বর্ষাকাল নয়, শুধু মেঘই দেখা যায়; সা জল বর্জ্জিতা ইলা = পৃথিবী; ঋতস্য = সত্যভূত আদিত্যের; পয়সা = উদকেন = জলদ্বারা; অপিস্বত = বর্ষাকালে সিক্তা ভবতি = বর্ষাকালে ভিজে যায়; আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ ইতি স্মৃতেঃ = স্মৃতি অনুসারে আদিত্য হতে বৃষ্টির উৎপত্তি হয়।

১৪

পদ্যা বস্তে পুরুরূপা বপূংষ্যূর্ধ্বা তস্থৌ ত্র্যবিং রেরিহাণা।
ঋতস্য সদ্ম বি চরামি বিদ্বান্
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

পদ্যা। বস্তে। পুরুরূপা। বপূংষি।
ঊর্ধা। তস্থৌ। ত্রিঅবিম্। রেরিহাণা।
ঋতস্য। সদ্ম। বি। চরামি। বিদ্বান্।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

পদ্যা— পরমেশ্বরের পাদস্বরূপা ভূমি; পৃথিবী। পৃথিবী স্বরূপত অগ্নিগর্ভা।

পুরুরূপা— বহুবিধ রূপ।

বপূংষি— (আলোর) ছটা। অন্তরের ঋতদীপ্তি বাইরে যেন বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। (গায়ত্রীমণ্ডল-২য় খণ্ড-পৃ. ২১)।

বস্তে— √ বস্; আচ্ছাদন করে বা আগলে রাখছে।

ত্র্যবিং— ত্রি + অব; অব = রক্ষা করা। ত্রিলোককে রক্ষা করছেন কে? তাপদানকারী আদিত্য—সূর্য।

রেরিহাণা— লেহন করে, পরম আদরে ধারণ করে।

উর্ধ্বা— উর্ধ্বের দ্যুলোক; উর্ধ্বগামী যজ্ঞাগ্নি যাকে স্পর্শ করে।

তস্থৌ— অবস্থান করছে।

ঋতস্য সদ্ম— সত্যভূত আদিত্যের আবাসভূমি। ঋত বিশ্বের শাশ্বত ছন্দোময় বিধান। সদ্ম যজ্ঞশালাও। উর্ধ্বমুখী যজ্ঞাগ্নির আহুতি স্পর্শ করছে আদিত্যলোক।

বিদ্বান— জেনে।

বি চরামি— ঘৃতাদি আহুতির দ্বারা আমি সম্বর্ধিত করছি। কাকে? সেই সূর্যদেবকে।

রুদ্রভূমি অন্তরিক্ষের আর তার দুইকূলে রোদসীর কথা চলছে। পরমেশ্বরের পাদস্বরূপা এই ভূলোক ('পদ্ভ্যাং ভূমিঃ ইতি'—ঋ. ৮।৪।১৯) আর রুদ্রভূমির ওপারে ওই দ্যুলোক অতি সযতনে মহাপ্রকৃতির সংরক্ষণ করে চলেছেন। পৃথিবীজাত অগ্নির আলোকছটা বাইরে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে। পৃথিবী পালয়িত্রীও। আকাশে সূর্যকে লালন করছেন দ্যুলোক, এই সূর্য ত্রিলোককে তাপদান করে রক্ষা করছেন। এই সূর্য জীবন, প্রাণ ও জ্ঞানের সত্যময় আধার, এটি প্রত্যক্ষীভূত করে আমি যজ্ঞাহুতির মাধ্যমে আমার প্রাণের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা দিয়ে তাঁর অর্চনা করছি। এইভাবে বিশ্বের শাশ্বত ছন্দোময় বিধান চলেছে।

পরমেশ্বরের পাদস্বরূপা পৃথিবী পালয়িত্রী, বহুবিধ রূপে; অগ্নিগর্ভার আলোর ছটা বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। ঊর্ধ্বে আছেন দ্যুলোক, তিনি প্রতিপালন করছেন ত্রিলোককে তাপদানকারী সূর্যকে। সেই সূর্যকে বিশ্বের শাশ্বত ছন্দোময় বিধানের সদন জেনে আমি যজ্ঞাহুতির দ্বারা তাঁকে সম্বর্ধনা জানাই। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

শ্রীপাদ ধরিত্রী পালয়িত্রী বহুভাবে, অগ্নিগর্ভা তিনি আলোকছটাময়ী,
ঊর্ধ্বে দ্যুলোক, করেন প্রতিপালন ত্রিলোকতাপকারী সূর্যের।
যজ্ঞাহুতি দিয়ে করি সম্বর্ধনা, সেই ঋতভাবনার সদন সূর্যকে,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— পদ্যা জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য পদ্ভ্যাং জাতত্বাৎ পদ্যা ভূমিঃ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ পদ্ভ্যাং ভূমিরিতি (ঋ. স. ৮।৪।১৯)। যদ্বা পাদসঞ্চারে

সাধুঃ পদ্যা ভূমিঃ পুরুরূপা নানাবিধস্বরূপাণি বপুংষি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি রূপাণি বস্তে আচ্ছাদয়তি। সৈষা ভূমিরূর্ধ্বা উত্তরবেদ্যাত্মনা উন্নতা সতী স্বসার ভূতেন হবিষা ত্র্যবিং সার্ধসং বৎসর বয়স্কো বৎসঃ। ত্র্যবিরুচ্যতে তৎপ্রমাণমাদিত্যং ত্রীন্ লোকানবতি স্বতেজসা ব্যাপ্নোতীতি ত্র্যবিরিতি বা। রেরিহাণা লিহন্তী তস্থৌ। ঋতস্য সত্যভূতস্যাদিত্যস্য সদ্ম স্থানং বিদ্বান্ জানানোঽহং বিচরামি হবির্ভিস্তমাদিত্যং পরিচরামি।

ভাষ্যানুবাদ— পদ্যা = জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য পদ্ভ্যাং জাতত্বাৎ পদ্যা ভূমিঃ = জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের পদদ্বয় হতে জাত হওয়ায় ভূমি বা এই পৃথিবী হলেন পদ্যা, তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—পদ্ভ্যাং ভূমিরিতি (ঋক্সংহিতা ৮।৪।১৯) = ঋক্ সংহিতা ৮।৪।১৯ মন্ত্রে পাই পাদদ্বয় থেকে ভূমি; অথবা পাদসঞ্চারে সাধুঃ পদ্যা ভূমিঃ = পদসঞ্চার বা হাঁটাচলার পক্ষে উত্তম হেতু পদ্যা হলেন ভূমি ; পুরুরূপা = নানাবিধরূপাণি = নানাবিধরূপ ; বপূংষি = স্থাবরজঙ্গমা ত্মকানি রূপাণি = স্থাবরজঙ্গমাদি বিবিধ রূপসমূহ; বস্তে = আচ্ছাদয়তি = আচ্ছাদন করছে; সৈষা ভূমিঃ উর্ধ্বা = উত্তরবেদ্যাত্মনা উন্নতা সতী স্বসারভূতেন হবিষা = উর্ধ্বগামী যজ্ঞাগ্নি সারভূতা ঘৃতদ্বারা ; ত্র্যবিং = সার্ধসংবৎসরবয়স্কঃ বৎসঃ ত্র্যবিঃ উচ্যতে তৎপ্রমাণম্ আদিত্যং ত্রীন্ লোকান্ অবতি স্বতেজসা ব্যাপ্নোতি ইতি ত্র্যবিঃ ইতি বা = দেড় বছরের বৎসকে ত্র্যবি বলা হয় অথবা সেই অনুসারে তিন লোককে রক্ষা করছেন বলে আদিত্য বা সূর্য হলেন ত্র্যবি; রেরিহাণা = লিহন্তী = লেহন করতে করতে; তস্থৌ = অবস্থান করে; ঋতস্য = সত্যভূতস্য আদিত্যস্য = সত্যভূত আদিত্যের ; সদ্ম = স্থানং = স্থান, আবাস; বিদ্বান্ = জানন্ অহং = জেনে আমি; বিচরামি = হবিভিঃ তম্ আদিত্যং পরিচরামি = ঘৃতাদিরদ্বারা সেই আদিত্যের আমি পরিচর্যা করছি।

১৫

পদে ইব নিহিতে দস্মে অন্ত
স্তয়োরন্যদ্ গুহ্যমাবিরন্যৎ।
সধ্রীচীনা পথ্যা ৩ সা বিষূচী
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

পদে। ইব। নিহিতে। দস্মে। অন্তঃ।
তয়োঃ। অন্যৎ। গুহ্যম্। আবিঃ। অন্যৎ।
সধ্রীচীনা। পথ্যা। সা। বিষূচী।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

পদে— অহোরাত্রি।

ইব— যেন।

অন্তঃ— অন্তরিক্ষে।

দস্মে— ভূলোকের গোড়ায় অগ্নি, অন্তরিক্ষলোকের গোড়ায় ইন্দ্র, আর দ্যুলোকের গোড়ায় অশ্বিদ্বয়—তিন দেবতাই 'দস্ম', আঁধারের বাধা হটিয়ে গুহাহিত আলো-কে করেন 'চিত্র' বা দর্শনীয়। (বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ৩৩৯)। এখানে, সকলের দর্শনীয় হয়ে।

নিহিতে— যেন স্থাপিত হয়ে বিরাজমান (সায়ণ)।

তয়োঃ— তাঁদের উভয়ের; অহোরাত্রির।

অন্যৎ— একটি; রাত্রিলক্ষণযুক্ত যেটি।

গুহ্যম্— আচ্ছাদ্য, গোপনীয়, রহস্য। এই রহস্য অবশ্য চিদ্‌বীজ। বিশ্বদেবতা আধারে-আধারে তাকে নিহিত করলেন। আবার অন্তরিক্ষের দুটি সন্ধিভূমিকে (গা. ম.-১ম খণ্ড- পৃ. ১৩৬)।

অন্যৎ— অপরটি; দিনরূপী।

আবিঃ— আলোকময়; প্রথমে চেতনায় বিশুদ্ধ অস্তিত্বের প্রকাশ (মুণ্ডক উপনিষদে একেই বলা হয়েছে 'আবিঃ' ২।২।১), তারপর তার সম্প্রসারণ, তারপর ভোরের আকাশ যেমন ক্রমে আলোতে পূরে ওঠে তেমনি করে জ্যোতির সন্দীপন—এই পর্যন্ত সাধনার আশ্রয় হল অধিদৈবত (বে.-মী. ১ম খণ্ড-পৃ. ১৩৬)। তু. অথর্ব সংহিতা "আবিঃ সন্নিহিতং গুহা জরন্নাম মহৎ পদম্" (১০।৮।৬)।

সধ্রীচীনা— অহোরাত্রির পরস্পর মিলনরূপা (সায়ণ)। এক সঙ্গে মিলেছে যারা। এক-একটি ভুবনে এক-একটি আপ্যায়নী ধারা। প্রাকৃত চেতনা তাদের খবর রাখে না। (সধ্রীচীঃ- গা. ম. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৩)।

সা— সেই।

পথ্যা— মার্গ বা কালের। পথ্যা = পথ। এই পথ দেবযান (তু. সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ মু. উ. ৩।১।৫০)।

বিষূচী— যা সর্বত্র যায়। এখানে বিজ্ঞাপক।

রোদসী অন্তরিক্ষের লীলাই চলেছে। অন্তরিক্ষের আকাশে দিন আর রাত্রির সঙ্গম, একবার উষার সময়, আর একবার সন্ধ্যার সময়। এইটি কালের গতি। উষসা-নক্তার (উষা আর সন্ধ্যা) অগ্নিসম্পর্ক সংহিতায় নানাভাবে উল্লিখিত। উষার সহচারিণী নক্তা বা সন্ধ্যা। উষা যেমন দিনের প্রতীক, সন্ধ্যা তেমনি রাত্রির। পৃথিবীতে জ্যোতি অগ্নির, অন্তরিক্ষে বিদ্যুতের, দ্যুলোকে সূর্যের (সূর্যের চৌম্বক দীপ্তি অন্তরিক্ষ পার হয়ে ভূলোককে স্পর্শ করে)। আলো আর আঁধার দুটি নিয়ে সত্তার পূর্ণতা। তাই সংহিতায় বলা হচ্ছে, উষা আর নক্তা দুটি বোন। বৈদিক সাধনায় অগ্নিহোত্র একটি মুখ্য যাগ। সন্ধ্যা আর উষা এই যাগের দুটি কাল। (বে. -মী. ২য় খণ্ড- পৃ. ৪৬২ [সংশোধিত])।

উষা মিত্রের দীপ্তি, সন্ধ্যা বরুণের। মিত্র আর বরুণের মাঝে, ব্যক্ত আর অব্যক্তের মাঝে নিত্য তাঁদের আনাগোনা। কালের এই যুগ্মচ্ছন্দের রহস্য যাঁরা জানেন, তাঁরাই অহোরাত্রবিৎ। যেমন উষার আসা মধ্যনিশীথের অন্ধতমিস্রার কুহরে আলোর স্পন্দন জাগিয়ে, তেমনি রাত্রির আসা মধ্যাহ্নদীপ্তির অবক্ষয়ের

অন্তরালে এক অনালোক নৈঃশব্দ্যের সন্তননকে গাঢ়তর করে। সন্ধ্যার কূলে এসে ব্যক্তের জ্যোতি নিবে গেল, ফুটল অব্যক্তের ঐশ্বর্য। (বে.-মী. ৩য় খণ্ড-পৃ. ৫৩৩)।

অন্তরিক্ষের অহোরাত্রি যেন সকলের দর্শনীয় হয়ে বিরাজমান। উভয়ের একটি হল অব্যক্ত আঁধারময়, রহস্যময়; আর-একটি ব্যক্ত, আলোকময়। অহোরাত্রির পরস্পর মিলনরূপা সেই পথটি হল কালের সূচক। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

রাত আর দিন আছে তারা অন্তরিক্ষে দৃষ্টিপথে,
একটি রহস্যভরা আঁধারে নিহিত, অন্যটি উদ্ভাসিত আলোকে।
কালের সূচক পথে মিলন তাদের অন্তরিক্ষ লোকে,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— পদে ইব পদ্যেতে জ্ঞায়েতে তত্ত্বদসাধারণ লিঙ্গোনেতি পদে অহশ্চ রাত্রিশ্চেত্যেতে দস্মে সর্ব্বৈর্দ্দর্শনীয়ে তে উভে অন্তর্নভসি নিহিতে স্থাপিতে ইব বর্ত্তেতে তয়োরহোরাত্রয়োরন্যদ্রাত্রিলক্ষণং গুহ্যং অপ্রকাশমানতয়া গূঢ়মিবাস্তে অন্যদহঃ আবিঃ সূর্য্যপ্রকাশেন প্রকটং ভবতি। সধ্রীচীনা অহোরাত্রয়োঃ পরস্পরমেলনরূপা পথ্যা মার্গঃ কাল ইত্যর্থঃ। সা বিষুচী পুণ্যকৃতো পুণ্যকৃতশ্চ প্রাপ্নোতীতি বিষূচী ভবতি সর্ব্বে জনাঃ অহোরাত্রয়ো র্ব্বর্ত্তন্তে। যদ্বা পদে ইব দেবমনুষ্যাদীনাং স্থানভূতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ অন্তঃ অন্তরিক্ষে নিহিতে বর্ত্তেতে। তয়োরন্যৎ দ্যৌঃ গুহ্যমস্মাভিরদৃশ্যমানতয়া গূঢ়ং বর্ত্ততে। অন্যা পৃথিবী আবিঃ সর্ব্বৈর্দৃশ্যমানা প্রকটা ভবতি। সধ্রীচীনেতি পূর্ব্ববৎ।

ভাষ্যানুবাদ— পদে ইব = পদ্যেতে জ্ঞায়েতে তৎ তৎ সাধারণ লিঙ্গেনিতি পদে

অহশ্চ রাত্রিশ্চেত্যেতে = জানা যায় নিজ নিজ চিহ্ন দিয়ে অহোরাত্রিকে; দস্মে = সর্ব্বেদর্শনীয়ে তে উভে = সকলের দর্শনীয় সেই উভয় ; অন্তঃনভসি = আকাশে; নিহিতে = স্থাপিতে ইববর্ত্তেতে = যেন স্থাপিত হয়ে বিরাজমান; তয়োঃ = অহোরাত্রয়োঃ = অহোরাত্রির; অন্যৎ = রাত্রিলক্ষণং = রাত্রি লক্ষণযুক্ত যেটি; গুহ্যম্ = অপ্রকাশমানতয়া গূঢ়ম্ ইব আস্তে = অপ্রকাশ গূঢ়; অন্যৎ অহঃ = অপর দিনরূপী; আবিঃ = সূর্য্য প্রকাশেন প্রকটং ভবতি = সূর্য্য প্রকাশের দ্বারা প্রকট হন; সধ্রীচীনা অহোরাত্রয়োঃ পরস্পরমেলনরূপা = অহোরাত্রির পরস্পর মিলনরূপা; পথ্যামার্গঃ কালঃ ইত্যর্থ = পথকাল এই অর্থে।

১৬

আ ধেনবো ধুনয়ন্তামশিশ্বীঃ
সবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ।
নব্যানব্যা যুবতয়ো ভবন্তী
র্মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

আ। ধেনবঃ। ধুনয়ন্তাম্। অশিশ্বীঃ।
সবঃ। দুঘাঃ। শশয়াঃ। অপ্রদুগ্ধাঃ।
নব্যাঃ। নব্যাঃ। যুবতয়ঃ। ভবন্তীঃ।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

অশিশ্বীঃ— শিশুরহিত কিন্তু সম্ভাবনাপূর্ণ।

সবঃ দুঘাঃ— রসদায়ী; দোহনকারী।

শশয়াঃ— আকাশে শয়ান।

অপ্রদুগ্ধাঃ— অক্ষীণরসা।

নব্যাঃ নব্যাঃ— নতুন নতুন (কারা?—মেঘেরা)।

যুবতয়ঃ— পরস্পর সংলগ্ন।

ভবন্তীঃ— হয়ে।

ধেনবঃ— ধেনুরূপী মেঘসমূহ; যারা বৃষ্টি দ্বারা সকল জগতের প্রীতি উৎপাদন করে।

আ ধুনয়ন্তাম্— √ধূ; বর্ষিত হোক।

অন্তরিক্ষে মেঘমালার একটি সুন্দর চিত্র। অবৎসা গাভীর মতো এই মেঘেরা এখনো জলপূর্ণ হয়নি কিন্তু তার প্রচুর সম্ভাবনা। ইন্দ্রের বজ্র মেঘকে বিদীর্ণ করে' বার করে জল আর বিদ্যুৎ; মেঘ অন্তরিক্ষের (গা.ম. ৪র্থ খণ্ড-পৃ. ৩৬)। কিন্তু জমাট না বাঁধলে, পরস্পর সংলগ্ন না হলে, বারিবর্ষণের সূচনা হয় না। আকাশে মেঘের ঘনঘটা, তারপরে অজস্র বারিবর্ষণ।

আকাশে মেঘমালা শয়িতা, তারা যেন রসদায়ী গাভী, শিশুরহিতা কিন্তু অক্ষীণরসার সম্ভাবনাময়ী। তারা নবনবভাবে পরস্পর সংলগ্না হয়ে বারিবর্ষণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

সম্ভাবনাময় মেঘরাজি, বর্ষণমুখরা ধেনুন্যায়,
রসদাত্রী তারা, গগনে শয়িতা, অক্ষীণরসা।
সংলগ্না হয় তারা নবনবরূপে, বারিবর্ষণে;
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— ধেনবঃ বৃষ্টিদ্বারা সর্ব্বস্য জগতঃ প্রীণয়িত্র্যঃ অশিশ্বীঃ শিশুরহিতাঃ

যদ্বা অশিশবঃ ন ভবন্তীত্যশিশ্বীঃ শশয়াঃ নভসি শয়ানা বর্ত্তমানাঃ কেলাপ্যপ্রদুগ্ধাঃ অক্ষীণরসাঃ সর্বদ্দুঘাঃ উদকলক্ষণস্য ক্ষীরস্য দোগ্ধ্রাঃ যুবতয়ঃ পরস্পরমিশ্রণোপেতাঃ নব্যা নব্যাঃ অতিশয়েন নূতনা ভবন্তীঃ দিশো মেঘা বা আধুনয়ন্তাং আদুহন্তু। মেঘপক্ষে অশিশ্বীঃ ভবন্তীরিত্যত্র লিঙ্গব্যত্যয়ঃ।।

ভাষ্যানুবাদ— ধেনবঃ = বৃষ্টিদ্বারা সর্ব্বস্য জগতঃ প্রীণয়িত্র্যঃ = বৃষ্টি দ্বারা সকল জগতের প্রীতি উৎপাদনকারী; অশিশ্বীঃ = শিশুরহিতাঃ যদ্বা অশিশবঃ ন ভবন্তি ইতি অশিশ্বীঃ = শিশুরহিত অথবা শিশুরহিত না হয় এমন যে; শশয়াঃ = নভসি শয়ানা বর্ত্তমানাঃ = আকাশে শায়িত বর্তমান; কেনাপিতাপ্রদুগ্ধাঃ = অক্ষীণরসাঃ = কোনও ভাবে অক্ষীণরস; সবঃদুঘা = উদকলক্ষণস্য ক্ষীরস্য দোগ্ধ্রাঃ = উদকরূপী ক্ষীরের দোহনকারী; যুবতয়ঃ = পরস্পর মিশ্রণোপেতাঃ = পরস্পর মিশ্রণ সংলগ্ন; নব্যা নব্যাঃ = অতিশয়েন নূতনা ভবন্তীঃ দিশঃ মেঘা বা = দিকসমূহ বা মেঘসমূহ অতিশয় নতুন হয়; আধুনয়ন্তাম্ = আদুহন্তু = দোহন করুন বা বর্ষণ করুন।

১৭

যদন্যাসু বৃষভো রোরবীতি
সো অন্যস্মিন্ যূথে নি দধাতি রেতঃ।
স হি ক্ষপাবানৎ স ভগঃ স রাজা
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

যৎ। অন্যাসু। বৃষভঃ। রোরবীতি।
সঃ। অন্যস্মিন্। যূথে। নি। দধাতি। রেতঃ।
সঃ। হি। ক্ষপাবানৎ। সঃ। ভগঃ। সঃ। রাজা।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

যৎ— যে।
বৃষভঃ— < √ বৃষ্ 'বর্ষণ করা, করানো'। ইন্দ্র 'বৃষভ'। 'যিনি বীর্যবর্ষণ করেন' এই যৌগিক অর্থেই প্রয়োগ বেশী, যদিও উপমানের ছবিটি নিতান্ত দুর্লভ নয়, যেমন 'রোরবীতি' ৪।৫৮।৩। আধারে শক্তিপাত বোঝাতে 'বৃষভ' সংজ্ঞাটি দেবতার বেলায় বহুপ্রযুক্ত। (বে.-মী. ২য় খণ্ড—পৃ. ৩৬৬-৩৬৭)।
অন্যাসু— দিকে।
রোরবীতি— ভীষণ শব্দ করছেন, গর্জন করছেন; তু. 'বৃষভ'।
সঃ— তিনি।
অন্যস্মিন্— অপর দিকে।
যূথে— দলে।
নি দধাতি— করেন; সেখানে শক্তিপাত ঘটাচ্ছেন।
রেতঃ— বারিবর্ষণ, অমৃতবর্ষণ, বীর্যপাত।
সঃ— তিনি; কে এই তিনি?
ক্ষপাবান— শত্রু জয় করেন অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করে'; কী সেই প্রহরণ? বিদ্যুৎ ও বজ্র।
ভগঃ— পুরাণে 'ভগ' দেবতার ষড়ৈশ্বর্য অর্থাৎ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য—এককথায় দিব্যভাবের পরিপূর্ণতা। এই ভগের দেবতাই ঋগ্বেদে 'ভগ'। তিনি আমাদের ভজনীয়।
রাজা— ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট সম্বোধন 'প্রত্নরাজন্'। রাজার মহিমায় ঐশ্বর্যের আমেজ। সংহিতায় একমাত্র ইন্দ্রই বিশ্ব-ভুবনের রাজা—

দ্যুলোকে যেমন দেবতাদের রাজা, ভূলোকে তেমনি মানুষের। তু. 'একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা'—৩।৪৬।২ ।

মঘবান ইন্দ্রের মহিমার কথা এই ঋকে বলা হচ্ছে। ইন্দ্র বিশ্বভুবনের রাজা, ষড়ৈশ্বর্যে দিব্যভাবে পরিপূর্ণ, শত্রুজয় করেন মেঘের চৌম্বক শক্তি বিদ্যুৎ আর বজ্র দিয়ে। বীর্যবর্ষণ করে আধারে শক্তিপাত করছেন। তাঁর বজ্রঘোষে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত। আবার তাঁর বর্ষণে বিশ্বভুবন অমৃতত্বের আস্বাদন লাভ করে। তিনি আমাদের ভজনীয়।

বীর্যবর্ষণকারী ইন্দ্র বজ্রঘোষ করছেন যেদিকে, তার অপরদিকে তিনি ঘটাচ্ছেন শক্তিপাত। তিনি শত্রুঘ্ন তাঁর বজ্র-বিদ্যুতের প্রহরণে; তিনি ভজনীয় ষড়ৈশ্বর্যশালী রাজা, বিশ্বভুবনের; অমৃতবর্ষণ করে বিশ্বভুবনকে পরিতৃপ্ত করছেন, করছেন বীর্যশালী বীর্যবষণে। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

ইন্দ্র মহেশ্বর বজ্রঘোষে করেন কম্পিত একদিক,
অন্যদিকে পূরিত আধার তাঁর বীর্য বর্ষণে।
তিনি শত্রুজয়ী, ষড়ৈশ্বর্যশালী, অধিপতি;
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— বৃষভঃ অপাং বর্ষকঃ যৎ যঃ পর্জ্জন্যাত্মেন্দ্রঃ অন্যাসু দিক্ষু রোরবীতি মেঘদ্বারা ভৃশং শব্দং করোতি স পর্জ্জন্য ইন্দ্রঃ অন্যস্মিন্ যূথে দিশাং বৃন্দেরেত উদকং নিদধাতি তত্র বর্ষতি। লোকে হি বৃষভঃ কাসুচিদ্‌গাষু রেতঃ সেকার্থং রবং করোতি অন্যস্মিন্ গোযূথে রেতঃ সিঞ্চতি তদ্বৎ স ইন্দ্রঃ ক্ষপাবান্ ক্ষিপতি শত্রূনুদকং বেতি ক্ষেপণবান্। যদ্বা ক্ষপা রাত্রিঃ তথা রাত্রিপর্য্যায় যাগানাং স্তোত্রাণাং ভাগভূতায়া রাত্রিঃ সোচ্যতে তদ্বান্ স ভগঃ সর্ব্বৈর্ভজনীয়ঃ স রাজা হি তত্তৎকর্ম্মানু রূপফলপ্রদানেন সর্ব্বেষাং রাজা খলু।

ভাষ্যানুবাদ— বৃষভঃ = অপাং বর্ষকঃ যৎ যঃ পর্জন্যাত্মা ইন্দ্রঃ = বারিবর্ষক পর্জন্য বা মেঘ বা পর্জন্যদেব ইন্দ্র; অন্যাসু = দিক্ষু = দিকে ; রোরবীতি = মেঘদ্বারা ভৃশং শব্দং করোতি = মেঘদ্বারা ভীষণ শব্দ করছে; সঃ = পর্জন্য ইন্দ্রঃ = মেঘরূপী ইন্দ্রদেব ; অন্যস্মিন্ যূথে = দিশাং বৃন্দে = অন্যদিকের দলে; রেতঃ = উদকং = জল; নিদধাতি = তত্র বর্ষতি = সেখানে বারিপাত ঘটাচ্ছেন। লোকে হিবৃষভঃ = সাধারণভাবে দেখা যায় ষাঁড়েরা; কাসুচিৎ গাষু = কোন কোন গাভীতে; রেতঃ সেকার্থং রবং করোতি = রেতসেকের জন্য রব করে; অন্যস্মিন্ গোযূথে রেতঃ সিঞ্চতি তদ্বৎ সঃ ইন্দ্রঃ = অন্য গোযূথে রেত সিঞ্চন করে তেমন সেই ইন্দ্র; ক্ষপাবান্ = ক্ষিপতি শত্রূন্ উদকং বা ইতি ক্ষেপণবান্ = জল ছিটিয়ে বা অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করে শত্রু জয় করেন; যদ্বা ক্ষপা রাত্রি তথা রাত্রি পর্য্যায় যাগানাং স্তোত্রাণাং ভাগভূতায়া রাত্রিঃ সোচ্যতে তদ্বান্ = অথবা 'ক্ষপা' মানে রাত্রি, সেই রাত্রি পর্যায়ের যজ্ঞস্তোত্রাদির ভাগীদার যিনি; সঃ ভগঃ = সর্ব্বৈর্ভজনীয় = তিনি হলেন সকলের ভজনীয়; সঃ রাজা হি তৎ তৎ কর্মানুরূপফলপ্রদানেন সর্বেষাং রাজা খলু = তিনি হলেন রাজা যিনি সকলকে নিজ নিজ কর্মানুরূপ ফল প্রদান করে থাকেন।

১৮

বীরস্য নু স্বশ্ব্যং জনাসঃ
প্র নু বোচাম বিদুরস্য দেবাঃ।
যোল্.হা যুক্তাঃ পঞ্চপঞ্চা বহন্তি
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

বীরস্য। নু। সুঅশ্ব্যম্। জনাসঃ।
প্র। নু। বোচাম। বিদুঃ। অস্য। দেবাঃ।
ষোল.্হা। যুক্তাঃ। পঞ্চপঞ্চ। আ। বহন্তি।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

জনাসঃ— হে জনগণ।
বীরস্য— মহাবীর ইন্দ্র পরমেশ্বরের; তিনি অনুত্তম বীর্যের আধার, তিনি বীর্যের দেবতা (তু. ৩।৫১।৪)।
নু— প্রশ্ন; সম্ভব কি? (তু. গীতা ২।৩৬)
সু অশ্ব্যম্— অশ্বের মত শোভন গতি। 'অশ্ব' ঋগ্বেদের একটি প্রসিদ্ধ প্রতীক; অশ্ব = ওজঃশক্তি; ইন্দ্রের বাহন (গা.ম. ৫ম খণ্ড- পৃ. ১২০)।
প্র বোচাম— ভালভাবে বলছি।
দেবাঃ— দেবতারাও।
নু— কিনা।
বিদুঃ— জানেন (সন্দেহ করা হচ্ছে)।
অস্য— (ইন্দ্রের) এই গতি সম্পর্কে।
ষোল.্হা যুক্তাঃ— ছয় ঋতু সমন্বিত।
পঞ্চ পঞ্চ— পাঁচ বায়ু পাঁচ প্রাণ মাধ্যমে (হেমন্ত ও শীত ঋতু একত্র হয়ে পাঁচটি ঋতু হয়)।
আ বহন্তি— প্রবাহিত হয় (সেই কালগতি)।

ঋতু প্রকৃতিপরিণামের ঋতচ্ছন্দা প্রবাহ বলে ঋক্‌সংহিতায় শব্দটি কালবাচী। সংবৎসরে বারোটি মাসকে ছয়ভাগ করলে ছয়টি ঋতু—হেমন্ত আর শিশিরকে (শীত) একত্র ধরলে পাঁচটি ঋতু। এই পাঁচটি ঋতু পঞ্চবায়ু, পঞ্চপ্রাণের সূচক। মহেশ্বর ইন্দ্রের শোভন অশ্বগতি কালচক্রের সঞ্চালনকে বোঝাছে। কিন্তু মানুষ এবং দেবতারাও (যাঁরা কালচক্রের অধীন) এই গতিচক্রকে সম্যক বুঝতে পারেন

না। কালনিয়ন্তা পরমেশ্বর ইন্দ্র এবং তাঁর পদচারণারূপী কাল উভয়েই অনাদি ও অনন্ত। বাইরের জগতে আমরা দেখি ঋতুচক্রের প্রবাহ, আর অন্তর্জগতে উপলব্ধি করি পঞ্চবায়ুপ্রসূত পঞ্চপ্রাণের ধারা। তাদের থেকে একটুমাত্র আভাস পাই সেই কালচক্রের আবর্তনের।

হে জনগণ (মানুষেরা)! মহাবীর পরমেশ্বর ইন্দ্রের সুক্ষিপ্র অথচ শোভন গতির কথা কি প্রকৃষ্টভাবে বলা যায়? দেবতারাও সেই গতির বিষয় সম্যক্‌ভাবে জানেন কিনা সন্দেহ। বস্তুত পরমেশ্বরের সেই দুর্বার গতি সংবৎসরব্যাপী ছয় ঋতুচক্রে কালের আবর্তন আর আমাদের দেহ-আধারে পঞ্চবায়ু ও পঞ্চপ্রাণের মাধ্যমে নিত্য প্রবাহিত। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

পরমেশ্বরের দুর্বার গতি, হে মানুষ,
বলব কি এর কথা, জানেন কি দেবতারা?
ষড়্‌ঋতুযুক্ত হয়ে পঞ্চবায়ু, পঞ্চপ্রাণ করেন বহন,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— হে জনাসো জনাঃ! বীরস্য শূরস্যেন্দ্রস্য স্বশ্ব্যং শোভনাশ্বোপেতত্বং নু ক্ষিপ্রং প্রবোচাম প্রকর্ষেণ বদাম। তথা দেবা অপি অস্যেন্দ্রস্য স্বশ্বতং নু ক্ষিপ্রং বিদুর্জ্জানন্তি। কিং তৎ স্বশ্বতং তদুচ্যতে। যোহ্লা মাসানাং দ্বং দ্বযোগকালে যোঢ়া দৃশ্যমানা ঋতবোঽশ্বানিরূপ্যন্তে তে চ ষট্‌সংখ্যাকা ঋতবঃ হেমন্তশিশিরয়োঃ সমাসেন পঞ্চপঞ্চযুক্তাঃ সন্তঃকালাত্মকমিন্দ্রমাবহন্তি তদিদমিন্দ্রস্য স্বশ্বতং যদৃতুভিরুত্বম্।।

ভাষ্যানুবাদ— হে জনাসঃ = জনাঃ = মনুষ্যগণ; বীরস্য = শূরস্য ইন্দ্রস্য= মহাবীর ইন্দ্র পরমেশ্বরের; স্বশ্ব্যং = শোভন অশ্ব উপেতত্বং = সুন্দর অশ্বসমন্বিত; নু ক্ষিপ্রম্ = ক্ষিপ্রতা সম্পর্কে; প্রবোচাম = প্রকর্ষেণ

বদাম = ভালভাবে বলব; তথাদেবা অপি = সেখানে দেবতারাও; অস্য ইন্দ্রস্য = এই ইন্দ্রের; স্বশ্বতং নু ক্ষিপ্রং = শোভনগতির ক্ষিপ্রতা দেবতারাও জানেন। কিং তৎ স্বশ্বতং তদুচ্যতৈ = সেই স্বশ্বত্বং কাকে বলে? যোহ্লাযুক্তাঃ= মাসানাং দ্বং দ্বযোগকালে যোঢ়া দৃশ্যমানা ঋতবঃ অশ্বা নিরূপ্যন্তে তে = মাসসমূহের দুই দুই যোগকালে সংযুক্ত হয়ে অশ্বরূপে দৃশ্যমান ঋতুসমূহ; ষট্‌সংখ্যকাঃ ঋতবঃ = ছয় সংখ্যক ঋতু; হেমন্ত শিশিরয়োঃ সমাসেন = হেমন্ত ও শীত একত্র ধরলে এক এভাবে; পঞ্চ পঞ্চ যুক্তাঃ সন্তঃ = পাঁচটি ঋতু হয়ে; কালাত্মকম্ ইন্দ্রম্ আবহন্তি = কালরূপী পরমেশ্বরকে আহ্বান করে; তদ্ ইদম্ ইন্দ্রস্য স্বশ্বত্বং যৎ ঋতুভিঃ উত্বম্ = ঋতুদের দ্বারা সৃষ্ট এই আবর্তনই হল কালরূপী ইন্দ্রের গতিসূচক।

১৯

দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ
পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

দেবঃ। ত্বষ্টা। সবিতা। বিশ্বরূপঃ।
পুপোষ। প্রজাঃ। পুরুধা। জজান।
ইমা। চ। বিশ্বা। ভুবনানি। অস্য।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

সবিতা— সবিতা প্রচোদয়িতা। আমাদের বুদ্ধির পরে তাঁর ক্রিয়া, যা আমাদের অমৃতের পথে এগিয়ে দেয়। সবিতা সৌরদেবতা, জীবনের যা-কিছু অভীপ্সিত সমস্তই ফুটে উঠছে তাঁর প্রেরণায়। শুধু তাই নয়, সেই প্রচোদনার শক্তিতে পথের যা-কিছু বাঁকা চোরা তাও দূর হয়ে যাচ্ছে—'বিশ্বানিদেব সবিত র্দুরিতানি পরা সুব, যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব' (৫।৮২।৫)। তু. ৩।৫৪।১১ ।

বিশ্বরূপঃ— ইন্দ্র স্বয়ং বিশ্বরূপঃ (৩।৩৮।৪, ৬।৪১।৩)। দ্র. 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়' (ইন্দ্র) ৬।৪৭।১৮ । তিনি বহুবিধরূপধারী।

ত্বষ্টা দেবঃ—ত্বষ্টা দেবতা। ত্বষ্টার তিনটি লক্ষণ, তিনি সর্বব্যাপী, তিনি দীপ্তিমান, তিনি কর্তা = রূপকৃৎ। স্পষ্টতই ত্বষ্টা স্রষ্টা ঈশ্বর। কিন্তু তিনি সৃষ্টি করেন 'হয়ে'; তাই তিনি 'বিশ্বরূপ' ১।১৩।১০ । বাইরে তিনি বিশ্বরূপ, অন্তরে সবিতা; এইটিই ঋগ্বেদের ত্বষ্টার খুব স্পষ্ট পরিচয়। এই প্রসঙ্গে ত্বষ্টাকে মিলিয়ে দেখতে হবে বিশ্বকর্মার সঙ্গে। সৃষ্টি সম্পর্কে বিভূতিবাদ আর নির্মাণবাদ। তার মধ্যে বলা যেতে পারে বিশ্বরূপ বিভূতিবাদের ঈশ্বর, আর বিশ্বকর্মা নির্মাণবাদের ঈশ্বর। পরবর্তী যুগে একটি ধারা নেমে এসেছে বেদান্তে, আর একটি ন্যায়ে। ঋগ্বেদে কিন্তু দুটিতে কোনও ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়নি। (তু. ৩।৪৮।৪)।

প্রজাঃ— সন্ততি, অপত্য, পুত্রাদি; প্রাণিমাত্র, জীবজগৎ। নিঘন্টুতে প্রজা অপত্য। অপত্য যেমন 'অবিচ্ছেদ' বোঝায়, প্রজা তেমনি বোঝায় 'বিসৃষ্টি'। এই অর্থে স্মরণীয় উপনিষদের 'অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়'। (তু. ৩।৫৪।১৮)।

পুরুধা— বহুভাবে। সব রকমে, সর্বতোভাবে; অক্ষুণ্ণ শক্তি নিয়ে (তু. ৩।৫০।৩)।

জজান— উৎপন্ন করেন, সৃষ্টি করেন। দেবতার প্রেরণাই আমাদের সঙ্গীতমুখর করে (৩।৩২।১৪)।

পুপোষ— পালন করেন।

চ— এবং।

ইমা বিশ্বা ভুবনানি— এই বিশ্বভুবন; এই বিশ্বভুবনের যাবতীয় প্রাণীসমূহ। হল কার?

অস্য— এই ত্বষ্টা (বা ইন্দ্র) দেবতার।

এই মন্ত্রে ত্বষ্টা ও ইন্দ্র সমার্থবাচক। বিশ্বরূপ তাঁরা দুজনেই, তাঁদের দুজনেরই অন্তরে সবিতা, তাঁরা প্রচোদয়িতা। ত্বষ্টা বিশ্বকর্মাও। মহেশ্বর ইন্দ্রের বিশ্বকর্মা মূর্তি হলেন ত্বষ্টা। কিন্তু শুধু সৃষ্টি নয়, প্রতিপালন করাও তাঁদের। অব্যক্ত আকাশ থেকে এই বিশ্বভুবনের বিসৃষ্টি ও নির্মাণ আর প্রাণীসমূহের প্রতিপালন সর্বতোভাবে, অক্ষুণ্ণ শক্তি নিয়ে। জীবনের যা কিছু অভীপ্সিত সমস্তই ফুটে উঠছে তাঁদের প্রেরণায়। তাঁরা সর্বব্যাপী।

সবিতা প্রচোদয়িতা; ইন্দ্র বিশ্বরূপ; ত্বষ্টা বাইরে বিশ্বরূপ, অন্তরে সবিতা। তিনি বিশ্বকর্মাও। জীবজগতের বিসৃষ্টি তিনি করছেন বহুভাবে, সর্বতোভাবে। তিনি পালনকর্তাও তাঁর এই বিশ্বভুবনের। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

দেবতা ত্বষ্টা সবিতা, বিশ্বরূপ ইন্দ্র,
বিসৃষ্টি তাঁদের বহুরূপে আর প্রতিপালন।
এই বিশ্বভুবন, জীবজগৎ, তাঁদেরই,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— সবিতান্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরকো বিশ্বরূপো নানাবিধরূপস্ত্বষ্টা ত্বষ্টৃনামকো দেবঃ প্রজাঃ পুরুধা বহুধা জজান জনয়তি তাশ্চ পুপোষ পোষয়তি। ইমা ইমানি বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনানি ভূতজানানি চ অস্য ত্বষ্টুঃ সম্বন্ধীনি।

ভাষ্যানুবাদ— সবিতা = অন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরকো = অন্তর্য্যামিত্ব দ্বারা যিনি সকলের প্রেরক; বিশ্বরূপঃ = নানাবিধরূপঃ = নানাবিধরূপ ধারী; ত্বষ্টা = ত্বষ্টৃনামক দেবতা; প্রজাঃ = পুরুধা = বহুধা = বহুভাবে; জজান = জনয়তি = জন্মান; তান্ চ পুপোষ = পোষয়তি = পরিপালন করেন; ইমা = ইমানি = এই; বিশ্বা = বিশ্বানি = সর্বাণি = সকল, যাবতীয়; ভুবনানি = ভূতজাতানি = প্রাণীসমূহ; চ্ অস্য = ত্বষ্টুঃ সম্বন্ধীনি = ত্বষ্টৃ দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

২০

মহী সমৈরচ্চম্বা সমীচী
উভে তে অস্য বসুনা ন্যৃষ্টে।
শৃণ্বে বীরো বিন্দমানো বসূনি
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

মহী। সম্। ঐরৎ। চম্বা। সমীচী।
উভে। তে। অস্য। বসুনা। ন্যৃষ্টে।
শৃণ্বে। বীরঃ। বিন্দমানঃ। বসূনি।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।।

বসূনি— 'বসু' আলোর প্রাচুর্য। বসূনি—তেজঃ ধনৈশ্বর্যে শত্রুকে নির্জিত করতে।

বিন্দমানঃ— √বিদ্ লৃ : সমৃদ্ধ, লাভকারী, পারদর্শী।

শৃণ্বে— বহুশ্রুত, প্রসিদ্ধ।

বীরঃ— বীর্যের দেবতা ইন্দ্র (দ্র. ৩।৪।৯ ত্বষ্টা, ৩।৫১।৪ ইন্দ্র)। বীর্য সাধনসম্পদের মুখ্যতম। পতঞ্জলির পাঁচটি সাধনোপায়ের মধ্যে বীর্য দ্বিতীয় (যো. সু. সাধনপাদ ৩৮)।

সমীচী— পরস্পর সমীপবতী; পরস্পর সংযুক্ত।

মহী— পৃথিবী; মহানের দ্যোতক (তু. মহীপ্রবৃদ্ ৩।৫১।৩)।

চম্বা— চম্বৌ—দ্যাবাপৃথিবীকে।

সম্ ঐরৎ— √ ঈর্; সম্যকরূপে প্রযুক্ত করেন। ইন্দ্র প্রজা পশু ইতাদির দ্বারা সম্যকভাবে যুক্ত।

উভে তে— তাঁরা উভয়ে। দ্যাবাপৃথিবী।

অস্য— এই মহেশ্বরের (ইন্দ্রের)।

বসুনা— তেজৈশ্বর্যাদির দ্বারা।

ন্যৃষ্টে— নিয়ত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন (ঋষ্টে = ঋষ্ + ক্ত)।

দ্যাবাপৃথিবী— দ্যুলোক আর ভূলোক—উভয়ের কথা এই ঋকে, আর দুজনের অধীশ্বর মহেশ্বর ইন্দ্রের। দ্যুলোকে আকাশে সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি; ভূলোকে অরণ্যানী, জীবজন্তু, মানুষ, দ্রব্যসামগ্রী। দ্যুলোক নেমে আসেন পৃথিবীর বুকে, আর পৃথিবীর সমুদ্রবারি বাস্পায়িত হয়ে মেঘের আকারে আকাশে উঠে যায়। চৌম্বক আলোকময় সূর্যরশ্মি দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্যে লীলা করে। কিন্তু এই লীলা প্রকৃত কার? মহেশ্বর ইন্দ্রের। তিনি নিয়ত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, এই দ্যাবাপৃথিবীতে; এই তেজৈশ্বর্য তাঁরই। তাঁরই ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় এই দ্বৈতলীলা চলেছে।

মহেশ্বর ইন্দ্র অনুত্তর বীর্যের আধার, তিনি শত্রুঞ্জয়। এই মহান্ দ্যাবাপৃথিবীর তিনি অধীশ্বর, পরস্পর সমীপবর্তী তাদের সংযুক্ত করছেন সম্যকভাবে। তারা এই

মহেশ্বর ইন্দ্রের জ্যোতিরৈশ্বর্যে নিয়ত পরিব্যাপ্ত। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

সংযুক্ত করেন মহান্ দ্যাবা পৃথিবীকে, সমীপবর্তী তারা,
উভয়েই তারা পরিপুষ্ট তাঁর জ্যোতিরৈশ্বর্যে।
বিশ্রুত বীরোত্তম ইন্দ্র পরম ঐশ্বর্যশালী,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— মহী মহত্যৌ সমীচী পরস্পরং সঙ্গতে চম্বা চমন্তি অদান্তি অনয়োর্দ্দেবমনুষ্যা ইতি চম্বৌ যদ্বা চম্যতে অদ্যতে ভূতজাতৈরিতি চম্বৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ সমৈরৎ ইন্দ্রঃ প্রজাপশ্বাদিভিঃ সম্যগ্ যোজয়ৎ। তে উভে দ্যাবাপৃথিব্যৌ অস্যেন্দ্রস্য বসুনা তেজসাধনেন বা ন্যৃষ্টে নিতরাং ব্যাপ্তে ভবতঃ। বীরঃ সমর্থঃ স ইন্দ্রঃ বসূনি শত্রূনভিভূয় তদীয়ানি ধনানি বিন্দমানো লভমানঃ সন্ শৃণ্বেসর্ব্বৈঃ শ্রূয়তে তবেদিদমভিতশ্চেকিতেবস্বিত্যাদিষু দৃষ্টত্বাৎ।।

ভাষ্যানুবাদ— মহী = মহত্যৌ = দুই মহতী; সমীচী = পরস্পরং সঙ্গতে = পরস্পর সংযুক্ত; চম্বা = চমন্তি অদন্তি অনয়োঃ দেবমনুষ্যাঃ ইতি চম্বৌ = দেবমনুষ্য এদের সবকিছু ভক্ষণ করে; যদ্বা = অথবা; চম্যতে অদ্যতে ভূতজাতৈঃ ইতি চম্বৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ = ভূতজাত সকলের দ্বারা ভুক্ত হয় তাই 'চম্বৌ' দ্যাবাপৃথিবী; সমৈরৎ = ইন্দ্রঃ প্রজাপশু আদিভিঃ সম্যগ্ যোজয়ৎ = ইন্দ্র প্রজা পশু ইত্যাদির দ্বারা সম্যকভাবে যুক্ত; তে উভে = দ্যাবাপৃথিব্যৌ = দ্যাবাপৃথিবী; অস্য = ইন্দ্রস্য = ইন্দ্রের; বসূনা = তেজসা ধনেন বা = তেজ বা ঐশ্বর্য দ্বারা; ন্যৃষ্টে = নিতরাং ব্যাপ্তে ভবতঃ = নিয়ত ব্যাপ্ত হয়ে আছেন; বীরঃ = সমর্থসঃ ইন্দ্রঃ = শক্তিশালী সেই ইন্দ্র; বসূনি = শত্রূন্ অভিভূয় তদীয়ানি ধনানি = শত্রুদের পরাজিত করে তাদের

ধনসমূহ; বিন্দমানঃ = লভমানঃ সন্ = লাভকারী হয়ে; শৃণ্বে = সর্ব্বৈঃ শ্রূয়তে = সকলের দ্বারা শ্রুত হয়; তবেদিদমভিতশ্চেকিতেবস্বিত্যাদিষু দৃষ্টত্বাৎ = তাদের ঐশ্বর্য সবদিকে দেখা যায় বলে।

২১

ইমাং চ নঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া
উপ ক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা।
পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

ইমাম্। চ। নঃ। পৃথিবীম্। বিশ্বধায়াঃ।
উপ। ক্ষেতি। হিতমিত্রঃ। ন। রাজা।
পুরঃসদঃ। শর্মসদঃ। ন। বীরাঃ।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

বিশ্বধায়াঃ— বিশ্ববিধাতা।
রাজা— ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট সম্বোধন 'প্রত্ন রাজন্'। রাজার মহিমায় পাই ঐশ্বর্যের আমেজ। যা-কিছু বলকৃতি, তা ইন্দ্রের কর্ম, কাজেই রাজমহিমা তাঁর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সংহিতায় একমাত্র তিনিই বিশ্বভুবনের রাজা।
ইমাম্— এই ভূলোক, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক।

চ— এবং।
নঃ— আমাদের।
পৃথিবীম্— ভূলোককে।
উপ ক্ষেতি—সমীপে, সন্নিধানে, বাস করেন। বা, আগলে রেখেছেন।
হিতমিত্রঃ— হিতকারী মিত্র।
ন— না (যেমন কখনও মিত্রের সঙ্গ ত্যাগ করেন না)।
পুরঃ সদঃ— আগে-আগে যান্ যিনি।
বীরাঃ— বীর্যের দেবতা ইন্দ্র। এখানে মরুদ্গণ।
শর্মসদঃ— 'শর্ম' অশুভনাশক, প্রীতি, আনন্দ, হর্ষ, সুখ। আনন্দে গৃহে অবস্থিত হয়ে, লীন হয়ে।

বিশ্ববিধাতা মহেশ্বর ইন্দ্র মরুদ্গণকে সঙ্গে নিয়ে আসেন (৩।৪৭।১)। মরুতেরা চিন্ময় বিশ্বপ্রাণ, বা প্রাণের আলোর ঝড়। রুদ্রগ্রন্থি বিদীর্ণ না হলে তাঁদের প্রভাব সম্যক বোঝা যায় না। অধিদৈবত দৃষ্টিতে মরুদ্গণ দেবসেনাপতির দেবসেনা। যোগে ও তন্ত্রে মরুদ্গণের ক্রিয়ার (আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে চিন্ময় প্রাণবায়ু) উল্লেখ আছে। বায়ুর প্রভাবে মূলাধারে অগ্নির উদ্দীপন এবং নাড়ীতে কুণ্ডলিনীর সঞ্চরণ—তন্ত্রে। যোগের ক্রিয়ায় এই বায়ু যখন ভ্রূমধ্য ভেদ করে মহাশূন্যে উঠে যায়, তখন আলোর ঝড়ের মতন যে জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের অনুভব হয়, তাই মরুদ্গণ। তখন এই বায়ুশক্তি, এই প্রাণশক্তি, পরব্রহ্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

বিশ্ববিধাতা মহেশ্বর ইন্দ্র আমাদের এই দ্যুলোক ও ভূলোকে (মাঝখানে অন্তরিক্ষ) আগলে রেখেছেন। হিতকারী মিত্র যেমন কখনো বন্ধুর সঙ্গ ছাড়েন না। আর বীর প্রাণবায়ু মরুদ্গণ পুরোভাগে সংগ্রামে গিয়ে তাঁরই অঙ্গাঙ্গী হয়ে বিরাজ করেন। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

আগলে আছেন এই দ্যুলোকভূলোক বিশ্ববিধাতা ইন্দ্র,
হিতকারী মিত্র যেমন ছাড়েন না বন্ধুর সঙ্গ।
বিরাজিত পুরোভাগে তন্নিষ্ঠ বীর মরুদ্‌গণেরা,
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য— বিশ্বধায়াঃ বিশ্বস্য ধাতা সর্ব্বান্নোবানোঽস্মাকং রাজেন্দ্রঃ ইমাং পৃথিবীমন্তরিক্ষং চ উপ তয়োঃ সমীপে ক্ষেতি নিবসতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ- হিতমিত্রো ন যথা কস্যচিৎ হিতোপদেষ্টা সুহৃৎসমীপে নিবসতি তদ্বৎ। বীরাঃ সমর্থা যুদ্ধসহায়া মারুতঃ পুরঃ সদঃ যুদ্ধার্থং পুরতো নিশ্চয়েন গন্তারঃ ইন্দ্রস্য শর্ম্মসদো ন নশ্চার্থে শর্ম্মণি গৃহে সীদন্তশ্চ ভবন্তি যত্র যত্রাসৌ তত্র তত্র সংনিধিং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থ।

ভাষ্যানুবাদ—বিশ্বধায়াঃ = বিশ্বস্য ধাতা = বিশ্ববিধাতা; সর্ব্বান্নোবানোঽস্মাকং রাজেন্দ্রঃ = আমাদের সকলের রাজা ইন্দ্র; ইমাং পৃথিবীম্ অন্তরিক্ষং চ উপ তয়োঃ সমীপে = পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ উভয়ের সমীপে; ক্ষেতি = নিবসতি = বাস করেন; তত্র দৃষ্টান্তঃ-হিতমিত্রো নঃ যথা কস্যচিৎ হিতোপদেষ্টা সুহৃৎসমীপে নিবসতি যদ্বৎ = দৃষ্টান্ত হল, হিতমিত্র কারও হিতোপদেষ্টা যেমন সর্বদাই সুহৃৎ সমীপে বাস করে; বীরাঃ = সমর্থাঃ যুদ্ধসহায়া = সমর্থ যুদ্ধসহায়ক ; মারুতঃ = মরুদ্‌গণ; পুরঃ সদঃ = যুদ্ধার্থং পুরতো নিশ্চয়েন গন্তারঃ ইন্দ্রস্য = যুদ্ধার্থ সামনে দৃঢ় পদক্ষেপে গমনকারী ইন্দ্রের; শর্ম্মসদো ন = নঃ = শর্মণি গৃহে ভবন্তি = গৃহে থাকেন; যত্রযত্র অসৌ তত্র তত্র সংনিধিং কুর্বাণঃ ইত্যর্থঃ = যেখানে যেখানে তিনি থাকেন তাঁরা তাঁর নিকটে থাকেন এই অর্থ।

২২

নিষ্‌ষিধ্বরীস্ত ওষধীরুতাপো
রয়িং ত ইন্দ্র পৃথিবী বিভর্তি।
সখায়স্তে বামভাজঃ স্যাম
মহদ্ দেবানামসুরত্বমেকম্।।

নিঃষিধ্বরীঃ। তে। ওষধীঃ। উত। আপঃ।
রয়িম্। তে। ইন্দ্র। পৃথিবী। বিভর্তি।
সখায়ঃ। তে। বামভাজ্যঃ। স্যাম।
মহৎ। দেবানাম্। অসুরত্বম্। একম্।

ইন্দ্র— হে মহেশ্বর।
তে— তোমা হতে।
ওষধীঃ— উদ্ভিদ (প্রাণ-চেতনার প্রথম উন্মেষ যাদের মধ্যে)। জড়ের মধ্যে প্রাণচেতনার প্রথম উন্মেষ হল ওষধিতে, চেতনা সেখানে সম্মূঢ় এবং আচ্ছন্ন—মনুর ভাষায় 'অন্তঃসংজ্ঞা'; এই তামস চেতনা পশুতে রাজস্, মানুষে সাত্ত্বিক অর্থাৎ আত্মসচেতন। সাধনার দিক থেকে দেহের সঙ্গে ওষধির একটা সমতা আছে : অন্তর্যাগে এই দেহই অরণি, অথবা বনস্পতি, অথবা পরিশেষে সোমলতা। সোমরূপেই ওষধির চরম উৎকর্ষ। (দ্র. ৩।৫১।৫)।

উত— এবং।

আপঃ— বিশ্বপ্রাণের প্লাবন। এই প্লাবন ইন্দ্রের দ্বারা প্রবর্তিত (প্রসূতাঃ)। (দ্র. ৩।৩০।৯)। ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষায় 'পৃথিবীর সার অপ্, অপের সার ওষধি' (১।১।২)। (দ্র. ৩।৫১।৫)

নিঃষিধ্বরীঃ— নিঃ- √ সিধ্; সিদ্ধ, পরিপুষ্ট, বিনিঃসৃত। 'নিষ্‌ষিধঃ' পরম সিদ্ধি, চরম সার্থকতা। তার হেতুভূত মহেশ্বরের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বোঝাচ্ছে। (দ্র. ৩।৫১।৫)। মহেশ্বরের ইচ্ছার বীজই নিহিত রয়েছে জীবের নিয়তিতে, তার জীবনে নিঃশেষে সিদ্ধ হচ্ছে তাঁরই সঙ্কল্প।

পৃথিবী— এই ভূলোক।

তে— তোমাকে।

রয়িম্— 'রয়ি'কে ঋগ্বেদের ভাষায় বলা চলে কামনার সংবেগ যা 'মনসো রেতঃ' (১০।১২৯।৪)। 'রয়ি' প্রাণের সংবেগ (দ্র. ৩।৫৪।১৩)। নিঘণ্টুতে 'রয়ি'র একটি অর্থ 'ধন'। কিন্তু 'রয়ি' হল মূল শব্দ; তার অর্থ স্রোত, বেগ; এই সংবেগ সাধনসম্পদ বলে 'ধন' শব্দগুলিকে ব্যাখ্যা করবার সময়ে এই অর্থটি মনে রাখতে হবে (গা. ম. ৩য় খণ্ড—পৃ. ১৬৪, ১৬৫)।

বিভর্তি— ধারণ করেন; কীসের জন্য? প্রদানের জন্য।

সখায়ঃ— সখারূপী আমরা; শ্রদ্ধার্ঘাদির দ্বারা সখ্যস্থাপনে প্রয়াসী আমরা। দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যের সম্বন্ধে উৎসুক আমরা।

তে— তোমার।

বামভাজঃ স্যাম— ধনৈশ্বর্যের অংশীদার হই। দর্শনের ভাষায় 'বাম' আনন্দ (বে. -মী. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭)।

'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' বলা হয়েছে। মহেশ্বর ইন্দ্রের ইচ্ছার বীজই নিহিত রয়েছে জীবের নিয়তিতে, তাঁরই সঙ্কল্প জীবের জীবনে নিঃশেষে সিদ্ধ হচ্ছে। তাঁর সাধনাতে-ই তার পরম সিদ্ধি, চরম সার্থকতা। তদ্গত হয়ে সে তাঁরই ভাব পায়, তাঁর রূপগুণ ঐশ্বর্যাদির প্রসাদ লাভ করে। এই জগতের প্রাণচেতনা ওষধি, প্রাণের প্লাবন অপ্, সে তাঁর প্রসাদে পায়, পায় আনন্দরূপ ধনসম্পদের অংশ। বিশ্বভুবন সেই মহেশ্বর ইন্দ্রের দিব্যব্রতেরই উত্তরসাধক। তাঁরই মহা-আবির্ভাবকে সত্য করতে মৃন্ময়ী পৃথিবী হয় চিন্ময়ী—গভীরে গোপন চিজ্জ্যোতির অবাধ উৎসরণে ঝলমল; তার ওষধিতে বইছে উন্মনা আকূতির বিদ্যুৎস্রোত, তার নদীতে-নদীতে সাগরসঙ্গমী অবন্ধন প্রাণের খরধার, তার ধনসম্পদে আনন্দের অবাধ অভিসার।

হে মহেশ্বর! এই পৃথিবীর ওষধির উন্মনা আকূতির বিদ্যুৎস্রোত, জলধারার বিশ্বপ্রাণের প্লাবন, ধনসম্পদের আনন্দরূপ, সবই তোমার প্রসাদ। আমরা তোমার সখা হতে চাই, সাযুজ্য লাভ করতে চাই, আমাদের অন্তরের আকূতিময় শ্রদ্ধার্ঘ তোমাকে দিতে চাই, তুমি তা গ্রহণ করে আমাদের সাধনাকে সার্থক কর। দেবতাদের বীর্য-বিভূতি মহান্ এবং অভিন্ন।

বিনিঃসৃত তোমা হতে প্রাণের চেতনা ও প্লাবন এই
পৃথিবীর। হে ইন্দ্র, ঐশ্বর্য-আনন্দ-সিদ্ধিও তোমার।
সখা মোরা তোমারই, আনন্দসম্পদের অংশীদার;
বীর্য-বিভূতি দেবতাদের এক ও মহান্।।

সায়ণভাষ্য—হে পর্জ্জন্যাত্মকেন্দ্র ওষধীরোষধয়ঃ তে নিষ্বিধ্বরীঃ নিষ্বিধ্বর্য্যো

নিতরাং ত্বৎকর্ত্তৃক সিদ্ধিমত্যঃ উতাপিচ আপস্ত্বত্তো নিঃসৃতাঃ পৃথিবীতে তব ভোগযোগ্যং রয়িং ধনং বিভর্ত্তি পুরূবসূনি পৃথিবী বিভর্ত্তীতি নিগমঃ। ততস্তে তব সখায়ঃ হবিঃপ্রদানেনোপকারকাঃ স্তোতারো বয়ং বামভাজঃ স্যাম সর্ব্বে বননীয় ধনভাগিনো ভবেম তদেতদ্দেবানাং মহদৈশ্বর্য্যং।।

ভাষ্যানুবাদ— হে পর্জন্যাত্মক-ইন্দ্র = হে মেঘরূপী ইন্দ্র; ওষধীঃ = ওষধয়ঃ = বার্ষিক ফসলসমূহ; তে নিষ্‌ষিধ্বরীঃ = নিষ্‌ধিধ্বর্য্যঃ = নিতরাং ত্বৎকর্ত্তৃক সিদ্ধিমতাঃ = নিয়ত তোমার দ্বারা সিদ্ধিযুক্ত; উত = অপিচ = এবং ; আপঃ = জলাদি; তত্ত্বোনিঃসৃতা = তোমার থেকে বিনিঃসৃত; পৃথিবীতে তব ভোগযোগ্যং রয়িংধনং বিভর্ত্তি = পৃথিবী তোমার ভোগযোগ্য ধনাদি ধারণ করছে; পুরূবসুনি পৃথিবী বিভর্ত্তি ইতি নিগমঃ = নিগমের উক্তি হল পৃথিবী প্রচুর ধনৈশ্বর্য ধারণ করেন; ততঃ তে তব = তার ফলে তোমার; সখায়ঃ = হবিঃ প্রদানেন উপকারকাঃ স্তোতারঃ বয়ং = হব্যাদি প্রদানে উপকারী স্তোতৃবৃন্দ আমরা সখিগণ; বামভাজঃ স্যাম্ = সর্বে বননীয়ধনভাগিনো ভবেম = সকলে ধনভাগী হব; তদেতৎ দেবানাং মহদৈশ্বর্যং = 'মহদ্ দেবানাম্' ইত্যাদির অর্থ পূর্ববৎ।

গায়ত্রী মণ্ডল, বিশ্বদেবগণ দেবতা
ষট্‌পঞ্চাশত্তম সূক্ত

মোট আটটি মন্ত্র-সমন্বিত এই সূক্তটির দেবতা হলেন বিশ্বদেবগণ, ঋষি বিশ্বামিত্র-পুত্র প্রজাপতি এবং ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। বিশ্বদেবগণ স্বভাবতই দেবতার বিশ্বময় মূর্তি; ফলে এই সূক্তটির বিভিন্ন মন্ত্রে আমরা দেবতার বিভিন্ন মূর্তি প্রত্যক্ষ করি। প্রথম মন্ত্রটি দেবতাদের উদ্দেশে সাধারণভাবে নিবেদিত; দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ মন্ত্রে দেবতা সংবৎসর মূর্তিতে বিরাজিত; পঞ্চম মন্ত্রে তিনি জলধারা ত্রিদেবী ত্রিবেণী; ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে সবিতা এবং অষ্টম মন্ত্রে 'অসুরে'র তিন বীর্যবিভূতি: অগ্নি, মরুদ্‌গণ ও সবিতা।

১

ন তা মিনন্তি মায়িনো ন ধীরা
ব্রতা দেবানাং প্রথমা ধ্রুবাণি।
ন রোদসী অদ্রুহা বেদ্যাভি
র্ন পর্বতা নিনমে তস্থিবাংসঃ।।

ন। তা। মিনন্তি। মায়িনঃ। ন। ধীরাঃ।
ব্রতা। দেবানাম্। প্রথমা। ধ্রুবাণি।
ন। রোদসী। অদ্রুহা। বেদ্যাভিঃ।
ন। পর্বতাঃ। নিনমে। তস্থিবাংসঃ।

দেবানাম্— দেবতাদের (সাধারণ ভাবে)।

প্রথমা— আদি, সবার আগে। প্রথম সৃষ্টিভাবনামূলক, আদি সৃষ্টিধর্মী।

ধ্রুবাণি— স্থির, অবিচল। অধিভূতদৃষ্টিতে ধ্রুব হল সুমেরুবিন্দুর দ্বারা লক্ষিত ধ্রুবনক্ষত্র। বরুণের 'ধ্রুবং সদঃ'র কথা ঋক্‌সংহিতায় আছে (৮।৪১।৯); অন্যত্র আছে, এই 'ধ্রুব' উত্তম অর্থাৎ সর্বোচ্চ এবং সহস্রস্থূণ (২।৪১।৫, ৫।৬২।৬)।

ব্রতাঃ— লোককল্যাণকর কর্মসমূহ; তবে কর্ম সামান্যবাচী, ব্রত বিশেষবাচী। ব্রতে দেবতার ইচ্ছাশক্তির বিশেষ প্রকাশ। জড়লোকে বা চেতনলোকে সর্বত্রই দেবতার কর্ম চলছে সামান্য সম্পদরূপে; কিন্তু চেতনায় বিশেষরূপে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর ব্রত (দ্র. ৩।৩২।৮)।

তা— সেগুলিকে।

মায়িনঃ— কপট, স্থূলবুদ্ধি, মোহগ্রস্ত ব্যক্তি। তবে, বেদে মায়া চিন্ময়ী নির্মাণ শক্তি (গা. ম. ৪র্থ খণ্ড- পৃ. ৭)। বেদমন্ত্রের উদ্ধরণ হতে দেখা যায়, মায়ার সহজ অর্থ হচ্ছে 'শক্তি'—একটা কিছু করার সামর্থ্য; একটি জায়গা ছাড়া (১০।৫৪।২) আর-কোথাও তার অর্থের ব্যঞ্জনা ইন্দ্রজালের দিকে যাচ্ছে না।

ধীরাঃ— ধ্যানীরা (গা. ম. ৩য় খণ্ড-পৃ. ৪১)। একাগ্রভাবনার সংবেগ যাদের। ধীরা অর্থে ধীর বিদ্বান ব্যক্তিরাও বোঝাতে পারে।

ন মিনন্তি— অনুধাবন করতে, বুঝতে পারে না।

অদ্রুহা— দ্বেষদ্রোহবর্জিতা।

রোদসী— ['রোদসী' শব্দটির আদ্যুদাত্ত এবং অন্তোদাত্ত দুটি রূপ পাওয়া যায়। আদ্যুদাত্ত রূপটি দ্যাবাপৃথিবীর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা। অন্তোদাত্ত রূপে মরুদ্‌গণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরই রথে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সুমঙ্গল আনন্দ বহন করে।] এখানে দ্যাবাপৃথিবী, দ্যুলোক-ভূলোক।

বেদ্যাভিঃ— যাবতীয় প্রজাসমূহ, জীবকূলের সাহায্যে; জ্ঞাত উপকরণাদির

সহায়তায়। [নিঘণ্টুতে 'বেদঃ' ধন; কিন্তু এই ধন সাধনসম্পদ যখন, তখন তা 'ঋদ্ধি' বা বিভূতি।]

তস্থিবাংসঃ— সুস্থির (পৃথিবীর মাথার মত)।

পর্বতাঃ— পর্বতসমূহ। পর্বত প্রাণের প্রতীক; নিঘণ্টুতে 'পর্বত' পাহাড় ও মেঘ দুইই। সাধারণভাবে যেখানে পর্বতের উল্লেখ, সেখানে তাকে স্থৈর্যের প্রতীক বলে ধরতে হবে।

ন নিনমে— নমনীয় হয় না; পরিমাপ করতে পারে না।

দেবতাদের প্রথমা ধ্রুব ব্রত কী, কে তা বুঝতে পারে বা বোঝাতে পারে! সেই আদি ব্রত, যাতে দেবতাদের ইচ্ছাশক্তির বিশেষ প্রকাশ, তা যে সৃষ্টিধর্মী, অশেষ কল্যাণকর,—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের, সকল বস্তুর। সেই ধ্রুব বিশেষ কর্ম প্রকাশ পাচ্ছে সৃষ্টিসংরক্ষণে, সৃষ্টিবর্ধনে; তাঁদের জ্যোতির্ময় বিভাস সেই আদি ব্রতপালনে। কিন্তু এই ব্রতের সম্যক্ ভাবগ্রহণ দ্যুলোক-ভূলোকের সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এমন কি যাঁরা ভক্তসাধক, অকপট, মায়া মোহমুক্ত, বিদ্বান, —(ভীষ্মের মতন), তাঁদের পক্ষেও নয়। উন্নতমস্তক পর্বতসমূহ, যাঁরা স্থির প্রাণের প্রতীক; একাগ্রভাবনার সংবেগ যাঁদের সেই ধ্যানী সাধকগণ, ভগবদ্‌কর্ম এই মায়ার জগতে তাঁদের কাছেও দুরধিগম্য (একমাত্র ভগবান নিজ কৃপাবশে তাঁর মহিমাকে অনুভব করান)।

দেবতাদের আদি সৃষ্টিধর্মী, বিশেষবাচী স্থির, অবিচল, লোক কল্যাণের কর্ম মায়ার রাজ্যে বিদ্বানদের দ্বারাও বোঝা সম্ভবপর হয় না। না সম্ভবপর হয় এই বোঝা দ্যাবাপৃথিবীবাসীদের দ্বারা, তারা দোষদৃষ্টিবর্জিত হলেও, যাবতীয় জ্ঞাত উপকরণাদির সহায়তা পেলেও। চিরস্থির সর্বসাক্ষী পর্বতেরাও এই জ্ঞানে জ্ঞানী নন। দেবতাদের আদি ব্রত তাঁদের কাছেও অজ্ঞাত-ই থেকে যায়।

আদি অবিচল ব্রত দেবতাদের,
না পারে বুঝিতে মায়াবদ্ধ জীব।
না পারে ধরিতে অদ্বেষীরা দ্যাবাপৃথিবীর,
আর পর্বতমালা যারা স্থিরসাক্ষী অনমনীয়।।

সায়ণভাষ্য— মায়িনঃ কপটবুদ্ধ্যুপেতাঃ অসুরা দেবানাং ইন্দ্রাদীনাং প্রথমা প্রথমানি সৃষ্ট্যনন্তরভাবীনি ধ্রুবাণি স্থিরাণি কেনাপি চালয়িতুমশক্যানি তা তানি লোকে প্রসিদ্ধানি ব্রতা ব্রতানি লোকপালাদিকর্ম্মাণি ন মিনন্তি ন হিংসন্তি। তথা ধীরাঃ বিদ্বাং সোঽপি ন হিংসন্তি। তথা অদ্রুহা দেবমনুষ্যাদিষু প্রজাসু দ্রোহবর্জিতে রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বেদ্যাভিঃ স্বাশ্রয়তয়া সর্ব্বৈর্ব্বেদনীয়াভিঃ প্রজাভিঃ সহিতানি কর্ম্মাণি ন মিমীতঃ তদেতদুপপাদয়তি—তস্থিবাংসঃ পৃথিব্যামূর্ধতয়া স্থিতাঃ পর্ব্বতাঃ ন নিনমে নিনমনীয়া ন ভবন্তি এতদুক্তং ভবতি। যদ্দেব মনুষ্যাদীনাং দ্যাবাপৃথিব্যাধারকতয়াবস্থানং যচ্চ পর্ব্বতাদীনামুন্নততয়াবস্থানং তদিদং দেবানাং কর্ম্ম। তন্ন কোঽপ্যন্যথয়িতুমর্হতীতি।

ভাষ্যানুবাদ— মায়িনঃ = কপটবুদ্ধ্যুপেতাঃ অসুরঃ = কপট বুদ্ধিযুক্ত অসুরগণ; দেবানাং = ইন্দ্রাদীনাং = ইন্দ্রাদি দেবতাদের; প্রথমা = প্রথমানি সৃষ্ট্যনন্তরভাবীনি = প্রথম সৃষ্টিভাবনামূলক; ধ্রুবাণি = স্থিরাণি কেনাপি চালয়িতুমশক্যানি = স্থির, অবিচল; তা = তানি লোকে প্রসিদ্ধানি = লোকপ্রসিদ্ধ সেই সকল; ব্রতা = ব্রতানি লোকপালাদিক্যর্মাণি = লোকপালককর্মসমূহ; ন মিনন্তি = ন হিংসন্তি = দ্বেষ করতে পারে না (হিংসা অর্থে 'মী' ধাতুলট্); তথা ধীরাঃ বিদ্বাংসোঽপি ন হিংসন্তি = সেরকম বিদ্বানেরাও হিংসা করতে পারে না; তথা অদ্রুহা = দেবমনুষ্যাদিষু প্রজাসু দ্রোহবর্জিতে = সেরকম দ্রোহবর্জিত দেবমনুষ্যপ্রজাদিতে; রোদসী

= দ্যাবাপৃথিবী = দ্যুলোক ও ভূলোক; বেদ্যাভিঃ স্বাশ্রতয়া সর্ব্বৈর্ব্বেদনীয়াভিঃ প্রজাভিঃ সহিতানি কর্ম্মাণি = আশ্রিত জ্ঞাত যাবতীয় প্রজাসমূহ সমেত দেব কর্মগুলি; ন মিমীতঃ = হিংসা করে না; তদেতদুপপাদয়তি = সে ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হল; তস্থিবাংসঃ = পৃথিব্যাঃ মূর্ধতয়া স্থিতাঃ = পৃথিবীর মস্তকরূপে অবস্থিত; পর্বতাঃ = পর্বতসমূহ; ন নিনমে = নমনীয় হয় না; এতদুক্তং ভবতি = বলা হয় এরকম; যৎদেব মনুষ্যাদীনাং দ্যাবাপৃথিব্যা ধারকতয়া অবস্থানং = যেমন দেবমনুষ্যাদির দ্যুলোক ও ভূলোকের মাঝে অবস্থান; যচ্চ পর্ব্বতাদীনাম্ উন্নততয়াবস্থানং = এবং যেমন পর্বতসমূহের উন্নত অবস্থান; তদিদং দেবানাম্ কর্ম্ম = সেরকম হল দেবতাদের কর্ম; তন্ন কোঽপি অন্যথয়িতুম্ অর্হতীতি = তা কেউ অন্যথা করতে পারে না।

২

ষড় ভারাঁ একো অচরন্ বিভ
র্ত্যতং বর্ষিষ্ঠমুপ গাব আগুঃ।
তিস্রো মহীরুপরাস্তস্থুরত্যা
গুহা দ্বে নিহিতে দর্শ্যেকা।।

ষট্। ভারান্। একঃ। অচরন্। বিভর্তি।

ঋতম্। বর্ষিষ্ঠম্। উপ। গাবঃ। আ। অগুঃ।

তিস্রঃ। মহীঃ। উপরাঃ। তস্থুঃ। অত্যাঃ।

গুহা। দ্বে। নিহিতে। দর্শি। একা।

ষট্— ছয়টি সংখ্যক; ছয় ঋতুকে বোঝাতে পারে।

ভারান্— "ভৃ" ধাতু + ঘঞ — ধারণপোষণ অর্থে। বসন্তাদি ঋতুসমূহকে পুষ্পবিকাশ প্রভৃতি যা ধারণ করে।

একঃ— অখণ্ডভাবে সংবৎসর।

অচরন্— অস্থায়ী; চলনশীল, পরিবর্তনশীল।

বিভর্তি— নিজদেহে ধারণ করে'; স্বকীয়করণ করে।

ঋতম্— 'ঋত' বিশ্বব্যাপারের ছন্দ; ঋতুও তাই।
ঋতম্ সত্যময়, স্থায়ী, অচল। 'সত্য' অধিষ্ঠান, 'ঋত' তার শক্তি। ঋতম্-এ বিশ্বচরাচর ধৃত। দ্র. ৩।৫৪।৩।

বর্ষিষ্ঠম্— সংবৎসরকে; সূর্যের অয়ন যার নিরূপক। আমাদের অভিজ্ঞতায় কালমানের দীর্ঘতম একক হল সংবৎসর। তারই মধ্যে পর্যায়ক্রমে চলছে ঋতুচক্রের আবর্তন। শীতোষ্ণ বা ওষধি এবং অন্নাদ্যের পচন—যার ওপরে আমাদের বাইরের জীবনের নির্ভর—তার ছক সংবৎসরব্যাপী এই ঋতুচক্রের সঙ্গে গাঁথা (তু. তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ 'তস্মাদ্ য়র্থত্ব্ আদিত্যস্ তপতি' ১০।৭।৫)। সংবৎসর ঘুরে-ঘুরে আসে। একই বিশ্বরূপের দেখা বারবার পাই, তার অনুধ্যানে বিশ্বমূল প্রাণের ছন্দকে আয়ত্ত করে অধ্যাত্মচেতনার প্রসার ঘটাই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বৈদিক সাধনার এই একটি ধারা (বে.-মী. ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬, ৪৩৭)।

উপ আ অগুঃ— পেয়ে থাকে।

গাবঃ— রশ্মিসমূহ।

তিস্রঃ মহীঃ— তিনটি লোকভুবন। ভূলোক, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক।

তস্থুঃ— অবস্থান করছে।

উপরাঃ— উপর্যুপরি স্থিত হয়ে।

অত্যাঃ— অস্থায়ী যাতায়াতকারী (সংবৎসরে)।

গুহাঃ— নিজের ভিতরে সংগুপ্ত। (গুহা = গুপ্তস্থান, নিভৃত; বুদ্ধির অবিষয় স্থান)।

দ্বে— (এতে) দুই ভূমি দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ।
নিহিতে— নিহিত হয়ে আছে; দেখা যায় না।
একা— (এখানে) ভূলোক।
দর্শি— দৃশ্যমান, প্রকট; সর্বভূতের অধিষ্ঠান হেতু দেখা যায় (প্রেক্ষণাত্মক বা দর্শনাত্মক 'দৃশিঃ' শব্দ থেকে দর্শি)।

এই ঋক্‌টি আপাতদৃষ্টিতে একটি আধিভৌতিক চিত্র সংবৎসরের, কিন্তু এর মধ্যে গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে। সংবৎসররূপী দেবতাকে আমরা সবাই দেখতে পাই কিন্তু অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখি কি! সংবৎসরের ঋতুচক্রের মধ্যে 'চল', 'অচল' দুই-ই ধৃত। দৃশ্য, অদৃশ্য, দুইই সেখানে। বসন্তাদি ছয় ঋতুর যাতায়াত চলমান অংশ, কিন্তু যে-সূর্যরশ্মি এই ঋতুচক্র চালায়, তার আপাত হ্রাস-বৃদ্ধি থাকলেও তা অচল, নিত্য। সংবৎসরে তিনটি ভুবনই রয়েছেন, —পৃথিবী, অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোক। কিন্তু আমাদের কাছে দৃশ্যমান এই পৃথিবী। কিন্তু আমাদের অবহিত হতে হবে অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক সম্পর্কেও। বিশাল হিমবাহের যেটুকু জলে ভাসে, সেটুকুতো অতি অল্প অংশমাত্র। বেলের শুধু শাঁসটুকু নিলে কি সম্পূর্ণ হবে? বিচি, আঠা, খোলা,—সবকিছু ধরতে হবে (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়)। সংবৎসর ঘুরে ঘুরে আসে। একই বিশ্বরূপের দেখা বারে-বারে পাই, তার অনুধ্যানে বিশ্বমূল প্রাণের ছন্দ 'ঋতম্'কে আয়ত্ত করে অধ্যাত্মচেতনার উত্তরায়ণ ঘটাই।

ষড়ঋতু অখণ্ডভাবে সংবৎসর; সংবৎসরের মধ্যেই বসন্তাদি চলনশীল ঋতুরা; ছন্দোময় সেই ঋতুচক্রের আবর্তন। সূর্যের অয়ন সংবৎসরের নিরূপক। কালমানের দীর্ঘতম একক সংবৎসর ঘুরে-ঘুরে আসে, একই বিশ্বরূপের দেখা বারে বারে পাই। সংবৎসরে তিনটি লোকভুবন—ভূলোক, অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোক—পরপর অবস্থান করছে। এর মধ্যে এই ভূলোক দৃশ্যমান, ঋতুচক্রের আবর্তন এখানে পরিস্ফুট। অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক কিন্তু গুহাহিত, অন্তশ্চক্ষু ছাড়া দেখা যায় না।

রয়েছেন ষড়ঋতু সংবৎসরে চলমান,
ছন্দোময় সেই চলা নিত্য পায় সূর্যরশ্মি।
ত্রিজগত সেই চক্রে স্থিত পরপর,
গুহাহিত দুইজন, একা পৃথ্বী হন্ দৃশ্যমান।।

সায়ণভাষ্য— অচরনস্থায়ী একঃ সংবৎসরঃ ষট্‌ষট্ সংখ্যাকান্ ভারানি ভ্রিয়তে পুষ্পবিকাসাদি যেষ্‌বিতি ভারা ঋতবঃ তান্ বসন্তাদীন্ বিভর্ত্তি অবয়বত্বেন ধারয়তি। তথা ঋতং সত্যভূতং বর্ষিষ্ঠং বৃদ্ধতরমাদিত্যাত্মকং তমেব সংবৎসরং গাবো রশ্ময়ঃ উপ আ অগুঃ প্রাপ্নুবন্তি। কিঞ্চ তস্মিন্নেব সংবৎসরে অত্যা অতনশীলা আগমাপায়ধর্ম্মোপেতাস্তিস্রো মহীঃ ত্রয়ো লোকাঃ উপরাঃ উপর্য্যুপরি বর্ত্তমানাঃ তস্থুঃ তিষ্ঠন্তি। লোকত্রয়মেব দর্শয়তি। গুহা গুহায়াং স্বাত্মনি দ্বে ভূমী দ্যৌশ্চান্তরিক্ষং চেত্যেতে নিহিতে ন দৃশ্যতে। একা ভূমির্দ্দর্শি সর্বভূতাধারতয়া দৃশ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ—অচরন = অস্থায়ী = চলনশীল হয়ে; একঃ = সংবৎসরঃ = সংবৎসর; ষট্ = ষট্ সংখ্যাকান্ = ছয়টি সংখ্যক; ভারান্ = ভারানি = ভ্রিয়তে পুষ্পবিকাসাদি যেষু ইতি ভারাঃ ঋতবঃ তান্ বসন্তাদীন = বসন্তাদি ঋতুসমূহকে যা পুষ্পবিকাশাদি ধারণ করে, ধারণপোষণ অর্থে 'ভৃ' ধাতু + ঘঞ্; বিভর্ত্তি = অবয়বত্বেন ধারয়তি = নিজদেহে ধারণ করে; তথা ঋতং = সত্যভূতং = সত্যময়, স্থায়ী অচল; বর্ষিষ্ঠং = বৃদ্ধতরম্ আদিত্যাত্মকং তমেব সংবৎসরং = প্রবৃদ্ধ সূর্যময় সেই সংবৎসরকে; গাবঃ = রশ্ময়ঃ = রশ্মিসমূহ; উপ আ অগুঃ = প্রাপ্নুবন্তি = পেয়ে থাকে; কিঞ্চ তস্মিন্নেব সংবৎসরে অত্যাঃ = অতনশীলাঃ আগমাপায় ধর্ম্মপেতাঃ = (আর কি, সেই সংবৎসরে) = অস্থায়ী যাতায়াতকারী; তিস্রঃ মহীঃ = ত্রয়ো লোকাঃ = তিনটি লোকভুবন; উপরাঃ = উপর্যুপরি বর্ত্তমানাঃ = উপর্যুপরি স্থিত হয়ে;

তস্থুঃ = তিষ্ঠন্তি = অবস্থান করছে। (লোকত্রয়ম্ এব দর্শয়তি অর্থাৎ তিনটি লোক দেখা যায়।) গুহা = গুহায়াং স্বাত্মনি = নিজের ভিতরে সংগুপ্ত; দ্বে = ভূমী দ্যৌঃ চ অন্তরিক্ষম্ চ ইতি এতে = এতে দুই ভূমি দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ; নিহিতে = ন দৃশ্যতে = নিহিত হয়ে আছে, দেখা যায় না; একা = ভূমিঃ = ভূলোক; দর্শি = সৰ্ব্বভূতধারতয়া দৃশ্যতে = সর্বভূতের অধিষ্ঠান হেতু দেখা যায়, দৃশ্যমান, প্রকট। প্রেক্ষণাত্মক বা দর্শনাত্মক 'দৃশিঃ' শব্দ থেকে দর্শি।

৩

ত্রিপাজস্যো বৃষভো বিশ্বরূপ
উত ত্র্যধা পুরুধ প্রজাবান্।
ত্র্যনীকঃ পত্যতে মাহিনাবান্
ৎস রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাম্।।

ত্রিপাজস্যঃ। বৃষভঃ। বিশ্বরূপঃ।
উত। ত্রিহউধা। পুরুধ। প্রজাবান্।
ত্রিহঅনীকঃ। পত্যতে। মাহিনাবান্।
সঃ। রেতঃহধাঃ। বৃষভঃ। শশ্বতীনাম্।

ত্রিপাজস্য— ত্রিঋতু (গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত)-সমন্বিত উন্নতবক্ষ। ত্রিবক্ষবিশিষ্ট।

বৃষভঃ— জলবর্ষী অবয়ব। সোমের বা আনন্দের এবং শক্তির ধারা বহান যিনি (দ্র. ৩।৩০।৯)। সংহিতায় আকাশকে বৃষভ কল্পনা করা হয়েছে। বৃষভ বীর্যের আধার।

বিশ্বরূপঃ— নানা রূপময়। [ইন্দ্র স্বয়ং বিশ্বরূপঃ, তিনিই সব-কিছু হয়েছেন। দ্র. 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়'—৬।৪৭।১৮]

উত— আরও, এবং।

ত্র্যুধা— (ত্রিঃ + উধা); তিনঋতুদ্বারা সমৃদ্ধ (বসন্ত, শরৎ ও হেমন্ত বা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত)

পুরুধ— নানাবিধ (ব্রীহি, যবাদি ফসলসমৃদ্ধ)।

প্রজাবান্— উৎপাদনকারী। কীসের? এখানে, নানাপ্রকার ব্রীহি, যবাদি ফসলের।

বৃষভঃ— এখানে বিশেষ করে বর্ষণকারীকে বোঝাচ্ছে। [সেচনসমর্থ সংবৎসর বহুবিধ ওষধি ও পুষ্পাদি উৎপন্নের জন্য রেতঃ ধারণ করছে অর্থাৎ উদক বা জল ধারণ করছে (সায়ণ)]

শশ্বতীনাম্— শস্যাদির।

রেতোধাঃ— জল সিঞ্চনকারী জলাশয় স্বরূপ।

ত্র্যনীকঃ— তিনঋতুতে সমৃদ্ধ (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত)—অনেক গুণসম্পন্ন।

মাহিনাবান্— মহিমময় (সংবৎসররূপী দেবতা)।

সঃ— সেই সংবৎসররূপী দেবতা।

পত্যতে— আসছেন।

আর-একটি মন্ত্র সংবৎসরকে নিয়ে। সংবৎসর ঘুরে ঘুরে আসে। সেই একই বিশ্বরূপের দেখা বারবার পাই, তার অনুধ্যানে বিশ্বমূল প্রাণের ছন্দকে আয়ত্ত করে অধ্যাত্মচেতনার প্রসার ঘটাই। সংবৎসরকে ছয়ভাগ করলে ছয়টি ঋতু—বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির (শীত)। বেদে ঋতুলক্ষণ ধরে বারো মাসের বারোটি নাম আছে—মধু মাধব (বসন্ত), শুক্র শুচি (গ্রীষ্ম), নভঃ নভস্য (বর্ষা), ইষঃ ঊর্জঃ (শরৎ), সহঃ সহস্য (হেমন্ত), তপঃ তপস্য (শিশির)। 'ত্রিপাজস্যঃ'—সংবৎসররূপী দেবতার বলের, বীর্যের লক্ষণ; তিনি ত্রিকোণী, সমুন্নতবক্ষ। তাঁর বলের আধার হল 'ত্র্যধঃ' আর 'ত্র্যনীকঃ', —তিন তিন ছয়টি

ঋতু। বর্ষাদি তিন ঋতু শস্যাদির উৎপাদন সম্ভব করে তোলে, আর বসন্তাদি তিন ঋতুতে ফুলে-ফলে বসুন্ধরা পরিপূর্ণা হন। নানারূপ ধারণ করেন। সংবৎসর দেবতা কখনও বলশালী বীর্যবান 'বৃষভ', কখন-ও বর্ষণকারী 'বৃষভ' শস্য, ফুল, ফলের উৎপাদনের জন্য। তিনি জলসিঞ্চনকারী জলাশয় স্বরূপ। তিনি মহিমময়। তাঁর আবর্তন চলেছে।

সমুন্নতবক্ষ বহুরূপময় বীর্যশালী সংবৎসররূপী দেবতা আসছেন। তিন ঋতুতে তিনি বর্ষণদ্বারা শস্যাদির উৎপাদন করান, আর তিন ঋতুতে তিনি বসুন্ধরাকে ফুলে-ফলে পরিপূর্ণা করেন। তিনি মহামহিমময়।

আসছেন দেবতা সংবৎসর বহুরূপে,
বীর্যশালী তিনি। বহুবর্ষী তাঁর তিন ঋতু।
আর তিন ঋতু ভরায় ফুলে-ফলে
এই বসুন্ধরা, মহিমময় হয়ে।।

সায়ণভাষ্য— ত্রিপাজস্যঃ গ্রীষ্মবর্ষা হেমন্তাখ্যৈস্ত্রিভির্ঋতুভিঃ পাজস্য মুরো যস্য স ত্রিপাজস্যঃ ত্র্যরস্কঃ ইত্যর্থঃ। উরো বচনশ্চ পাজস্য শব্দঃ ইন্দ্রস্য ক্রীড়োদিত্যৈ পাজস্য বাজ ইতি অশ্বমেধমন্ত্রে উরঃ, পরতয়াম্নানাৎ। পাজসি বলে সাধুরিতি ব্যুৎপত্তেশ্চ সর্ব্বেষামঙ্গানাং মধ্যে উরসো বলবত্তাৎ বৃষভঃ স্বাবয়বভূতে বর্ষতৌ অপাং বর্ষকঃ বিশ্বরূপঃ তত্তদৃত্বসাধারণ কার্য্যৈঃ পুষ্পবিকাসাদিভির্লিঙ্গৈর্নানা-রূপঃ উতাপিচ ত্র্যধাবসন্ত শরদ্ধেমন্তাখ্যৈঃ ত্রিভির্ঋতুভিরূধো যস্য স ত্র্যধা প্রজবান প্রকর্ষেণ জায়ন্ত ইতি ব্রীহ্যাদয়ঃ প্রজাঃ পুরুধা নানাপ্রকারাণি বিদ্যমানব্রীহিযবাদিরূপ প্রজাবান্। কিঞ্চ ত্র্যনীকঃ ত্রিভিরুষ্ণবর্ষশীতাখ্যৈরনেকৈর্গুণৈরুপেতঃ মাহিনাবান্ মহত্ত্ববান্ সংবৎসরাভিমানী দেবঃ পত্যতে আগচ্ছতি। বৃষভঃ সেচনসমর্থঃ

সংবৎসরঃ শশ্বতীনাং বহ্বীনামোষধীনাং পুষ্পফলাদি সম্পত্তয়ে রেতো ধারেত স উদকস্য ধর্তা ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ— ত্রিপাজস্য = গ্রীষ্মবর্ষাহেমন্তাখ্যৈঃ ত্রিভিঃ ঋতুভিঃ পাজস্য মুরো যস্য স ত্রিপাজস্য ত্রি-উরস্কঃ ইত্যর্থঃ = গ্রীষ্মবর্ষাহেমন্তাখ্য তিন ঋতুদ্বারা উরঃ বা বক্ষযার, ত্রিবক্ষবিশিষ্ট এই মানে। উরঃ বচনশ্চ পাজস্য শব্দঃ ইন্দ্রস্য ক্রীড়োদিত্যৈ পাজস্য বাজ ইতি অশ্বমেধমন্ত্রে উরঃ পরতয়া আম্নানাৎ = উরঃ কথাটির অর্থ পাজস্য শব্দ 'ইন্দ্রস্য ক্রীড়োদিত্যৈ পাজস্য বাজ' এই অশ্বমেধমন্ত্র থেকে উরঃ শব্দটি পাওয়া যায়; পাজসি বলে সাধুঃ ইতি ব্যুৎপত্তেশ্চ সৰ্ব্বেষাম্ অঙ্গানাম্ মধ্যে উরসঃ বলবত্তাৎ = পাজস্ শব্দটি বল বা শক্তি অর্থে সুপ্রযুক্ত এই ব্যুৎপত্তি, তাছাড়া সকল অঙ্গের মধ্যে বক্ষোদেশই হল সর্বাপেক্ষা বলশালী। [এই 'পাজ' শব্দ থেকেই বক্ষপঞ্জর = পাঁজরা কথাটির উৎপত্তি।] বৃষভঃ = স্বাবয়বভূতে বর্ষতৌ অপাং বর্ষকঃ = জলবর্ষী অবয়ব; বিশ্বরূপঃ = তত্তদৃত্ব সাধারণকার্য্যৈঃ পুষ্পবিকাসাদিভিঃ লিঙ্গৈঃ নানারূপঃ = পুষ্পবিকাসাদি চিহ্নদ্বারা নানারূপময়; উত = অপিচ = আরও; ত্র্যুধা = বসন্ত শরৎ হেমন্তাখ্য তিন ঋতু দ্বারা উধঃ বা সমৃদ্ধ যিনি হলেন ত্র্যুধা = ত্রিঃ + উধা = ত্র্যুধা; প্রজবান্ = প্রকর্ষেণ জায়ন্ত ইতি ব্রীহ্যাদয়ঃ প্রজাঃ = উৎকৃষ্টরূপে উৎপন্ন ব্রীহি আদি ফসল হল প্রজা; পুরুধা = নানাপ্রকারাণি বিদ্যমান ব্রীহিযবাদিরূপ প্রজাবান = নানাপ্রকার ব্রীহি যবাদি ফসল সমৃদ্ধ; কিঞ্চ = আর কি; ত্র্যনীকঃ = ত্রিভিঃ উষ্ণবর্ষশীতাখ্যৈঃ অনেকৈঃ গুণৈঃ উপেতঃ = গ্রীষ্মবর্ষাশীত নামী অনেকগুণসম্পন্ন— ত্রি + অনীকঃ = ত্র্যনীকঃ; মাহিনাবান্ = মহত্ত্ববান্ সংবৎসরাভিমানী দেবঃ = মহত্ত্ববান সংবৎসররূপী দেবতা; পত্যতে = আগচ্ছতি = আসছেন; বৃষভঃ সেচনসমর্থঃ সংবৎসরঃ শশ্বতীনাম্ বহ্বীনাম্ ওষধীনাম্ পুষ্পফলাদি সম্পত্তয়ে

রেতো ধারেত স উদকস্য ধর্তা ভবতি = বৃষভ মানে সেচন সমর্থ সংবৎসর বহুবিধ ওষধি ও পুষ্পাদি উৎপন্নের জন্য রেতঃ ধারণ করছে অর্থাৎ উদক বা জল ধারণ করছে।

৪

অভীকে আসাং পদবীরবো
ধ্যাদিত্যানামহ্বে চারু নাম।
আপশ্চিদস্মা অরমন্ত দেবীঃ
পৃথগ্ ব্রজন্তীঃ পরি যীমবৃঞ্জন্।।

অভীকে। আসাম্। পদবীঃ। অবোধি।
আদিত্যানাম্। অহ্বে। চারু। নাম।
আপঃ। চিৎ। অস্মৈ। অরমন্ত। দেবীঃ।
পৃথক্। ব্রজন্তীঃ। পরি। সীম্। অবৃঞ্জন্।

আসাম্— ওষধীর, ফসলের।
অভীকে— সমীপে, নিকটে।
পদবীঃ— পদযুক্ত হয়ে অথবা সেই সেই বনবিশিষ্ট ফলপুষ্পাদিযুক্ত হয়ে অথবা সেগুলি সৃষ্টি করে। (তু. ৩।৩১।৮ —চরমে পৌঁছন যিনি, দিশারী।)
অবোধি— সযত্নে বিরাজ করছেন।

আদিত্যানাম্— আদিত্য হল 'মাস সমূহ'; মেষাদি রাশিতে সবিতার স্থিতি চৈত্রাদিক্রমে যে যে মাসে হয়। [আদিত্যের দুটি গতির কথা আমরা জানি। একটি আহ্নিক গতি, আরেকটি বার্ষিক গতি। আদিত্যের বার্ষিক গতি হল একবার দক্ষিণ হতে উত্তরে, আরেকবার উত্তর হতে দক্ষিণে। আমরা বলি উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ন।]

অহ্বে— আহ্বান করছি; উচ্চারণ করছি।

চারুনাম— মধুর নাম; মনোহর নাম।

আপঃ চিৎ— বারিধারা, বর্ষণসমূহ। আপঃ প্রাণের প্রতীক।

অস্মৈ— সংবৎসরকে (এখানে)।

দেবীঃ— সমুজ্জ্বলা, দ্যোতমানা।

অরমন্ত— বৃষ্টিদ্বারা আনন্দ করেন (সংবৎসরের চারমাস)।

পৃথক্— ইতস্তত, এদিকে-ওদিকে।

ব্রজন্তী— গমনশীল।

পরি সীম্ অবৃঞ্জন্— বর্জন করে চলে (আটমাস)।
সীম্ অর্থে সীমা, প্রান্ত, অবধি।

এই মন্ত্রটিতে দেখি সংবৎসররূপী দেবতার প্রস্ফুটিত প্রোজ্জ্বল রূপ। সংবৎসর আমাদের অভিজ্ঞতায় কালমানের দীর্ঘতম একক। সংবৎসরে বারোটি মাস; মাসগুলিকে তিনভাগে ভাগ করলে পাওয়া যাবে তিনটি চাতুর্মাস্য। সংবৎসরব্যাপী চাতুর্মাস্যের চারটি পর্ব—বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ এবং শুনাসীরী। যথাক্রমে ফাল্গুনী আষাঢ়ী এবং কার্তিকী পূর্ণিমায় হয়ে সবার শেষে ফাল্গুনী শুক্লা প্রতিপদে অনুষ্ঠিত হয়। চান্দ্রমাসের নাম নক্ষত্র ধরে : বিশাখা নক্ষত্র বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত তাই জ্যৈষ্ঠ, চিত্রা নক্ষত্রযুক্ত তাই চৈত্র, এইভাবে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চাতুর্মাস্যে মেঘমালায় প্রকৃতি হন রসময় ও ঝলমলে। বাকি আটমাস জলের আবির্ভাব নেই কিন্তু বসন্তে মধুমাসে ফলেপুষ্পে আনন্দের ছড়াছড়ি, যোগাযোগও সহজ হয়ে ওঠে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে

সংবৎসরকে প্রাণস্পন্দরূপে জানলেই সৃষ্টির মূলকে জানা হয়। যজ্ঞরহস্যের সঙ্গে এই কালবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। যজ্ঞ চেতনার উত্তরায়ণ, তা আদিত্যায়নের ছন্দে গাঁথা। এই ঋকে আরো পাচ্ছি 'আদিত্যানাম্ অহ্বে চারুনাম' জপযজ্ঞের পরিপোষক একটি অতি সুন্দর মন্ত্র।

ওষধি ও অন্যান্য ফসলের সন্নিকটে সযত্নে বিরাজ করছেন তিনি, দিশারী হয়ে পৌঁছচ্ছেন চরমে। বিভিন্ন রাশিতে আদিত্য গতিশীল হয়ে বিরাজ করছেন বিভিন্ন মাসে, আহ্বান করছি তাঁকে, সংবৎসরের সেই আদিত্যকে (দেবতাকে), কতো মধুর নাম তিনি মাসেদের দিয়েছেন। প্রাণের প্রতীক জলধারায় তাঁর আনন্দ, তিনি দ্যোতমান, আবার কখনও বা জলশূন্য।

> সমস্বরে ডাকি তাঁকে, সেই দেবতাকে, সংবৎসরের,
> বিরাজিত তিনি ওষধিসমীপে, ফুলে-ফলে।
> মেঘমালা দ্যোতমানা তাঁতে, কত যে মধুর নাম,
> দেন মাসগুচ্ছে, চাতুর্মাস্য বর্ষণমুখর, জলশূন্য পিছে।।

সায়ণভাষ্য— সম্বৎসরঃ আসামোষধীনামভীকে সমীপে পদবীঃ পদানি তত্ত্বদ্বনবিশিষ্টপুষ্পফলাদীনি বেতি প্রজনয়তীতি পদবীঃ সন্নবোধি বুধ্যতে সাবধানো বর্ত্ততে। তথা আদিত্যানাং আদিত্যা মালাঃ সংখ্যাসাম্যাৎ যদ্বা আদিত্য সংক্রমণ নিমিত্ত ত্বাদাদিত্যা মাসা মেষাদিস্থে সবিতরি যো যো মাসঃ প্রপূর্য্যতে চান্দ্রঃ চৈত্রাদ্যঃ সংজ্ঞেয় ইতি স্মৃতেঃ। তেষাং চৈত্রাদীনাং মাসানাং চারুনামমধুশ্চ মাধবশ্চেত্যাদিনামধেয়ং অহ্বে আহ্বয়ামি উচ্চারয়ামীত্যর্থঃ। কিঞ্চ দেবীঃ দ্যোতনশীলাঃ পৃথগিতস্ততে ব্রজন্তীর্গচ্ছন্ত্যঃ আপশ্চিৎ আপোঽপি অস্মৈ সংবৎসরায় অরমন্ত সংবৎসরসম্বন্ধি মাস চতুষ্টয়ে বৃষ্টিদ্বারা রমন্তে। তা আপঃ সোমেনং সংবৎসরং পর্য্যবৃঞ্জন্ অষ্টসু মাসেষু পরিবর্জ্জয়ন্তি।

ভাষ্যানুবাদ— সংবৎসরঃ = সংবৎসররূপী দেবতা; আসাম্ = ওষধীনাম্ = ফসলের; অভীকে = সমীপে = নিকটে; পদবীঃ = পদানি তৎতৎবনবিশিষ্ট পুষ্পফলাদীনি বা ইতি প্রজনয়তি ইতি পদবীঃ সন্ = পদযুক্ত হয়ে অথবা তৎ তৎ বনবিশিষ্টফলপুষ্পাদিযুক্ত হয়ে অথবা সেগুলি সৃষ্টি করে— 'গতি' অর্থক বী ধাতু + ক্বিপ্; অবোধি = বুধ্যতে সাবধানো বর্ত্ততে = সযতনে বিরাজ করছেন— বুধ্ ধাতু লুঙ্; তথা আদিত্যানাং আদিত্যাঃ মাসাঃ সংখ্যাসাম্যাৎ = আদিত্য হল মাসসমূহ; যদ্বা আদিত্য সংক্রমণনিমিত্তত্বাৎ আদিত্যা মাসাঃ মেষাদিস্থে সবিতরি যো যো মাসঃ প্রপূর্য্যতে চান্দ্রঃ চৈত্রাদ্যঃ সংজ্ঞেয় ইতি স্মৃতেঃ = অথবা স্মৃতি অনুযায়ী আদিত্যের গমন নিমিত্ত আদিত্যা মাসসমূহ, মেষাদি রাশিতে সবিতার স্থিতি চৈত্রাদিক্রমে যে যে মাসে হয়। তেষাং চৈত্রাদীনাং মাসানাং চারুনাম মধুশ্চ মাধবশ্চ ইত্যাদি নামধেয়ং = সেই চৈত্রাদিমাসের সুন্দর নাম মধুমাস বসন্ত মাধব (বৈশাখ) ইত্যাদি নামের; অহ্বে = আহ্বায়ামি = উচ্চারয়ামি ইত্যর্থঃ = উচ্চারণ করছি—হ্ব ধাতু + লুঙ্। কিঞ্চ = আর কি? দেবীঃ = দ্যোতনশীলাঃ = সমুজ্জ্বলা; পৃথক = ইতস্ততে = এদিকে ওদিকে; ব্রজন্তীঃ = গচ্ছন্ত্যঃ = গমনশীল; আপশ্চিৎ = আপোঽসি = বারিধারাসমূহ; অস্মৈ = সংবৎসরায় = সংবৎসরকে; অরমন্ত = সংবৎসরসম্বন্ধি মাসচতুষ্টয়ে বৃষ্টিদ্বারা রমন্তে = সংবৎসরের চারমাস বৃষ্টিদ্বারা রমণ করেন; তা আপঃ সোমেনং সংবৎসরং = সেই জলরাশি সংবৎসরকে; পর্য্যবৃঞ্জন্ = অষ্টষু মাসেষু পরিবর্জ্জয়ন্তি = আট মাস ধরে পরিবর্জন করে চলে। পরি + অবৃঞ্জন্ = বর্জনাত্মক 'বৃজী' ধাতু + লঙ্ = অবৃঞ্জন্।

৫

ত্রী যধস্থা সিন্ধবস্ত্রিঃ কবীনা
মুত ত্রিমাতা বিদথেষু সম্রাট্।
ঋতাবরীর্যোষণাস্তিস্রো অপ্যা
স্ত্রিরা দিবো বিদথে পত্যমানাঃ।।

ত্রী। সধস্থা। সিন্ধবঃ। ত্রিঃ। কবীনাম্।
উত। ত্রিমাতা। বিদথেষু। সম্ঽরাট।
ঋতাবরীঃ। যোষণাঃ। তিস্রঃ। অপ্যাঃ।
ত্রিঃ। আ। দিবঃ। বিদথে। পত্যমানাঃ।

সিন্ধবঃ— হে সিন্ধুসমূহ, হে জলরাশি। (তু. ৩।৫৩।৯—নিঘণ্টুতে 'সিন্ধবঃ' নদী। প্রায় সর্বত্রই অর্থ 'প্রবহন্ত জলরাশি'। সমুদ্র এবং সিন্ধু আলাদা, যদিও দু'এক জায়গায় সিন্ধু যেন সমুদ্রের আভাস আনছে বলে মনে হয়। আবার সিন্ধু প্রাণের অবরুদ্ধ ধারার প্রতীক, ইন্দ্র তাকে মুক্তি দিলেন একথা অনেক জায়গায় আছে। সূর্যরশ্মির সঙ্গে সিন্ধুর সম্পর্ক দেখতে পাই ৭।৪৭।৪— 'যাঃ সূর্যো রশ্মিভিরাততান'। সিন্ধু যদি সরস্বতীর উজানধারা হয়, তাহলে পরমব্যোমের চিৎসমুদ্রে তার মিলিয়ে যাওয়াই জীবনছন্দের শেষ পরিণাম জীবের পক্ষে।)

ত্রী যধস্থা— তিন লোকের, তিন ভুবনের, আসনরূপে অবস্থিত আপনারা।

কবীনাম্— দেবতাদের [ঋষিরাও কবি। ঋষি তিনি যাঁর হৃদয় হতে ভাব বা বাণীর ধারা বয়ে চলে, যিনি দ্যুলোকের দিকে বয়ে চলেছেন।] সংহিতায় 'কবি' সংজ্ঞার সবচাইতে বেশী প্রয়োগ অগ্নির বেলায়, তার পরেই সোমের (বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ৩২৯)।

ত্রিঃ— ত্রিমূর্তিধারী।

উত— এবং, আরও।

ত্রিমাতা— তিন লোকের নির্মাতা সংবৎসর অথবা সূর্য।

বিদথেষু— যজ্ঞে। দেবতাকে পাওয়ার অশ্রান্ত সাধনায় (তাই 'যজ্ঞ') ৩।৫৪।২।

সম্রাট্— সমুজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান, দীপ্যমান।

ঋতাবরীঃ— ঋতচ্ছন্দা। দ্যুলোকে ভূলোকে শক্তি স্পন্দের মাঝে সত্যের ছন্দ আছে। ঋতাবরী এখানে তিনটি দেবীর বিশেষণ —(তু. ৩।৬।১০)। নদীরা ঋতময়ী। প্রাণের মুক্তপ্রবাহ সব অনৃতকে ভাসিয়ে নেয় (৩।৩৩।৫)। দ্যুলোক-ভূলোকের ঋতচ্ছন্দই সত্যকে পাইয়ে দেয় (৩।৫৪।৪)।

তিস্রঃ যোষণাঃ— পরস্পর সম্মিলিতা ইলা সরস্বতীভারতীরূপিণী তিন দেবী।

অপ্যাঃ— জলধারাময়ী। অপঃ দিব্য প্রাণের স্রোত, নেমে আসে তা দ্যুলোক হতে। বয়ে যায় ভূলোকে।

ত্রিঃ— তিনবার।

দিবঃ বিদথে— দিনের মধ্যে যজ্ঞে সবনকালে।

আ পত্যমানাঃ— আগতা, সমাগতা।

এই মন্ত্রটিতে জলধারা ত্রিদেবী ত্রিবেণীর রূপকল্প। কবিগণের অর্থাৎ দেবতাদের ত্রিগুণিত ত্রিসংখ্যক ধাম আছে। ত্রিমাতা অর্থাৎ তিনলোকের নির্মাতা সংবৎসর যজ্ঞের সম্রাট। জলবতী অন্তরিক্ষচারিণী পরস্পরসম্মিলিতা ইলা সরস্বতীভারতী যজ্ঞে দিবসে তিনবার অর্থাৎ তিন সবনে [—প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে—] আসেন। সবন যজ্ঞে অভিষব ও সোমলতা ছেঁচে আহুতি দেওয়া বা পান করা।

এই ঋক্‌টিতে 'ত্রি' শব্দটি যেন বীজমন্ত্র, বারবার পাঁচবার পাওয়া যাচ্ছে। 'প্রবহন্ত জলরাশি' সিন্ধুসমূহ দ্যুলোকে, অন্তরিক্ষে এবং ভূলোকে—তিনলোকেই।

কখনো মেঘ, কখনো জলাধার, কখনো বৃষ্টিধারা। অপঃ দিব্যপ্রাণের স্রোত, যজ্ঞের বিবিধ কর্মে তার ব্যবহার। যিনি মাতৃরূপে ত্রিভুবনে অধিষ্ঠিতা, তিনিই এভাবে যজ্ঞকর্মে অপরিহার্যা হয়ে দীপ্তিময়ী।

এই ঋক্‌টিতে তিনটি দেবীর সমাহার। দেবীরা হলেন ইলা, সরস্বতী এবং ভারতী। দ্যুস্থান দেবগণ আদিত্যদের সঙ্গে ভারতীর, অন্তরিক্ষস্থানের দেবগণ রুদ্রদের সঙ্গে সরস্বতীর এবং পৃথিবীস্থান দেবগণ বসুদের সঙ্গে ইলার যোগ। তিনটি দেবীর প্রথমে আছেন ইলা। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'এষণা'। এষণা বা অভীপ্সা স্বরূপত অগ্নিশক্তি। তাই মানুষের এষণার দিব্যরূপই হল ইলা। ঈল. বা ইল. সন্দীপ্ত যজ্ঞাগ্নি; ইলা তাঁরই শক্তি—এষণা আহুতি এবং সিদ্ধিরূপে। ত্রয়ীর দ্বিতীয়া দেবী সরস্বতী। সংজ্ঞাটির মূলে আছে 'সরঃ'। নিঘণ্টুতে তার অর্থ 'উদক' এবং 'বাক্', দুইই। তার মধ্যে উদক অর্থই আদিম। তা থেকে সরস্বতীর মৌলিক অর্থ 'স্রোতস্বতী', জলের ধারা। সরস্বতী যখন নদী, তখন প্রাণোচ্ছলতায় নদীদের মধ্যে তিনি পরমা, একা তিনিই চেতনাময়ী তাঁদের মধ্যে, শুচি হয়ে নেমে আসেন (পৃথিবীর) গিরিশিখর আর (অন্তরিক্ষের) সমুদ্র হতে। আমাদের সুপরিচিত ত্রিবেণী 'গঙ্গে যমুনে সরস্বতি'। তারপর দেবী ভারতী। আপ্রীসূক্ত ছাড়া ঋক্‌সংহিতায় যেখানেই তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই তাঁর বিশেষণ 'হোত্রা'। 'হোত্রা'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আহুতি বা আহ্বান দুইই হতে পারে। 'ভারত' এবং 'ভরত' এই দুটি শব্দ অনুধাবন করলে 'ভারতী'কে বলতে হয় স্বরূপত অগ্নিশক্তি। দ্রব্যযজ্ঞে হব্যমাত্রেই পার্থিব, অতএব ইলা পৃথিবীস্থানা, প্রাণের ধারা বলে সরস্বতী অন্তরিক্ষস্থানা; সুতরাং পরিশেষন্যায়ে ভারতী দ্যুস্থানা—কেননা যাজ্ঞিকের অগ্নি 'ত্রিষধস্থ' আর অগ্নিসাধনার লক্ষ্যই হচ্ছে সূর্যে পৌঁছনো। সেখানে পৌঁছই যেমন হব্যের চিন্ময় বিপরিণামে (ইলা), প্রাণের উজানধারায় (সরস্বতী), তেমনি দেবকাম মন্ত্র বা মননের বীর্যে (ভারতী)। এই আধারে নেমে আসুক অদিতিচেতনার দীপ্তি, তার ত্রিধা মূর্তির সহস্রকিরণ সৌষম্যের ছন্দে ছড়িয়ে পড়ুক। এই যে উন্মুখ হৃদয়ের আসন বিছিয়ে দিলাম তিনটি সেই জ্যোতিষ্মতীর তীরে। (দ্র. ৩।৪।৮ — গায়ত্রীমণ্ডল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১—১১৯)।

হে জলরাশি, আপনারা দেবগণের ত্রিলোকের আসনরূপে ত্রিমূর্তিতে অবস্থিতা।

ত্রিলোকনির্মাণকর্ত্রী আপনারা সংবৎসর যজ্ঞে দীপ্যমানা হয়ে বিরাজ করেন। জলধারাময়ী হয়ে সজল সরস ঋতচ্ছন্দা ত্রিদেবী মূর্তিতে আপনারা দিনে তিনবার যজ্ঞে আগমন করেন।

ত্রিলোকে আসীনা জলরাশি দেবী ত্রয়ী,
আর ত্রিলোকস্রষ্টা সংবৎসর, যজ্ঞে সমুজ্জ্বল।
ঋতচ্ছন্দা তিন দেবী, বারিধারাময়ী,
আগতা তাঁরা তিনবার যজ্ঞে প্রতিদিন।।

সায়ণভাষ্য— প্রজাপতিঃ স্ববিজ্ঞানং সিন্ধূনাং নিবেদয়তি। হে সিন্ধবঃ আপঃ সর্ব্বসাক্ষিণ্যো য়ূয়ং মদীয়ং বচঃ শৃণুতেতি শেষঃ। ত্রীষধস্থা ত্রয়ো লোকাঃ তে চ প্রত্যেকং ত্রির্ভবন্তি তথা ত্রয়ো বা ইমে ত্রিবৃতো লোকা ইতি শ্রুতিঃ (ঐ. ব্রা. ২।১৭)। তে চ লোকাঃ কবীনাং দেবানাং নিবাসস্থানানি ভবন্তি। উতাপিচ ত্রিমাতা ত্রয়াণামীয়াং লোকানাং নির্ম্মাতা সংবৎসর সূর্য্যো বা বিদথেষু যজ্ঞেষু সম্রাট্ যজনীয়তয়া সম্যগ্‌দীপ্যমানো বর্ত্ততে। তথা ঋতাবরীঃ উদকবত্যঃ অপ্যাঃ নভস্যা আপ্তব্যা বা তিস্রো যোষণাঃ ত্রিসংখ্যকাঃ ইলাসরস্বতীভারতীত্যেবংরূপাঃ পরস্পরমিশ্রণোপেতা দেবতাঃ বিদথে যজ্ঞে দিবঃ দিবসস্য ত্রিঃ ত্রিষু সবনেষু আপত্যমানা আগচ্ছন্ত্যো ভবন্তি।

ভাষ্যানুবাদ— প্রজাপতি স্ববিজ্ঞানং সিন্ধূনাং নিবেদয়তি = সূক্তকার ঋষিপ্রজাপতি মনের আকৃতি নদীসমূহের নিকটে নিবেদন করছেন। হে সিন্ধবঃ = আপঃ = জলরাশি; = সর্ব্বসাক্ষিণ্যো যূয়ং মদীয়ং বচঃ শৃণুত ইতি শেষঃ = সর্বসাক্ষিস্বরূপা আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ত্রীষধস্থা = ত্রয়ো লোকাঃ তে চ প্রত্যেকং ত্রিঃ ভবন্তি = তিনটি

লোক যাঁরা প্রত্যেকে আবার তিন হন; তথাত্রয়ো বা ইমে ত্রিবৃতো লোকাঃ ইতি শ্রুতিঃ (ঐ. ব্রা. ২।১৭) বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণের ২।১৭ মন্ত্র অনুসারে তিন বা এই তিন ভুবন; ত্রি + সধস্থা = ত্রীষধস্থা। তে চ লোকাঃ = সেই সকল লোকসমূহ; কবীনাং = দেবানাং = দেবতাদের; নিবাসস্থানানি ভবন্তি = নিবাসস্থান হয়; উত = অপিচ = আরও; ত্রিমাতা = ত্রয়াণাম্ ঈষাং লোকানাং নির্ম্মাতা সংবৎসরঃ সূর্য্যো বা = তিন লোকের নির্মাতা সংবৎসর অথবা সূর্য; বিদথেষু = যজ্ঞেষু = যজ্ঞে; সম্রাট = যজনীয়তয়া সম্যগ্ দীপ্যমানো বর্ত্ততে = সমুজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান; তথা ঋতাবরীঃ = উদকবত্যঃ = জলশালী অপ্যাঃ = নভস্যা আপ্তব্যা বা = নদীসমূহ বা জলধর মেঘ = (অপঃ + যৎ); তিস্রো যোষণাঃ = ত্রিসংখ্যকাঃ ইলাসরস্বতীভারতী ইতি এবং রূপাঃ পরস্পরমিশ্রণোপেতা দেবতাঃ = পরস্পর সম্মিলিত ইলা সরস্বতী ভারতীরূপা তিনজন দেবতা; (যুষ্ + ল্যুট্) বিদথে = যজ্ঞে; দিবঃ = দিবসস্য = দিবসের; ত্রিঃ= ত্রিষু সবনেষু = তিনটি সবনকালে; আপত্যমানা = আগচ্ছন্ত্যঃ ভবন্তি = সমাগত হন।

৬

ত্রিরা দিবঃ সবিতর্বার্যাণি
দিবেদিব আ সুব ত্রির্নো অহ্নঃ।
ত্রিধাতু রায় আ সুবা বসূনি
ভগ ত্রাতর্ধিষণে সাতয়ে ধাঃ।।

ত্রিঃ। আ। দিবঃ। সবিতঃ। বার্যাণি।
দিবেদিবে। আ। সুব। ত্রিঃ। নঃ। অহ্নঃ।
ত্রিধাতুঃ। রায়ঃ। আ। সুব। বসূনি।
ভগ। ত্রাতঃ। ধিষণে। সাতয়ে। ধাঃ।

দিবঃ সবিতঃ— দ্যুলোক থেকে আগত হে সবিতৃদেব, তুমি সকলের প্রেরয়িতা আদিত্য। ব্রাহ্মণে পাই 'সবিতা প্রাজনয়ৎ' (তৈ. ১।৬।২।২); 'প্রজাপতিঃ সবিতা ভূত্বা প্রজা অসৃজত' (তৈ. ১।৬।৪।১); সবিতা আর প্রজাপতিকে লোকে এক বলে (শ. ১২।৩।৫।১)। এর মূল ঋগ্বেদে: 'ভুবনস্য প্রজাপতি...অজীজনৎ সবিতা সুম্নমুক্থ্যম্' (৪।৫৩।২); আবার এই সূক্তেই আছে 'বৃহৎ সুম্নঃ প্রসবীতা' (৬)। সবিতা আর প্রজাপতির এই সাম্য মনে রাখতে হবে। যাস্ক বলেন 'সবিতা সর্বস্য প্রসবিতা'। প্রসব দেবতার 'প্রচোদনা' (দ্র. গায়ত্রীমন্ত্রে 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'৩।৬২।১০), আমাদের বুদ্ধির 'পরে তাঁর ক্রিয়া, যা আমাদের অমৃতের পথে এগিয়ে দেয়। দ্র. ৩।৫৪।১১।

দিবে দিবে—দিন দিন, প্রতিদিন।

ত্রিঃ আ সুব— তিনবার আমাদের দান করুন।

অহ্নঃ ত্রিঃ— দিনে তিনবার।

নঃ— আমাদের।

বার্যাণি— সকলের বরণীয় ঐশ্বর্যসমূহ, সম্পদসমূহ।

ত্রিধাতুঃ রায়ঃ বসূনি— অধিভূতদৃষ্টিতে পশু, স্বর্ণ ও রত্ন তিনপ্রকার ঐশ্বর্যসম্পদ। তবে 'রয়ি' বা 'রায়ঃ' (ষষ্ঠী একবচন) প্রাণের সংবেগকে বোঝায়। এই সংবেগ সাধনসম্পদ বলে 'রয়ি' ধন (দ্র. ৩।১।১৯)। 'রায়ঃ' তীব্র সংবেগ (দ্র. ৩।১৯।৩)। 'বসু' নিঘণ্টুতে 'রশ্মি', 'ধন'। দৈবতকাণ্ডে 'বসবঃ'। < বস্ (আলো দেওয়া)। নিঘণ্টুর দুটি অর্থ মিলিয়ে 'জ্যোতিঃ সম্পদ, জ্যোতির্লক্ষ্য'।

(আ) আ সুব— এসে প্রদান কর।

ত্রাতঃ ভগ ধিষণে—'ত্রাতঃ' আমাদের রক্ষক আদিত্য; 'ভগ' : নিঘণ্টুতে শব্দটির দুটি অর্থ—ধন এবং দ্যুস্থান দেবতাবিশেষ। ঋগ্বেদে ভগশব্দের অধিকাংশ প্রয়োগই দেবতা অর্থে। এখানে ভগ ত্রাতঃ (সবিতাও)। (দ্র. ৩।৪৯।৩—গা. ম. ৪র্থ খণ্ড- পৃ. ১৫৬)। বেদের ভাষায় তিনি 'আদিত্য' (তদেব পৃ. ১৫৮)। আদিত্য দ্যুস্থান দেবতা—অখণ্ডিত অবন্ধন চেতনা তাঁর স্বরূপ। নিঘণ্টুতে 'ধিষণে' দ্যাবাপৃথিবী। মৌলিক অর্থ 'আধার' < √ ধা (স্থাপন করা)। দ্যাবাপৃথিবী দুটিই আধার বা পাত্র, আমাদের জনক ও জননী। দুয়ের মধ্যে সকল দেবতা, প্রাণ ও চেতনার সকল লীলা (দ্র. ৩।৪৯।১)।

সাতয়ে— [<√ সন্ (আহরণ করা, পাওয়া)। তু. 'ধনানাং সাতয়ে' ১।৪।৯ ।] (পরম) প্রাপ্তির তরে (দ্র. ৩।৫৪।১৭)।

ধাঃ— নিহিত কর, নিয়ে যাও (দ্র. ৩।২৮।৫)।

দ্যুলোকের দেবতা সবিতার কথা হচ্ছে এই মন্ত্রে, তাঁর প্রশস্তি। আমাদের বুদ্ধির পরে তাঁর ক্রিয়া যা আমাদের অমৃতের পথে এগিয়ে দেয়। প্রতিদিন তিনবার তিনি আমাদের প্রদান করুন সকলের বরণীয় সম্পদসমূহ। তিনি আমাদের দিন ত্রিধাতু, —শুধু পশু, স্বর্ণ, রত্ন নয়, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, দেহ মন আত্মার ঐশ্বর্য। তাঁর কাছে আমরা পাই তীব্র সংবেগের সাধনসম্পদ, আমাদের উত্তরণ হয় জ্যোতির্লোকে। তিনি আদিত্য, তিনি ভগ, আমাদের রক্ষক। অখণ্ডিত অবন্ধন চেতনা তাঁর স্বরূপ। তাঁর কাছে আমাদের আকূতিময় প্রার্থনা "হে দ্যাবাপৃথিবীর দেবতা, পরম প্রাপ্তির পথে আমাদের নিয়ে যাও, আমাদের আধার কর' তোমার জ্যোতিঃ সম্পদের, তোমার দীপ্তমান রশ্মি আমাদের মধ্যে নিহিত কর"।

হে দ্যুলোকের সবিতা, তুমি সকলের প্রেরয়িতা আদিত্য, তুমি প্রতিদিন তিনবার করে এসে আমাদের দিয়ে যাও বরণীয় সম্পদসমূহ। তুমি দাও আমাদের ত্রিবিধ সম্পদ, দাও তীব্র সংবেগ যাতে আমরা পৌঁছতে পারি জ্যোতির্লক্ষ্যে। হে

আমাদের রক্ষক আদিত্য আর দ্যাবাপৃথিবী, পরম প্রাপ্তির তরে আমাদের নিয়ে যাও, দীপ্তমান আলোকরশ্মি আমাদের মধ্যে নিহিত কর।

হে সবিতা দ্যুলোকের, দাও মোদের প্রত্যহ তিনবার,
বরণীয় সম্পদ; সে সম্পদ ত্রিধাতুর, পাই তায়
প্রেরণা,—সংবেগের; পৌঁছি জ্যোতির্লক্ষ্যে, হে ভগ
ও দ্যাবাপৃথিবী, নিয়ে যাও সেথা পরমপ্রাপ্তির তরে।।

সায়ণভাষ্য—সবিতঃ সর্ব্বস্য প্রেরক হে আদিত্য। দিবঃ দ্যুলোকাদাগত্য ত্বং বার্য্যাণি সর্ব্বৈঃ সংভজনীয়ানি ধনানি দিবে দিবে প্রতিদিনং ত্রিরাসুব ত্রিবারমস্মভ্যং প্রেরয় প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। তদেবোচ্যতে। ভগ সর্ব্বৈর্ভজনীয় ত্রাতঃ অস্মাকং রক্ষক হে আদিত্য! ত্রিধাতু ত্রিধাতুনি পশুকনকরত্নভেদেন ত্রিপ্রকারাণি বসূনি ধনানি রায়ঃ রান্তি ক্ষীরাদীনীতি রায়ো গোধনানি তানি চ নোঽস্মভ্যমহ্নঃ সম্বন্ধিষু ত্রিঃ ত্রিষু সবনেষু আসুব প্রযচ্ছ। ধিষণে মাধ্যমিকে হে বাক্ সাতয়ে ধনলাভায় ধাঃ অস্মান্ কুরু।

ভাষ্যানুবাদ— সবিতঃ = সর্ব্বস্যপ্রেরক হে আদিত্য = সকলের প্রেরয়িতা হে আদিত্য; দিবঃ = দ্যুলোকাৎ আগত্য ত্বং = দ্যুলোক থেকে আগত তুমি; বার্য্যাণি = সর্ব্বৈঃ সংভজনীয়ানি ধনানি = সকলের সমাদরণীয় ঐশ্বর্যসমূহ; দিবে দিবে = প্রতিদিনং = প্রতিদিন; ত্রিঃ আ সুব = ত্রিবারম্ অস্মভ্যং প্রেরয় প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ = তিনবার আমাদের দান করুন (প্রেরণার্থক ষূ ধাতু লোট্)। ভগ = সর্ব্বৈঃ ভজনীয় = হে সর্বজন ভজনীয়; ত্রাতঃ = অস্মাকং রক্ষক হে আদিত্য = আমাদের রক্ষক হে আদিত্য; ত্রিধাতু = ত্রিধাতুনি পশুকনকরত্নভেদেন ত্রিপ্রকারাণি = পশু সোনা রত্নভেদেত্রিধাতুময় ত্রিপ্রকার; বসূনি = ধনানি = ধনসম্পদ; ধারণপোষণার্থক ধা + তুন্

= ধাতু; রায়ঃ = রান্তি ক্ষীরাদীনি ইতি রায়ো গোধনানি তানি = গোধনসমূহ; নঃ = অস্মভ্যং = আমাদের; অহ্নঃ = সম্বন্ধিযু = সম্পর্কিতদের; ত্রিঃ = ত্রিযু সবনেযু = তিন সবনকালে; আসুব = প্রযচ্ছ = দান কর; ধিষণে = মাধ্যমিকে হে বাক্; সাতয়ে = ধনলাভায় = ধনলাভের জন্য; ধাঃ = অস্মান্ কুরু = আমাদিগকে করুন।

৭

ত্রিরা দিবঃ সবিতা সোষবীতি
রাজানা মিত্রাবরুণা সুপাণী।
আপশ্চিদস্য রোদসী চিদুর্বী
রত্নং ভিক্ষন্ত সবিতুঃ সবায়।।

ত্রিঃ। আ। দিবঃ। সবিতা। সোষবীতি।
রাজানা। মিত্রাবরুণা। সুপাণী।
আপঃ। চিৎ। অস্য। রোদসী। চিৎ। উর্বী।
রত্নম্। ভিক্ষন্ত। সবিতুঃ। সবায়।

সবিতা— সবিতৃদেব; দ্র. পূর্ব ঋক্।
দিবঃ— দিনের; আকাশেরও হতে পারে।
ত্রিঃ— তিনবার, তিনকালে।
আ সোষবীতি— আমাদের ঐশ্বর্যাদি প্রেরণ করুন। এ-ঐশ্বর্য চিত্তের ঐশ্বর্যও।

রাজানা— রাজদ্বয় [রাজা আনন্দের শাস্তা, তাকে নীচে নামতে দেন না। আনন্দ বা রসচেতনার উপর এই প্রশাসনের সামর্থ্যই ইন্দ্রত্ব—তু. ৩।৪৭।১]।

সুপাণী— কল্যাণপাণি, কল্যাণকারী। কারা? মিত্রাবরুণা।

মিত্রাবরুণা— মিত্র ও বরুণ; মিত্র (সূর্য) দিনের দেবতা, আর বরুণ রাত্রির দেবতা। দুজনেই অদিতিচেতনার উপলক্ষণ। মিত্র দিনের আলো, বরুণ রাতের আঁধার,—যথাক্রমে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জ্যোতির দেবতা (তু. ৩।৫৪।১০)।

আপঃ— অন্তরিক্ষ, যিনি সমগ্র জগতকে স্পর্শ করে আছেন, প্রাপ্ত হয়ে আছেন।

চিৎ— আরও।

অস্য— এই।

রোদসী— দ্যাবাপৃথিবী; দ্যুলোক ও ভূলোক এই দেবতাদ্বয়। রোদসী প্রাণভূমির দুটি উপান্ত; দ্যুলোক আর ভূলোককে সমরস চেতনার অনুপ্রবেশ দ্বারা একাকার করা হচ্ছে (তু. ৩।৩১।১৩)।

চিৎ উর্বী— বিস্তীর্ণও। উরৌ বৃহতত্ত্বের সূচক।

সবায়— প্রেরণায়; প্রচোদনায়। সোমযাগের জন্যও হতে পারে (তু. ১।১২৬।১)। সোমযাগে তিনটি সবন—প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়। সোমলতা ছেঁচে রস বার করে দেবতাকে দেওয়া হল 'সবন' (গা.ম. ৪র্থ খণ্ড-পৃ. ২৩)।

রত্নম্— রত্ন ঋতের দীপ্তি। অনৃতের সঙ্গে অন্ধকারের সম্পর্ক, ঋতের সঙ্গে আলোর। এলোমেলো চলন আচ্ছন্ন বুদ্ধির পরিচয়; চলনে ছন্দ দেখা দিলে বুঝতে হবে বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়েছে। উপমা দেওয়া যেতে পারে সূর্যের; তার দীপ্তি আর ঋতচ্ছন্দকে আলাদা কল্পনা করা যায় না। আদিত্যের এই ঋতদীপ্তিই অন্তরে রত্ন।

ভিক্ষন্ত— যাচ্ঞা করছেন; প্রার্থী হচ্ছেন।

সবিতুঃ— এখানে প্রেরয়িতা পরমদেবতার। 'প্রেরকস্য অস্য দেবস্য'

(সায়ণ)। সবিতার দীপ্তি স্বভাবতই বলক্রিয়াযুক্ত (তু. ৩।৩৮।৮)। দ্রষ্টব্য ৩।৬২।১০— বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র 'তৎ সবিতুর্ বরেণ্যম্'। এই সবিতা পরমেশ্বর।

এই মন্ত্রটিতেও সবিতৃদেবের কথা আবার। তিনি পরমেশ্বর, দ্যুলোকে বিশেষ করে তাঁর অধিষ্ঠান, তিনি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ। দিনে তিনবার—প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনি দেন আমাদের ঐশ্বর্য, অধিভূত ও অধ্যাত্ম দুইই। তাঁর এই দাক্ষিণ্য, এই প্রসাদ, মিত্রাবরুণা ও দ্যাবাপৃথিবীর জন্যও। কল্যাণপাণি মিত্র ও বরুণ, বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবী, সবাইকে তিনি প্রচোদিত করেন ঋতের দীপ্তিতে; তাঁরাও তাঁর কাছে প্রার্থী এই 'রত্নের' জন্য। তিনি তাঁদেরও ঈশ্বর।

সবিতৃদেব দিনে তিনবার আমাদের ঐশ্বর্যাদি প্রদান করুন। কল্যাণকারী রাজদ্বয় মিত্রাবরুণ ও অন্তরিক্ষে বিপুলা দ্যাবাপৃথিবী সবনের জন্য এই সবিতৃদেবের কাছেই প্রার্থী। তাঁরা তাঁরই কাছে ঋতের দীপ্তি রত্নের জন্য যাচক, তাঁরা তাঁরই দ্বারা প্রচোদিত।

প্রেরণা সবিতার, দিনে তিনবার;
কল্যাণপাণি রাজা মিত্রাবরুণ আর
অন্তরিক্ষস্পর্শী দ্যাবাপৃথিবী, প্রার্থী সকলে
তাঁর কাছে, সেই ঋতদীপ্ত রত্নের তরে।।

সায়ণভাষ্য— সবিতাদেবঃ দিবো দিবসস্য ত্রিঃ ত্রিযু কালেযু আসোষবীতি অস্মভ্যং ধনান্যাসুবতু প্রেরয়তু। কিঞ্চ রাজানা রাজানৌ সুপাণী কল্যাণপাণী মিত্রাবরুণৌ আপঃ আপ্নোতি সর্ব্বং জগদিত্যাপোহন্তরিক্ষং। নিত্যবহুবচনান্তত্বাদ্বহুবচনং। চিদপিচ উর্ব্বী বিস্তীর্ণে রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ এতা দেবতাঃ সবিতুঃ প্রেরকস্যাস্য দেবস্য সবায় সবেন প্রেরণেন রত্নমপেক্ষিতমর্থং ভিক্ষন্ত যাচন্তে।

ভাষ্যানুবাদ— সবিতাদেবঃ = সবিতা দেবতা; দিবঃ = দিবসস্য = দিনের; ত্রিঃ = ত্রিষু কালেষু = তিনকালে; আসোষবীতি-অস্মভ্যং ধনানি আসুবতু প্রেরয়তু = আমাদের ধনসম্পদ প্রেরণ করুন; প্রেরণার্থক ষূ ধাতু লট্। কিঞ্চ = আর কি? রাজানা = রাজানৌ = রাজদ্বয়; সুপাণী = কল্যাণপাণী = কল্যাণকারী; মিত্রাবরুণৌ = মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়; আপঃ আপ্নোতি সর্ব্বং জগৎ ইতি আপঃঅন্তরিক্ষম্ = অন্তরিক্ষ যা সমগ্র জগৎকে লাভ করে আছে; চিৎ = অপিচ = আরও; উর্ব্বী = বিস্তীর্ণে = বিস্তীর্ণ; রোদসী = দ্যাবাপৃথিব্যৌ এতা দেবতাঃ = দ্যুলোক ও ভূলোক এই দেবতাদ্বয়; সবিতুঃ = প্রেরকস্য অস্য দেবস্য = প্রেরক এই দেবতার; সবায় = সবেন প্রেরণেন = প্রেরণায়; রত্নম্ = অপেক্ষিতম্ অর্থং = রত্ন; ভিক্ষন্ত = যাচন্তে = যাচ্ঞা করছেন; ভিক্ষার্থক ভিক্ষ্ ধাতু + লঙ্।

৮

ত্রিরুত্তমা দূণশা রোচনানি
ত্রয়ো রাজন্ত্যসুরস্য বীরাঃ।
ঋতাবান ইষিরা দূল.ভাস
স্ত্রিরা দিবো বিদথে সন্তু দেবাঃ।।

ত্রিঃ। উত্তমা। দূণশা। রোচনানি।
ত্রয়ঃ। রাজন্তি। অসুরস্য। বীরাঃ।
ঋতাবানঃ। ইষিরাঃ। দূল.ভাসঃ।
ত্রিঃ। আ। দিবঃ। বিদথে। সন্তু। দেবাঃ।

ত্রিঃ— তিনটি।

উত্তমা— উত্তম স্থান আছে এই তিনটি লোকে (দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ ও ভূলোক)।

দূণশা— বিনাশরহিত; যাকে বিনাশ করা দুরূহ।

রোচনানি— দীপ্যমান্, সমুজ্জ্বল।

ত্রয়ঃ রাজন্তি— তিনজন (দেবতা) শোভা পাচ্ছেন। কে তিনজন দেবতা? অসুরস্য বীরাঃ (অগ্নি, বায়ু, সূর্য—সায়ণ)।

অসুরস্য বীরাঃ— [প্রশ্ন হয় এই 'অসুর' কে? ঋক্‌সংহিতায় প্রথমেই দেখতে পাই অসুরের সঙ্গে দ্যুলোকের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ—এমন কি দ্যুলোকই অসুর, অথবা অসুর দ্যুলোকের বিভূতি (২।১।৬)। দ্যুলোক বা চিদাকাশ বা ব্যাপ্তিচৈতন্য যদি অসুরের স্বরূপ হয়, তাহলে দেবতারা স্বভাবতই 'অসুরস্য বীরাঃ' বা চিদাকাশের বীর্যবিভূতি, অথবা তাঁরাও অসুর। দেবতাদের মধ্যে আবার বিশেষ করে 'অসুর' হলেন বরুণ; তা ছাড়া অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, তারপর রুদ্র, মরুদ্‌গণ, সবিতা, ভগ, পূষা ও মিত্র, এঁরাও অসুর। 'অসুর' <√ অস্ যার অর্থ সত্তাও হতে পারে, ক্ষেপণও হতে পারে। সুতরাং পরমতত্ত্ব যেমন শুদ্ধ সন্মাত্র বলে 'অসুর', তেমনি আবার ক্ষেপণ বা আত্মবিসৃষ্টির সামর্থ্যেও 'অসুর'।] এখানে অগ্নি, মরুদ্‌গণ ও সবিতা। (তু. ৩।৫৩।৭)।

ঋতাবানঃ— সত্যময় অগ্নিহোত্রাদি কর্মপরায়ণ (সায়ণ)। ঋতাবা ঋগ্বেদ সংহিতায় বহুদেবতার বিশেষণ—অগ্নি (৩।২০।৪), আদিত্যাঃ (২।২৭।৪), বরুণ মিত্র অগ্নি (৭।৩৯।৭), ইত্যাদি। অগ্নি, আদিত্যগণ—এঁদের একাধিকবার 'ঋতাবা' বিশেষণ পাওয়া যাবে। বিশেষ করে অগ্নি ঋতের ধারক—এখানে স্পষ্টতই ঋতের ব্যঞ্জনা যজ্ঞের দিকে। একটি কথা স্পষ্ট, দ্যুলোকে-ভূলোকে যে-শক্তিস্পন্দের ছন্দ, অনুত্তরের সত্যে ও চেতনায় (বরুণে ও মিত্রে) তার উৎস, এবং তা-ই স্ফুরিত হচ্ছে জীবের অভীপ্সায় ও

প্রাতিভসংবিতে (অগ্নিতে, উষাতেও)। এই ছন্দের অনুবর্তনই 'ঋত' বা যজ্ঞের সাধনা। (দ্র. ৩।৫৩।৮)।

ইষিরা— যজ্ঞার্থে শীঘ্র গতিশীল। 'ইষঃ' এষণা, সংবেগ। [√ ইষ্ (ইচ্ছা করা; ছুটে চলা, ছোটানো) + (ই)র + আ] আকৃতিতে চঞ্চলা। কীসের আকৃতি? যজ্ঞের।

দূল.ভাসঃ— তিরস্কারাতীত (এই সকল দেবতা)।

ত্রিঃ দিবঃ— দিবসের তিন সবনে। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীর উপাসনা।

বিদথে— (আমাদের) যজ্ঞে, বিদ্যার সাধনায়। এইটি এখন ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা।

আ সন্তু— আসুন চারিদিক থেকে, যজনীয় হওয়ার জন্যে।

দেবাঃ— তিনটি দেবতা এখানে—মরুদ্‌গণকে এক ধরলে: অগ্নি, মরুদ্‌গণ, সবিতা (সূর্য)। এঁরা 'সজোষসঃ' (দ্র. ৩।২০।১)— পরস্পরের মধ্যে ছন্দ বজায় রেখে চলেন।

'অসুর' আর তাঁর বীর্য-বিভূতি তিন দেবতা অগ্নি, মরুদ্‌গণ ও সবিতা (সূর্য)—এঁদের নিয়ে এই মন্ত্রটির ব্যঞ্জনা। অগ্নি ভূলোকে, মরুদ্‌গণ অন্তরিক্ষে, এবং সূর্য দ্যুলোকে শোভা পাচ্ছেন। তাঁদের এই ধাম তিনটি উত্তম, অবিনাশী এবং দীপ্যমান্। তাঁরা কল্যাণকারী, আমাদের সকল শুভকর্মে তাঁদের অবদান। দিনের তিন সবনে তাঁরা আসেন, ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীর উপাসনা। তাঁরা আসেন চারদিক থেকে, তাঁরাই আমাদের যজনীয়। আহুতি তাঁদের উদ্দেশে, তাঁদের যজ্ঞাবশিষ্ট আমাদের অমৃত। তিনটি লোকে যে ঋতের ব্যঞ্জনা, যে শক্তিস্পন্দের ছন্দ, এই ঋতচ্ছন্দের অনুবর্তনই আমাদের যজ্ঞের সাধনা।

তিন উত্তম অবিনাশী দীপ্যমান লোকে তিন দেবতা শোভা পাচ্ছেন। তাঁরা চিদাকাশের বীর্য-বিভূতি; তাঁরা ছন্দোময়, ঋতের ধারক; তাঁদের আকৃতি যজ্ঞের উদ্দেশে, তাঁরা সকল তিরস্কারের অতীত। প্রতিদিনের তিন সবনে তাঁরা আসেন। আসুন তাঁরা চারদিক থেকে; আমাদের যজ্ঞকে, বিদ্যার সাধনাকে সার্থক করুন।

তিনটি সুরম্য উত্তম অবিনাশী লোকে,
বিরাজিত তিনদেব, অসুরের বীর্য-বিভূতি।
আদরণীয় তাঁরা, যজ্ঞনিষ্ঠ ঋতের ধারক,
আসেন তাঁরা দিনের তিনটি সবনে।।

সায়ণভাষ্য— দূণশা দুর্ণশা কেনাপি বিনাশয়িতুমশক্যানি রোচনানি দীপ্যমানানি ত্রিঃ ত্রিণ্যুত্তমা উত্তমানি স্থানানি সন্তি এতেষু ত্রিষু স্থানেষু অসুরস্য অস্যতি ক্ষিপতি সর্ব্বমিত্যসুরঃ কালাত্মা সংবৎসরঃ তস্য বীরাঃ পুত্রাস্ত্রয়োঽগ্নিবায়ুসূর্য্যরূপাঃ রাজন্তি শোভন্তে। তানেব বিশিনষ্টি। ঋতাবানঃ ঋতং সত্যভূতমগ্নিহোত্রাদিক্ং কর্ম্ম তদ্বন্তঃ ইষিরাঃ যজ্ঞার্থং শীঘ্রগতিমন্তঃ দূডভাসঃ দুর্দ্দভাসঃ কেনাপি স্বতেজসাতিরস্কর্ত্তুমশক্যা এতে সর্ব্বে দেবাঃ বিদথেঽস্মদীয়ে যজ্ঞে দিবোঽহ্নঃ সম্বন্ধিষু ত্রিঃ ত্রিষু সবনেষু আসন্তু সমন্তাৎ যজনীয়তয়া ভবন্তু।

ভাষ্যানুবাদ— দূণশা = দুর্ণশা কেনাপি বিনাশয়িতুম অশক্যানি = দুর্নাশ্য; রোচনানি = দীপ্যমানানি = সমুজ্জ্বল; ত্রিঃ = ত্রীণি = তিনটি; উত্তমা = উত্তমানি স্থানানি সন্তি এতেষু ত্রিষু স্থানেষু = উত্তমস্থান আছে, এই তিনটি স্থানে ; অসুরস্য = অস্যতি ক্ষিপতি সর্ব্বম্ ইতি অসুরঃ কালাত্মা সংবৎসরঃ তস্য = সবকিছু নিক্ষেপ করেন যিনি তিনি অসুর অর্থাৎ কালাত্মারূপী সংবৎসরের; বীরাঃ = পুত্রা = পুত্রগণ; ত্রয়ঃ = অগ্নিবায়ুসূর্য্যরূপাঃ = অগ্নিবায়ুসূর্যরূপী তিনজন; রাজন্তি = শোভন্তে = শোভা পান; ঋতাবানঃ = ঋতং সত্যভূতম্ অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম তদ্বন্তঃ = সত্যময় অগ্নিহোত্রাদিকর্মপরায়ণ; ইষিরাঃ = যজ্ঞার্থং শীঘ্র গতিমন্তঃ = যজ্ঞার্থ শীঘ্র গতিশীল; দুডভাস

= দুর্দ্দভাস = কেনাপি স্বতেজসা তিরস্কর্ত্তুম্ অশক্যাঃ এতে সর্ব্বে দেবাঃ = তিরস্কারাতীত এই সকল দেবতা; বিদথে = অস্মদীয়ে যজ্ঞে = আমাদের যজ্ঞে; দিবঃ = অহ্নঃ সম্বন্ধিযু = দিবসের; ত্রিঃ = ত্রিযু সবনেযু = তিন সবনে; আসন্ত = সমন্তাৎ যজনীয়তয়া ভবন্ত = চারিদিক থেকে যজনীয় হওয়ার জন্য আসুন।

গায়ত্রী মণ্ডল, বিশ্বদেবগণ দেবতা

সপ্তপঞ্চাশত্তম সূক্ত

ছয়টি মন্ত্রের এই সূক্তটির দেবতা বিশ্বদেবগণ, ঋষি বিশ্বামিত্র এবং ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। প্রথম মন্ত্রটিতে ঋষির আত্মনিবেদন দেবতার নিকট তাঁর ইন্দ্রাগ্নী মূর্তিতে। দ্বিতীয় মন্ত্রের দেবতা হলেন ইন্দ্র পূষা মিত্র বরুণের মেঘ থেকে কল্যাণবারিধারাবর্ষী মূর্তি। তৃতীয় মন্ত্রে দেবতার মূর্তি হল সূর্যের দীপ্তি। চতুর্থ মন্ত্রে দেবতা অগ্নিমূর্তি, পঞ্চমে তিনি অগ্নির লেলিহান শিখা, ষষ্ঠে তিনি দীপ্যমান অগ্নি। মূর্তি অনেকসময় অভিন্ন, কিন্তু আর্তি এবং সত্যোপলব্ধির ভঙ্গিমা প্রায়ই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।

১

প্র মে বিবিক্কাঁ অবিদন্মনীষাং
ধেনুং চরন্তীং প্রযুতামগোপাম্।
সদ্যশ্চিদ্ যা দুদুহে ভূরি ধাসে
রিন্দ্রস্তদগ্নিঃ পনিতারো অস্যাঃ।।

প্র। মে। বিবিক্বান্। অবিদৎ। মনীষাম্।
ধেনুম্। চরন্তীম্। প্রযুতাম্। অগোপাম্।
সদ্যঃ। চিৎ। যা। দুদুহে। ভূরি। ধাসেঃ।
ইন্দ্রঃ। তৎ। অগ্নিঃ। পনিতারঃ। অস্যাঃ।

বিবিক্কান্— বিবেকবান (ইন্দ্র অথবা অগ্নি)।

মে— আমার।

মনীষাম্— ১।৬২।১১ ঋকে বলা হয়েছে 'নিত্যযুক্ত মতিরা নতুন করে প্রণতি আর গানের শিখা নিয়ে আলোর কামনায় দৌড়ে এল (তোমার কাছে), হে তিমিরনাশন (ইন্দ্র)। উতলা পতিকে উতলা পত্নীরা যেমন, তেমনি করে তোমায় স্পর্শ করে মনীষারা।' মনের দ্বারা আত্মনিবেদন, তারপর দেবতার ছোঁয়া পেয়ে মনীষার দ্বারা সম্ভোগ (বে.-মী. ৩য় খণ্ড-পৃ. ৬৯৬)। এই মনীষায় মধুর ভাব; সায়ণ মনীষাকে বলছেন দেবতা বিষয়ক স্তুতি। (দ্র. ৩।৩৮।১—মনীষাম্—মনশ্চেতনার একতান ঊর্ধ্বপ্রবাহকে ফুটিয়ে তুলেছি)।

প্র অবিদৎ— ভাল করে জানুন বা শুনুন।

চরন্তীম্— ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো।

প্রযুতাম্— দলছাড়া একাকিনী।

অগোপাম্— গোপালক ছাড়া নিজের ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু গোষ্ঠের মধ্যে।

ধেনুম্— নবসূতিকা গরু বা তার মতন দেবতাদের প্রীতিকারী স্তুতির ন্যায়।

সদ্যঃ চিৎ— সদ্য সদ্য; সাথে-সাথে।

যা— স্তুতিরূপিণী গাভী।

ধাসেঃ— প্রার্থীকে প্রাণদান করে (বা অন্নের)।

ভূরি— বহু প্রতীক্ষিত অন্ন বা ফল।

দুদুহে— পূরণ করে।

ইন্দ্রঃ তৎ অগ্নিঃ— ইন্দ্র সেই অগ্নি।

অস্যাঃ— স্তুতিরূপা গাভীর অন্নস্বরূপ দুধ।

পনিতারঃ— স্তোত্রস্বরূপ হয় (অথবা ইন্দ্র ও অগ্নি স্তোত্রকারী আমাদের এই ধেনুর দুধ লাভ করান্)।

আমার (বা আমাদের) হৃদয়ের স্তুতি সেই ইন্দ্রাগ্নী দেবতাকে (এঁরা এখানে এক) নিবেদন করছি, মনশ্চেতনার একতান ঊর্ধ্বপ্রবাহকে ফুটিয়ে তুলছি। আমাদের গানের শিখা, আমাদের স্তুতিকে, এই মন্ত্রে গাভীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই গাভী দলছাড়া একাকিনী, গোপালক সাথে নেই, গোষ্ঠে ঘুরে বেড়ায় এদিক-ওদিক। দুগ্ধবতী, তার দুধ (বা অন্ন) প্রভূত, সে নবসূতিকা, পূরণ করে প্রার্থীকে। বিবেকী দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি, তাঁরা একমনে শুনুন ভক্তের এই ঐকান্তিক আকূতি; এ-ভক্ত একাকী জনারণ্যে, তার হৃদয়ের আর্তি সে জানায় তার দেবতার কাছে, তৃপ্ত হন তাঁরা সেই আত্মনিবেদনে।

বিবেকবান দেবতা ভাল করে শুনুন আমার মনশ্চেতনার একতান ঊর্ধ্বপ্রবাহ তাঁর স্তুতিগান। একাকিনী নবসূতিকা গাভী যেমন ইতস্তত চরে বেড়ায়, তেমনি থাকে এই স্তুতি। স্তুতিরূপিণী গাভী যেন বহুপ্রতীক্ষিত অন্ন সাথে-সাথে প্রার্থীকে দিয়ে তার প্রাণদান করে।ইন্দ্রাগ্নী স্তোতাকে দেন সেই প্রাণসুধা।

বিবেকী দেবতা ইন্দ্রাগ্নী, শোন শোন এই স্তুতি,
এই স্তুতিরূপা ধেনু, একাকী চারী সবৎসা;
বহুপ্রতীক্ষিত প্রাণসুধা দেয় সাথে-সাথে প্রার্থীদের,
সেই সুধা দিয়ে ভরান্ ইন্দ্রাগ্নীও আমাদের।।

সায়ণভাষ্য— বিবিক্বান্ বিবেকবানিন্দ্রোঽগ্নির্ব্বা মে মম মনীষাং দেবতাবিষয়াং স্তুতিং প্রাবিদৎ প্রকর্ষেণ জানাতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ—চরন্তীং যবসে ইতস্ততো গচ্ছন্তীং প্রযুতাং পৃথগ্‌ভূতামেকাকিনীং অগোপাং গোপ্তৃরহিতাং যথাকামং চরন্তীং ধেনুং নবসূতিকাং গামিব

দেবতানাং প্রীণয়িত্রীং স্তুতিমবিদদিত্যন্বয়ঃ। যা স্তুতিরূপা ধেনুঃ সদ্যশ্চিত্তদানীমেব ধাসেঃ ধারয়তি প্রাণান্ ধীয়তে দীয়তেঽর্থিভ্যঃ ইতি বা ধাসিরন্নং। কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ভূরি বহ্বন্নমপেক্ষিতং ফলং দুদুহে দুগ্ধে। ইন্দ্রোঽগ্নিরণ্যে চ দেবাঃ অস্যাঃ স্তুতিরূপা যা ধেনোস্তত্তস্যান্নভূতস্য পয়সঃ পনিতারঃ স্তোতারো ভবন্তি। যদ্বা ইন্দ্রাগ্নী স্তোতারো বয়ং চ অস্যাঃ ধেনোস্তৎ পয়ঃ প্রাপ্নুবঃ।

ভাষ্যানুবাদ— বিবিক্বান্ = বিবেকবান্ ইন্দ্রোঽগ্নির্ব্বা = বিবেকবান ইন্দ্র অথবা অগ্নি—পৃথক ভাবার্থক √ বিচিঃ ধাতু থেকে; মে = মম = আমার; মনীষাং = দেবতা বিষয়ং স্তুতিং = দেবতাবিষয়কস্তুতি; প্রাবিদৎ = প্রকর্ষেণ জানাতু = ভাল করে জানুন বা শুনুন। তত্র দৃষ্টান্ত = দৃষ্টান্ত স্বরূপ; চরন্তীং= যবসে ইতস্ততঃ গচ্ছন্তীং = ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো; প্রযুতাং = পৃথক ভূতাম্ একাকিনীং = দলছাড়া একাকিনী; অগোপাম্ = গোপ্তৃরহিতাং যথাকামং চরন্তী = গোপালক ছাড়া নিজের ইচ্ছামতন ঘুরে বেড়ায়; ধেনুং = নবসূতিকাং গাম্ ইব দেবতানাং প্রীণয়িত্রীং স্তুতিম্ [ইব] = নবসূতিকা গরুর মতন দেবতাদের প্রীতিকারীস্তুতির ন্যায়; অবিদৎ [ইতি অন্বয়ঃ] = জানলেন, শুনলেন, গ্রহণ করলেন—জ্ঞানার্থক √ বিদ্ ধাতু + লঙ্; যা = স্তুতিরূপা ধেনুঃ = স্তুতিরূপিণী গাভী; সদ্যঃচিৎ = তদানীং এব = সদ্য সদ্য; = ধাসেঃ = ধারয়তি প্রাণান্ ধীয়তে দীয়তে অর্থিভ্যঃ ইতি বা বাসি অন্নং। কর্ম্মাণি ষষ্ঠী = প্রার্থীকে প্রাণদান করে অথবা অন্নের, কর্মে ষষ্ঠী; ভূরি = বহু অন্নম্ অপেক্ষিতং ফলং = বহু প্রতীক্ষিত অন্ন বা ফল; দুদুহে = দুগ্ধে = পূরণ করে—পূরণার্থক দুহ্ + লিট্; ইন্দ্রঃ অগ্নিঃ অন্যে চ দেবাঃ = ইন্দ্র অগ্নি এবং অন্য দেবতারা; অস্যাঃ = স্তুতিরূপা যা ধেনোঃ তৎ তস্যা

অন্নভূতস্য পয়সঃ = স্তুতিরূপা গাভীর অন্নস্বরূপ দুধ; পনিতারঃ = স্তোতারো ভবন্তি = স্তোত্রস্বরূপ হয়; যদ্বা ইন্দ্রাগ্নী স্তোতারঃ বয়ং চ অস্যাঃধেনোঃ তৎ পয়ঃ প্রাপ্নুবঃ = অথবা ইন্দ্র ও অগ্নি স্তোত্রকারী আমাদের এই ধেনুর দুধ লাভ করান।

২

ইন্দ্রঃ সু পূষা বৃষণা সুহস্তা
দিবো ন প্রীতাঃ শশয়ং দুদুহ্রে।
বিশ্বে যদস্যাং রণয়ন্ত দেবাঃ
প্র বোঽত্র বসবঃ সুম্নমশ্যাম্।।

ইন্দ্রঃ। সু। পূষা। বৃষণা। সুহস্তা।
দিবঃ। ন। প্রীতাঃ। শশয়ম্। দুদুহ্রে।
বিশ্বে। যৎ। অস্যাম্। রণয়ন্ত। দেবাঃ।
প্র। বঃ। অত্র। বসবঃ। সুম্নম্। অশ্যাম্।।

বসবঃ— সকলের নিবাসস্থলরূপী হে দেবগণ ইন্দ্র এবং পূষা যাঁরা অভীষ্টফল বর্ষণ করে থাকেন (সা)। নিঘণ্টুতে বসো 'রশ্মি', 'ধন'। দৈবতকাণ্ডে 'বসবঃ'; যাস্কের ব্যাখ্যায় আলো দেওয়া আর আচ্ছাদন করা দুটি অর্থ একসঙ্গে মিশে গেছে। 'বসু' দেবতাদের সাধারণ নাম। এই 'বসু' অন্তরিক্ষে রুদ্র, ইন্দ্র; দ্যুলোকে আদিত্য। আলোর দেবতা। (তু. ৩।৪১।৭)।

বৃষণা— আধারে বীর্যাধান করবে যারা (৩।৩৫।৩)। এখানে বর্ষণ।

সুহস্তা— কল্যাণপাণি মিত্রাবরুণ ইত্যাদি দেবতা।

ন— সম্প্রতি অর্থে; নব।

প্রীতাঃ— প্রীত হয়ে।

শশয়ম্— আকাশে শায়িত মেঘকে।

দিবঃ— আকাশের কাছ থেকে; তু. 'দিবো অর্ণম্'—আকাশে আলোর ঢেউ (৩।২২।৩); 'দিবঃ রোচনে'—দ্যুলোকের ঝলমল আলোয় (৩।৬।৮)। 'দিবঃ' দ্যুলোকের সূচক।

সু দুদুহ্রে— বৃষ্টি দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত বা অভীষ্ট ফল প্রদান করছেন।

যৎ— যা থেকে।

বিশ্বে— বিশ্বলোকে; সর্বে।

দেবাঃ— দেবগণ। কোন দেবগণ? ইন্দ্র এবং পূষার নাম ঋকের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। 'সুহস্তা' থেকে কল্যাণপাণি মিত্রাবরুণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এঁরা সবাই 'আদিত্য'। আকাশের মেঘ থেকে পৃথিবীর বুকে বারিবর্ষণের মধ্যে এঁরা আছেন—কেউ ব্যক্ত, কেউ বা অব্যক্ত।

অস্যাম্— এই।

বঃ অত্র— আপনাদের এই লোকে।

রণয়ন্ত— লীলা করেন, আনন্দ করেন। তু. ৩।৪৭।১— 'রণায়' বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সূচক।

প্র অশ্যাম্— পাই, লাভ করি (বিশেষভাবে অপর্যাপ্ত)।

সুন্নম্— [সায়ণ বলছেন 'সুখকরম্ অপেক্ষিতফলম্' অর্থাৎ সুখকর অভীষ্ট ফল। মহীধর 'সুষুম্ণ'র ব্যাখ্যা করেছেন 'শোভনং সুম্নঃ সুখং যস্মাৎ'। 'সুম্ন' <√ সু (নিংড়ানো) + ম্ন; 'সোম' <√ সু + ম। 'সুষুম্ন' দেবতার আনন্দময় আবেশ হতেক্রমে নাড়ীবাহিতা আনন্দধারায় রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই 'সুম্ন'কে সোমের সঙ্গে যুক্ত করাই সঙ্গত।] আনন্দধারা। দেবতাকে যখন দিই, তখন তা 'সোম'; প্রসাদরূপে আমরা যখন গ্রহণ করি তখন 'সুম্ন'। (দ্র. ৩।৪২।৬)।

এই মন্ত্রটিতে আমরা পাচ্ছি ইন্দ্র ও পূষাকে, মিত্র ও বরুণকেও। তাঁরা সবাই আদিত্য। পৃথিবীর বুক থেকে যে-জলরাশি বাষ্পীভূত হয়ে অন্তরিক্ষে ঘন মেঘের সঞ্চার করে, দেবতার প্রসাদে তাই বর্ষার ধারায় নেমে এসে পৃথিবীকে শস্য শ্যামলা করে, ধরণী ফুলে-ফলে ভরে ওঠেন। দেবতারা রূপে বহু, কিন্তু মূলে এক। তাঁরা সকলেই মঙ্গলময়, আমাদের উপাস্য, ঋতের ধারক, যে-ঋতচ্ছন্দে এই জগতের সব-কিছু বিধৃত। তাঁরা আলোর দেবতা,—ইন্দ্র, পূষা, মিত্র; আর

বরুণ অব্যক্তের, তারাভরা আঁধার যেখানে। তাঁদের লীলা-খেলা সবই আনন্দের; সেই আনন্দধারা তাঁদের প্রসাদ হয়ে নেমে আসে আমাদের কাছে, আমাদের সুষুম্নাকাণ্ডে কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তিকে জাগ্রত করার ক্রিয়ায়।

ইন্দ্র, পূষা, আর কল্যাণপাণি মিত্রাবরুণ প্রীত হয়ে বৃষ্টি দ্বারা অভীষ্টফল বর্ষণ করছেন আকাশচারী মেঘমালা থেকে এখন। বিশ্বলোকে এই দেবগণের আনন্দলীলা, যা থেকে আমাদের চেতনার উত্তরায়ণের পথে আমরা পাড়ি দেব, আমাদের পরম প্রাপ্তি লাভ হবে।

অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র পূষা আর কল্যাণপাণি মিত্রাবরুণ,
প্রীত হয়ে নামে বৃষ্টিধারা আকাশের মেঘ হতে।
ওই দেবতার আনন্দ-লীলা এই বিশ্বভুবন লোকে,
প্রসাদে তার উত্তরায়ণ লভি মোরা চেতনার।।

সায়ণভাষ্য— বসবঃ সর্ব্বস্য বাসয়িতারো হে দেবাঃ ইন্দ্রঃ। পূষা চ বৃষণা অভিমতফলস্য সেক্তারৌ সুহস্তা কল্যাণপাণী নাসত্যৌ মিত্রাবরুণৌ বা রাজানা মিত্রাবরুণা সুপাণী ইত্যাদিষু দৃষ্টত্বাৎ এতে সর্ব্বে দেবাঃ। নেতি সম্প্রত্যর্থে। ইদানীং প্রীতাঃ প্রীতাঃ সন্তঃ শশয়ং নভসি শয়ানং মেঘং দিবো নভসঃ সকাশাৎ সুদুদুহ্রে বৃষ্টিদ্বারা অপেক্ষিতফলং সুষ্ঠু দুহন্তি। যদ্যস্মাত্বিশ্বে সর্ব্বে দেবা অস্যাং.বেদ্যাং রণয়ন্ত রময়ন্তে বো যুষ্মাকং সম্বন্ধিন্যামত্রলোকে সুম্নং সুখকরমপেক্ষিত ফলং প্রাশ্যাং প্রাপ্নুয়াম্।

ভাষ্যানুবাদ— বসবঃ = সর্ব্বস্য বাসয়িতাবঃ হে দেবাঃ ইন্দ্রঃ, পূষা চ বৃষণা অভিমতফলস্য সেক্তারৌ = সকলের নিবাসস্থলরূপী হে দেবগণ ইন্দ্র এবং পূষা যাঁরা অভীষ্টফল বর্ষণ করে থাকেন; সুহস্তা কল্যাণপাণী নাসত্যৌ মিত্রাবরুণৌ বা রাজানা মিত্রাবরুণা সুপাণী

ইত্যাদিষু দৃষ্টত্বাৎ এতে সর্ব্বে দেবাঃ = কল্যাণপাণী মিত্রাবরুণ এই সকল দেবতা; ইদানীং প্রীতাঃ প্রীতাঃ সন্তঃ = অধুনা প্রীত হয়ে; শশয়ং = নভসি শয়ানং মেঘং = আকাশে শায়িত মেঘকে; দিবঃ = নভসঃ সকাশাৎ = আকাশের কাছ থেকে; সুদুদুহ্রে = বৃষ্টিদ্বারা অপেক্ষিতফলং সুষ্ঠু দুহন্তি = বৃষ্টিদ্বারা অভীষ্ট ফল দান করছেন — প্রপূরণার্থক = দুহ্ ধাতু লিট্ ; যৎ = যস্মাৎ = যা থেকে; বিশ্বে সর্বে দেবাঃ = দেবগণ; অস্যাং = বেদ্যাং = এই রণয়ন্ত = রময়ন্তে = সুখে বিচরণ করেন—ক্রীড়ার্থক √রম্ ধাতু + লট্; বঃ = যুষ্মাকং সম্বন্ধি ন্যাম্ অত্রলোকে = আপনাদের এই লোকে; সুম্নং = সুখকরম্ অপেক্ষিতফলং = সুখকর অভীষ্ট ফল; প্রাশ্যাম্ = প্রাপ্নুয়াং = লাভ করি।

৩

যা জাময়ো বৃষ্ণ ইচ্ছন্তি শক্তিং
নমস্যন্তীর্জানতে গর্ভমস্মিন্।
অচ্ছা পুত্রং ধেনবো বাবশানা
মহশ্চরন্তি বিভ্রতং বপূংষি।।

যা। জাময়ঃ। বৃষ্ণে। ইচ্ছন্তি। শক্তিম্।
নমস্যন্তীঃ। জানতে। গর্ভম্। অস্মিন্।
অচ্ছ। পুত্রম্। ধেনবঃ। বাবশানাঃ।
মহঃ। চরন্তি। বিভ্রতম্। বপূংষি।

যা জাময়ঃ— বর্ষাকালে উৎপন্ন যে-ওষধি, যে-ফসল, যে-উদ্ভিদ (সা)। সায়ণের আর এক অর্থ-নিরূপণ—সূর্য-দীপ্তি ধরে সেই রশ্মির প্রভাবে বর্ষাদির দ্বারা উদ্ভিদ-জগতের বিকাশ-প্রকাশ।

বৃষ্ণে— [‘বৃষ্ণ্য’ যখন বিশেষণ, তখন ‘বর্ষণকারী’, যখন বিশেষ্য তখন ‘বর্ষণশক্তি’। এখানে বিশেষ্য, ইন্দ্রকে বোঝাচ্ছে। তু. ৩।৪৬।২] জলবর্ষী ইন্দ্রের নিকট।

শক্তিম্— সেচনসামর্থ্য। ‘শক্তিপাত’ না হলে উপরের পথ খোলে না। বৃষভ হতে শক্তিপাত হয়। তন্ত্রের ‘শক্তিপাত’ প্রবুদ্ধ আধারে প্রজাপতির রেতঃপাত। ইন্দ্রই ‘শক্তি’র দেবতা।

ইচ্ছন্তি নমস্যন্তী— ইচ্ছা করেন, পেতে ইচ্ছা করেন; নমস্কার করেন।

অস্মিন্— ইন্দ্রতে বা আদিত্যে (সূর্যে)।

গর্ভম্ জানতে— বৃষ্টিদ্বারা পুষ্পফলাদিলক্ষণযুক্ত গর্ভাধান করতে জানেন (সা)। ৩।৩১।৭ ঋকে ‘গর্ভম্’কে আমরা দেখি ‘চিজ্জ্যোতির ভ্রূণকে’ রূপে। কল্যাণকৃত ইন্দ্রের কারণে পাষাণকারার অন্তরালে যে-আলো বন্দী হয়েছিল, তা আনন্দ হয়ে ফুটল। আনন্দই এখানে ফসল। ৩।২৯।২ ঋকে দেখছি ‘গর্ভঃ’ চিদ্‌বীজরূপে ভ্রূণ, শিশু, (অগ্নি)। ৩।১।১০ ঋকে ‘গর্ভম্’ = বীজকে, আধারস্থ চিদগ্নিকে। দ্যুলোক থেকে পৃথিবীতে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়, তাই জীবজন্মের মূল।

অচ্ছ পুত্রম্— প্রসন্ন নির্মল সন্তানাদিকে বোঝাচ্ছে। এখানে সন্তানাদি কী? ফুল, ফল, ফসল।

বাবশানাঃ— [কামনায় উতল হয়ে—আমার সবটুকু রসের সঞ্চয় নিঙ্ড়ে তিনি পান করতে চান, এই অনুভূতিতেই সাধনা সহজ হয়—দেওয়ার আর কোনও বাধা থাকে না বলে—দ্র. ৩।৫১।৮; ‘বাবশানঃ’ আরো পাওয়া যাচ্ছে ৩।২২।১ ঋকে; অর্থ একই—কামনায় উতল।] ফল কামনায় উদ্বেল।

ধেনবঃ— সকলের প্রীতিকর ফসল (সা)। ধেনুও বোঝাতে পারে।

মহঃ— মহান্ বিবিধ রকম, নানাপ্রকার (সা)। [√ মহ্ ‖ মংহ্ — মূল অর্থ বৃহৎ হওয়া বা বৃহৎ করা; সংবর্ধিত করা; দান করা; তাই থেকে 'মহঃ' দেবতার প্রসাদজনিত বৈপুল্য বা জ্যোতি—গা.ম. পঞ্চম খণ্ড-পৃ. ৬১।]

বপূংষি— (আলোর) ছটা (৩।১৮।৫)। রূপসমূহ।
বিভ্রতম্— পুত্রলাভের ইচ্ছা। কী পুত্র? ব্রীহি, যব, অন্যান্য ফসলের রূপে।
চরন্তি— লাভ করে, পায়। ['চর্' গতি বা ভক্ষণও বোঝায়]।

মন্ত্রটিতে একদিকে বীর্যবর্ষী ইন্দ্রের ইংগিত, আর এক দিকে সূর্যদীপ্তির কথা। ইন্দ্র শক্তির দেবতা; মেঘমালায় তাঁর বজ্র বিদ্যুতের খেলায় পৃথিবীর বুকে বৃষ্টি নেমে আসে, পত্রে-পুষ্পে-উদ্ভিদে পৃথিবী ভরে ওঠে। কিন্তু আকাশে এই মেঘের সঞ্চার-তো সূর্যের দীপ্তিতে; সূর্য-রশ্মি নেমে আসে সমুদ্রে, জলাধারে; সেই জল বাস্পায়িত হয়ে মেঘে-মেঘে আকাশ ভরে যায়—(বর্তমান বিজ্ঞানে এই সূর্য-রশ্মির চৌম্বকশক্তির কথাও বলা হয়েছে)। আদিত্য সূর্য, আদিত্য ইন্দ্রও। এই আদিত্যের লীলা-ই এই মন্ত্রটিতে; তাঁর কল্যাণহস্তের স্পর্শেই ধরিত্রীর ওষধি-পুষ্প-ফলাদি, পৃথিবীর সোনার ফসল। আমাদের আধারে চিজ্জ্যোতির ভ্রূণ নিহিত হয়, আর দেবতার মঙ্গলস্পর্শে তা আনন্দ হয়ে ফুটে ওঠে। সেই প্রাণবীজ থেকে আনন্দের মহীরুহ এই বিশ্বজগতে।

ইন্দ্রশক্তি আর সূর্য-দীপ্তি দুইই এক হয়ে বারিবর্ষণ করায় পত্র-পুষ্প উদ্ভিদাদির জন্য। তাঁদের কাছে প্রার্থনা, আমাদের অন্তরে যে ভ্রূণ নিহিত ছিল তা আনন্দের ফসল হয়ে ফুটে উঠুক তাঁদের শক্তিপাতে। পুত্র-কামনা-উতল গাভীদের মতো আমরা সেই আলোর ফসলকে প্রার্থনা করি তাঁদের কাছে, যা মহান্ ও নানারূপে বিভাসিত। আমরা ছুটে যাই সেই আদিত্যের কাছে, তাঁর দীপ্তি উদ্ভাসিত হয় আমাদের জীবনে। আমরা কৃতার্থ হই।

ইন্দ্রশক্তি সূর্যদীপ্তি কর দোঁহে বরিষণ,
আধারের বীজ জেগে ওঠে তাহে ফলপুষ্পিত হয়ে।
ধেনুরা যেমন উতলা হয় পুত্রলাভের তরে,
আদিত্যের আলোর ছটা মাঙ্গি মোরা প্রাণভরে।।

সায়ণভাষ্য— যা জাময়ঃ, জমন্তি বর্ষাকালে প্রাদুর্ভবন্তীতি জাময় ওষধয়ঃ বৃষ্ণে অপাং বর্ষকায়েন্দ্রায় শক্তিং সেচনসামর্থ্যং ইচ্ছন্তি নমস্যন্তীঃ। প্রহ্বী ভূতাস্তা ওষধয়োঽস্মিন্নিদ্রে গর্ভং বৃষ্টিদ্বারা পুষ্পফলাদিলক্ষণ গর্ভাধানাদিসামর্থ্যং জানতে জানন্তি। বাবশানাঃ ফলং কাময়মানা ধেনবঃ সর্ব্বস্য প্রীণয়িত্র্য ওষধয়ঃ মহঃ মহান্তি নানাপ্রকারাণি বপূংষি রূপাণি বিভ্রতং ব্রীহিযবনীবারাদি ফললক্ষণং পুত্রং তনয়মচ্ছাভিমুখ্যেন চরন্তি প্রাপ্নুবন্তি। লোকেহি হংভারবং কুর্ব্বাণা ধেনবঃ বৎসমভিলক্ষ্য গচ্ছন্তি তদ্বৎ যদ্বা জাময়ঃ জমন্তি সর্ব্বত্র প্রসরন্তীতি জাময়ঃ সূর্য্যদীপ্তয়ঃ বৃষ্ণে অপাং বর্ষকায় স্বরশ্মিভির্ভৌমন্ত্রসানাদায় পুনর্ব্বর্ষতীতি বর্ষকঃ সূর্য্যঃ আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিতি স্মৃতেশ্চ তস্মৈ বর্ষণশক্তিমিচ্ছন্তি। তা দীপ্তয়ঃ অস্মিন্নাদিত্যে গর্ভমব্রূপগর্ভাধান সামর্থ্যং জানন্তী।

ভাষ্যানুবাদ—যা জাময়ঃ = জমন্তি বর্ষাকালে প্রাদুর্ভবন্তি ইতি জাময়ঃ ওষধয়ঃ = বর্ষাকালে উৎপন্ন হয় তাই ফসলের নাম জাময়ঃ—√ জম্ = গতিকর্ম উৎপাদন অর্থে; বৃষ্ণে = অপাং বর্ষকায় ইন্দ্রায় = জলবর্ষী ইন্দ্রের নিকট; শক্তিং = সেচনসামর্থ্যং = সেচনসামর্থ্য; অস্মিন্ = ইন্দ্রে = ইন্দ্রতে; গর্ভং = বৃষ্টিদ্বারা পুষ্পফলাদিলক্ষণ গর্ভাধানাদিসামর্থ্যং = বৃষ্টিদ্বারা পুষ্প ফলাদিলক্ষণযুক্ত গর্ভাধান করতে সমর্থ; জানতে = জানন্তি = জানে; = বাবশানাঃ = ফলং কাময়মানাঃ = ফলকামী; ধেনবঃ = সর্ব্বস্য প্রীণয়িত্র্য ওষধয়ঃ = সকলের প্রীতিকর ফসল; মহঃ = মহান্তি নানা প্রকারাণি = মহান্

বিবিধরকম; বপূংষি = রূপাণি = রূপসমূহ; বিভ্রতং = ব্রীহিযবনীবারাদিফললক্ষণং পুত্রং তনয়ম্ ইচ্ছাভিমুখ্যেন = ব্রীহিযবাদিফসলরূপী পুত্রলাভের ইচ্ছা; চরন্তি = প্রাপ্নুবন্তি = লাভ করে; লোকে হি হংভারবং কুর্ব্বাণা ধেনবঃ বৎসমভিলক্ষ্য গচ্ছন্তি তদ্বৎ = লোকালয়ে গাভী যেমন হাম্বারবে বাছুরের দিকে যায় তেমন; যদ্বা জাময়ঃ = জমন্তি সর্ব্বত্র প্রসরন্তি ইতি জাময়ঃ সূর্য্যদীপ্তয়ঃ = সর্বত্র প্রসারিত সূর্যদীপ্তি; বৃষ্ণে = অপাং বর্ষকায় = জলবৃষ্টির জন্য; স্বরশ্মিভিঃ ভৌমান্ রসান্ আদায় পুনর্ব্বর্ষতি ইতি বর্ষক সূর্য্যঃ = নিজরশ্মিদ্বারা পৃথিবীর জল আকর্ষণ করে পুনরায় বর্ষণকারী সূর্য; আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ ইতি স্মৃতেঃ চ = স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা হয়েছে আদিতে থেকেই বৃষ্টি হয়; তস্মৈ = সেই সূর্যর কাছে; বর্ষণশক্তিম্ ইচ্ছন্তি = বর্ষণশক্তি প্রার্থনা করছে ; তা দীপ্তয়ঃ = সেই দীপ্তিসমূহ; অস্মিন্ = আদিত্যে = সূর্যে; গর্ভম্ অব্ রূপ গর্ভাধানসামর্থ্যং জানন্তী = গর্ভাধান সামর্থ্য আছে বলে জানে।

৪

অচ্ছা বিবক্মি রোদসী সুমেকে
গ্রাব্ণো যুজানো অধ্বরে মনীষা।
ইমা উ তে মনবে ভূরিবারা
উর্ধ্বা ভবন্তি দর্শতা যজত্রাঃ।।

অচ্ছ। বিবক্মি। রোদসী। সুমেকে।
গ্রাব্ণঃ। যুজানঃ। অধ্বরে। মনীষা।
ইমাঃ। উ। তে। মনবে। ভূরিবারাঃ।
উর্ধ্বাঃ। ভবন্তি। দর্শতাঃ। যজত্রাঃ।

অধ্বরে— যজ্ঞে, যাগে; যা সৎপথ দেয় তাতে। দেবযানে। [অধ্বরে ধূর্ততা, কুটিলতা নেই (এখানে সাধনাকে না বুঝিয়ে সাধ্যকে বোঝাচ্ছে); অগ্নি আর সোম দুটি দেবতাই অধ্বর। তু. ৩।৬।১০।]

গ্রাব্ণঃ— সোমলতা ছেঁচার পাথর। পাষাণ-নিথর সঙ্কল্প (দ্র. ৩।৪২।২)। যাস্ক বলেন 'মেঘ' ও 'পর্বত' দুইই। অধ্যাত্ম অর্থে প্রত্যাহৃত চিত্তের জমাটভাব (অক্লিষ্ট তমোবৃত্তি)।

যুজানঃ— প্রযুক্তিশীল আমি।

সুমেকে— (√মি. —সুস্থির করা + ক, তু. শ্লো-ক) সুনিশ্চল, অব্যভিচারী। পৃথিবী প্রতিষ্ঠা-ভূমিরূপে, দ্যুলোক অতিষ্ঠাপদ বলে সুনিশ্চল (মধ্যদেশ অন্তরিক্ষ কিন্তু অনিশ্চল এবং ব্যভিচারী—যেথায় নিত্য কোলাহল, নিত্য সঙ্ঘর্ষ—সেখানে অগ্নির গতায়াত, ইন্দ্রের শৌর্য প্রকাশের ভূমি) (দ্র. ৩।৬।১০)।

রোদসী— অন্তরিক্ষের দুটি উপান্ত, —একটি পৃথিবীর সঙ্গে, আর-একটি দ্যুলোকের সঙ্গে যুক্ত। রোদসী বা অন্তরিক্ষস্থ রুদ্রভূমি এপারে-ওপারে সেতুর মত (দ্র. ৩।২৬।৯)।

মনীষা— মনশ্চেতনার একতান উর্ধ্বপ্রবাহ [তু. ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত ১।৬১।২।] মনের সঙ্গে মনীষার তফাৎ আছে। মন লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলে, যাকে সংহিতাতেই বলা হয়েছে 'মনসো জবঃ'। সেও পায়—কিন্তু পেয়েও যেন পায় না, নিজেই ফুরিয়ে যায়। তখন চিত্তে জ্বলে ওঠে 'মনীষা'র বা বোধির আলো, যা মনের উজানে। মনের ধ্যান গাঢ়তর হলে

মনীষার আলোয় দীপ্ত হয়ে ওঠে। (বে.-মী. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৬, ৭৫৪)।

অচ্ছ— যথাযথভাবে। বিণ.— যা দৃষ্টি ছেদন করে না; প্রসন্ন, অনাবিল, নির্মল।

বিবক্মি— বলব, স্তুতি করব। কার? অগ্নিদেবের।

উ— হে, উহা, ও।

তে— তোমার।

ভূরিবারাঃ— যজমান দ্বারা বহুবার বৃত, সম্বর্ধিত।

দর্শতা— কমনীয়তা হেতু দর্শনীয়া (সা)। [দর্শ = দৃষ্টিগোচর বা জ্ঞানগোচর হওয়া; ঘটা, হওয়া]

যজত্রা— যজনীয়। দেবতাদের বিণ.।

ইমাঃ— দীপ্তি।

মনবে— মানুষের ব্যবহারের জন্য। মানবের হিতে।

উর্ধ্বা ভবন্তি— উর্ধ্বমুখী হচ্ছে; উত্তরায়ণের পথে যাচ্ছে। উর্ধ্বঃ = উজান বয়ে চলেছেন যিনি, উর্ধ্বস্রোতা। (৩।৪৯।৪)।

এই ঋক্‌টিতে সেই দেবতার কথা বলা হচ্ছে যিনি উজান বয়ে চলেছেন। কে এই দেবতা? ইনি অগ্নি, ভূলোক থেকে দ্যুলোকে যাঁর গতিপথ। এই অগ্নিদেবের আমরা স্তুতি করব, আরাধনা করব, করব যজ্ঞ এঁর উদ্দেশে। (ইনিই আবার আমাদের সকল যজ্ঞের ঋত্বিক, সকলের পুরোভাগে আছেন)। তাঁর দেবযানের আমরা সঙ্গী হব, আমাদের সঙ্কল্প পাষাণ-নিথর, সোমলতা ছেঁচবার পাথরের মতো। আমরা সুনিশ্চল; এই প্রতিষ্ঠাভূমি সুনিশ্চল ভূলোক থেকে অতিষ্ঠাপদ বলে সুনিশ্চল দ্যুলোকাভিমুখী আমাদের যাত্রা অন্তরিক্ষস্থ রুদ্রভূমি পার হয়ে। আমাদের মনশ্চেতনার একতান উর্ধ্বপ্রবাহ, মনের উজানে বোধির আলো, এই যাত্রাপথে আমাদের পাথেয়। আমরা বহুভাবে স্তুতি করব তোমার, হে অগ্নিদেবতা, দীপ্যমান তুমি, দর্শনীয়; সর্বস্ব দিয়ে তোমার যজ্ঞ করব, উৎসর্গ

করব নিজেদের সর্বতোভাবে, জীবন আমাদের হয়ে উঠবে সার্থক, আমরা পাব তোমার সাযুজ্য। আমাদের হিতকারী তুমি।

যথাযথভাবে, নির্মলভাবে, আমরা স্তুতি করব তোমার, হে অগ্নিদেব, হে তপোদেবতা। ভূলোক থেকে দ্যুলোকে অন্তরিক্ষলোক পার হয়ে, সুনিশ্চল আমাদের যাত্রা; পাথেয় আমাদের সে পথে মনশ্চেতনার একতান ঊর্ধ্বপ্রবাহ, সোমলতা ছেঁচবার পাথরের মতো আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প। বহুভাবে আমরা তোমার আরাধনা করব, আমাদের উত্তরায়ণের পথে; দীপ্তিমান, কমনীয়, দর্শনীয় তুমি; যজনীয় পূজনীয় তুমি আমাদের। তুমি আমাদের হিতকারী।

তোমায় স্তুতি করি দ্যুলোকের পথে যাত্রায়,
সুস্থির হয়ে,
পাষাণ-সঙ্কল্প মোদের চেতনার ঊর্ধ্বপ্রবাহে,
সেই যজ্ঞে।
বহু-আরাধিত তুমি, দীপ্ত তুমি, মানবের হিতে,
ঊর্ধ্বমুখী হই মোরা তোমাসাথে; কমনীয়, দর্শনীয় তুমি।।

সায়ণভাষ্য— অধ্বরে যজ্ঞে গ্রাব্ণঃ সোমাভিষবার্থমুপলান্‌যুঞ্জানঃ প্রযুঞ্জানোহং সুমেকে সুরূপে রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ মনীষা মনস ঈষয়া স্তুতিলক্ষণয়া বাচা অচ্ছ বিবক্মি আভিমুখ্যেন স্তৌমি। হে অগ্নে! তে তব ভূরিবারাঃ যজমানৈর্ব্বহুবারং বরণীয়া দর্শতা কমনীয়তয়া দর্শনীয়াঃ যজত্রাঃ পূজ্যাঃ ইমা দীপ্তয়ঃ মনবে মনুষ্য ব্যবহারার্থং উর্দ্ধাঃ উর্দ্ধমুখা ভবন্তি।

ভাষ্যানুবাদ— অধ্বরে যজ্ঞে = যজ্ঞে; গ্রাব্ণঃ = সোমাভিষবার্থম্ উপলান্ = সোমলতা ছেঁচার পাথর; যুজানঃ = প্রযুঞ্জানঃ অহং = প্রযুক্তিশীল আমি— √ যুজ্; সুমেকে = সুরূপে; রোদসী = দ্যাবাপৃথিব্যৌ = দ্যুলোক ও ভূলোক; মনীষা = মনসঃ ঈষয়া স্তুতিলক্ষণয়া বাচা = মনের ইচ্ছাদ্বারা স্তুতিলক্ষণসমৃদ্ধ বাক্যের দ্বারা; অচ্ছ = আভিমুখ্যেন = যথাযথভাবে; বিবক্মি = বলব, স্তুতি করব,— পরিভাষণার্থক বচ্ ধাতু + লট্ মি; হে অগ্নে! = হে অগ্নিদেব; তে = তব = তোমার; ভূরিবারাঃ = যজমানৈঃ বহুবারং বরণীয়া = যজমান দ্বারা বহুবার বৃত, সম্বর্ধিত; দর্শতা = কমনীয়তয়া দর্শনীয়াঃ = কমনীয়তা হেতু দর্শনীয়া; যজত্রাঃ = পূজ্যাঃ = পূজনীয়া; ইমাঃ = দীপ্তয়ঃ = দীপ্তি; মনবে = মনুষ্যব্যবহারার্থং = মানুষের ব্যবহারের জন্য; ঊর্দ্ধাঃ = ঊর্দ্ধমুখাঃ ভবন্তি = উর্ধ্বমুখী হচ্ছে।

৫

যা তে জিহ্বা মধুমতী সুমেধা

অগ্নে দেবেষূচ্যতে উরূচী।

তয়েহ বিশ্বাঁ অবসে যজত্রা

না সাদয় পায়য়া চা মধূনি।।

যা। তে। জিহ্বা। মধুমতী। সুমেধাঃ।

অগ্নে। দেবেষু। উচ্যতে। উরূচী।

তয়া। ইহ। বিশ্বান্। অবসে। যজত্রান্।

আ। সাদয়। পায়য়। চ। মধূনি।।

অগ্নে— হে অগ্নিদেব; হে তপের শিখা (ভূলোক ও দ্যুলোকের মধ্যে মানুষের অভীপ্সার আগুনই সেতু)—দ্র. ৩।৫৪।৩।

তে— তোমার।

মধুমতী— মধু আছে যার। মধু পঞ্চামৃতের চতুর্থ; তা শর্করাতে রূপান্তরিত হলেই উর্ধ্বস্রোতার সাধনার চরম সিদ্ধি। মধু অমৃতচেতনার আনন্দ (তু. ৩।৫৩।১০)।

সুমেধাঃ— প্রজ্ঞাবান সব-কিছুর। মেধা < মনস্ + ধা 'নিহিত করা', মনোনিবেশের ফলে কোনও বিষয়ে অনুপ্রবেশের সামর্থ্য; যোগে তা-ই 'সমাধি'; ঋ.তে অগ্নি 'মন্ধাতা'—১০।২।২।

যা জিহ্বা— জ্বালা, উত্তাপ। অগ্নিকে 'সুজিহ্ব' (বিণ.) বলা হয়েছে (১।১৪।৭)। 'অগ্নিজিহ্বাঃ' দেবতাদের সাধারণ বিশেষণ। একটি অগ্নি আমরা এখানে জ্বালাই; তিনি আমাদের হব্যবাহন, দেবতাদের কাছে দূত। কিন্তু আর-এক অগ্নি নেমে আসেন দ্যুলোক হতে দেবতাদের জিহ্বারূপে আমাদের আহুতি আস্বাদন করতে। (৩।৫৪।১০)।

উরূচী— বহুব্যাপ্ত হয়ে। জিহ্বা বা বাক্‌শক্তিও হতে পারে।

দেবেষু— দেবলোকে আহ্বানের জন্য।

উচ্যতে— প্রেরিত হচ্ছে।

তয়া— সেই (জিহ্বা) দ্বারা।

যজত্রান্— যজনীয় দেবগণকে।

অবসে— রক্ষার জন্য (আমাদের রক্ষার জন্য বিশ্বদেবগণকে এখানে)।

আ সাদয়— উপবেশন কর।

বিশ্বান্— (সেই) বিশ্বদেবগণকে।

মধূনি— সোমরস; মধু অমৃতচেতনার আনন্দ, তা আমাদের আপ্লুত করে।

পায়য়— পান করাও।

অগ্নির জ্বালাময়ী শিখাই তাঁর জিহ্বা। আমাদের হব্য-উৎসর্গে তা লেলিহান হয়ে আকাশকে স্পর্শ করে। অগ্নিদেব আমাদের হব্যবাহন, অন্যান্য দেবতাদের কাছে আমাদের দূত। ভূলোক ও দ্যুলোকের মধ্যে তিনিই সেতু; আমাদের অভীপ্সার আগুন এই তপোদেবতার শিখার সাথে-সাথে দ্যুলোককে স্পর্শ করে, আমাদের উত্তরণ ঘটে। এই শিখার সাযুজ্যে আমাদের প্রজ্ঞাচক্ষু খুলে যায়, অমৃত-চেতনার আনন্দ-মধু আমরা পান করে ধন্য হই। যজ্ঞের সাথে-সাথে বেদমন্ত্র উচ্চারণে ও স্তুতিতে যজনীয় বিশ্বদেবগণ আহূত হয়ে আমাদের কাছে নেমে আসেন, আমরা সুরক্ষিত হই। এইটি অগ্নিদেবতারই প্রসাদে।

(অগ্নির 'সপ্তজিহ্বা' প্রসঙ্গ মুণ্ডক উপনিষদের ১ম মুণ্ডক : ২ খণ্ডের চতুর্থ শ্লোকে আছে—"কালী করালী চ...ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ" —অগ্নির এই সাতটি লেলিহান জিহ্বা আহুতি গ্রহণে সমর্থ। অগ্নি হব্য বহন করেন আস্য (মুখ) তথা জিহ্বা দিয়ে। এক-একটি তাঁর জিহ্বা স্পর্শ করে এক-একটি লোক (সপ্তলোক)। (দ্র. ৩।৬।২)।

হে অগ্নিদেব, তোমার জ্বালাময়ী শিখা প্রজ্ঞাবান ও অমৃতচেতনার দ্যোতক। দেবলোকে দেবতাদের আহ্বানের জন্য তা বহুভাবে প্রেরিত ও ব্যাপ্ত হয়। তুমি যজনীয় বিশ্বদেবগণকে আহ্বান করে আমাদের কাছে নিয়ে আস; তাঁরা আমাদের রক্ষা করেন। তুমি অমৃতচেতনার আনন্দে অভিষিক্ত কর তাঁদের ও আমাদের। সার্থক হই আমরা।

অগ্নিদেব, শিখা তব জ্বালাময়ী, মধুক্ষরা, প্রজ্ঞাবতী,
বারতা পাঠাইলে দেবলোকে ব্যাপ্ত হয়ে বহুভাবে।
যজনীয় বিশ্বদেবগণ হন আবির্ভূত এই লোকে,
রক্ষক তাঁরা, উদ্বেল মোরা আনন্দচেতনায় সবে।।

সায়ণভাষ্য— হে অগ্নে! তে তব মধুমতী উদকবর্তী সুমেধাঃ শোভন মেধা প্রজ্ঞা যস্যাঃ সা সর্ব্বস্য জ্ঞাপয়িত্রী যা জিহ্বা জ্বালা উরূচী বহ্বব্যাপ্তিঃ সতী দেবেষু মধ্যে আহ্বানার্থমুচ্যতে প্রের্যতে যদ্বা মধুমতী মাধুর্য্যবতী সুমেধাঃ শোভনপ্রজ্ঞানোপেতা উরূচী মহতঃ ইন্দ্রাদীনঞ্চতি পূজয়তীত্যুরূচী জিহ্বা বাক্ দেবেষ্বাহ্বানার্থং প্রের্যতে। তয়া জিহ্বয়া যজত্রান্ যজনীয়ান্ দেবান্ বিশ্বান্ দেবানিহ কর্ম্মাণি অস্মাকং অবসে রক্ষণায় আসাদয় উপবেশয়। কিঞ্চ তান্ বিশ্বান্ দেবান্ মধূনি মদকরান্ সোমান্ পায়য়।

ভাষ্যানুবাদ— হে অগ্নে = হে অগ্নিদেব; তে = তব = তোমার; মধুমতী = উদকবতী = রসাল; সুমেধাঃ = শোভনঃ মেধা প্রজ্ঞা যস্যাঃ সা সর্ব্বস্য জ্ঞাপয়িত্রী = সবকিছুর প্রজ্ঞাবান; যা জিহ্বা = জ্বালা = উত্তাপ; উরূচী = বহ্বব্যাপ্তিঃ সতী = বহুব্যাপ্ত হয়ে; দেবেষু = মধ্যে আহ্বানার্থম্ = দেবলোকে আহ্বানের জন্য; উচ্যতে = প্রের্যতে = প্রেরিত হচ্ছে; যদ্বা = অথবা; মধুমতী = মাধুর্য্যবতী; সুমেধা = শোভন প্রজ্ঞানোপেতা = সুপ্রজ্ঞাবান্; উরূচী = মহতঃ ইন্দ্রাদীনঞ্চতি পূজয়তি ইতি উরুচী জিহ্বা বাক্ = ইন্দ্রাদি মহৎদের পূজা করে যে জ্বিহা বা বাক্‌শক্তি; দেবেষু আহ্বানার্থং প্রের্যতে = দেবলোকে আহ্বানের জন্য প্রেরিত হচ্ছে; তয়া = জিহ্বয়া = সেই জিহ্বা দ্বারা; যজত্রান্ = যজনীয়ান্ দেবান্ = যজনীয় দেবগণকে; বিশ্বান্ দেবান্ ইহ কর্ম্মাণি অস্মাকম্ = বিশ্বদেবগণকে এখানে কর্মগুলি আমাদের; অবসে = রক্ষণায় = রক্ষার জন্য; আসদয় = উপবেশয় = উপবেশন কর; কিঞ্চ = আর কি; তান্ বিশ্বান্ দেবান্ = সেই বিশ্বদেবগণকে; মধূনি = মদকরান্ সোমান্ = মদকারী সোমরস; পায়য় = পান করাও।

৬

যা তে অগ্নে পর্বতস্যেব ধারা
সশ্চন্তী পীপয়দ্ দেব চিত্রা।
তামস্মভ্যং প্রমতিং জাতবেদো
বসো রাস্ব সুমতিং বিশ্বজন্যাম্।।

যা। তে। অগ্নে। পর্বতস্যইব। ধারা।
অসশ্চন্তী। পীপয়ৎ। দেব। চিত্রা।
তাম্। অস্মভ্যম্। প্রমতিম্। জাতবেদঃ।
বসো। রাস্ব। সুমতিম্। বিশ্বজন্যাম্।

অগ্নে দেব— (হে) অগ্নিদেব। অগ্নিদেবকে আহ্বান করা হচ্ছে। তিনি দীপ্যমান।

যা তে— যে তোমার।

প্রমতিম্— প্রকৃষ্টা বুদ্ধি (সা); দেবতার অভিমুখে মনের একাগ্রতাই 'মতি'— তার আর-এক নাম 'অরমতি', অর্থাৎ চক্রনাভিতে অরের মত একত্র সংহত চিত্তবৃত্তি। আধুনিক নাম 'মনন'।

অস্মভ্যম্— আমাদের প্রতি।

পর্বতস্য ইব ধারা— পর্বতের উপরের মেঘের জলধারা ওষধি বনস্পতি প্রভৃতিকে যেভাবে জলবর্ষণে পুষ্ট করে, বাড়িয়ে তোলে, সেইরকম। পর্বত প্রাণের প্রতীক। আবার অন্তরিক্ষে মেঘের থাক, আর পৃথিবীতে পাহাড়ের থাক, দুইই পর্বত। পৃথিবীতে জড়ের বুকে ঢেউ, অন্তরিক্ষে কুয়াসার বুকে ঢেউ; তেমনি দ্যুলোকে আলোর বুকে ঢেউ। সবই প্রাণের লীলা। (দ্র. ৩।২৬।৪)।

অসশ্চন্তী— আমাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না (সা)।

চিত্রা— নানারূপী; নানারূপে।

পীপয়ৎ— পরিবর্ধনকারী (অভীষ্ট ফল দিয়ে আমাদের)।

জাতবেদঃ— 'অগ্নির্জন্মানি দেব আ বিদ্বান্' (৭।১০।২)— প্রতিটি জন্মের খবর

রাখেন যিনি। অগ্নিই শিশুরূপে আবির্ভূত হন আধারে আধারে, তারপর বেড়ে চলেন (দ্র. ৩।৬।৬)। সর্ববেত্তা (সা)।

বসো— [নিঘ. 'রশ্মি', 'ধন'। দৈবতকাণ্ডে 'বসবঃ'; ব্যাখ্যায় যাস্ক বলছেন: বসবো যৎ বিবসতে সর্বম্ অগ্নি র্বসুভিঃ বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মাৎ পৃথিবীস্থানাঃ; ইন্দ্রো বসুভিঃ বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মাৎ মধ্যস্থানাঃ; বসবো আদিত্যরশ্ময়ঃ বিবাসনাৎ, তস্মাৎ দ্যুস্থানাঃ'। আলো দেওয়া আর আচ্ছাদন করা দুটি অর্থ একসঙ্গে মিশে গেছে। নিঘণ্টুর দুটি অর্থ মিলিয়ে 'জ্যোতিঃ সম্পদ, জ্যোতির্লক্ষ্য'] আলোর দেবতা, জ্যোতির্ময়। (দ্র. ৩।৪১।৭) । (সায়ণের মতে 'সকলের নিবাস)।

তাম্— সেটিকে; আমাদের।

বিশ্বজন্যাম্— বিশ্বহিতকর; সর্বজনের হিতকর।

সুমতিম্— শোভন বুদ্ধি (সা); কল্যাণভাবনাযুক্ত সংহত চিত্তবৃত্তি।

রাস্ব— প্রদান কর।

দীপ্যমান অগ্নিদেবের কথা এই মন্ত্রটিতে। তাঁর কল্যাণবর্ষণ আমাদের স্নাত করে, পরিপুষ্ট করে। তাঁকে আহ্বান করি আমরা। পর্বত প্রাণের প্রতীক, অন্তরিক্ষে মেঘের থাক, পৃথিবীতে পাহাড়ের। মেঘের বারিবর্ষণ পাহাড়ের গা বেয়ে নদীরূপে পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করে, আমাদের পুষ্টিসাধন করে। অগ্নির দীপ্তি দেবতার অভিমুখে আমাদের মনের একাগ্রতাকে, মননকে, পরিশীলিত করে। অগ্নিদেব আমাদের নিত্যসঙ্গী, —নানাভাবে, নানারূপে। তিনি সর্ববেত্তা, প্রতিটি জন্মের খবর রাখেন, শিশুরূপে আবির্ভূত হন আধারে-আধারে। তিনি আলোর দেবতা, জ্যোতির্ময়। তিনি সর্বনিবাসী বাসুদেব; আমাদের নিয়ত প্রার্থনা তাঁর কাছে—তুমি আমাদের সর্বজনহিতকর কল্যাণভাবনাযুক্ত সংহত চিত্তবৃত্তির অধিকারী কর, সেই সুবুদ্ধি আমাদের প্রদান কর।

হে দীপ্যমান অগ্নি, তোমার কল্যাণবর্ষণ আমাদের তোমার অভিমুখে মনের একাগ্রতা দেয়; তুমি জ্যোতির্ময়, প্রাণরূপী পর্বত থেকে বিমুক্ত নদীধারা দিয়ে আমাদের পুষ্টিসাধন করো। তুমি আমাদের নিত্যসাথী নানাভাবে, সব খবর রাখো আমাদের, দাও তুমি আমাদের সেই বিশ্বহিতকর কল্যাণভাবনাযুক্ত সংহত চিত্তবৃত্তি।

অগ্নিদেব, তোমার প্রসাদে পর্বতের বর্ষণধারা,
সংহত করে আমাদের, বিচিত্ররূপে তুমি নিত্যসাথী।
সর্ববিদ্ তুমি, তুমি আলোর দেবতা,
বিশ্বহিতকর কল্যাণ-ভাবনা পাই মোরা তব পাশে।।

সায়ণভাষ্য— দেব দীপ্যমান হে অগ্নে! চিত্রা নানারূপা অসশ্চন্তী অস্মদন্যত্র সঙ্গতিমকুর্ব্বাণা যা তে তব প্রমতিঃ প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ পীপয়ৎ অপেক্ষিতফলদানেনাস্মান্‌বর্দ্ধয়তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—পর্ব্বতস্যেব ধারা যথা পর্ব্বতস্য মেঘস্য উদকধারা ওষধিবনস্পত্যাদিষু সঙ্গতিং কুর্ব্বাণা তান্বর্দ্ধয়তি তদ্বৎ। বসো সর্ব্বস্য বাসয়তিঃ জাতবেদঃ প্রাতপ্রাজ্ঞ হে অগ্নে তাং প্রমতিং পরহিতকরণসমর্থাং বুদ্ধিমস্মভ্যং রাস্ব দৎস্ব। তথা বিশ্বজন্যাং সর্ব্বজনহিতাং সুমতিং শোভনাং বুদ্ধিং দৎস্ব।

ভাষ্যানুবাদ—দেব = দীপ্যমান হে অগ্নে = দীপ্যমান হে অগ্নি; চিত্রা = নানারূপা = নানারূপী; অসশ্চন্তী = অস্মদ্ অন্যত্র সঙ্গতিম্ অকুর্ব্বাণা = আমাদের ছেড়ে অন্যত্র যায় না; যা তে = তব; প্রমতিঃ = প্রকৃষ্টা বুদ্ধি; পীপয়ৎ = অপেক্ষিত ফলদানেন অস্মান্ বর্দ্ধয়তি = অভীষ্ট ফলদানে আমাদিগকে পরিবর্ধনকারী— √ পা ধাতু; তত্র দৃষ্টান্তঃ —পর্ব্বতস্য ইব ধারা যথা = পর্ব্বতস্য মেঘস্য উদকধারা ওষধি বনস্পতি আদিষু সঙ্গতিং কুর্ব্বাণা তান্ বর্দ্ধয়তি তদ্বৎ = পর্বতের

উপরের মেঘের জলধারা ওযধি বনস্পতি প্রভৃতিকে জলদানে যেভাবে বাড়িয়ে তোলে সেরকম; বসো = সর্ব্বস্য বাসয়তিঃ = সকলের নিবাস; জাতবেদঃ = প্রাতপ্রাজ্ঞ হে অগ্নে = সর্ববেত্তা হে অগ্নিদেব; তাং প্রমতিং = পরহিতকরণ সমর্থাং বুদ্ধিম্ = পরহিতকর বুদ্ধি; অস্মভ্যং রাস্ব = দৎস্ব = 'আমাদিগকে' প্রদান করুন; তথা বিশ্বজন্যাং = সর্ব্বজনহিতাং = সর্বজনহিতকর; সুমতিং = শোভনাং বুদ্ধিং দৎস্ব = শোভন বুদ্ধি প্রদান কর।

গায়ত্রী মণ্ডল, অশ্বিদ্বয় দেবতা

অষ্টপঞ্চাশত্তম সূক্ত

গায়ত্রীমণ্ডলের এই সূক্তটির মন্ত্রসংখ্যা নয়টি, দেবতা অশ্বিদ্বয় (অশ্বিনী কুমারদ্বয়), ঋষি বিশ্বামিত্র এবং ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। অচিত্তির আঁধার চিরে যে-দুটি কিরণ দেবতা ছুটে চলেন বিষ্ণুর পরম পদের পানে, তাঁরা অশ্বিদ্বয় (গায়ত্রী মণ্ডল : ৫ম খণ্ড : পৃ. ১২০)। অধিভূত দৃষ্টিতে অশ্ব = 'অংশু' বা কিরণ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অশ্ব = ওজঃশক্তি। অশ্ব আবার বিভিন্ন দেবতার বাহন; সূর্য 'সপ্তাশ্বঃ'। অশ্ব সূর্যের প্রতীক, এবং অগ্নিসাধনায় আধারে তার আবির্ভাব হয় (তদেব)। অশ্বিদ্বয় প্রাণের সংবেগকে ঢেলে দেন সাধকদের মাঝে, আবার সে-দানকে রক্ষাও করেন সুমঙ্গল প্রসাদ দিয়ে অপ্রতিহত বীর্যে (তদেব, পৃ. ২৪৭)।

১

ধেনুঃ প্রত্নস্য কাম্যং দুহানা

হন্তঃ পুত্রশ্চরতি দক্ষিণায়াঃ।

আ দ্যোতনিং বহতি শুভ্রযামো

যসঃ স্তোমো অশ্বিনাবজীগঃ।।

ধেনুঃ। প্রত্নস্য। কাম্যম্। দুহানা।
অন্তঃ। পুত্রঃ। চরতি। দক্ষিণায়াঃ।
আ। দ্যোতনিম্। বহতি। শুভ্রযামা।
উষসঃ। স্তোমঃ। অশ্বিনৌ। অজীগঃ।

ধেনুঃ— প্রীতিকারী উষা, মনোরমা উষা। (ধেনু এক অর্থে গোরূপা পৃথিবী)। এখানে উষা।

প্রত্নস্য— [প্রাচীন অগ্নির (সা)। নিঘণ্টুমতে 'প্রত্ন' পুরাণ। < প্র (তু. Gk. pro-before in place and time) + ত্ন। দুটি অর্থ পাওয়া যাচ্ছে: প্রাচীন ও নিত্য। প্রাচীন হলেন 'পিতরঃ', 'ঋষয়ঃ', 'আয়বঃ', 'ঋতায়বঃ'—যাঁরা আমাদের পথিকৃৎ। আর নিত্য হলেন অগ্নি, ইন্দ্র। সবার উপরে হলেন 'প্রত্নঃ পিতা'—যিনি বিশ্বের মূলাধার; তাঁরই সঙ্গে সম্পৃক্ত 'ধেনুঃ' —৩।৪২।৯।] নিত্য, চিরন্তন, বিশ্বমূল অগ্নির।

কাম্যম্— কমনীয় (দুগ্ধ)। [কাম্য = বিণ. কামনার্হ]

দুহানা— দোহনকারী হয় (সা)। দোগ্ধ্রী মূর্তি। 'প্রকট'ও হতে পারে।

দক্ষিণায়াঃ— দক্ষিণামূর্তি (উষার)। দক্ষিণাঃ = প্রসন্না, সুমঙ্গলা (৩।৩৬।৫)।

অন্তঃ চরতি— উষার পরে (সা)। উষা হতে আবির্ভূত হয়। কে? পুত্ররূপী সূর্য, তিনি আসেন উষার পরে।

পুত্রঃ— এখানে পুত্ররূপী সূর্য।

দ্যোতনিম্— দীপ্যমান, সকলের প্রকাশককে (সেই সূর্যকে)।

আ বহতি— ধারণ করে, বহন করে চলে।

উষসঃ— উষারা। বহুবচন বোঝাচ্ছে পরম্পরা। দিনের পর দিন উষার আলো ফুটে চলে চিদাকাশে। (৩।৭।১০)।

শুভ্রযামাঃ— শুভ্রগতিময় দিন, যা সূর্যকিরণে সমুজ্জ্বল।

স্তোমঃ— স্তোত্রকারী হোতৃগণ (সা)। (স্তোম = স্তোত্র, স্তব)। স্তোম সুরের

সাধনা। ব্রাহ্মণের বিধি, স্তোত্রগান আর শস্ত্রপাঠ করে সোমের আহুতি দিতে হবে। সুরে পরিবেশ সৃষ্টি হয়। (৩।৪১।৪)।

অজীগঃ— জাগছেন, উঠছেন।

অশ্বিনৌ— অশ্বিদ্বয়ের। অশ্বিদ্বয় 'দিবো নপাতা', যেমন নাকি উষা 'দিবো দুহিতা'। যাস্ক বলেন, আঁধারের বুকে প্রথম আলোর শিহরণই অশ্বিদ্বয়। তাঁরা দ্যুলোকের দুটি আলোর কুমার। তাঁরাই সৃষ্টির প্রথম উষায় সৃষ্টির মূলে বীর্যাধান করেন। তাইতে আঁধার ভেদ করে ফোটে আলোর কমল। দ্র. ৩।৩৮।৫—'দিবো নপাতা'।

দ্যুলোকের দুটি আলোর কুমার—অশ্বিদ্বয়। আঁধারের বুকে প্রথম আলোর শিহরণ! জাগছেন এই অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিগানের হোতারা, তাঁদের স্তোত্রে অশ্বিদ্বয়ের পাদক্ষেপের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এরপর এলেন উষা, মনোরমা উষা, কমনীয় মূর্তি তাঁর। সেইসাথে নিত্য, চিরন্তন, বিশ্বমূল অগ্নির আভাস। কিন্তু এই অগ্নি রুক্ষমূর্তি নন; দক্ষিণামূর্তি, প্রসন্না, সুমঙ্গলা, উষার আড়ালে তিনি। এই উষার দোগ্ধ্রী মূর্তি, তিনি আমাদের আনন্দ-দুগ্ধে স্নাত করাচ্ছেন। আর তাঁর থেকে উদ্ভূত হচ্ছেন পুত্রসম সূর্য। অপরূপ চিত্র আকাশের! দিক্‌চক্রবালে সূর্য উদিত হলেন, ক্রমে দীপ্যমান হলেন; প্রকাশ করলেন, আলোকিত করলেন বিশ্বজগৎকে; এল শুভ্রগতিময় দিন, যা সূর্যকিরণে সমুজ্জ্বল। রূপকার্থে, এই দিনের স্রোত যেন সূর্যকে বহন করে নিয়ে আসছেন, যেন দিনের গতিই সূর্যের গতি। এই আধিদৈবিক দৃশ্য ঋষির চিন্ময়প্রত্যক্ষে, অশ্বিদ্বয়ের বন্দনা গান তাঁর কণ্ঠে। আনন্দলোকে উত্তীর্ণ তিনি। অনুত্তম সেই লোক।

মনোরমা উষারূপিণী ধেনু হলেন নিত্য, চিরন্তন অগ্নির কমনীয় মূর্তি। এই উষা দক্ষিণামূর্তি, দোগ্ধ্রী ; এই উষা হতে আগমন হয় পুত্ররূপী সূর্যের। শুভ্রোজ্জ্বল দিন সেই দীপ্যমান সূর্যকে বহন করে নিয়ে চলে। উষার প্রাক্কালে অশ্বিদ্বয়ের স্তোতৃবৃন্দ জেগে ওঠেন।

চিরন্তন অগ্নির কমনীয় মূর্তি উষা মনোরমা,
পুত্র সূর্য জন্ম নিলেন এই দক্ষিণামূর্তি হতে।
শুভ্রোজ্জ্বল দিন বহন করে দ্যুতিমান সূর্যকে,
জাগলেন অশ্বিদ্বয়ের স্তোতৃবৃন্দ উষারও আগে।।

সায়ণভাষ্য— ধেনুঃ প্রীণয়িত্রী উষাঃ প্রত্নস্য পুরাতনস্যাগ্নেঃ কাম্যং কমনীয়ং পয়ো দুহানা দোগ্ধ্রী ভবতি। দক্ষিণায়া উষসঃ পুত্রঃ সূর্য্যস্তস্যা অন্তশ্চরতি উষসোঽনন্তরং শুভ্রযামা সূর্য্যকিরণ সম্পর্কাচ্ছুভ্রতয়া যামো গমনং যস্যাসৌ শুভ্রযামা দিবসঃ দ্যোতনিং সর্ব্বস্য প্রকাশকং সূর্য্যমাবহতি বিভর্ত্তি। অত উষসঃ পুরা অশ্বিনৌ স্তোতুং স্তোমঃ স্তোত্রকারী হোত্রাণি জীগঃ জাগর্ত্তি উত্তিষ্ঠতি।

ভাষ্যানুবাদ— ধেনুঃ = প্রীণয়িত্রী উষাঃ = প্রীতিকারী উষা; প্রত্নস্য = পুরাতনস্য অগ্নেঃ = প্রাচীন্ অগ্নির; কাম্যং = কমনীয়ং পয়ঃ = কমনীয় দুগ্ধ; দুহানা = দোগ্ধ্রী ভবতি = দোহনকারী হয়; দক্ষিণায়াঃ = উষসঃ = উষার; পুত্রঃ = সূর্য্যঃ = পুত্ররূপী সূর্য; তস্যাঃ = সেই উষার; অন্তঃ চরতি = উষসঃ অনন্তরং = উষার পরে; শুভ্রযামাঃ = সূর্য্যকিরণসম্পর্কাৎ শুভ্রতয়া যামঃ গমনং যস্য অসৌ শুভ্রযামাঃ দিবসঃ = সূর্যকিরণে সমুজ্জ্বল গমন যার শুভ্র সেরকম দিন, শুভ্রোজ্জ্বল দিন; দ্যোতনিং = সর্ব্বস্য প্রকাশকং সূর্য্যম্ = সকলের প্রকাশক সূর্যকে; আবহতি = বিভর্ত্তি = ধারণ করে; অতঃ উষসঃ পুরা অশ্বিনৌ স্তোতুং = উষার পূর্ববর্তী অশ্বিদ্বয়ের স্তবের জন্য; স্তোমঃ = স্তোত্রকারী হোত্রাণি = স্তোত্রকারী হোতগণ; অজীগঃ = জাগর্ত্তি = উত্তিষ্ঠতি = উঠছেন।

২

সুযুগ্ বহন্তি প্রতি বামৃতেনো
র্ধ্বা ভবন্তি পিতরেব মেধাঃ।
জরেথামস্মদ্ বি পণের্মনীষাং
যুবোরবশ্চকৃমা য়াতমর্বাক্।।

সুযুক্। বহন্তি। প্রতি। বাম্। ঋতেন।
ঊর্ধ্বাঃ। ভবন্তি। পিতরা। ইব। মেধাঃ।
জরেথাম্। অস্মৎ। বি। পণেঃ। মনীষাম্।
যুবোঃ। অবঃ। চকৃম। আ। য়াতম্। অর্বাক্।

সুযুক্— সুন্দর রথে যুক্ত (অশ্বেরা); সুনিযুক্ত (অশ্বগণ)।
বাম্— আপনাদের উভয়কে (এখানে)। বহন করা, —প্রসঙ্গে।
প্রতি বহন্তি— (যজ্ঞে নিয়ে যাবার জন্যে) বহন করছে, নিয়ে চলেছে।
ঋতেন— ছন্দোময় শাশ্বত বিধান হল ঋত; সেই বিধানময় রথের দ্বারা (এখানে)। ঋত সত্যের ছন্দোময় গতি (৩।৬।৬)।
ঊর্ধ্বাঃ— ঊর্ধ্বমুখী (অশ্বিদ্বয়ের অভিমুখী)।
ভবন্তি— হচ্ছে।
পিতরা ইব—ব্যাকুল হয়ে পিতামাতার প্রতি সন্তান যেমন অভিমুখী হয়, ধাবিত হয় তেমন।
মেধাঃ— যজ্ঞকর্ম (আমাদের) [মেধা < (মনস্ - √ধা) Av. mazda— মনকে নিবিষ্ট করতে বা তলিয়ে দিতে পারা। মনঃশক্তিকে গুটিয়ে নিলেই আগুন জ্বলে এবং আলো ছড়ায়—অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এটা সাধারণ নিয়ম; স্মরণীয়, গীতার সংযমাগ্নি— (৩।১।৩)] এখানে যজ্ঞের এই তাপ আর আলোর সম্বন্ধে বিশেষ করে বলা হচ্ছে।

অস্মৎ— আমাদের (কাছ থেকে)।

পণেঃ মনীষাম্— [পণিরা আলোর সম্পদকে লুকিয়ে রাখে —১০।১০৮।৭]; তাই এখানে মনীষা = বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ, —অশুভশক্তির। পণি হল আমাদের বণিক্-বৃত্তি বা বুভুক্ষা, যা সব আগলে রাখে নিজের জন্যে; আর যদি-বা দেয়, অমনি তার প্রতিদান চেয়ে বসে। আধারের মধ্যে আলোর পাষাণকারা তৈরী করে পণি। (বে.-মী. ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮)।

বি জরেথাম্— বিশেষভাবে নাশ করুন।

যুবোঃ— আপনাদের জন্য (দুজনের)।

অবঃ— যজ্ঞের নৈবেদ্য অন্নাদি (সা)। প্রসাদ, আলোর পরিবেষ, আলোর কবচ (৩।২৬।৫)।

চকৃম— প্রস্তুত করেছি (আমরা)।

আ য়াতম্ অর্বাক্— আসুন আমাদের দিকে।

অশ্বিদ্বয়ের একটি সুন্দর ছবি এই ঋক্‌টিতে ফুটে উঠেছে। অশ্বিদ্বয় দ্যুলোকের দুটি আলোর কুমার, উষায় আসেন ও সন্ধ্যায় মিলিয়ে যান। তাঁরা চলেন আলোর রথে, অশ্ববাহিত হয়ে। তাঁদের আসা-যাওয়া বিশ্বের ছন্দোময় শাশ্বত বিধানে। সেই শাশ্বত বিধানেই তাঁদের কল্যাণে আমাদের যাবতীয় তপস্যা, যজ্ঞকর্ম, আলোর সরণি বেয়ে উর্ধ্বগামী হয় তাঁদের অভিমুখে, —ব্যাকুল হয়ে পিতামাতার প্রতি সন্তান যেমন অভিমুখী হয়। কী অপরূপ আধিদৈবিক চিত্র প্রতিদিনকার!

এই অশ্বিদ্বয় মহেশ্বর ইন্দ্রের শক্তি; আমাদের আধারে অন্তরের মধ্যে যে-বণিক-বৃত্তি লুকিয়ে আছে, যা আমাদের সহজ বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে, পাষাণ-প্রাচীর গড়ে' অন্তরের আলোকে প্রকাশ হতে দেয় না, সেই অশুভ শক্তিকে অশ্বিদ্বয় সম্যকভাবে বিনাশ করুন। হে অশ্বিদ্বয়, আসুন আমাদের দিকে, আপনাদের জন্য যে যজ্ঞের নৈবেদ্য অন্নাদি আমরা প্রস্তুত করেছি, তাকে গ্রহণ করে সেই প্রসাদে আলোর পরিবেষ রচিত করুন আমাদের ঘিরে, —আমরা সার্থক হই।

হে অশ্বিদ্বয়, সুন্দর রথে করে আপনাদের বহন করে নিয়ে চলেছে অশ্বরা সত্যের ছন্দোময় গতিতে। আমাদের যজ্ঞকর্ম আপনাদের অভিমুখে ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে, সন্তান যেমন পিতামাতার প্রতি ধাবিত হয়। আপনারা সমূলে বিনাশ করুন সেই অশুভ আবরণ-বৃত্তি যা আমাদের জ্ঞানের আলোকে ঢেকে দেয়। আসুন আপনারা আমাদের কাছে, আপনাদের জন্য যে-নৈবেদ্য প্রস্তুত করেছি তা গ্রহণ করে আলোর প্রসাদ আমাদের দিন।

সত্যময় রথে চলেছ দুজনে অশ্বযুক্ত হয়ে,
যজ্ঞে ঊর্ধ্বমুখী মোরা সন্তান যেমন পিতৃমাতৃপানে।
অশুভ আবরণ বৃত্তি মোদের, বিনাশ কর সমূলে,
এসো কাছে, আলোর প্রসাদে, গ্রহণ কর নৈবেদ্য মোদের।।

সায়ণভাষ্য— হে অশ্বিনৌ! সুযুক্ সুষ্ঠু রথে যোজিতা অশ্বা ঋতেন সত্যভূতেন রথেন বাং যুবাং প্রতি বহন্তি যজ্ঞং প্রত্যাগমনায় ধাবয়ন্তি। মেধাঃ যজ্ঞাশ্চ ঊর্ধ্বাঃ যুষ্মদভিমুখং ঊর্ধ্বমুখা ভবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—পিতরা ইব যথা পুত্রাঃ পিতরৌ মাতাপিতরাবভিলক্ষ্য গচ্ছন্তি তদ্বৎ অস্মদস্মত্তঃ সকাশাৎ পণেম্মনীষাং আসুরীং বুদ্ধিং বিজরেথাং বিশেষেণ নাশয়তং। বয়ং তু যুবোর্যুবয়োরবঃ হবির্লক্ষণমন্নং চকৃম কূর্ম্মঃ যুবামর্ব্বাক্ অস্মদাভিমুখ্যেনায়াতম্।

ভাষ্যানুবাদ—হে অশ্বিনৌ = হে অশ্বিদ্বয়; সুযুক্ = সুষ্ঠু রথে যোজিতা অশ্বাঃ = সুন্দর রথে যুক্ত অশ্বেরা—সু-'যুজ্' ধাতু ক্বিপ্; ঋতেন = সত্যভূতেন রথেন= সত্যস্বরূপ রথের দ্বারা; বাং যুবাং প্রতিবহন্তি = যজ্ঞং প্রত্যাগমনায় ধাবয়ন্তি = যজ্ঞে নিয়ে যাবার জন্য বহন করছে; মেধাঃ = যজ্ঞাশ্চ = যজ্ঞসমূহ; ঊর্ধ্বাঃ = যুষ্মদ্ অভিমুখং ঊর্ধ্বমুখা ভবন্তি = আপনাদের অভিমুখী ঊর্ধ্বমুখী; তত্র দৃষ্টান্তঃ —পিতরা ইব = যথা পুত্রাঃ পিতরৌ মাতাপিতরৌ অভিলক্ষ্য

গচ্ছন্তি তদ্বৎ = দৃষ্টান্ত হল, পুত্রেরা যেমন মাতাপিতার অভিমুখী হয়ে যায় সেরকম; অস্মদ্ = অস্মত্তঃ সকাশাৎ = আমাদের কাছ থেকে; পণেঃ মনীষাং = আসুরীং বুদ্ধিং = আসুরী বুদ্ধি; বিজরেথাম্ = বিশেষেণ নাশয়তম্ = বিশেষভাবে নাশ করুন; বয়ং তু যুবোঃ = যুবয়ঃ = আপনাদের দুজনের; অবঃ = হবির্লক্ষণম্ অন্নং = হবির্লক্ষণ অন্ন ; চকৃম = কূর্ম্মঃ = করেছি; যুবাম্ অর্বাক্ = অস্মদ্ অভিমুখ্যেন = আপনারা আমাদের দিকে; আয়াতম্ = আগত হন।

৩

সুযুগ্‌ভিরশ্বৈঃ সুবৃতা রথেন
দস্রাবিমং শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ।
কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্তিং গমিষ্ঠা
হহুর্বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ।।

সুযুক্‌ভিঃ। অশ্বৈঃ। সুবৃতা। রথেন।
দস্রৌ। ইমম্। শৃণুতম্। শ্লোকম্। অদ্রেঃ।
কিম্। অঙ্গ। বাম্। প্রতি। অবর্তিম্। গমিষ্ঠা।
আহুঃ। বিপ্রাসঃ। অশ্বিনা। পুরাজাঃ।

অশ্বিনা— হে অশ্বিদ্বয় (সম্বোধনে)।
সুযুগ্‌ভিঃ অশ্বৈঃ— সুনিযুক্ত অশ্বগুলির দ্বারা।

সুবৃতা রথেন— স্বচ্ছন্দগতি রথে চড়ে।

দস্রৌ— ['দস্র' অশ্বিদ্বয়ের নিরূঢ় বিশেষণ। অশ্বিদ্বয় দ্যুস্থান দেবতারূপে সবার আগে অন্ধকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। (বে.-মী. ৩য় খণ্ড-পৃ. ৬৪০] শত্রুসংহারক আপনারা উভয়ে।

অদ্রেঃ— সকলের সমাদৃত অদ্রির স্তোতার।

ইমং শ্লোকম্— এই স্তোত্র।

শৃণুতম্— শ্রবণ করুন।

অঙ্গ— হে অশ্বিদ্বয়।

বাম্— আপনাদের উভয়কে।

বিপ্রাসঃ— [বিপ্র—আকৃতিতে টলমল (৩।২৬।২); মরুদ্‌গণ 'বিপ্র' <√ বিপ্‌|| বেপ্ (কাঁপা, টলমল করা + র) আবেশে টলমল (৩।৪৭।৪); ভাবের আবেগে যিনি টলমল, তিনিই বিপ্র ((৩।৫৩।১০)] আকৃতি, আবেশ ও আবেগ, তিনটিই পাচ্ছি বিপ্রের মধ্যে। তাঁরা মেধাবীও।

পুরাজাঃ— পুরাজাম্—সবার আগে জন্মেছেন যিনি, পুরাতন, নিত্য (৩।৩১।১৯)। পুরাতন ঋষিগণ, তাঁরা নিত্যও।

প্রতি অবর্তিম্— আমাদের বৃত্তিহানির প্রতি।

গমিষ্ঠা— অতিশয় গমনশীল।

কিং আহুঃ— কি বলেন নি অর্থাৎ কি না বলেছেন? অথবা বলেন নি কি?

অশ্বিদ্বয়ের কথা চলেছে। তাঁদের গতি স্বচ্ছন্দ, তাঁরা রথী, অশ্ববাহিত সেই রথ। তাঁরা উভয়েই শত্রুসংহারক, দ্যুস্থান দেবতারূপে সবার আগে অন্ধকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। বিশ্ববিধানের ছন্দকে বোঝাচ্ছে তাঁদের অশ্ববাহিত রথ। 'আবার জাগিনু আমি, রাত্রি হল ক্ষয়, পাপড়ি মেলিল বিশ্ব, এইতো বিস্ময় অন্তহীন' (রবীন্দ্রনাথ)। ঋষি কবির চিন্ময়-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সেই ঋতচ্ছন্দ। অশ্বিদ্বয়ের আগমন উষার সাথে, বিলয় সন্ধ্যার সাথে। তাঁরা আমাদের স্তোত্র শুনুন, সকলের সমাদৃত এই অদ্রিস্তোত্র। তাঁরা বিরোধী আমাদের অনৃত

আচরণের, আমাদের বৃত্তিহানির। প্রাচীন ঋষিগণ, ভাবের আবেগে তাঁরা টলমল, তাঁরা দেবাবেশে আবিষ্ট; তাঁরা কি এইকথা বলেন নি? আমাদের আচরণ যেন অনৃত না হয়, আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের ছন্দে ছন্দ মেলাই।

হে অশ্বিদ্বয়, অশ্ববাহিত স্বচ্ছন্দগতি রথে আপনাদের আসা-যাওয়া; শত্রু-সংহারক আপনারা দুজনে; আমাদের সর্বজনসমাদৃত স্তোত্র আপনারা উভয়ে শুনুন। পুরাতন ঋষিরা, তাঁরা আবেশে-আবেগে টলমল; তাঁরা কি বলেন নি যে আপনারা আমাদের বৃত্তিহানির বিশেষ বিরোধী?

অশ্ববাহিত স্বচ্ছন্দগতি রথে অশ্বিদ্বয়ের আসা-যাওয়া,
শত্রুসংহারক তাঁরা; শুনুন মোদের স্তুতিগান।
ভাবাবিষ্ট পুরাতন ঋষিরা বলেন নি কি
বিরোধী আপনারা উভয়ে মোদের বৃত্তিহানির?

সায়ণভাষ্য— হে অশ্বিনৌ? সুযুগ্‌ভিঃ সুষ্ঠু যোজিতৈরশ্বৈঃ সুবৃতা পুনঃ পুনরাবর্ত্ততে ইতি বৃহচ্চক্রং শোভনচক্রোপেতেন রথেনাগত্য দস্রৌ শত্রূণামুপক্ষয়িতারৌ যুবাং অদ্রে আদ্রিয়তে সর্ব্বৈরিত্যদ্রিঃ স্তোতা তস্যেমং শ্লোকং স্তোত্রং শৃণুতং। অঙ্গ হে অশ্বিনৌ! বিপ্রাসো মেধাবিনঃ পুরাজাঃ পুরাতনা ঋষয়ঃ বাং যুবাং অবর্ত্তিং অস্মাকং বৃত্তিহানিং প্রতি গমিষ্ঠা অতিশয়েন গন্তারাবিতি কিমাহুঃ কিং কথয়ন্তীতি কিং ন কথয়ন্তীত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ—হে অশ্বিনৌ = হে অশ্বিদ্বয়; সুযুগ্‌ভিঃ = সুষ্ঠু যোজিতৈঃ অশ্বৈঃ = সুনিযুক্ত অশ্বগুলির দ্বারা; সুবৃতা রথেন = পুনঃপুনরাবর্ত্ততে ইতি বৃহৎচক্রং শোভনচক্রোপেতেন রথেন আগত্য = শোভনচক্রযুক্ত রথে এসে; দস্রৌ = শত্রূনাম্ উপক্ষয়িতারৌ যুবাং = শত্রুসংহারক আপনারা উভয়ে; অদ্রেঃ = আদ্রিয়তে সর্ব্বৈ ইতি অদ্রিঃ স্তোতা তস্য

= সকলের দ্বারা সমাদৃত যিনি তিনি হলেন অদ্রিঃ, সেই অদ্রির স্তোতার; ইমং শ্লোকং = স্তোত্রং = এই স্তোত্র; শৃণুতং = শ্রবণ করুন; অঙ্গ = হে অশ্বিনৌ = হে অশ্বিদ্বয়; বিপ্রাসঃ = মেধাবিনঃ = মেধাবিগণ; পুরাজাঃ = পুরাতনা ঋষয়ঃ = প্রাচীন ঋষিরা; বাং = যুবাং = আপনাদের উভয়কে; অবর্ত্তিং = অস্মাকং বৃত্তিহানিং = আমাদের বৃত্তিহানিকে; প্রতি গমিষ্ঠা = অতিশয়েন গন্তারৌ = অতিশয় গমনশীল; ইতি কিম্ আহুঃ = কিং কথয়ন্তি ইতি, কিং ন কথয়ন্তি ইত্যর্থ = কি বলেন নি অর্থাৎ কি না বলেছেন?

৪

আ মন্যেথামা গতং কচ্চিদেবৈ
র্বিশ্বে জনাসো অশ্বিনা হবন্তে।
ইমা হি বাং গোঋজীকা মধূনি
প্র মিত্রাসো ন দদুরুস্রো অগ্রে।।

আ। মন্যেথাম্। আ। গতম্। কৎ। চিৎ। এবৈঃ।
বিশ্বে। জনাসঃ। অশ্বিনা। হবন্তে।
ইমা। হি। বাম্। গোঋজীকা। মধূনি।
প্র। মিত্রাসঃ। ন। দদুঃ। উস্রঃ। অগ্রে।

আ মন্যেথাম্— আমাদের স্তুতি মন দিয়ে শুনে।
আ গতং কচ্চিৎ— আসছেন কি (যজ্ঞে)?
এবৈঃ— গতিশীল অশ্বে চড়ে।

বিশ্বে— সকল (এই অর্থে)।

জনাসঃ— স্তোতৃবৃন্দ। এরা কারা? মানুষেরা, —যারা স্তুতি করছে অশ্বিদ্বয়ের।

অশ্বিনা— অশ্বিদ্বয়কে।

হবন্তে— স্তোত্রাদির দ্বারা আহ্বান করছেন।

ইমা— এই (হব্যাদি)।

হি বাম্— এ আপনাদের উভয়কে; এই হল আপনাদের উভয়ের জন্য।

গোঋজীকা— গরুর দুধের ক্ষীরসংযুক্ত।

মধূনি— মদকর সোমরস (সা)। মধু পঞ্চামৃতের চতুর্থ। অশ্বিদ্বয় বিশেষ করে মধুপায়ী (৩।৫৩।১০)। বেদে মধু অমৃতচেতনার প্রতীক (৩।৩৯।৬)। অমৃতচেতনা; সোমরস অমৃতচেতনায় পরিণত হচ্ছে।

মিত্রাসঃ নঃ— মিত্র যেমন মিত্রের জন্য দিয়ে থাকেন তেমন। মিত্র মানে বন্ধু।

প্র দদুঃ— প্রদান করছেন, দিয়ে যাচ্ছেন।

উস্রঃ অগ্রে—উষার সামনে উঠছেন আকাশ-নিবাসী সূর্য, এই ভাব; স্বাগতের ভাব। ['উস্রিয়ায়াম্'—রূপভেদঃ উস্র, উস্রা, উস্রি ৫।৫৩।১৪; উস্রিয়া। 'উস্রাঃ' রশ্মি (নিঘ.); উস্রা, উস্রিয়া 'গো'। রশ্মি আর গো পর্যায়বাচী। তাই 'উস্রিয়ায়াম্' = জ্যোতিরাধারে উষার আলোয়, প্রাতিভসংবিতে— ৩।৩৯।৬; উষাতে—৩।৩০।১৪]।

সংগীতময় স্তুতি দিয়ে ডাকতে হয় দেবতাদের—অশ্বিদ্বয়কে। তখন তাঁরা আমাদের আধারে দ্রুতগতিতে নেমে আসেন, ঘোড়ায় চড়ে। অশ্ববাহিত হয়ে। অশ্ব ওজঃশক্তি। এই ঋক্‌টিতে দেবতার সঙ্গে আমাদের সখ্যভাবের ইঙ্গিত। আমরা স্তুতি করে আবাহন করছি অশ্বিদ্বয়কে; তাঁরা আসুন আমাদের কাছে, আমাদের এই যজ্ঞে, যে-যজ্ঞের উপচার গোদুগ্ধের ক্ষীর সংযুক্ত, অমৃতচেতনায় পরিণত সোমরস। মিত্র যেমন মিত্রকে দিয়ে থাকেন, তেমনভাবে আমাদের উৎসর্গ।

আর-একটি আধিদৈবিক রূপকল্প পাওয়া যাচ্ছে এই ঋক্‌টির শেষে। উষার সামনেই সূর্য উঠছেন, আলোতে আকাশ-বাতাস ভরে যাচ্ছে; সে-আলো প্রাতিভ সংবিতের আলো। অশ্বিদ্বয় তারই সহচারী।

হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের স্তুতি মন দিয়ে শুনে আসছেন কি আমাদের কাছে গতিশীল ঘোড়ায় চড়ে? আমরা সকল স্তোতৃবৃন্দ আপনাদের আবাহন করছি এই স্তোত্রাদি দিয়ে। এই দেওয়া হল আপনাদের জন্য ক্ষীরমিশ্রিত সোমরস,—বন্ধু যেমন বন্ধুকে সাদরে দিয়ে থাকেন। আকাশে সূর্য উঠছেন উষারই সামনে,—প্রাতিভসংবিতের আলো ছড়িয়ে।

আসছেন কি অশ্বিদ্বয়, ঘোড়ায় চড়ে, আমাদের স্তুতিতে!
সবাই আমরা করছি স্তুতি, আবাহন আপনাদের।
এই রইল ক্ষীরভরা সোমরস, আপনাদের উভয়ের,
মিত্র যেমন দেয় মিত্রকে; উঠছেন সূর্য উষারই সামনে।।

সায়ণভাষ্য— কচ্চিদিতি প্রশ্নে। হে অশ্বিনৌ! আমন্যেথাং ইমাং মদীয়াং স্তুতিং জানীতং। কিঞ্চ এবৈর্গমনসাধনৈরশ্বৈরাগতং যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছতং। বিশ্বে সর্ব্বে জনাসঃ স্তোতারঃ অশ্বিনা অশ্বিনৌ বাং যুবাং হবন্তে স্তুতি লক্ষণাভির্ব্বাগ্‌ভিরাহ্বয়ন্তি। কিঞ্চ গোঋজীকা গবাং পয়সা মিশ্রণোপেতানি মধূনি মদকরাণি সোমরসরূপাণি ইমা ইমানি হবীংষি যুবাভ্যাং প্রদদুরধ্বর্য্বাদয়ঃ প্রযচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—মিত্রাসো ন যথা মিত্রাণি মিত্রেভ্যোঽপেক্ষিতং দদতি তদ্বৎ। উস্রঃ বসতি নভসীত্যুস্রঃ সূর্য্য অগ্রে উষসোঽগ্রে উদেতি তস্মাদাগচ্ছতমিতি ভাবঃ।

ভাষ্যানুবাদ—কচ্চিদিতি প্রশ্নে = আসছেন কি আপনারা এই প্রশ্ন; হে অশ্বিনৌ! = হে অশ্বিদ্বয়!; আ মন্যেথাম্ = ইমাং মদীয়াং স্তুতিং জানীতম্

= এই আমাদের স্তুতি জানেন কি? √ মন্ + লোট্; কিঞ্চ = আর কি? এবৈঃ = গমনসাধনৈঃ অশ্বৈঃ = গতিশীল অশ্ব চড়ে; আগতং = যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছতং = যজ্ঞে আসছেন; বিশ্বে = সর্ব্বে = সকল; জনাসঃ = স্তোতারঃ = স্তোতৃবৃন্দ; অশ্বিনা = অশ্বিনৌ = অশ্বিদ্বয়কে; বাং = যুবাং = আপনাদের উভয়কে; হবন্তে = স্তুতিলক্ষণাভিঃ বাগ্‌ভিঃ আহ্বয়ন্তি = স্তুতিলক্ষণযুক্ত বাক্যাদির দ্বারা আহ্বান করছেন; কিঞ্চ = আর কি? গোঋজীকা = গবাং পয়সা মিশ্রণোপেতানি = গরুর দুধ মেশানো; মধূনি = মদকরাণি সোমরসরূপাণি = মদকর সোমরস; ইমা = ইমানি হবীংষি = এই হব্যাদি; যুবাভ্যাং প্র দদুঃ = অধ্বর্য্যু-আদয়ঃ প্রযচ্ছন্তি = আপনাদের অধ্বর্যুগণ প্রদান করছেন— √দা + লিট্; তত্র দৃষ্টান্তঃ = তার দৃষ্টান্ত হল; মিত্রাসো নঃ = যথা মিত্রাণি মিত্রেভ্যঃ অপেক্ষিতং দদতি তদ্বৎ = যেমন মিত্র মিত্রের জন্য দিয়ে থাকেন তেমন; উস্রঃ = বসতি নভসি ইতি উস্রঃ সূর্য্য = আকাশে বাস করেন এমন সূর্য— নিবাসার্থক বস্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন; অগ্রে = উষসঃ অগ্রে উদেতি তস্মাৎ আগচ্ছতম্ ইতি ভাবঃ = উষারই সামনে উদিত হচ্ছেন, উঠছেন, তিনি আসুন এই স্বাগতভাব।

৫

তিরঃ পুরূ চিদশ্বিনা রজাং
স্যাঙ্গূষো বাং মঘবানা জনেষু।
এহ যাতং পথিভির্দেবযানৈ
র্দস্রাবিমে বাং নিধয়ো মধূনাম্।।

তিরঃ। পুরু। চিৎ। অশ্বিনা। রজাংসি।

আঙ্গূষঃ। বাম্। মঘবানা। জনেষু।

আ। ইহ। যাতম্। পথিভিঃ। দেবযানৈঃ।

দস্রৌ। ইমে। বাম্। নিধয়ঃ। মধূনাম্।

অশ্বিনা— হে অশ্বিদ্বয়।

পুরুচিৎ— বহুবিধ, সর্ববিধ।

রজাংসি— স্থানসমূহ, দিগ্‌দেশ।

তিরঃ— নিজ তেজে তাপিত করে।

বাম্— আপনারা উভয়ে।

ইহ— এই কর্মে।

দেবযানৈঃ পথিভিঃ— দেবযানের পথে। [দেবযান ঋজুপথ, এইপথে যাবার সাধন 'যজ্ঞ'। দেবযান জ্যোতিঃপথও। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ-পথ সুষুম্নামার্গ; মূলাধার পৃথিবী হতে সহস্রার দ্যুলোক পর্যন্ত বিস্তৃত; তারই পর্বে-পর্বে চিৎশক্তির বিকাশ।]

আ যাতম্— আসুন।

মঘবানা— ধনবান, শক্তিমান। (দ্র. ৩।৫৩।৭ ও ৩।৪৭।৪)। —এখানে অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে।

জনেষু— স্তোতাদের মধ্যে।

বাম্— আপনাদের।

আঙ্গূষঃ— আগমনী বার্তার নির্ঘোষ স্তোত্র বিদ্যমান।

দস্রৌ— দ্র. ৩।৫৮।৩— শত্রু সংহারক আপনারা উভয়ে। অশ্বিদ্বয়কে বোঝাচ্ছে।

মধূনাম্— দ্র. ৩।৫৮।৪— অমৃতচেতনাময়ী সোমরস।

ইমে নিধয়—এই পাত্রসমূহে।

এই ঋক্‌টিতে অশ্বিদ্বয়ের প্রসঙ্গে দেবযানের কথা বলা হচ্ছে। দেবযান জ্যোতিঃপথ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ-পথ সুযুম্নামার্গ,—মূলাধার পৃথিবী হতে সহস্রার দ্যুলোক পর্যন্ত বিস্তৃত, তারই পর্বে-পর্বে চিৎশক্তির বিকাশ। এই মার্গেই অশ্বিদ্বয় নেমে আসেন আমাদের আধারে, সর্ববিধ ভাবে, তাঁদের আলো আর উত্তাপ নিয়ে। তাঁদের শক্তি অমিত; যজ্ঞস্থলে স্তোতাদের কাছে তাঁরা আসছেন, আর তাঁদের আগমনী বার্তার নির্ঘোষে আকাশ-বাতাস কাঁপছে আমাদের মন্ত্রোচ্চারণে। আমরা সাজিয়ে রেখেছি তাঁদের জন্যে অমৃতচেতনাকারী সোমরসের পাত্র। তাঁরা নন্দিত হবেন সেই সোমরস পান করে, আর আমরা তাঁদের আলোক-রশ্মির স্পর্শ পেয়ে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হব।

হে অশ্বিদ্বয়, বহু দিগ্‌দেশ নিজ তেজে তাপিত করে আপনারা দুজনে দেবযানের পথ ধরে আমাদের এই যজ্ঞস্থলে আসুন। মহাশক্তিমান হে অশ্বিদ্বয়, স্তোতৃবৃন্দের মুখে আপনাদের আগমন-বার্তা বিঘোষিত হচ্ছে। হে শত্রুসংহারক আপনারা দুজন, আপনাদের জন্যে এই পাত্রসমূহে অমৃতচেতনাময়ী সোমরস সজ্জিত আছে, আপনারা তা গ্রহণ করবেন বলে।

বহুদেশ তাপিত করে দেবযানে আসুন আপনারা
অশ্বিদ্বয়। মহাশক্তিমান আপনাদের আগমন বিঘোষিত
স্তোতৃকণ্ঠে। সোমরসে পানপাত্র ভরি
রাখি মোরা, শত্রুজয়কারী দুজনের তরে।।

সায়ণভাষ্য— হে অশ্বিনৌ! পুরুচিৎ বহুন্যপি রজাংসি স্থানানি তিরঃ স্বতেজসা তিরস্কুর্ব্বন্তৌ বাং যুবাং ইহকর্ম্মণি দেবযানৈঃ পথিভির্মার্গৈরায়াতং আগচ্ছতং। মঘবানা ধনবন্তৌ হে অশ্বিনৌ! জনেষু স্তোতৃষু বাং

যুবয়োরাঙ্গূষঃ আগমন্তাদ্‌ঘোষণীয়ং স্তোত্রং বর্ত্ততে। দস্রৌ শত্রূণামুপক্ষয়িতারৌ হে অশ্বিনৌ! বাং যুবয়োর্ম্মধূনাং মদকরাণাং সোমানামিমে নিধয়ঃ নিধীয়তেঽত্র সোম ইতি নিধয়ঃ পাত্রবিশেষাঃ সন্তি তস্মাদাগচ্ছতমিতি ভাবঃ।

ভাষ্যানুবাদ— হে অশ্বিনৌ = হে অশ্বিদ্বয়; পুরুচিৎ = বহুনি অপি = বহুং ; রজাংসি = স্থানানি = স্থানসমূহ; তিরঃ = স্বতেজসা তিরস্কুর্ব্বন্তৌ = নিজ তেজদ্বারা প্রতাপিত করে; বাং = যুবাং = তোমরা উভয়ে; এহ = আ ইহ, ইহ = কর্ম্মণি = এই যজ্ঞকর্মে; দেবযানৈঃ = পথিভিঃ মার্গৈঃ = দেবযান পথে ; আয়াতং = আগচ্ছতং = আসুন; মঘবানা = ধনবন্তৌ = ধনবান; হে অশ্বিনৌ = হে অশ্বিদ্বয়; জনেযু = স্তোতৃযু = স্তোতাদের মধ্যে; বাং = যুবয়োঃ = আপনাদের; আঙ্গূষঃ —আঙ্ ঘুষ্ + ঘঞ্ = আগমন্তাদ্‌ঘোষণীয়ং স্তোত্রং বর্ত্ততে = আগমনী বার্তা বিরাজ করে; দস্রৌ = শত্রূণাম্ উপক্ষয়িতারৌ = শত্রুবিমর্দক; বাং = যুবয়োঃ = আপনাদের; মধূনাং = মদকরাণাং সোমানাম্ = সোমরসের; ইমে নিধয়ঃ = নিধীয়তে অত্র সোমঃ ইতি নিধয়ঃ পাত্রবিশেষাঃ = এই পাত্রবিশেষগুলি যাতে সোম রাখা হয় তার নাম নিধি; সন্তি তস্মাৎ আগচ্ছতাম্ ইতি ভাবঃ = পাত্রগুলি রয়েছে তোমরা এখানে এসে গ্রহণ কর এই ভাব।

৬

পুরাণমোকঃ সখ্যং শিবং বাং
যুবোর্নরা দ্রবিণং জহ্নাব্যাম্।
পুনঃ কৃণ্বানাঃ সখ্যা শিবানি
মধ্বা মদেম সহ নূ সমানাঃ।।

পুরাণম্। ওকঃ। সখ্যম্। শিবম্। বাম্।
যুবোঃ। নরা। দ্রবিণম্। জহ্নাব্যাম্।
পুনঃ। কৃণ্বানাঃ। সখ্যা। শিবানি।
মধ্বা। মদেম। সহ। নু। সমানাঃ।

বাম্— আপনারা উভয়ে।

পুরাণম্— পুরাতন, প্রাচীন। নিত্য বা সনাতনও। ('পুনঃ পুনর্জায়মানা পুরাণী' (উষাঃ)—ঋ. ১।৯২।১০)।

সখ্যম্— বন্ধুত্ব। ['সখ্যম্' সাযুজ্যও বোঝায়—৩।৪৩।২; দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সখ্যের বা সাযুজ্যের—এইটিই ঋগ্বেদের মূল সুর। ইন্দ্র আর কুশিক একই রথে অধিষ্ঠিত; দুটি পাখি—সযুক্ সখা তারা—একই গাছকে আশ্রয় করে আছে—১।১৬৪।২০; ইতিহাস আর পুরাণে নর আর নারায়ণ একই রথে সমাসীন এবং পরস্পরের সখা। এই ভাবটিরই দাশনিক রূপ দেখি ব্রহ্ম আর আত্মার তাদাত্ম্যে। তু. "অমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ' ১।১৬৪।৩০। দ্র. ৩।৪৩।৪।]

ওকঃ— সেব্য, সেবনীয়।

শিবম্— [শিব ব্রাত্যদের দেবতা; তাঁকে আদৌ অনার্য দেবতা কল্পনা করবার দরকার পড়ে না। বস্তুত তিনি দ্যুস্থান দেবতা, আকাশ তাঁর প্রতিরূপ। অন্তরিক্ষ যখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, তখন তিনি রুদ্র। আবার ঝড় থেমে গেলে প্রসন্ন আকাশে দেখি সেই রুদ্রেরই 'দক্ষিণমুখ', তাঁর শিবরূপ। (বে.-মী. প্রথম খণ্ড—পৃ. ১১৯)। শিবের স্বরূপ 'শম্' (শান্তি এবং উপশম) তু. 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' (মাণ্ডূক্য-৭)] মঙ্গলময়।

নরা— [হে নেতৃদ্বয় (সা)। 'নরঃ'—বীর সাধকেরা ৩।৫৪।৪; যার মধ্যে ক্ষাত্রবীর্য আছে সে 'নৃ' বা 'নর' (৩।৪৯।২); নরঃ = বীর সাধকেরা

(৩।৩।৮); যিনি সবার আগে চলেন (৩।২।৬)] বীর নেতা (দুজনে)—অশ্বিদ্বয়।

যুবো— আপনারা।

দ্রবিণম্— ['দ্রবিণ'— < √ দ্রু (ছোটা, দৌড়ান; তু. Gk. dromados 'running; a runner') + (ই) ন = চাঞ্চল্য, উদ্যম, শক্তির স্রোত] বিপুল প্রাণস্রোত (৩।১।২২)।

জহ্নাব্যাম্— জাহ্নবীধারার মত।

পুনঃ— আবার, বারবার।

সখ্যা— বন্ধুত্ব।

কৃণ্বানাঃ— করতে করতে, অনুশীলনে।

শিবানি— মঙ্গলময় (দ্র. 'শিবম্'-এর ব্যাখ্যা)।

সমানাঃ— মিত্রভূত (আমরা)।

মধ্বা— অমৃতচেতনাময়ী সোমরসের সাহায্যে।

নু— শীঘ্র, দ্রুত; সাথে-সাথে।

মদেম— হৃষ্ট হব।

সহ— (আপনাদের) সঙ্গে।

দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যই বৈদিক সাধনার পরম লক্ষ্য, আর সেই সাযুজ্য সখ্যভাবের মধ্য দিয়ে কি সুন্দরভাবে পাওয়া যায়! এই ঋক্‌টিতে অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে সখ্যতার সাযুজ্যের একটি অপরূপ ছবি। সাধক 'নর' আর দেবতা 'নারায়ণ'; সাধক 'জীব', আর দেবতা 'শিব'। নর থেকে আমরা নারায়ণ হই, জীব থেকে শিব। অশ্বিদ্বয় আমাদের নেতা, আমরা বীর সাধক। তাঁরা মঙ্গলময়; জাহ্নবীধারার মত তাঁদের বিপুল জ্যোতির্ময় প্রাণস্রোত আমাদের তাঁদের কাছে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, —তাঁদের সখ্যতার নিরন্তর সাধনায় অমৃতময়ী সোমরসে সাথে-সাথে আমরা আনন্দলোকে প্রবেশ করি আর উত্তরণের পথে নিমগ্ন হই তাতে। সফল হয় আমাদের সাধনা।

আপনারা দুজনে আমাদের সখ্যতার সেবার সনাতন লক্ষ্য, আপনারা মঙ্গলময়। বীর নেতা আপনারা আমাদের, সখা আমাদের; আপনাদের বিপুল প্রাণস্রোত জাহ্নবীধারার মত আমাদের উদ্বেল করে, নিমগ্ন করে, বারবার। আপনাদের সখ্যতার সাধনায় সফল হয়ে আমরা মঙ্গলময় আপনাদের মিত্র হব, অমৃত চেতনাময়ী সোমরসে দ্রুত আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হব।

মঙ্গলময় আপনারা, লক্ষ্য মোদের, সখ্যতার নিত্য সেবার,
নেমে আসে বিপুল প্রাণস্রোত জাহ্নবীধারার মত।
বীর নেতা মোদের, সখ্যতার সাধনায় সিদ্ধ হয়ে মিত্র হই,
সাথে-সাথে আসে অমৃতচেতনার সোমরসে নিমগ্নতা।।

সায়ণভাষ্য— হে অশ্বিনৌ! বাং যুবয়োঃ পুরাণং পুরাতনং সখ্যং সখিত্বং ওকঃ সেব্যং শিবং কল্যাণকরং ভবতি। কিঞ্চ হে নরা নরৌ অস্মদীয়স্য কর্ম্মণো নেতারৌ! যুবোঃ যুবয়োর্দ্রবিণং ধনং জহ্নাব্যাং জহ্নুকুলজায়াং ভবতি শিবানি সুখকরাণি যুবয়োঃ সখ্যা সখ্যানি পুনঃপুনঃ কৃণ্বানাঃ কুর্বন্তঃ সমানাঃ হবিঃপ্রদানেনোপকারকত্বাৎ মিত্রভূতা বয়ং মধ্বা মদকরেণ সোমেন যুবাং সহ যুগপৎ নু ক্ষিপ্রং মদেম হর্ষয়েম।

ভাষ্যনুবাদ— হে অশ্বিনৌ = হে অশ্বিদ্বয়; বাং = যুবয়োঃ = আপনারা উভয়ে; পুরাণম্ = পুরাতনং = পুরাতন; সখ্যং = সখিত্বং = বন্ধুত্ব; ওকঃ = সেব্যং = সেব্য, সেবনীয়; শিবং = কল্যাণকরং ভবতি = কল্যাণকর হয়; কিঞ্চ = আর কি; হে নরা = নরৌ = অস্মদীয়স্য কর্ম্মণো নেতারৌ = আমাদের কর্মের হে নেতৃদ্বয়; যুবোঃ = যুবয়োঃ = আপনারা; দ্রবিণং = ধনং = ধনসম্পদ; জহ্নাব্যাং = জহ্নুকুলজায়াং ভবতি = জহ্নুকুলজাত হয়; শিবানি = সুখকরাণি = সুখকর; সখ্যা = সখ্যানি = বন্ধুত্ব; পুনঃপুনঃ কৃণ্বানাঃ = কুর্ব্বন্তঃ

= বারবার করতে করতে; সমানাঃ = হবিঃপ্রদানেন উপকারকত্বাৎ মিত্রভূতা বয়ং = হবিঃপ্রদানের দ্বারা মিত্রভূত আমরা; মধ্বা = মদকরেণ সোমেন = মদকর সোমরসের দ্বারা; যুবাং = সহ যুগপৎ = আপনাদের সঙ্গে; নু = ক্ষিপ্রং = দ্রুত; মদেম = হর্ষয়েম = হৃষ্ট হব (হর্ষসূচক মদ্ ধাতুর আশীর্লিঙ্)।

৭

অশ্বিনা বায়ুনা যুবং সুদক্ষা
নিযুদ্ভিশ্চ সুজোষসা যুবানা।
নাসত্যা তিরোঅহ্ন্যং জুষাণা
সোমং পিবতমস্রিধা সুদানূ।।

অশ্বিনা। বায়ুনা। যুবম্। সুদক্ষা।
নিযুৎভিঃ। চ। সজোষসা। যুবানা।
নাসত্যা। তিরঃঅহ্ন্যম্। জুষাণা।
সোমম্। পিবতম্। অস্রিধা। সুদানূ।

অশ্বিনা— হে অশ্বিদ্বয়।
যুবম্— আপনারা হলেন।
সুদক্ষা— সুদক্ষ।
বায়ুনা নিযুৎভিঃ চ সজোষসা— বায়ু ও নিযুত্‌গণের সঙ্গে (সা)।

[নিযুতেরা বায়ুর বাহন—দ্র. 'বায়ুর্ন নিযুতঃ' (৩।৩৫।১)। অনেক জায়গায় তাদের উল্লেখ (১।১২১।৩), (১।১৬৭।২), (৩।৩১।১৪) ইত্যাদি। মোটের ওপর নিযুতেরা প্রাণশক্তির বাহন। তু. দেহের নাড়ী জাল, যোগে যারা বায়ুর সঞ্চরণমার্গ। লক্ষণীয়, নিযুতেরা শুধু বায়ুরই বাহন নয়। সুতরাং যে-কোনও দেবতার বেলায় চিৎশক্তির সঞ্চরণপথই নিযুৎ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাড়ী। দ্র. ৩।৩১।১৪। বায়ু অন্তরিক্ষস্থান দেবতা। অথর্ববেদে 'বায়ুরন্তরিক্ষস্যাধিপতিঃ' (৫।২৪।৮); মধ্যস্থান চিৎশক্তির তিনটি রূপ, —বাত, বায়ু, মরুৎ। ভূতশক্তি প্রাণময় হয়ে উঠেছে বায়ুতে (৩।৪৯।৪)। 'সজোষসঃ'— দেবতারা সবাই 'সজোষসঃ'—পরস্পরের মধ্যে ছন্দ বজায় রেখে চলেন (৩।২০।১); সুষম হয়ে, কোনও বিরোধ না ঘটিয়ে (৩।২২।৪)।] বায়ু ও নিযুৎগণের সঙ্গে সুষম হয়ে।

যুবানা— চিরযৌবনশালী, চিরনবীন।

নাসত্যা— অসত্যরহিত, অসত্যের সঙ্গে আপোষহীন।

অস্রিধা— অহিংসক; অপক্ষপাতী।

সুদানূ— দানশীল।

তিরো অহ্ন্যম্— দিবসের শেষে, দিবস তিরোহিত হওয়ার আগে।

জুষাণা সোমম্— সেবনীয় সোমরস অমৃতচেতনার।

পিবতম্— পান করুন (আহুতি দেওয়া এই সোমরস)।

অশ্বিদ্বয়ের কথা চলেছে, সম্বোধন করা হচ্ছে তাঁদের। অচিত্তির আঁধার চিরে এই দুটি কিরণদেবতা আসেন, তাঁদের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। অশেষ তাঁদের গুণাবলী, —এই ঋক্‌টিতে তাদের কয়েকটি তুলে ধরা হয়েছে। তাঁরা কর্মদক্ষ, দানশীল, অপক্ষপাতী, অসত্যের সঙ্গে আপোষ করেন না; তাঁদের তারুণ্য চিরন্তন। এই পাঁচটি গুণের সমাহার দেখতে পাচ্ছি ঋক্‌টিতে। আর তাঁরা সৌষম্য বজায় রেখে চলেন প্রাণশক্তি বায়ু আর তাঁর বাহন নিযুতদের সঙ্গে। নিযুতেরা চিৎশক্তির সঞ্চরণপথ; অশ্বিদ্বয়ের বেলাতেও এটি প্রযোজ্য। সারাদিন ধরে আমাদের কর্মযজ্ঞ চলে; দিনের শেষে আমাদের আহুতি দেওয়া অমৃতচেতনার সোমরস তাঁরা পান করুন, আমাদের সাধনা সফল করে।

আমরা যেন তাঁদের মতো গুণান্বিত হই। আমাদের চলার পথ তাঁদের মত সত্যাশ্রয়ী হয়।

হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা সুদক্ষ, দানশীল, পক্ষপাতশূন্য, চিরনবীন। অসত্যের সঙ্গে আপনারা আপোষ করেন না। প্রাণশক্তি বায়ু আর তাঁর বাহন নিযুতদের সঙ্গে আপনাদের সৌষম্য। দিনের শেষে আমাদের আহুতি দেওয়া সোমরস আপনারা পান করুন।

অশ্বিদ্বয় আপনারা সুদক্ষ, নিত্যসঙ্গী বায়ু আর নিযুতদের;
চিরনবীন, আপোষ করেন না কোনও অসত্যের সাথে।
পক্ষপাতশূন্য, দানশীল, সারাদিনের শেষে
আমাদের আহুতির সোমরস পান করেন এসে।।

সায়ণভাষ্য— সুদক্ষা শোভনসামর্থ্যোপেতৌ যুবানা নিত্যতরুণৌ নাসত্যা ন বিদ্যতে অসত্যম্ যয়োস্তৌ সুদানূ শোভনফলস্য দাতারৌ হে অশ্বিনৌ! বায়ুনা নিযুদ্ভিশ্চ সজোষসা সঙ্গতৌ জুষাণা সোমবিষয়প্রীতিযুক্তৌ অস্রিধা অনুপক্ষীণৌ যুবং যুবাং তিরো অহ্ন্যং অহ্ন্য তিরোহিতে হূয়মানমিমং সোমং পিবতম্।

ভাষ্যানুবাদ—সুদক্ষা = শোভন সামর্থ্যোপেতৌ = শোভন ও সামর্থ্যযক্ত; যুবানা = নিত্যতরুণৌ = চিরনবীন; নাসত্যা = ন বিদ্যতে অসত্যং যয়োঃ তৌ = যাঁদের ভিতরে কোনও রকম অসত্য নাই, অসত্য রহিত; সুদানূ = শোভনফলস্য দাতারৌ হে অশ্বিনৌ! = শোভনফলদাতা হে অশ্বিদ্বয়; বায়ুনা নিযুদ্ভিঃ চ সজোষসা = সঙ্গতৌ = বায়ু ও নিযুতগণের সঙ্গে; জুষাণা = সোমবিষয়প্রীতিযুক্তৌ = সোমবিষয়ক প্রীতিযুক্ত; অস্রিধা = অনুপক্ষীণৌ = অহিংসক, অপক্ষপাত; যুবং = যুবাং = আপনারা উভয়ে; তিরো অহ্ন্যং =

অহ্ন্যতিরোহিতে = দিবসের শেষে; হুয়মানম্ ইমং সোমং পিবতম্ = আহুতি দেওয়া হচ্ছে এই সোম পান করুন।

৮

অশ্বিনা পরি বামিষঃ পুরূচী
রীয়ুর্গীর্ভির্যতমানা অমৃধ্রাঃ।
রথো হ বামৃতজা অদ্রিজূতঃ
পরি দ্যাবাপৃথিবী যাতি সদ্যঃ।।

অশ্বিনা। পরি। বাম্। ইষঃ। পুরূচীঃ।
ঈয়ুঃ। গীঃভিঃ। যতমানাঃ। অমৃধ্রাঃ।
রথঃ। হ। বাম্। ঋতজাঃ। অদ্রিজূতঃ।
পরি। দ্যাবাপৃথিবী। যাতি। সদ্যঃ।

অশ্বিনা— হে অশ্বিদ্বয়।
বাম্— আপনাদের।
পুরূচীঃ— সুপ্রচুর হব্য অন্নাদি।
পরি ঈয়ুঃ— চারদিক থেকে যাচ্ছে।
অমৃধ্রাঃ— অনিন্দিত।
যতমানাঃ— কর্মে প্রযত্নশীল (স্তোতৃবৃন্দ)।
গীর্ভিঃ— [সুরের স্তবকে। আগে গান, তারপর প্রশস্তি; সুর চেতনাকে ছন্দোময় করে। গীঃ <√ গৃ (গান করা), √গৃ (জেগে ওঠা);

ভোরের আলোয় পাখিরা জেগে উঠে গান করে—এই ছবিই মনে আসে (৩।১।৩, ৩।৫।২)] বোধনবাণীতে, বৈতালিকী সঙ্গীতের দ্বারা। কী করছেন? সেবা করছেন, ঘুম ভাঙ্গাচ্ছেন।

ঋতজাঃ— ঋত বা বিশ্বলীলার ছন্দ হতে জাত। এখানে অশ্বিদ্বয়ের রথের বিশেষণ। বিশ্বের ছন্দ হল ঋত; তার সঙ্গে জীবনের ছন্দকে মিলিয়ে নেওয়াই বৈদিক সাধনার রহস্য। (৩।৬।১০, ৩।৫৪।১৩)।

অদ্রিজূতঃ— ['অদ্রি' সাধারণ অর্থে পর্বত; তবে বৃষ্টিজল ধারণ করে এই অর্থে মেঘ। 'অদ্রি' আবার বিশেষ করে সোম ছেঁচবার পাথর। তার থেকে সোমরসের আভাস পাচ্ছি] এখানে মেঘ-সংলগ্ন।

রথঃ— ['রথঃ' < √ ঋ + থ; অথবা √ ঋ (ৎ) ‖ রত্ ‖ রথ্ (চলা; তু. Lat. rotare 'to turn like a wheel') । রথ, বাহন আর রথী—তিনটি নিয়ে একটি ত্রিপুটী। এরা যথাক্রমে অন্ন, প্রাণ আর চেতনার, উপনিষদ্ দৃষ্টিতে শরীর, ইন্দ্রিয় আর আত্মার প্রতীক। রথ গতিশীল কিন্তু তার গতি 'আগন্তুক'; গতি আসছে চেতন কিন্তু নিয়ম্য বাহন হতে; তার গতি আবার আসছে নিয়ন্তা রথী হতে। সমস্ত জড়জগৎই এমনি করে দেবতার রথ,—প্রাণদ্বারা বাহিত, চৈতন্য দ্বারা অধিষ্ঠিত —৩।৪৯।৪।] রথ (আপনাদের)।

বাম্— আপনাদের।

দ্যাবাপৃথিবী— দ্যুলোকভূলোক। 'দ্যাবাপৃথিবীর' ভাবরূপ ঋগ্বেদে বহুজায়গায়; গায়ত্রীমণ্ডলের পঞ্চম খণ্ড থেকে কিছু উদ্ধৃতি : আমাদের বৃহৎ-জ্যোতির পথে চলায় সুমঙ্গল দিশারী (পৃ. ১৭৪); ঋতের উৎসমূলে দুটি তপোদীপ্তি, আনন্দে মাতাল (পৃ. ১৮৪); দুজনে সমান, তবুও ছাড়াছাড়া, ধ্রুবপদে নিত্য জেগে আছেন (পৃ. ১৮৭); তাঁদের পানে বিপুল সুরের আগুন জ্বালিয়ে তুলছে সাধকের হৃদয় (পৃ. ১৬৮); দেবগণকে ধারণ করেও টলছেন না, সব-কিছুর পতি সেই 'এক' (পৃ. ১৯৫); তাঁদের জেনে পূর্বজেরা আমাদের কাছে সত্যকে বলেছেন—তাঁরা 'ঋতাবরী রোদসী' (পৃ. ১৭৭)।

সদ্যঃ— সাথে সাথে।

পরিযাতি— পরিপ্লাবিত করে ফেলে, চারদিক ছেয়ে ফেলে।

অশ্বিদ্বয়কে সম্বোধন করে তাঁদের প্রশস্তি চলেছে। আমাদের যজ্ঞের বহুবিধ উৎসর্গ দ্রব্যাদি চারদিক থেকে তাঁদের জন্য যাচ্ছে, তাঁরা দুজনে তা গ্রহণ করে আমাদের যজ্ঞসাধনাকে সার্থক করবেন। আবার আমাদের স্তোতৃবৃন্দ নিষ্ঠাভরে অনিন্দিত কণ্ঠে বোধনবাণীতে যেন তাঁদের ঘুম ভাঙ্গাচ্ছেন; তাঁদের বৈতালিকী সঙ্গীত মনে করায় ভোরের আলোয় পাখিদের জেগে উঠে গান করা। তাঁদের সুর চেতনাকে ছন্দোময় করে। অশ্বিদ্বয় আনন্দ-মুখর হন। অশ্বিদ্বয়ের রথ ঋত বা বিশ্বলীলার ছন্দ হতে জাত, তা মেঘ-সংলগ্ন, মধু-বর্ষণের ইঙ্গিত সেখানে। এই রথের গতি আসছে চেতন কিন্তু নিয়ম্য অশ্বিদ্বয়ের বাহন হতে; তার গতি আবার আসছে নিয়ন্তা রথী অশ্বিদ্বয় হতে। বস্তুত, সমস্ত জড়জগৎই এমনি করে তাঁদের রথ,—প্রাণদ্বারা বাহিত, চৈতন্য দ্বারা অধিষ্ঠিত। তাতে সাথে-সাথে দ্যুলোকভূলোক পরিপ্লাবিত হয়। আনন্দচেতনার স্রোত বইতে থাকে সর্বত্র।

হে অশ্বিদ্বয়, বহুবিধ হব্যাদি আপনাদের উদ্দেশে চারদিক থেকে যাচ্ছে; আবার প্রযত্নশীল স্তোতৃবৃন্দ অনিন্দিত স্তোত্রগানে আপনাদের নন্দিত করছেন। আপনাদের রথ বিশ্বলীলার ছন্দ হতে জাত, তা মেঘ-সংলগ্ন, মধুবর্ষী। দ্যাবাপৃথিবী তাতে সাথে-সাথে পরিপ্লাবিত হয়।

অশ্বিদ্বয়, হব্যদ্রব্যাদি আপনাদের জন্য চারদিক থেকে,
স্তোতৃবৃন্দ নিষ্ঠাভরে গাইছেন প্রভাতী স্তুতি।
বিশ্বলীলার ছন্দ হতে জাত, মধুবর্ষী রথ আপনাদের,
দ্যুলোক-ভূলোক পরিপ্লুত করে তা সাথে-সাথে।।

সায়ণভাষ্য— হে অশ্বিনৌ! পুরূচীঃ পুরুতম মঞ্চাতি গচ্ছন্তীতি পুরূচীঃ বহূনি ইষে হবির্লক্ষণান্যন্নানি বাং যুবাং পরীয়ুঃ পরিতো গচ্ছন্তি যথা অমৃধ্রাঃ কেনাপ্যতিরস্কৃতাঃ যতমানাঃ কর্ম্মণি প্রবর্ত্তমানাঃ স্তোতারঃ গীর্ভিঃ স্তুতিলক্ষণাভির্ব্বাক্ভির্যুবাং পরিচরন্তি। ঋতজ ঋতস্যোদকস্য জনয়িতা ঋতে যজ্ঞে প্রাদুর্ভবতীতি বা অদ্রিজূতঃ স্তোতৃভিরাকৃষ্টঃ বাং যুবয়োঃ রথঃ দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ সদ্যস্তদানীমেব পরিযাতিহ সর্ব্বতঃ প্রাপ্নোতি খলু। অশ্বিনো রথস্য বেগবত্বে মন্ত্রবর্ণঃ —যো বামশ্বিনা মনসো জবীয়ান্রথঃ স্বশ্বো বিশ্ আদিগাতীতি (ঋ.স. ১।৮।১৩)। অতঃ কারণাদস্মদীয়ং যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছতমিতি ভাবঃ।

ভাষ্যানুবাদ— অশ্বিনৌ = হে অশ্বিদ্বয়; পুরূচীঃ = পুরুতম মঞ্চতি গচ্ছন্তি ইতি পুরূচীঃ বহূনি ইষে হবির্লক্ষণানি অন্নানি = সুপ্রচুর হব্য অন্নাদি; বাং = যুবাং = আপনাদের দিকে—√হ + লিট্; পরি + ঈয়ুঃ = পরিতো গচ্ছন্তি = চারদিক দিয়ে যাচ্ছে; যথা = যেমন; অমৃধ্রাঃ = কেনাপি অতিরস্কৃতাঃ = অনিন্দিত; যতমানাঃ = কর্ম্মাণি প্রবর্ত্তমানাঃ = কর্মে প্রযত্নশীল; স্তোতারঃ = স্তোতৃবৃন্দ; গীর্ভি = স্তুতিলক্ষণাভিঃ বাগভিঃ যুবাং পরিচরন্তি = স্তুতিলক্ষণাত্মক বাক্যসমূহদ্বারা আপনাদের সেবা করছেন; ঋতজ = ঋতস্য উদকস্য জনয়িতা = জলের সৃষ্টিকারী মেঘ অথবা ঋতে যজ্ঞে প্রাদুর্ভবতি ইতি বা = যজ্ঞের দ্বারা আবির্ভূত হয় মেঘ; অদ্রিজূতঃ = স্তোতৃভি আকৃষ্টঃ = মেঘসংলগ্ন; বাং = যুবয়ো = আপনাদের; রথঃ = রথ; দ্যাবাপৃথিবী = দ্যাবাপৃথিব্যৌ = দ্যুলোকভূলোক; সদ্যঃ = তদানীমেব = সঙ্গে সঙ্গে; পরিযাতি = সর্ব্বতঃ প্রাপ্নোতি খলু = চারদিক ছেয়ে ফেলে; অশ্বিনো রথস্য বেগবত্বে মন্ত্রবর্ণঃ= অশ্বিদ্বয়ের রথের বেগ সম্পর্কে ঋক্ সংহিতায় এই মন্ত্রটি কথিত — যো বামশ্বিনা মনসো জবীয়ান্ রথঃ স্বশ্বো বিশ্ আদিগাতি ইতি (ঋ.স. ১।৮।১৩); অতঃ কারণাৎ অস্মদীয়ং যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছতম্

ইতি ভাবঃ = এই কারণে আপনারা আমাদের যজ্ঞে আসুন এইভাব।

৯

অশ্বিনা মধুষুত্তমো যুবাকুঃ
সোমস্তং পাতমা গতং দুরোণে।
রথো হ বাং ভূরি বর্পঃ করিক্রৎ
সুতাবতো নিষ্কৃতমাগমিষ্ঠঃ।।

অশ্বিনা। মধুষুত্তমঃ। যুবাকুঃ।
সোমঃ। তম্। পাতম্। আ। গতম্। দুরোণে।
রথঃ। হ। বাম্। ভূরি। বর্পঃ। করিক্রৎ।
সুতাবতঃ। নিষ্কৃতম্। আগমিষ্ঠঃ।

অশ্বিনা— হে অশ্বিদ্বয়।

সোমঃ— সোমরস। যাজ্ঞিকের সোম লতাবিশেষ, তাকে ছেঁচে দেবতার উদ্দেশে তার রস আগুনে আহুতি দেওয়া হয়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোমলতা সুষুম্ণা নাড়ী। ঊর্ধ্বস্রোতার সাধনায় তার ভিতর দিয়ে রসচেতনা উজান বেয়ে সহস্রারে পৌঁছয় যখন, তখন পার্থিব-সোম রূপান্তরিত হয় দিব্য-সোমে। এই দিব্য-সোম আনন্দময় অমৃতচেতনা। (দ্র. ৩।১।১)।

মধুযুত্তমঃ— অত্যন্ত মধুর; সুমধুর।

যুবাকুঃ— আপনাদের কামনা করে প্রতীক্ষা করছে।

তম্— সেই (সোমরসকে)।

দুরোণে— (আমাদের) গৃহে, ঘরে। (আমাদের) আধারে (৩।১৮।৫)।

আগতম্— আসুন।

পাতম্— পান করুন।

বাম্— আপনাদের।

রথঃ— রথ (দ্র. পূর্ব ঋক্)।

ভূরি বর্পঃ— [প্রভূত তেজ (সা)। বর্প < √ বৃ > বর্ণ, রূপ; ঝলমল রূপ, অদ্ভুত রূপ —৩।৩৪।৩] প্রভূত জ্যোতি।

করিক্রৎ— বারবার করতে করতে; দিতে-দিতে।

সুতাবতঃ— অভিষুত সোমরসসমৃদ্ধ; আনন্দময়।

নিষ্কৃতম্— সুসংস্কৃত গৃহে (এই)। সুসংস্কৃত আধারে।

আগমিষ্ঠঃ হ— বিশেষভাবে আসুন নিশ্চিতরূপে।

এই সূক্তের শেষ ঋকটিতে ঋষি বিশ্বামিত্র অশ্বিদ্বয়ের 'রথে'র কথা আবার এনেছেন। অশ্বিদ্বয়ের রথ বিশ্বলীলার ছন্দ হতে জাত, মধু-বর্ষণের ইঙ্গিত সেখানে। বস্তুত আমাদের 'আধার'ও তাঁদের রথ,—প্রাণদ্বারা বাহিত, চৈতন্য দ্বারা অধিষ্ঠিত। আমাদের আহুতির মধুরতম সোমরস, যা দিব্য-সোম হয়ে আনন্দময় অমৃতচেতনায় রূপান্তরিত হয়, তা আপনাদের আস্বাদনের প্রতীক্ষায়। আপনারা আমাদের আধারে, সেই যজ্ঞস্থলে, এসে সেই সুষুম্ণবাহী সোমরস পান করুন। আসুন বিশেষভাবে নিশ্চিতরূপে, আপনাদের অপরূপ জ্যোতির্ময় রথে, বারে-বারে আনন্দ সৃষ্টি করতে করতে, এই সুসংস্কৃত আধারে যা অভিষুত সোমরসে সমৃদ্ধ, আনন্দময়।

হে অশ্বিদ্বয়, অতি সুমধুর সোমরস আপনাদের প্রতীক্ষায়; আমাদের আধারে নেমে এসে আপনারা তা পান করুন। আসুন সুনিশ্চিতরূপে, বারবার সৃষ্টিকারী আপনাদের জ্যোতির্ময় রথে এই আধারে, যা সোমরসসমৃদ্ধ, সুসংস্কৃত, আনন্দময়।

হে অশ্বিদ্বয়, মধুরতম সোমরস আপনাদের প্রতীক্ষায়,
পান করুন তা এসে আমাদের আধারে।
জ্যোতির্ময় আপনাদের রথ, আসুন তাতে বারে-বারে,
নিশ্চিতরূপে,
এই সুসংস্কৃত আধারে, যা আনন্দময় সোমরসে।।

সায়ণভাষ্য— হে অশ্বিনৌ! যঃ সোমঃ মধুযুত্তমঃ মধুরসমত্যন্তং প্রেরয়ন্ যুবাকুর্যুবাং কাময়মানো বর্ত্ততে। যদ্বা যুবাকুর্ব্বসতীবরী প্রভৃতিভির্ম্মিশ্রিত ইত্যর্থঃ তমিমং সোমং পাতং পিবতং। দুরোণেঽস্মাকং গৃহে আগতমাগচ্ছতং ভূরি প্রভূতং বর্পো বারকং তেজঃ সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ং ধনং বা করিক্রৎ পুনঃপুনঃ কুর্ব্বন্ বাং যুবয়ো রথঃ সুতবতঃ সোমমভিযুত বতো যজমানস্ত নিষ্কৃতং নিরিত্যেয সমিত্যেতস্য স্থানে ইতি যাস্কঃ (নি. ১২।৭) সংস্কারি যদ্বা সংস্কৃতং গৃহমাগমিষ্ঠঃ হ অতিশয়েনাগচ্ছন্ ভবতি খলু।

ভাষ্যানুবাদ—অশ্বিনা = অশ্বিনৌ = হে অশ্বিদ্বয়; যঃ সোমঃ = যে সোমরস; মধুযুত্তমঃ = মধুরসম্ অত্যন্তং প্রেরয়ন্ = অত্যন্ত সুমধুর; যুবাকুঃ = যুবাং কাময়মানঃ বর্ত্ততে = আপনাদের কামনা করে অপেক্ষা করছে; যদ্বা যুবাকুর্ব্বসতীবরী প্রভৃতি ভির্ম্মি শ্রিত ইত্যর্থঃ = অথবা যুবাকুঃ বসতীবরী ইত্যাদি সংমিশ্রিত সোমরস; তং = ইমং সোমং = এই সোমরস ; পাতং = পিবতং = পান করতে; দুরোণে = অস্মাকং গৃহে = আমাদের ঘরে; আগতম্ = আগচ্ছতং = আসুন;

ভূরি = প্রভূতং = প্রভূত; বর্পঃ = বারকং তেজঃ সর্ব্বৈঃ বরণীয়ং ধনং বা = বরণীয় তেজ বা সর্ববরণীয় ধনসম্পদ; করিক্রৎ = পুনঃ পুনঃ কুর্ব্বন্ = বারবার করতে করতে; বাং = যুবয়োঃ = আপনাদের; রথঃ = রথ; = সুতবতঃ = সোমম্ অভিষুতবতো যজমানস্ত = পরিস্রুত সোমরস সংযুক্ত; নিষ্কৃতং = নিরিত্যেষ সমিত্যেতস্য স্থানে ইতি যাস্কঃ (নি. ১২।৭) সংস্কারি = নিরতিশয় সুসংস্কৃত মিলনস্থলে—যাস্ক (নিরুক্ত ১২।৭); যদ্বা সংস্কৃতং গৃহং = অথবা সুসংস্কৃত সুপরিচ্ছন্ন গৃহে; আগমিষ্ঠঃ হ = অতিশয়েন আগচ্ছন্ ভবতি খলু = বিশেষভাবে আসুন নিশ্চিতরূপে।

গায়ত্রী মণ্ডল, মিত্র দেবতা
ঊনষষ্টিতম সূক্ত

নয়টি ঋক্ এই সূক্তটিতে। দেবতা মিত্র, ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দ প্রথম পাঁচটির ত্রিষ্টুপ্, শেষের চারটির গায়ত্রী। অগ্নিহোত্রাদি কর্মে এই সূক্তটির বিনিয়োগ দেখা যায়। বলা বাহুল্য, মিত্রের বহুবিধ প্রশস্তি এই সূক্তটির মধ্যে। ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ দেবত্রয় বরুণ-মিত্র-অর্যমার একসঙ্গে নাম করা হয়েছে অনেকবার। তাঁরা তিনজনেই অদিতির পুত্র, অতএব আদিত্য (৮।৪৭।৯)। যিনি সব-কিছু আবৃত করে আছেন, সেই বরুণ ব্রহ্মের সদ্‌ভাবের দ্যোতক; মিত্র সেই সত্তার বুকে বিশ্বচেতনার দীপ্তি। বরুণ-মিত্র-অর্যমাই বেদান্তের সৎ-চিৎ-আনন্দ—তাঁরা তিনে এক, একে তিন। (গা.ম.৫ম খণ্ড-পৃ. ২৫২)।

১

মিত্রো জনান্ যাতয়তি ব্রুবাণো

মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্।

মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভি চষ্টে

মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত।।

মিত্রঃ। জনান্। যাতয়তি। ব্রুবাণঃ।
মিত্রঃ। দাধার। পৃথিবীম্। উত। দ্যাম্।
মিত্রঃ। কৃষ্টীঃ। অনিমিষা। অভি। চষ্টে।
মিত্রায়। হব্যম্। ঘৃতবৎ। জুহোত।

ব্রুবাণঃ— সশব্দে। স্তবও বোঝাতে পারে।

মিত্রঃ— আদিত্য; সূর্য। আদিত্যেরা একজায়গায় ছ'জন—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ (২।২৭।১); আবার আছে 'দেবা আদিত্যা যে সপ্ত' (৯।১১৪।৩); অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতেঃ (১০।৭২।৮)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অদিতির আটপুত্র; শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্য। মোটের ওপর ঋগ্বেদের আদিত্যগণ হলেন; বরুণ মিত্র অর্যমা, সবিতা ভগ সূর্য, ইন্দ্র দক্ষ অংশ; সবার শেষে মার্তণ্ড। এর মধ্যে প্রথম তিনজনই আদিত্যদের মধ্যে প্রধান, তাঁরা আবার ভাবরূপও। (গা.ম. ৫ম খণ্ড—পৃ. ২৩১, ২৩২)। তবে 'মিত্র'কে সূর্যবাচী করেছেন সায়ণ।

জনান্— মানুষদের।

যাতয়তি— কাজকর্মে নিযুক্ত করেন।

পৃথিবীম্— পৃথিবীকে।

উত— এবং।

দ্যাম্— দ্যুলোক। (পৃথিবীকে নিয়ে ভূলোকদ্যুলোক)।

দাধার— ধারণ করে আছেন।

কৃষ্টীঃ— কর্মশীল মানুষদের। কর্মশীল জীবজগৎও হতে পারে। [ঋ. ৩।৪৩।৭—যারা চাষ করে; অতন্দ্র সাধক।]

অনিমিষা— নির্নিমেষ লোচনে।

অভি চষ্টে— সর্বতোভাবে দেখছেন।

মিত্রায়— মিত্রের উদ্দেশে; মিত্র দেবতাকে।

ঘৃতবৎ হব্যম্— ঘৃতাদিযুক্ত হবনীয় সামগ্রী। ঘৃত প্রদীপ্ত।
জুহোত— আহুতি প্রদান কর। কিসের? হবির। হবির পরম রূপ সোম বা আনন্দময় অমৃতচেতনা (৩।২৬।৭)।

মিত্রদেবতার একটি অপূর্ব চিত্র! মিত্র একজন প্রধান আদিত্য, আলোকময়, বিশ্বচেতনার দীপ্তি। মিত্রকে সূর্যার্থক মনে করলে (যেমন সায়ণ করেছেন) আমাদের সারাদিনের অনেক ক্রিয়া-কর্মে তাঁর স্পর্শ আরো প্রস্ফুট হয়। সকালবেলায় আরম্ভ হয় জীবজগতের দৈনন্দিন কার্যাদি, তাকে সশব্দ মনে করা যেতে পারে। আবার, সকালে আরম্ভ হয় সঙ্গীতমুখর স্তোত্রাদি, যাদের কম্পনকে আদিত্যরশ্মির সূক্ষ্ম কম্পনের সঙ্গে মেলানো যেতে পারে। আবার এই আদিত্য স্পর্শ করছেন, ধরে আছেন, দ্যাবাপৃথিবীকে; অফুরন্ত চেতনার ভাণ্ডার তাঁর রশ্মি দ্যুলোক থেকে নেমে আসছে ভূলোকে। মিত্রচক্ষু, যা অপলক; তা এই বিশ্বচরাচরের সাক্ষী, সর্বতোভাবে দেখছেন আমাদের সবকিছু, —আকর্ষণ করছেন আমাদের চৈতন্যলোকাভিমুখী হওয়ার জন্য। আমাদের আনন্দময় প্রদীপ্ত অমৃতচেতনা আমরা আহুতি দিই এই মিত্রদেবতাকে।

মিত্রদেবতা আমাদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করছেন, —যা কম্পনের সৃষ্টি করে শব্দরূপে স্থূলে, আর স্তুতিরূপে হৃদয়ে। মিত্রদেব ধরে আছেন এই ভূলোক আর দ্যুলোককে,—তিনি ব্রহ্মসত্তার বুকে বিশ্বচেতনার দীপ্তি। অনিমেষ নয়নে দেখছেন সর্বতোভাবে ভূলোকের কর্মশীল জীবজগৎ। আমরা আহুতি দিই তাঁর উদ্দেশে আমাদের প্রদীপ্ত হবি।

মিত্র আমাদের চেতন করেন, তাঁর কম্পন দিয়ে,
ধারণ করে আছেন তিনি, দ্যুলোক ও পৃথিবী।
দেখছেন তিনি অনিমিখে, সব সাধকদের,
দিই আমরা তাঁর উদ্দেশে, ঘৃতযুক্ত হবি।।

সায়ণভাষ্য— ব্রুবাণঃ স্তূয়মানঃ শব্দং কুর্ব্বাণো বা মিত্র প্রকর্ষেণ সর্বৈর্মীয়তে তথা সর্বান্ বৃষ্টিপ্রদানেন ত্রায়ত ইতি বা মিত্রঃ সূর্য্যঃ জনান্ কর্ষকাদিজনান্ যাতয়তি কৃষ্যাদিকর্ম্মং প্রযত্নং কারয়তি। তথা মিত্র এব পৃথিবীং উতাপিচ দ্যাং এতাবুভৌ লোকৌ বৃষ্টিদ্বারান্নং যাগাংশ্চ জনয়ন্ দাধার ধারয়তি। তথা সতি মিত্রঃ অনিমিষা অনিমিষণেনানুগ্রহদৃষ্ট্যা কৃষ্টাঃ কর্ম্মেবতো মনুষ্যানভিচষ্টে সর্ব্বতঃ পশ্যতি। এতৎ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা হে ঋত্বিজঃ! ঘৃতবদুপস্তরণাভিধারণযুক্তং হব্যং হবনযোগ্যং পুরোডাশাদিকং তস্মৈ মিত্রায় দেবায় জুহোত জুহুত প্রযচ্ছতেত্যর্থঃ। উক্তার্থং যাস্কো ব্রবীতি—মিত্রো জনানা যাতয়তি ব্রুবাণঃ শব্দং কুর্ব্বন্ মিত্র এব ধারয়তি পৃথিবীং চ দিবং চ মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষন্নভিবিপশ্যতীতি কৃষ্টয় ইতি মনুষ্যনাম্ কর্ম্মবন্তো ভবন্তি। বিকৃষ্টদেহা বা মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোতীতি ব্যাখ্যাতং। জুহোতির্দ্দানকর্ম্মেতি চ (নি.১০।২২)।

ভাষ্যানুবাদ—ব্রুবাণঃ = স্তূয়মানঃ শব্দং কুর্ব্বাণো বা = স্তব করা হচ্ছে বা শব্দকারী; মিত্রঃ = প্রকর্ষেণ সর্বৈঃ মীয়তে তথা সর্বান্ বৃষ্টিপ্রদানেন প্রায়ত ইতি বা মিত্রঃ সূর্য্যঃ; জনান্ = কর্ষকাদিজনান্ = কর্ষকাদি জনকে; যাতয়তি = কৃষ্যাদিকর্ম্মং প্রযত্নং কারয়তি = কৃষি আদি কর্মে প্রযত্নশীল করেন—প্রযত্নাত্মক 'যৎ' ধাতু ণিজন্তে লট্; তথা মিত্র এব পৃথিবীং উত অপিচ দ্যাং এতৌ উভৌ লোকৌ বৃষ্টিদ্বারা অন্নং যাগাংশ্চ জনয়ন্ দাধার = ধারয়তি = অর্থাৎ পৃথিবী এবং দ্যুলোক এই উভয় লোককে বৃষ্টিদ্বারা অন্নাদি উৎপন্ন করিয়ে যজ্ঞাদি সম্ভব করে এই উভয় লোককে মিত্র ধারণ করেন, পালন করেন; তথা সতি মিত্রঃ = সেরকম হওয়ায় মিত্র; অনিমিষা = অনিমিষণেন অনুগ্রহদৃষ্ট্যা = নির্নিমেষ অনুগ্রহদৃষ্টি দ্বারা; কৃষ্টীঃ = কর্ম্মেবতো মনুষ্যান্ = কর্মপর মনুষ্যদের; অভিচষ্টে = সর্ব্বতঃ পশ্যতি = সর্বতোভাবে দেখেন; এতৎ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা হে ঋত্বিজ = এইসব

জেনে হে ঋত্বিকগণ; ঘৃতবৎ = উপস্তরণাভিধারণযুক্তং = ঘৃতাদিযুক্ত; হব্যং = হবনযোগ্যং পুরোডাশাদিকং তস্মৈ মিত্রায় দেবায় = হব্য পুরোডাশাদি মিত্র দেবতাকে; জুহোত = জুহুত প্রযচ্ছত ইত্যর্থঃ = আহুতি দাও, দান কর; উক্তার্থং যাস্কো ব্রবীতি = এই মন্ত্রের যাস্ক নিরুক্তে নিম্নরূপ ভাষ্য দিয়েছেন—মিত্র জনানা যাতয়তি = মিত্র মানুষদের স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত করেন ; ব্রুবাণঃ = শব্দং কুর্ব্বন্ = সশব্দে; মিত্র এব ধারয়তি পৃথিবীং চ দিবং চ = মিত্র পৃথিবী ও দ্যুলোক ধারণ করছেন; মিত্রঃ কৃষ্টীঃ অনিমিষন্ অভিবিপশ্যতি ইতি = মিত্র কৃষ্টীদের অনিমেষ লোচনে দেখছেন; কৃষ্টয়= ইতি = মনুষ্যানাম্ কর্ম্মবন্তো ভবন্তি = কৃষ্টি মানে কর্মপরায়ণ মনুষ্য। বিকৃষ্টদেহা বা মিত্রায় হব্যং ঘৃতবৎ জুহোতি ইতি ব্যাখ্যাতং। জুহোতিঃ দান কর্ম্মেভি চ = জুহোতি মানে দান করে (নিরুক্ত ১০।২২)।

২

প্র স মিত্র মর্তো অস্ত প্রযস্বান্
যস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন।

ন হন্যতে ন জীয়তে ত্বোতো
নৈনমংহো অশ্নোত্যন্তিতো ন দূরাৎ।।

প্র। সঃ। মিত্র। মর্তঃ। অস্তু। প্রযস্বান্।
যঃ। তে। আদিত্য। শিক্ষতি। ব্রতেন।
ন। হন্যতে। ন। জীয়তে। ত্বা। উতঃ।
ন। এনম্। অংহঃ। অশ্নোতি। অন্তিতঃ। ন। দূরাৎ।

মিত্র— হে মিত্রদেব; হে আদিত্য।

সঃ মর্তঃ— সেই মানুষ, যে অমর নয়। (পৃথিবীও হতে পারে)।

প্রযস্বান্— [অন্নবান, সম্পদশালী (সা) (যজ্ঞসাধনায় অন্ন হোমদ্রব্য এবং প্রসাদ দুইই)। আবার প্রযঃ (নিঘ. 'অন্ন') < প্রী (খুশী হওয়া, খুশী করা)] তাই আনন্দের উপকরণ যার মধ্যে; যার আছে প্রীতির উপচার।

প্র অস্তু— হন।

যঃ— যিনি।

আদিত্য— (সম্বোধনে) হে আদিত্য (মিত্রই আদিত্য)।

তে— আপনাকে, তোমাকে।

ব্রতেন— [অনেক সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে বেছে নিলে তা হয় ব্রত, তা তখন অপ্রচ্যুত ও ধ্রুব। সুতরাং ব্রত হল স্থির সঙ্কল্প। দেবতার ব্রত বিশ্বের ঋতচ্ছন্দ। (৩।৬।৫)।] যজ্ঞদ্বারা, ব্রতনিয়মপূর্বক।

শিক্ষতি— সায়ণ বলছেন 'শিক্ষতি = হবির্লক্ষণম্ অন্নং দদাতি' অর্থাৎ হব্যাদিসহ অন্নদান করে। এতে অর্চনার ভাব পাওয়া যাচ্ছে।

ত্বা উতঃ— তোমার দ্বারা রক্ষিত।

ন হন্যতে, ন জীয়তে— কোনো কিছুতে আবদ্ধ হন না, কোন কিছুর দ্বারা বিজিত হন না।

এনম্— এই (মানুষকে)।

ন অন্তিতঃ, ন দূরাৎ— না কাছ থেকে, না দূর থেকে।

অংহঃ— ক্লিষ্ট চেতনার সঙ্কোচ (গা.ম. চতুর্থ খণ্ড-পৃ. ২০)। মুক্তি প্রধানত

অন্ধকারের আবরণ হতে মুক্তি, অজস্র জ্যোতিতে চেতনার উত্তরণ (তু. ৯।১০১।৭, ৯...)। অধিচিত্ত (psychological) দৃষ্টিতে তার আর একটি লক্ষণ 'অংহঃ' বা 'অংহুঃ' অর্থাৎ ক্লিষ্ট চেতনা হতে মুক্তি (গা.ম. ৫ম খণ্ড পৃ. ২৫৬)।

অশ্নোতি— স্পর্শ করতে পারে।

দেবযজ্ঞে এই মন্ত্রটি পাঠ করে চরুহব্যাদি হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়ার বিশেষ প্রচলন ছিল। এই মরজগতের মানুষ, এই পৃথিবীর মানুষ কিন্তু মিত্রদেবের যজ্ঞের অধিকারী; আনন্দের উপকরণ আছে তার, আছে প্রীতির উপচার। আদিত্যদেবের যজ্ঞে তা হোমদ্রব্য এবং দেবতার প্রসাদ দুইই। মানুষের যজ্ঞসাধনার পরে দেবতার আনন্দচেতনা প্রসাদরূপে তার অন্তরে জেগে ওঠে। স্থির সঙ্কল্পে দেবতার যে-অর্চনা সে করে, তাতে তাঁর স্পর্শে সে তাঁর দ্বারা রক্ষিত হয়, কোনো কিছুতেই সে আবদ্ধ হয় না, কোনো কিছুই তাকে জয় করতে পারে না, তা দূর থেকেই হ'ক বা কাছ থেকেই হ'ক। ক্লিষ্ট চেতনার সঙ্কোচ থেকে, অন্ধকারের আবরণ থেকে সে মুক্তি পায়, তার লাভ হয় অজস্র জ্যোতিতে চেতনার উত্তরণ। অদিতিতনয় মিত্রের প্রসাদে কোনো পাপ তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। গীতার ভাষায় সে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' হয়।

হে মিত্রদেব, এই মর্ত্যের মরণশীল মানুষের আছে সেই আনন্দের উপচার। হে আদিত্য, স্থিরসঙ্কল্প সে তোমার যজ্ঞে, তার অর্ঘ্য হব্যাদিসহ অন্ন অন্তরেরও। তাকে তুমি রক্ষা কর, মুক্তি দাও, ক্লিষ্ট চেতনার সঙ্কোচ থেকে। সে তখন কোনও কিছুতেই আবদ্ধ হয় না, কোনও কিছু তাকে জয় করতে পারে না। না দূর, না নিকট থেকে, পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে।

মিত্রদেব, মরণশীল মানুষ মোরা কিন্তু আছে মোদের প্রীতির
উপচার। সংকল্পে স্থির মোরা, দিই আহুতি তব যজ্ঞে,
হব্যাদিসহ অন্ন অন্তরের। রক্ষক হও, মুক্তি দাও তুমি,
সব ক্লিষ্ট চেতনার সঙ্কোচ থেকে, ঊর্ধ্বে যাই সব পরাজয়ের।

সায়ণভাষ্য— হে আদিত্য! ব্রতেন যজ্ঞেন যুক্তো যো মনুষ্যঃ তে তুভ্যং শিক্ষতি হবির্লক্ষণমন্নং দদাতি। হে মিত্র! স মর্ত্তো মনুষ্য প্রযস্বান্নবান্ প্রাস্তু প্রভবতু। ত্বোতস্ত্বয়া রক্ষিতঃ সঃ মনুষ্যঃ কেনাপি ন হন্যতে ন বাধ্যতে ন জীয়তে নাভিভূয়তে চ। এনং তুভ্যং হবির্দ্দত্তবন্তং পুরুষং অংহঃ পাপং অন্তিতঃ সমীপান্নাশ্নোতি ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ— হে আদিত্য! ব্রতেন = যজ্ঞেন যুক্তো = যজ্ঞদ্বারা, ব্রতানুসারে যুক্ত; যঃ মনুষ্যঃ = যে মানুষ; তে = তুভ্যং = তোমায়; শিক্ষতি = হবির্লক্ষণম্ অন্নং দদাতি = হব্যাদিসহ অন্নদান করে; হে মিত্র! স মর্ত্তঃ = মনুষ্য = মানুষ; প্রযস্বান্ = অন্নবান্ = অন্নশালী, সম্পৎশালী; প্র + অস্তু = প্রাস্তু = প্রভবতু = হন; ত্বোতঃ = ত্বা + উতঃ = ত্বয়া রক্ষিতঃ = তোমার দ্বারা রক্ষিত; সঃ মনুষ্যঃ = সেই মানুষ; কেনাপি ন হন্যতে = ন বাধ্যতে = আটক হন না, আবদ্ধ হন না; ন জীয়তে = ন অভিভূয়তে = অভিভূত হন না বা বিজিত হন না; এনং = তুভ্যং = হবির্দ্দত্তবন্তং পুরুষং = যজ্ঞকারী পুরুষকে; অংহঃ = পাপং = পাপ; ন অন্তিতঃ = ন সমীপাৎ = না নিকট হতে; ন দূরাৎ = না দূর হতে; অশ্নোতি= প্রাপ্নোতি = স্পর্শ করতে পারে।

৩

অনমীবাস ইল.য়া মদন্তো
মিতজ্ঞবো বরিমন্না পৃথিব্যাঃ।
আদিত্যস্য ব্রতমুপক্ষিয়ন্তো
বয়ং মিত্রস্য সুমতৌ স্যাম।।

অনমীবাসঃ। ইল.য়া। মদন্তঃ।
মিতজ্ঞবঃ। বরিমন্। আ। পৃথিব্যাঃ।
আদিত্যস্য। ব্রতম্। উপক্ষিয়ন্তঃ।
বয়ম্। মিত্রস্য। সুমতৌ। স্যাম।

বয়ম্— আমরা।
অনমীবাসঃ—'অনমীব' অক্ষত, নিটোল, নিখুঁত, অটুট (৩।১৬।৩, ৩।২২।৪)।
ইল.য়া মদন্তঃ— (আমাদের) দ্যুলোকাভিসারিণী এষণায় নন্দিত হয়ে (৩।৫৩।১)। ইল.া পার্থিবচেতনার দ্যুলোকাভিমুখী এষণা এবং অমৃতচেতনায় তার রূপান্তর (৩।১।২৩)।
পৃথিব্যাঃ— পৃথিবীর।
বরিমন্— বিস্তীর্ণ অঞ্চলে।
মিতজ্ঞবঃ— নতজানু।
আ— ইচ্ছামতন সর্বত্র গমনশীল। ব্যাপিয়া (বিস্তীর্ণ অঞ্চল)।
আদিত্যস্য— আদিত্যের।
ব্রতম্— [দ্র. পূর্ব ঋক্] স্থির সঙ্কল্প। বিশেষ কর্ম।
উপক্ষিয়ন্তঃ— তৎপর; তন্নিষ্ঠ।
মিত্রস্য— আদিত্যের।
সুমতৌ— সুমতিতে; অনুগ্রহে।
স্যাম— অবস্থান করি; বিরাজ করি।

আমরা সেই মিত্রদেব আদিত্যের উপাসক; আমরা নিটোল, নিখুঁত, অটুট; আমাদের আছে পার্থিব চেতনার দ্যুলোকাভিমুখী এষণা যা রূপান্তরিত হয় অমৃতচেতনায়, আমরা নন্দিত হই তাতে। এই পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোথায় না আমাদের যাতায়াত (তু. 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'— রবীন্দ্রনাথ)। হই আমরা নতজানু, আদিত্যের উপাসনায়; স্থির সঙ্কল্প আমাদের সেই বিশেষ কর্মে, তন্নিষ্ঠ আমরা, অবস্থান করি তাঁর অনুগ্রহে সেই শান্ত সমাহিত অবস্থায়। অপূর্ব চৌম্বক শক্তি এই অদিতিসন্তান মিত্রাদিত্যের, তিনি আলোকময়, বিশ্বচেতনার দীপ্তি; প্রভাতে আমরা গান গেয়ে উঠি 'আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও...আজ নিখিলের এই আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও' (রবীন্দ্রনাথ)।

দ্যুলোকাভিসারিণী এষণায় নন্দিত হই আমরা; আমরা হই নিটোল, অটুট। এই পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমাদের যাতায়াত। নতজানু হয়ে আমরা প্রার্থনা জানাই সেই মিত্রাদিত্যের কাছে, আমরা তন্নিষ্ঠ হই; তিনি অনুগ্রহ করে আমাদের সেই আনন্দলোকে বিরাজ করান।

নন্দিত আমরা দ্যুলোকাভিমুখী এষণায়, নিটোল, অটুট,
ভ্রমি মোরা বিস্তীর্ণ প্রদেশে, এই ধরামাঝে।
মিত্রাদিত্যের পূজায় নতজানু মোরা, স্থির সঙ্কল্পে,
অনুগ্রহে তাঁর বিরাজিত হই এই আনন্দলোকে।।

সায়ণভাষ্য— হে মিত্র! অনমীবাসঃ রোগবর্জ্জিতাঃ ইল.য়ান্নেন মদন্তো মাদ্যন্তঃ পৃথিব্যাঃ বরিমন্ বিস্তীর্ণেপ্রদেশে মিতজ্ঞবঃ মিতজানুকাঃ আ যথাকামং সর্ব্বত্র গচ্ছন্তঃ আদিত্যস্য সংবন্ধি ব্রতং কর্ম্মোপক্ষিয়ন্তঃ। তস্য কর্ম্মণঃ সমীপে নিবসন্তঃ তদীয়ং কর্ম্ম কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ। তাদৃশা বয়ং মিত্রস্যাদিত্যস্য সুমতৌ শোভনায়ামনুগ্রহ বুদ্ধ্যাং স্যাম বর্ত্তেমহি।।

ভাষ্যানুবাদ— হে মিত্র! অনমীবাসঃ = রোগবর্জ্জিতাঃ = রোগহীন, নীরোগ; ইল.য়া = অন্নেন = অন্নদ্বারা; মদন্তঃ = মাদ্যন্তঃ = উৎফুল্ল, মাতাল; মদন্তঃ = মাদ্যন্তঃ পৃথিব্যাঃ = পৃথিবীর; বরিমন্ = বিস্তীর্ণে প্রদেশে = বিস্তীর্ণ প্রদেশে ; মিতজ্ঞবঃ = মিতজানুকাঃ = নতজানু; আ = যথাকামং সর্ব্বত্র গচ্ছন্তঃ = ইচ্ছামতন সর্বত্র গমনশীল; আদিত্যস্য = সংবন্ধি = আদিত্যের; ব্রতং = কর্ম্ম; উপক্ষিয়ন্তঃ = তস্য কর্ম্মণঃ সমীপে নিবসন্তঃ তদীয়ং কর্ম্ম কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ = তাঁর কর্মের নিকট বসে থাকলে তাঁর কাজ করা হয়; তাদৃশা বয়ম্ = সেরকম আমরা; মিত্রস্য = আদিত্যস্য = আদিত্যের; সুমতৌ = শোভনায়াম্ অনুগ্রহবুদ্ধ্যাং = শোভন অনুগ্রহবুদ্ধিতে; স্যাম = বর্ত্তেমহি = অবস্থান করি।

৪

অয়ং মিত্রো নমস্যঃ সুশেবো
রাজা সুক্ষত্রো অজনিষ্ট বেধাঃ।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যা
হপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।।

অয়ম্। মিত্রঃ। নমস্যঃ। সুশেবঃ।
রাজা। সুক্ষত্রঃ। অজনিষ্ট। বেধাঃ।
তস্য। বয়ম্। সুমতৌ। যজ্ঞিয়স্য।
অপি। ভদ্রে। সৌমনসে। স্যাম।

অয়ম্— এই।

মিত্রঃ— আদিত্য।

নমস্যঃ— প্রণম্য।

সুশেবঃ— ['শেব' < √ শী + ব :: 'শিব' প্রশান্ত আনন্দ—পরিপূর্ণ বিশ্রান্তিতে যা পাওয়া যায়] সুমঙ্গল প্রশান্তি যিনি।

রাজা— প্রশাস্তা; 'রাজা'র ক্ষত্রভাব (৩।৪৩।৫)। 'রাজা' আনন্দের শাস্তাও (৩।৪৭।১)।

সুক্ষত্রঃ— বীর্যবান; সেই শক্তি সুন্দরও বটে; ক্ষত্রিয়ের কারবার অন্তরিক্ষ বা প্রাণলোক নিয়ে।

অজনিষ্ট— আবির্ভূত হয়ে বিরাজমান।

বেধাঃ— বিধানকর্তা (সকল জগতের)।

তস্য— সেই মিত্রাদিত্যের।

যজ্ঞিয়স্য— যজ্ঞ বা উৎসর্গভাবনার সাধনা হতে আবির্ভাব যাঁর, তাঁর। অন্তরের আগুন জ্বলে আত্মাহুতিতে (৩।১।২১)।

সুমতৌ— সুমতিতে; ('সুমতি' শিবানুধ্যান, প্রসাদ— ৩।১।২১; ৩।৪।১)। দাক্ষিণ্যে।

অপি— আর।

ভদ্রে— [< √ ভন্দ্ (নিঘ. জ্বলতিকর্মা, অর্চতিকর্মা; নি. 'ভন্দনা ভন্দতে স্তুতিকর্মণঃ' ; তু. 'ভন্দতে ধামভিঃ কবিঃ' ঋ. ৩।৩।৪; অতএব দীপ্তির ব্যঞ্জনা আসছে।] উজ্জ্বল, প্রসাদযুক্ত, সুমঙ্গল। (৩।১।২১)।

সৌমনসে— [তু. 'যজামহে সৌমনসায় দেবান্' ১।৭৬।২; 'আ পবস্ব সৌমনসং ন ইন্দো' ৯।৯৭।২৮।] প্রশান্ত (অদৃপ্ত) চিত্তের প্রসন্ন মাধুরী। সৌমনস দিব্যোন্মাদের ফল, তাতে দ্বেষ দূর হয়। 'সুমতি' শিবানুধ্যান, 'সৌমনস' তার ফল (৩।১।২১)।

বয়ম্— আমরা।

স্যাম— বিরাজ করি; ঠাঁই পাই।

এই ঋক্‌টিতে দেখি মিত্রদেবের কি অপূর্ব লীলা আমাদের নিয়ে! তিনি আমাদের প্রণম্য, সুমঙ্গল প্রশান্তি তাঁর, তিনি প্রশাস্তা, আনন্দেরও। তাঁর বীর্য সৌন্দর্যে ভরা, অন্তরিক্ষ নিয়ে আরম্ভ করলেও সিদ্ধ হয়ে তাঁর ক্ষাত্র-বীর্য ব্রাহ্মণ্যে পরিণত হয়ে আকাশকে ছোঁয়। তিনি আবির্ভূত আমাদের মধ্যে, তিনি বিধাতা আমাদের সকলের। তাঁর বিধানেই আমরা চলি। অন্তরের আগুন জ্বলে যজ্ঞে আত্মাহুতিতে; সেই উৎসর্গভাবনার তপস্যা হতে তিনি ধরা দেন আমাদের কাছে। তাঁর দাক্ষিণ্যে, তাঁর প্রসাদে আর দীপ্তিময় সুমঙ্গল চেতনায়, তাঁর প্রশান্ত চিত্তের প্রসন্ন মাধুরীতে যা শিবানুধ্যানের ফল, আমরা ঠাঁই পাই তাঁর দিব্য সান্নিধ্যে। আনন্দময় হয়ে উঠি।

এই মিত্রাদিত্য আমাদের প্রণম্য, সুমঙ্গল প্রশান্তি তিনি। তিনি বীর্যবান রাজা, আমাদের প্রশাস্তা। তিনি আবির্ভূত হয়ে বিরাজ করেন সকল জগতের বিধানকর্তা হয়ে। উৎসর্গভাবনার সাধনা থেকে আবির্ভাব তাঁর। তাঁর দাক্ষিণ্যে, সুমঙ্গল প্রসাদে, তাঁর প্রশান্ত চিত্তের প্রসন্ন মাধুরীতে, আমরা ঠাঁই পাই তাঁর কাছে।

এই মিত্রাদিত্য প্রণম্য মোদের, সুমঙ্গল প্রশান্তি তাঁর,
আনন্দের শাস্তা তিনি, আবির্ভূত হন বিধাতা হয়ে।
আমরা সেই যজ্ঞিয়ের সুমতিতে
আর তাঁর উজ্জ্বল প্রসন্নতায় ঠাঁই পাই যেন।।

সায়ণভাষ্য— অয়ং পূর্ব্বমন্ত্রে প্রতিপাদিতো মিত্রঃ সূর্য্যঃ নমস্যঃ সর্ব্বৈর্নমস্করণীয়ঃ সুশেবঃ শোভনসুখঃ সুখেন সেব্য ইত্যর্থঃ। রাজাঃ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রকাশ প্রদানেন স্বামী সুক্ষত্রঃ ক্ষত্রশব্দেন বলমুচ্যতে শোভনবলপেতঃ বেধাঃ সর্ব্বস্য জগতো বিধাতা এবং

গুণোপেতঃ সূর্য্যঃ অজনিষ্ট। প্রাদুরভূৎ তস্য এবম্বিধগুণোপেতস্য যজ্ঞিয়স্য যজ্ঞার্হস্য সূর্য্যস্য সুমতৌ শোভনায়াং বুদ্ধ্যাং ভদ্রে কল্যাণকারিণি সৌমনসে সৌমনস্যেঽপি যজমানা বয়ং স্যাম ভবেম।

ভাষ্যানুবাদ— অয়ং = পূর্ব্বমন্ত্রে প্রতিপাদিতঃ = পূর্বমন্ত্রে কথিত; মিত্রঃ = সূর্য্যঃ = সূর্য; নমস্যঃ = সর্ব্বৈর্নমস্করণীয়ঃ = সকলের নমস্কারযোগ্য; সুশেবঃ = শোভনসুখঃ সুখেন সেব্য ইত্যর্থঃ = যাঁকে সহজে সেবা করা যায়; রাজাঃ = সর্ব্বস্য জগতঃ প্রকাশপ্রদানেন স্বামী = সমগ্র জগতের প্রকাশস্বরূপ স্বামী; সুক্ষত্রঃ= ক্ষত্রশব্দেন বলমুচ্যতে শোভনবলপেতঃ = সুন্দর বলযুক্ত; বেধাঃ = সর্ব্বস্য জগতঃ বিধাতা = সকল জগতের বিধাতা; এবং গুণোপেতঃ সূর্য্যঃ = এরকম গুণবিশিষ্ট সূর্য; অজনিষ্ট = √জন্ + প্রাদুরভূৎ = আবির্ভূত হয়েছেন; তস্য = এবম্বিধগুণোপেতস্য যজ্ঞিয়স্য যজ্ঞার্হস্য সূর্য্যস্য = এরকম গুণসম্পন্ন যজ্ঞার্হ সূর্যের; সুমতৌ = শোভনায়াং বুদ্ধ্যাং = শোভনবুদ্ধির; ভদ্রে = কল্যাণকারিণি = কল্যাণকর; সৌমনসে = সৌমনস্যে = দাক্ষিণ্যে; অপি = ও, এমন কি; যজমানা বয়ং = যজমান আমরা; স্যাম = ভবেম = অবস্থিত হই।

৫

মহাঁ আদিত্যো নমসোপসদ্যো
যাতযজ্জনো গৃণতে সুশেবঃ।
তস্মা এতৎ পন্যতমায় জুষ্ট
মগ্নৌ মিত্রায় হবিরা জুহোত।।

মহান্। আদিত্যঃ। নমসা। উপসদ্যঃ।
যাতযৎজনঃ। গৃণতে। সুশেবঃ।
তস্মৈ। এতৎ। পন্যতমায়। জুষ্টম্।
অগ্নৌ। মিত্রায়। হবিঃ। আ। জুহোত।

মহান্— আদিত্যের বিণ. মহৎ [প্রকৃতির প্রথম বিকার হল 'মহৎ', যার বুৎপত্তিলভ্য অর্থ জ্যোতিঃশক্তির বিচ্ছুরণ—বে.-মী. ১ম খণ্ড-পৃ. ১৩৯]

আদিত্য— অদিতিপুত্র; মিত্রদেব।

নমসা— (আমাদের) প্রণতিতে। আমরা অহংকে যত ছোট করব, তাঁকে ততই বৃহৎ করে পাব (৩।৩২।৭)।

উপসদ্যঃ— উপাস্য, সকলের দ্বারা।

যাতযৎজনঃ— নিজ নিজ কর্মে প্রযত্নশীল মানুষ; সকাল থেকেই এরা নিজের নিজের কাজে লেগে থাকে।

গৃণতে— কীর্তন করে।

সুশেবঃ— [দ্র. ৩।৫৯।৪—পূর্বঋক্] সুমঙ্গল প্রশান্তি যিনি।

তস্মৈ— সেই।

পন্যতমায়— স্তুত্য, কীর্তনীয়—কীর্তির জন্যে, মহিমার জন্যে। (দ্র. ৩।৩৬।৩)।

জুষ্টম্— যা তিনি আরও আস্বাদন করেছেন, যাতে তিনি আগেও নন্দিত হয়েছেন (৩।৫৩।৩)।

এতৎ— এইসব হব্য সামগ্রী।

অগ্নৌ— অগ্নিতে (যজ্ঞাগ্নি)।

মিত্রায়— মিত্রাদিত্যের উদ্দেশে।

হবিঃ— লৌকিক অর্থে ঘৃতাদি হব্য। হবির পরম রূপ সোম বা আনন্দময় অমৃতচেতনা। অন্নাদ আর অন্ন একই; দেবতাই দেবতাকে ভোগ করছেন। অনুভবের বাইরে বিষয়ের সত্তা নাই। (দ্র. ৩।২৬।৭)।

আ জুহোত— আহুতি প্রদান কর।

মিত্রাদিত্যের কথা চলেছে। তিনি মহান্, জ্যোতিঃশক্তির বিচ্ছুরণ তাঁর থেকে। তিনি উপাস্য আমাদের সকলের প্রণতিতে; অহংকে আমরা যত ছোট করব, ততোই বৃহৎ করে পাব তাঁকে। আমরা এই পৃথিবীর মানুষ, সকাল থেকেই নিজেদের কাজে লাগি। আমাদের একটা বড়ো কাজ,—সুমঙ্গল প্রশান্তি যিনি, তাঁর কীর্তন করে আরাধনা করা; তিনি যে কীর্তনীয় তাঁর কীতির জন্যে, মহিমার জন্যে! সেই মিত্রাদিত্যের উদ্দেশে আমরা যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেব এইসব হব্যসামগ্রী যাতে তিনি আগেও নন্দিত হয়েছেন, যা তিনি আরও আস্বাদন করেছেন। আমাদের এই হবির পরম রূপ সোমের আনন্দময় অমৃতচেতনা। এই অমৃতচেতনা তিনিই, আর এর ভোক্তাও তিনি। ভোগ আর ভোক্তা এক হয়ে গেছে,—সর্বাত্মভাবের সূচনা এইখানে।

মহৎ আদিত্য প্রণতির দ্বারা আমাদের সকলের উপাস্য। নিজ নিজ কর্মে প্রযত্নশীল মানুষ আমরা; কীর্তন করে সুমঙ্গল প্রশান্তি যাঁর তাঁকে উপাসনা করি। তিনি তাঁর মহিমায় আমাদের কীর্তনীয়; এইসব হবি যার পরমরূপ সোম তা আমরা তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিই, এতে তিনি আগেও নন্দিত হয়েছেন।

মহান্ আদিত্য জ্যোতির্ময়, প্রণতিতে উপাস্য মোদের,
নিত্যকর্মশীল মোরা, কীর্তন করি সেই সুমঙ্গল প্রশান্তির।
কীর্তনীয় মিত্র তাঁর মহিমায়, আস্বাদন করেছেন তিনি,
যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি মোদের, যে হবি অমৃতচেতনার।।

সায়ণভাষ্য— যো যমাদিত্যো মহান্ অতএব নমসা নমস্কারেণোপসদ্যঃ সর্ব্বৈরুপসদনীয়ঃ যাত যজ্জনঃ প্রাতঃ প্রাতঃ স্বস্বকর্ম্মাণি প্রবর্ত্তনীয়া জনায়েনেতি স তথোক্তঃ গৃণতে স্তোত্রং কুর্ব্বতে জনায় সুশেবশ্চ

ভবতি। তস্মৈ পণ্যতমায় স্তুত্যতমায় মিত্রায়াদিত্যায় জুষ্টং প্রীতিবিষয়মেতদ্ধবিঃ অগ্নাবাজুহোত জুহুত।

ভাষ্যানুবাদ— যো যমাদিত্যো মহান্ = যে আদিত্য মহান্; অতএব নমসা = নমস্কারেণ = অতএব নমস্কার দ্বারা; উপসদ্যঃ = সর্ব্বৈঃ উপসদনীয়ঃ = সকলের দ্বারা উপাস্য; যাত যজ্জনঃ = প্রাতঃ প্রাতঃ স্বস্বকর্ম্মণি প্রবর্ত্তনীয়া জনায়েনেতি স তথোক্তঃ = সকাল সকাল নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয় যে সব মানুষ; গৃণতে = স্তোত্রং কুর্ব্বতে = কীর্তন করেন; জনায় = মানুযের নিকট; সুশেবঃ চ ভবতি = সহজসেব্য হন; তস্মৈ পন্যতমায় = স্তুত্যতমায় = সেই কীর্তিত; মিত্রায় = আদিত্যায় = আদিত্য; জুষ্টম্ = প্রীতিবিষয়ম্ = প্রীতিবিষয়ক; এতৎ = হবিঃ = এই হব্য; অগ্নৌ = অগ্নিতে; আজুহোত = জুহুত = আহুতি দাও।

৬

মিত্রস্য চর্ষণীধৃতো
হবো দেবস্য সানসি।
দ্যুম্নং চিত্রশ্রবস্তমম্।।

মিত্রস্য। চর্ষণীধৃতঃ।
অবঃ। দেবস্য। সানসি।
দ্যুম্নম্। চিত্রশ্রবঃ। তমম্।

চর্ষণীধৃতঃ— [মিত্রের বিশেষণ। চর্ষণি < √ চর্ + (স) নি, যে চলে; সাধক। সাধক চলে সত্যের দিকে। (৩।৩৪।৭)। নিঘন্টুতে 'চর্ষণিঃ' 'মনুষ্য'। 'চর্ষণি' মাটি চাষ করে বা এগিয়ে চলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈব' উপদেশ মনে রাখলে সাধকের 'চর্ষণি' সংজ্ঞা খুবই খেটে যায়। সাধক সূর্যের মতই অশ্রান্ত পথিক। (৩।৪৩।২)। তার ধারক যিনি (৩।৫১।১)।] সাধকের চলৎশক্তির ধারক বা উৎস যিনি।

মিত্রস্য, দেবস্য— মিত্রদেবের।

অবঃ— আলোর পরিবেষ, আলোর কবচ, প্রসাদ (৩।৫।২৬)।

সানসি— সর্ববন্দিত।

দ্যুম্নম্— ['দ্যুম্ন' নিঘণ্টুমতে 'ধন'; নৈগমকাণ্ডের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলছেন, 'দ্যুম্নং দ্যোততেঃ, যশো বা অন্নং বা'। √দিব্ > দ্যু (দীপ্তি দেওয়া) + ম্ন] দীপ্তি, শুভ্র ভাবনা (৩।৪০।৭)। দ্যুম্নের মৌলিক অর্থ দ্যুতি বা জ্যোতি (গা. ম. তৃতীয় খন্ড-পৃ. ১৭৩)।

চিত্রশ্রবঃ তমম্— চিন্ময়ী পরা-বাণীর অনুত্তম আধার (দ্র. ১।১।৫—অগ্নিসূক্তর ব্যাখ্যা)।

অপরূপ একটি চিত্র মিত্রদেবতার! তাঁর প্রসন্ন প্রকাশ সর্ববন্দিত। সাধক চলে সত্যের দিকে, তিনি তার ধারক, তার নিত্যসঙ্গী। তিনি রয়েছেন আলোর পরিমণ্ডলে, প্রদীপ্ত শুভ্র ভাবনা তাঁর, চিন্ময়ী পরাবাণীর অনুত্তম আধার তিনি।

মৈত্রাবরুণের স্তুতিতে এই ঋক্‌টির সবিশেষ প্রয়োগ শোনা যায়। মনে পড়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের গান 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে'।

এই মিত্রদেবতার আলোর পরিবেষ সর্ববন্দিত। সাধকের চলৎশক্তির ধারক তিনি। শুভ্র ভাবনার দীপ্তি তাঁর, চিন্ময়ী পরাবাণীর পরম আধার তিনি।

মিত্রদেবতা সাধকের নিত্যসঙ্গী, ধারক;
বিশ্ববন্দিত তাঁর আলোর পরিবেষ।
শুভ্র ভাবনার দীপ্তি তাঁর, অনুত্তম আধার তিনি চিন্ময়ী পরাবাণীর।।

সায়ণভাষ্য— চর্ষণীধৃতো মনুষ্যাণাং বৃষ্টিপ্রদানেন ধারকস্য মিত্রস্য দেবস্য সম্বন্ধি অবোঽন্নং সানসি সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং দ্যুম্নং ত্বদীয়ং ধনং চ চিত্রশ্রবস্তমং অতিশয়েন চায়নীয় কীর্তিযুক্তং।।

ভাষ্যানুবাদ— চর্ষণীধৃতো = মনুষ্যাণাং বৃষ্টিপ্রদানেন ধারকস্য = মনুষ্যদের বৃষ্ট্যাদির দ্বারা ধারক বা পালক; মিত্রস্য = দেবস্য = মিত্রদেবের; অবঃ = অন্নং = অন্ন; সানসি = সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং = সর্ববন্দিত; দ্যুম্নং = ত্বদীয়ং ধনং = তোমার ধন; চিত্রশ্রবস্তমং = অতিশয়েন চায়নীয় কীর্ত্তিযুক্তং = অত্যন্ত কীর্তিযুক্তং।

৭

অভি যো মহিনা দিবং
মিত্রো বভূব সপ্রথাঃ।
অভি শ্রবোভিঃ পৃথিবীম্।।

অভিঃ। যঃ। মহিনা। দিবম্।
মিত্রঃ। বভূব। সপ্রথাঃ।
অভিঃ। শ্রবঃভিঃ। পৃথিবীম্।

যঃ মিত্রঃ— যে মিত্রদেবতা।

মহিনা— (মহ্) জ্যোতিঃ। এই শক্তির বৈপুল্যের দ্বারা। (৩।৬।২)। আপন মহিমায় (৩।৩০।১৩)।

দিবম্— 'দিবঃ'কে সায়ণ অন্তরিক্ষ বলছেন। 'দিবঃ' সাধারণত আকাশকে, দ্যুলোককে, বোঝায়। আদিত্যেরা থাকেন এই স্থানে। তাই 'দিবম্' দ্যুলোককে।

অভি বভূব—অভিভূত করেন; বশীভূত করেন।

সপ্রথাঃ— সপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠ।

পৃথিবীম্— পৃথিবীকেও।

অভি শ্রবঃভি— ['শ্রবঃ'- যা শোনা যায়, বাণী। 'আকাশের গুণ শব্দ'। চেতনা আকাশের মত ছড়িয়ে পড়ে যখন, তখন তাঁর (মিত্রদেবতার) আলো সুর হয়ে কাঁপতে থাকে তার মধ্যে। সেই আলোর সুরই শ্রবঃ। তার আর-এক নাম 'স্বর'—৩।১৯।৫—সেখানে দেবতা 'অগ্নি'।] আলোর সুরে, পরাবাণীতে, অভিভূত করেন।

মিত্রদেবতার কথা চলেছে। এই দেবতা আপন মহিমায়, তাঁর জ্যোতিঃশক্তির বৈপুল্যে দ্যুলোক-ভূলোককে অভিভূত করেছেন; অন্তরিক্ষ এই দ্যুলোক-ভূলোকেরই উপান্তে। অতএব তাঁর সপ্রতিষ্ঠ উপস্থিতি বিশ্বভুবন জুড়ে; আকাশের মত ছড়িয়ে পড়েছে চেতনা, আলো সুর হয়ে কাঁপছে তার মধ্যে, সেই পরাবাণীর সুরে মিত্রদেব জয় করেছেন বিশ্বভুবনকে। [মৈত্রেষ্টি যজ্ঞে প্রাতঃকালীন হোমে এই মন্ত্রটির আবৃত্তির বিধান আছে।]

যে মিত্রদেবতা আপন মহিমায় বশীভূত করেছেন দ্যুলোককে, করে হয়েছেন সুপ্রতিষ্ঠ; তিনি পৃথিবীকেও অভিভূত করেছেন তাঁর আলোর সুরে, পরাবাণীতে।

বশীভূত করেছেন দ্যুলোককে আপন মহিমায়,
এই মিত্রদেব; হয়েছেন সুপ্রতিষ্ঠ।
আলোর সুরে অভিভূত করেছেন পৃথিবীকেও।।

সায়ণ ভাষ্য— যো মিত্রঃ মহিনা স্বকীয়েন মহিম্না দিবমন্তরিক্ষমভিবভূবাভিভবতি স মিত্রঃ সপ্রথাঃ। প্রথঃ প্রসিদ্ধিঃ। কীর্ত্তিঃ তৎসহিতঃ শ্রবোভির্বৃষ্টিদ্বারা উৎপাদিতৈরন্নৈঃ পৃথিবীমপ্যভিভবতি বহ্বন্নযুক্তাং করোতীত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ— যো মিত্রঃ = যে মিত্র; = মহিনা = স্বকীয়েন মহিম্না = নিজ মহিমায়; দিবম্ = অন্তরিক্ষম্ = অন্তরিক্ষকে; অভিবভূব = অভিভবতি = অভিভূত করেন, জয় করেন; স মিত্রঃ সপ্রথাঃ, প্রথঃ প্রসিদ্ধিঃ, কীর্ত্তিঃ তৎসহিতঃ = সেই মিত্র হলেন সপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রসিদ্ধ কীর্তিমান; শ্রবোভিঃ = বৃষ্টিদ্বারা উৎপাদিতৈঃ অন্নৈঃ = বৃষ্টিদ্বারা উৎপাদিত অন্নদ্বারা; পৃথিবীম্ অপি অভিভবতি = বহ্বন্নযুক্তাং করোতি ইত্যর্থঃ = পৃথিবীকেও বহু অন্নদ্বারা জয় করেন।

৮

মিত্রায় পঞ্চ যেমিরে
জনা অভিষ্টিশবসে।
স দেবান্ বিশ্বান্ বিভর্তি।।

মিত্রায়। পঞ্চ। যেমিরে।
জনাঃ। অভিষ্টি। শবসে।
সঃ। দেবান্। বিশ্বান্। বিভর্তি।

অভিষ্টি শবসে— ['ইষ্টি' চিৎশক্তি ও মনঃশক্তি; 'শবসে' সেই শক্তি দিয়ে, শৌর্য

দিয়ে (৩।৩।৬ ও ৩।৩।৯)। চিৎশক্তি দেবতা থেকে আসে, মনঃ শক্তি মনু থেকে (মনু। মনুষ্‌। মনুষ। মনুষ্য—মনু শব্দের বিভিন্ন রূপ)। 'অভিষ্টিঃ'—'অভি + √ইষ্‌ + তি'; অভি উপসর্গের যোগে গত্যর্থক—ঐ শক্তি দিয়ে অভিগামী ৩।৩৪।৪।] ঐ বীর্যে, ঐ শক্তিতে সমর্থ (শত্রুকে বিতাড়িত করতে)।

মিত্রায়— মিত্র আদিত্যকে।

পঞ্চ জনাঃ— [সায়ণ 'পঞ্চজনাঃ'কে বলছেন পাঁচটি স্বর এবং বর্ণসমূহ—'নিষাদপঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ। ঋগ্বেদে প্রত্যেক মণ্ডলেই পঞ্চজনের উল্লেখ আছে, কিন্তু এরা কারা? ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন 'দেব, মনুষ্য, গন্ধর্বাপ্সরসঃ, সর্প এবং পিতৃগণ' অর্থাৎ তির্যকযোনি, মানুষ আর তিনটি ঊর্ধ্বযোনি। যাস্ক বলেন, 'গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি ইত্যেকে; চত্বারো বর্ণা নিষাদঃ পঞ্চমঃ ইত্যৌপমন্যবঃ'। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নানা মত। কিন্তু 'পঞ্চজন'কে জীবমাত্র বলতেই হয় কেননা সবার মধ্যেই অগ্নি, ইন্দ্র, সোম আর চিত্রাণী নাড়ী আছে। প্রত্যেক জীবই 'অত্রি' অর্থাৎ উত্তরায়ণের পথিক—৩।৩৭।৯।] সুতরাং পঞ্চজন = বিশ্বজন অথবা সর্বভূত।

যেমিরে— নিবেদিত।

সঃ— সেই মিত্রাদিত্য।

বিশ্বান্‌ দেবান্‌— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল দেবগণকে; বিশ্বদেবগণকে।

বিভর্তি— ধারণ করেন (নিজ নিজ রূপে)।

মিত্রাদিত্যের বিশেষ স্থান ঋগ্বেদে। যে বরুণ ব্রহ্মের সদ্‌ভাবের দ্যোতক, মিত্র সেই সত্তার বুকে বিশ্বচেতনার দীপ্তি। মিত্রদেবতার এই বিরাট রূপটি এই ঋকে ঋষি বিশ্বামিত্র দেখছেন। এই দেবতা তাঁর চিৎশক্তি আর তাঁর সাধকের মনঃশক্তি দিয়ে সবাইকে পরাভূত করেন। তিনি অসীম বীর্যশালী। সর্বভূতের আরাধিত তিনি; তারা উৎসর্গ করছে তাঁর উদ্দেশে, নিবেদন করছে তাঁকে, তাদের আকূতিভরা স্তুতি। বিরাট এই মিত্রাদিত্য বিশ্বের সকল দেবতাকে ধারণ করে আছেন; তিনি চেতনার দীপ্তি ব্রহ্মাণ্ডময়।

মিত্রদেবতার উদ্দেশে বিশ্বজন নিবেদিতপ্রাণ। মন্ত্রচেতনার বীর্যে তিনি শত্রুকে পরাভূত করেন। সেই মিত্রদেবতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল দেবগণকে ধারণ করেন নিজ নিজ রূপে।

নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বজন সেই মিত্রাদিত্যের উদ্দেশে,
পরাভূত করতে পারেন শত্রুদের, মন্ত্রচেতনার বীর্যে।
নিজ নিজ রূপে ধারণ করেন তিনি, বিশ্বদেবগণকে।

সায়ণভাষ্য— পঞ্চজনাঃ নিযাদপঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ অভিষ্টি শবসে শত্রূনামভিগন্তৃবলযুক্তায় মিত্রায় যেমিরে হবীংষ্যুদ্যচ্ছন্তি স তাদৃশো মিত্রঃ বিশ্বান্সর্ব্বান্দেবান্বিভর্তি স্বস্বরূপতয়া ধারয়তি।

ভাষ্যানুবাদ— পঞ্চজনাঃ = নিযাদপঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ = বিবিধ স্বর এবং বর্ণসমূহ; অভিষ্টি শবসে = শত্রূনাম্ অভিগন্তৃবলযুক্তায় = শত্রুবিতাড়নে বলবান সক্ষম; মিত্রায় = মিত্র আদিত্যকে; যেমিরে = হবিংষী উদ্যচ্ছন্তি = হব্যাদি উৎসর্গ করছেন; স তাদৃশঃ মিত্র = সে রকম মিত্র; বিশ্বান্ = সর্ব্বান্ = সকল; দৈবান্ = দেবসমূহকে; বিভর্তি = স্বস্বরূপতয়া ধারয়তি = নিজ নিজ রূপে ধারণ করছেন।

৯

মিত্রো দেবেষ্বায়ুষু
জনায় বৃক্তবর্হিষে।
ইষ ইষ্টব্রতা অকঃ।।

মিত্রঃ। দেবেষু। আয়ুষু।
জনায়। বৃক্তবর্হিষে।
ইষঃ। ইষ্টব্রতাঃ। অকঃ।

মিত্রঃ— মিত্রদেবতা, ভগবান আদিত্য।

দেবেষু— ['দিব্' থেকে 'দেব'। কিন্তু বেদে প্রাতিপদিকরূপেই দিব্-এর ব্যবহার আছে, ধাতুরূপে নাই। তার জায়গায় আছে 'দী' ধাতু, অর্থ 'দীপ্তি দেওয়া, ঝলমল করা'। প্রাতিপদিক 'দিব্' দ্যুলোক, আলোঝলমল আকাশ। আকাশে যতক্ষণ আলো আছে, ততক্ষণ 'দিবা'। দিব্ দিবা দেব তিনটি শব্দে একই ভাবনার প্রকাশ। সে-ভাবনা আলোর। অতএব দেবতার স্বরূপ হল আলো। বাইরে যা আলো, অন্তরে তা-ই 'বোধ' বা জেগে ওঠা, 'চিত্তি' বা বিবেক; তার ফলে 'প্রজ্ঞান', 'সংজ্ঞান' ও 'সংবিৎ'। (বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ২৪২, ২৪৩)।] এখানে দেবচরিত্র, সমুজ্জ্বল, প্রাজ্ঞ।

আয়ুষু— [√ ই, (চলা)—জীবনপ্রবাহ (৩।৩।৭)। আয়ুর প্রতরণের কথা অনেক জায়গায়; এই হতে অজরত্ব-অমরত্বের ভাবনা। আয়ু = প্রাণশক্তি (৩।৪৯।২)। চলৎশক্তি; জীবনীশক্তি, জীবন (৩।৫৩।১৬)। নিঘণ্টুতে আয়ুঃ (ক্লীবলিঙ্গ) 'অন্ন'; কিন্তু পুংলিঙ্গ 'আয়ু' মনুর মতই মনুষ্যবাচী, —'চলন্ত, স্ফুরন্ত, জীবন্ত'। (৩।৫৪।২)] প্রাণোচ্ছল মানুষদের মধ্যে।

বৃক্তবর্হিষে জনায়—['বর্হিঃ' কুশের আস্তরণ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয়ে পাতা উন্মুখ প্রাণের আসন (তু. ছা. ৫।১৮।২)—বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ৩৪২। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে বর্হিঃ কুশময় যজ্ঞাঙ্গ। অধিদৈবত দৃষ্টিতে তা অগ্নিরই প্রতীক—তদেব, পৃ. ৪৫৪। 'বর্হিষি' = কুশাসনে। কুশ বৃহতের এষণার প্রতীক; প্রাণের অজর অমর আকৃতি (৩।৩৫।৬)। সায়ণ বলছেন 'বৃক্তবর্হি' মানে ছিন্নবর্হি যা ঘৃতে মিশিয়ে আহুতি

দেন যে ঋত্বিক তিনি হলেন বৃক্তবর্হিঃ।] এখানে এই রকম ঋত্বিক জনকে। যজমানও হতে পারে। ভিতরপানে বা অন্তর্জ্যোতির পানে 'বর্হিঃ'কে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরা 'বৃক্তবর্হিষ' (৩।২।৫)।

ইষ্টব্রতাঃ— কল্যাণকর ব্রত যা দ্বারা সিদ্ধ হয় তাদৃশ।

ইষঃ— ইষ্ এবং উর্জ্-এর সহচার বেদে বহুজায়গায়। 'ইষ্' < √ ইষ খোঁজা, চাওয়া, এষণা বা অভীপ্সা।

অকঃ— দেন, দান করেন (তাঁকে)।

মিত্রাদিত্যের দাক্ষিণ্য সবার জন্য; কিন্তু সবাই কি সেই দাক্ষিণ্যকে ধরতে পারে! মিত্রাদিত্য আলোর দেবতা, তিনি বিশ্বচেতনার দীপ্তি; তাই যে-মানুষ দেবচরিত্র, সমুজ্জ্বল, প্রাজ্ঞ,—সেইসব প্রাণোচ্ছল মানুষদের মধ্যে মিত্রাদিত্যের লীলা বিশেষ করে। এই মানুষেরা দেবযজ্ঞের ঋত্বিক বা যজমান; কুশের আস্তরণ ছিন্ন করে এঁরা যজ্ঞে আহুতি দেন, এই ছিন্ন কুশ দিয়ে হয় হৃদয়ে পাতা উন্মুখ প্রাণের আসন, অধিদৈবতদৃষ্টিতে অগ্নির প্রতীক। এই কুশ বৃহতের এষণার প্রতীক, প্রাণের অজর অমর আকৃতি। কল্যাণকর সুমঙ্গল ব্রতকর্ম এইভাবে সিদ্ধ হয়; মিত্রদেবতা এই যজমান বা ঋত্বিকদের তাঁর প্রসাদ দেন। তাঁর প্রসাদ বিশ্বচেতনার দীপ্তি। সাধকের অভীপ্সা পরিপূর্ণ হয়।

মিত্রদেবতা দেবচরিত্র, প্রাণোচ্ছল, প্রাজ্ঞ মানুষদের,—যারা তাঁর যজ্ঞে ঋত্বিক বা যজমান, চিত্তৈষণাকে যারা আহুতি দেয়—তাদের দেন তাঁর প্রসাদ, তাতে তাদের ব্রতকর্ম যা কল্যাণের সূচক তা সিদ্ধ হয়।

মিত্রদেব, দেবচরিত্র প্রাণোচ্ছল মানুষদের, যজমান বা
ঋত্বিক যারা, উৎসর্গ করে তাঁর যজ্ঞে চিত্তৈষণাকে;
দেন তাদের কল্যাণকর ব্রতকর্মে পূর্ণতার প্রসাদ।।

সায়ণভাষ্য— মিত্রো ভগবানাদিত্যো দেবেষু দ্যোতমানাদিগুণযুক্তেষু আয়ুষু মনুষ্যেষু মধ্যে যো জনো বৃক্তবর্হিঃ বৃক্তং লূনংবর্হির্যেন সঃ লবনাসাদনপূর্ব্বং হবিষো দাতা ঋত্বিগিত্যর্থঃ। তস্মৈ বৃক্তবর্হিষে জনায় ইষ্টব্রতাঃ ইষ্টানি কল্যাণানি ব্রতানি কর্ম্মাণি যাভিঃ সিধ্যন্তি তা ইষঃ তাদৃশান্যন্নানি অকঃ করোতি তস্মৈ দদাতীত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ— মিত্রো = ভগবান্ আদিত্যঃ = ভগবান আদিত্য; দেবেষু = দ্যোতমানাদিগুণযুক্তেষু = সমুজ্জ্বল প্রাজ্ঞ; আয়ুষু = মনুষ্যেষু মধ্যে = মানুষের মধ্যে; যো জনো বৃক্ত বর্হিঃ বৃক্তং লূনং বর্হিঃ যেন সঃ লবনাসাদনপূর্ব্বং হবিষো দাতা ঋত্বিক ইত্যর্থঃ = বৃক্ত মানে ছিন্ন বর্হি যা দ্বারা ঘৃতে লবন মিশিয়ে আহুতি দেন যে ঋত্বিক তিনি হলেন বৃক্তবর্হিঃ; তস্মৈ বৃক্তবর্হিষে জনায় = সেরকম বৃক্তবর্হি ঋত্বিকজনকে; ইষ্টব্রতাঃ = ইষ্টানি কল্যাণানি ব্রতানি কর্ম্মাণি যাভিঃ সিধ্যন্তি তা = কল্যাণকর কর্ম যা দ্বারা সিদ্ধ হয় তাদৃশ; ইষঃ = তাদৃশানি অন্নানি = সেরকম অন্নসমূহ; অকঃ = করোতি তস্মৈ দদাতি ইত্যর্থঃ = তাঁকে দেন।

গায়ত্রী মণ্ডল, দেবতা ঋভুগণ এবং ইন্দ্র

ষষ্টিতম সূক্ত

সাতটি ঋক্ এই সূক্তে। দেবতা প্রথম চারটি ঋকে ঋভুগণ এবং ৫।৬।৭ ঋকে ইন্দ্র ঋভুগণসহ, ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দ জগতী। বিশ্বদেবযজ্ঞে এই সূক্তটির বিনিয়োগ বা আবৃত্তি হয়ে থাকে।

ইন্দ্র ঋগ্বেদের একজন প্রধান দেবতা, তাঁর কথা বহু জায়গায়; কিন্তু এই ঋভুগণ কারা? ঋক্ সংহিতায় যে-কয়টি ঋভুসূক্ত আছে, তার মধ্যে বামদেবেরই বেশি (৪।৩৩-৩৭)। তাছাড়া, বিশ্বামিত্রের আলোচ্য সূক্তটি (৩।৬০), কুৎসের দুটি (১।১১০, ১১১), মেধাতিথির একটি (১।২০), বশিষ্ঠের একটি (৭।৪৮) এবং দীর্ঘতমার একটি (১।১৬১)। ঋভুরা আগে মানুষ ছিলেন, আত্মশক্তিতে তাঁরা দেবতা হয়েছিলেন এবং দেবতাদের দিক্ থেকে অনেক বাধা অতিক্রম করে অবশেষে যজ্ঞে সোমপানের অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁদের কীর্তি-কলাপে পাই যোগবিভূতির পরিচয়। তাঁরা বৈদিক ধারার পাশাপাশি আরেকটা অবৈদিক আর্যসাধনার যে বাহন তা মনে করবার কারণ আছে। (বে.-মী. ১ম খণ্ড পৃ. ১২১)।

ঋভুঃ— [√ ঋভ্ || রভ্ (ধরা, চেষ্টা করা, গড়া) + উ। বহুবচনান্ত হলে ঋভু দেবতাগণ—যাঁরা দেবশিল্পী] আরব্ধবীর্য, আধারে কাজ শুরু করে দেন যিনি, dynamic (৩।৩৬।২)। ঋক্‌সংহিতায় ঋভুরা সংখ্যায় তিনজন—ঋভুক্ষা, বাজ এবং বিভ্‌বা। ব্যুৎপত্তি এবং পরিচিতি দুদিক থেকেই তাঁরা 'সুকর্মা'। তাঁরা মর্ত্য হয়েও অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন—এই তাঁদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। 'বাজ দেবতাদের সুকর্মা, ঋভুক্ষা ইন্দ্রের এবং বিভ্বা বরুণের'—'বাজো দেবানামভবৎ সুকর্মেন্দ্রস্য ঋভুক্ষা বরুণ্যস্য বিভ্বা' (ঋ. ৪।৩৩।৯)। বিভ্বা 'বি-ভূ'রই রূপান্তর 'বিশ্বরূপ' বা 'সর্বব্যাপী'। (বে.-মী. ৩য় খণ্ড-পৃ. ৬৭১)।

ঋভুরা ত্বষ্টার মতই শিল্পী; সুদক্ষ, নিপুণ কর্মী (৩।৫।৬)। ঋভুরা ক্রিয়াশক্তি—'সুকর্মা' বিশেষণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে। তিনটি ঋভুর মধ্যে বিভ্বাকেই তষ্টা বলা হচ্ছে (৩।৪৯।১)। ঋভুগণের সম্পর্কে ঋগ্বেদে বলা হচ্ছে—তাঁরা ঊর্ধ্বগ্রাবা হয়ে সিদ্ধির ঋজুপথকে রচনা করেন (৩।৫৪।১২); তাঁরা অরূপের রূপকার, ইন্দ্রের প্রিয় সহচর (৩।৫৪।১৭)।

এই সূক্তে দেখি বিশেষভাবে ঋভুদের, যাঁরা আত্মশক্তিতে, যোগবিভূতিতে, দেবত্ব অর্জন করেছিলেন। বর্তমান যুগে আমরা দেখতে পাই ঋভু রবীন্দ্রনাথ, ঋভু শ্রীঅরবিন্দ।

(পাদটীকা—বস্তুত, শ্রীঅনির্বাণ নিজেও ঋভু —সম্পাদক)

১

ইহেহ বো মনসা বন্ধুতা নর
উশিজো জগ্মুরভি তানি বেদসা।
যাভির্মায়াভিঃ প্রতিজূতিবর্পসঃ
সৌধন্বনা যজ্ঞিয়ং ভাগমানশ।।

ইহইহ। বো। মনসা। বন্ধুতা। নরঃ।
উশিজঃ। জগ্মুঃ। অভি। তানি। বেদসা।
যাভিঃ। মায়াভিঃ। প্রতিজূতিবর্পসঃ।
সৌধন্বনাঃ। যজ্ঞিয়ম্। ভাগম্। আনশ।

বো— তোমাদের।

বন্ধুতা— [মৌলিক অর্থ 'বন্ধুর'এর—বন্ধ, গ্রন্থি—√ বন্ধ্ || বন্ধ + উ + র। গাড়িতে দুটি ঈষা এসে জোয়ালের সঙ্গে যেখানে বাঁধা পড়ে, এমনি একটি গ্রন্থি পড়ে সেখানে। এই হতে দেহরথে নাড়ীর মিলন-স্থান 'বন্ধুর'। হৃদয়ে এসে সব নাড়ীরা মিলেছে। স্থান 'বন্ধুর'। হিরণ্যবন্ধুর দ্যুলোককে ছুঁয়ে আছে, দেখছি স্পষ্টতই সহস্রার (৩।৪৩।১)। আবার, যার সঙ্গে বাঁধন বা আত্মীয়তা আছে সে-ই 'বন্ধু' (৩।৫৪।৬)] গ্রন্থি, বন্ধন, বাঁধন।

ইহইহ— সর্বত্র।

মনসা— সকলেই জানতে পারে, সর্ববিদিত (সায়ণ)। মন দিয়ে, অন্তরে (৩।২৬।১)। মন ঋগ্বেদে মনোময়ী চেতনা, প্রাকৃত হতে অপ্রাকৃত ভূমি পর্যন্ত তার অধিকার বিস্তৃত (৩।৩৮।৬)। অতএব এই মনোময়ী চেতনা দিয়ে।

বেদসা— [(এই) জ্ঞানে, (এটি) জেনে। নিঘণ্টুতে 'বেদঃ' ধন; এইটি সাধারণ অর্থ < √ বিদ্ (পাওয়া); তু. উপনিষদের 'বিত্ত'—বিত্তৈষণা (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্)। কিন্তু এই ধন সাধনসম্পদ যখন, তখন তা 'ঋদ্ধি' বা বিভূতি। কিন্তু সাধনজাত 'ঋদ্ধি' মূলত বিদ্যারই শক্তি; সুতরাং বেদঃ = বিদ্যা—এই অর্থ; ৩।৬০।১, ৮।৮৭।২, 'বেদঃ' যেখানে উত্তরপদ সেখানেও।] ঋদ্ধিতে।

নরঃ— [(হে) মনুষ্যগণ (সায়ণ)। আত্মবাদের প্রবক্তা 'মুনি'; বেদে তাঁদের সংজ্ঞা 'নর'—৩।১ সূক্তের ভূমিকা। নিঘণ্টুতে নরঃ 'মনুষ্য'; যাস্ক: 'মনুষ্যা নৃত্যন্তি কর্মসু'। 'নৃ' শব্দের মৌলিক অর্থ 'পথিক'। যিনি সবার আগে চলেন, তিনিও নৃ-শব্দবাচ্য। তাই থেকে 'নরঃ' = বীর সাধকেরা (৩।২।৬)। (৩।৩।৮ ঋকেও তাই)। ৩।৩৫।৮ ঋকে 'নরঃ' সোমসাধক। ৩।৪৯।২ ঋকে দেখছি, যার মধ্যে ক্ষাত্রবীর্য আছে সে 'নৃ' বা 'নর'। ৩।৫৪।৪ ঋকে 'নরঃ' = বীর সাধকেরা।] বীর সাধকেরা।

উশিজঃ— [যজ্ঞভাগকামী (ঋভুগণ)—সায়ণ। উশিজ < √ বশ্ (চাওয়া) + ইজ্—কামনায় উতল —৩।২৭।১০] উতলা সাধকেরা।

তানি— সেই কাজগুলির দিকে; সেরকম (কাজগুলি)।

অভি জগ্মুঃ— লাভ করেন; (দিকে) গেলেন।

যাভিঃ মায়াভিঃ— ['মায়া'—(√ মা (নির্মাণে) + যা) বিচিত্র ও বিপরিণামী রূপ (৩।২০।৩); মায়া (দেবতার) অচিন্তনীয় নির্মাণ শক্তি (৩।২৭।৭); মায়া সৃষ্টির শক্তি বলে একাধারে কর্ম এবং প্রজ্ঞা; তার রচনা সত্যও বটে, রহস্যও বটে। পরবর্তী যুগে রহস্যের উপর বেশি জোর দেওয়াতে 'মায়া' অর্থ হয়ে গেছে ইন্দ্রজাল (৩।৩৮।৭); 'মায়া' বেদে চিন্ময়ী নির্মাণ শক্তি—ক্রতুর মত (তু. ৩।৪০।২)। নিঘণ্টুতে মায়া 'প্রজ্ঞাশক্তি'; এই প্রজ্ঞাই ব্রহ্মের 'জ্ঞানময়ং তপঃ', যা হতে বিশ্বের বিসৃষ্টি। মায়া তাই 'মা' বা নির্মাণশক্তি (৩।৫১।৪)। মায়াঃ = বিচিত্র প্রজ্ঞাবীর্য (৩।৫৩।৮)।] যে সকল কর্ম ও প্রজ্ঞার শক্তিদ্বারা,—তাতে নির্মাণ হয়, সৃষ্টি হয়।

প্রতিজূতিবর্পসঃ— প্রতিপক্ষকে অভিভূত বা পরাভূত করার তেজঃশক্তিযুক্ত।

সৌধন্বনাঃ— সুধন্বাপুত্র ঋভুগণ—সংখ্যায় তিনজন।

যজ্ঞিয়ম্ ভাগম্— যজ্ঞভাগ (সোমপানাদির)।

আনশ— অধিকার করেন; ব্যাপ্ত করে আছেন।

ঋক্ সংহিতায় ঋভুরা সংখ্যায় তিনজন—ঋভুক্ষা, বাজ এবং বিভ্বা। এই ঋকে বলা হচ্ছে তাঁরা ঋষি সুধন্বার পুত্র। এঁরা আত্মশক্তিতে, যোগবিভূতিতে, দেবত্ব অর্জন করেছিলেন। এঁদের ঋষি বিশ্বামিত্র 'তোমাদের' বলে অভিহিত করছেন। মনোময়ী চেতনা দিয়ে এঁরা সর্বত্র 'বন্ধন' করে চলেছেন, সেই বাঁধন বা গ্রন্থি প্রথমে দেহরথে,—হৃদয়ে; তারপর সেটি উত্তরায়ণের পথে স্পর্শ করছে দ্যুলোককে, যোগের 'সহস্রার'। এঁদের মনোময়ী চেতনা প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃত ভূমি পর্যন্ত। এঁরা বীর সাধক, সাধনবস্তুর জন্য এঁরা উতলা, বিদ্যার শক্তি এঁদের, এঁদের সাধনসম্পদ ঋদ্ধি, বিভূতি। এঁদের গতি, এঁদের প্রাপ্তি, সেই কর্ম এবং

প্রজ্ঞাশক্তি যা নির্মাণ করে, সৃষ্টি করে। নিপুণ রূপশিল্পী এঁরা। এঁদের সৃষ্টি কখনও রহস্যময়। প্রতিপক্ষকে এঁরা পরাভূত করেন তেজঃশক্তি দিয়ে; যজ্ঞভাগ সোমপানাদি অধিকার করেন। এঁরা সর্ব্বব্যাপ্ত।

মহাভারতে এঁদের দেবতাদেরও উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। বস্তুত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা দেখি (দ্বিতীয় অধ্যায় —শ্লোক ৭), দেবতাবৃন্দ জড়ত্বের অধিকারে এসে মরণধর্মশীল জীবের ন্যায় পার্থিব ভাবে বিচরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের তখন 'মাতৃ-সাধক' হয়ে চৈতন্যলোকে উন্নীত হতে হয়েছে। তখন আবার তাঁরা দ্যুলোকে উন্নীত হয়েছেন।

তোমাদের নাড়ীর বাঁধন সর্বত্র, তোমাদের এই মনোময়ী চেতনা দিয়ে, বীর সাধক তোমরা, উতলা সাধক তোমরা, সাধনসম্পদ লাভ কর; তোমাদের ঋদ্ধিতে এগিয়ে যাও সেই কর্ম ও প্রজ্ঞাশক্তি দিয়ে যাতে সৃষ্টি হয়, আসে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করার তেজঃশক্তি। সুধন্বাপুত্র ঋভুগণ, এইভাবে তোমাদের যজ্ঞভাগ তোমরা নাও।

সুধন্বাপুত্র ঋভুগণ, নাড়ীর সর্বত্র বাঁধনে, মনোময়ী চেতনায়,
উতলা বীর সাধক তোমরা, যাও সেই ঋদ্ধির পানে।
যে কর্ম ও প্রজ্ঞাশক্তিতে, তেজঃশক্তি দিয়ে পরাভূত কর
প্রতিপক্ষকে, কর অধিকার তোমাদের যজ্ঞভাগ।।

সায়ণভাষ্য— হে ঋভবঃ! বো যুষমাকং বন্ধুতা বধ্নন্তি ফলেন সংযোজয়ন্তীতি বন্ধবঃ কর্ম্মাণি তেষাং ভাবো বন্ধুতা ইহেহ সর্ব্বত্র মনসা সর্ব্বৈর্জ্ঞায়তে। নরঃ হে মনুষ্যাঃ। ঋভবঃ উশিজঃ যজ্ঞভাগ কাময়মানা ভবন্তঃ বেদসা যজ্ঞভাগপ্রাপককর্ম্ম বিষয়জ্ঞানেন তানি তাদৃশানি কর্ম্মাণি অভিজগ্মুঃ প্রাপ্নুবন্তি। কানি তানি মায়াভিঃ মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে ইতি মায়াঃ কর্ম্মাণি যাভির্ম্মায়াভিঃ যৈঃ কর্ম্মভিঃ

প্রতিজূতিবর্পসঃ প্রতিপক্ষাভিভবনশীলতেজোযুক্তাঃ সৌধন্বনাঃ সুধন্বনামাঙ্গিরসঃ পুত্রঃ কশ্চিদৃষিতস্য পুত্রা সৌধন্বনাঃ তে চ এয়ঃ ঋভুর্ব্বিভ্বাবাজ ইতি এতন্নামকাঃ পুত্রাঃ যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হং ভাগং সোমপানাদিলক্ষণং আনশঃ ব্যাপ্তাঃ সু। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ— ঋভুর্ব্বিভ্বা বাজো দেবাঁ অগচ্ছত স্বপসো যজ্ঞিয়ং ভাগমৈতন (ঋ. স. ২।৩।৫) ইতি। অয়মর্থো ব্রাহ্মণেঽপি (ঐ. ব্রা. ৩।৩)—ঋভবো বৈ দেবেষু তপসা সোম পীপমভ্যজয়ন্নিত্যত্রোপাখ্যানপূর্ব্বকং স্পষ্টমভিহিতঃ। যদ্বা নরঃ কর্ম্মণাং নেতারঃ হে ঋভবঃ উশিজঃ কাময়মানাঃ বেদসা হবির্লক্ষণেন ধনেন যুক্তাঃ স্তোতারঃ বো যুষ্মাকং তানি চমসভক্ষণাদীনি কর্ম্মাণি বন্ধুতা বন্ধুতয়া সখ্যেন মনসা জগ্মুরভিগচ্ছন্তি। কানীত্যা আশঙ্কায়ামাহ— সৈশ্চমসভক্ষণাদিভিঃ কর্ম্মভির্যজ্ঞার্হং ভাগং যুয়মাপ্নুত অন্যাভিগচ্ছন্তি যুষ্মাকং বুদ্ধিনৈপুণ্যানি চিন্তয়ন্তীত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ— হে ঋভবঃ = হে ঋভুগণ; বো = যুষ্মাকং = তোমাদের; বন্ধুতা = বধ্নন্তি ফলেন সংযোজয়ন্তি ইতি বন্ধবঃ কর্ম্মাণি তেষাং ভাবঃবন্ধুতা = যে কর্ম ফলের দ্বারা যুক্ত করে বা বাঁধে তাই হল বন্ধু এবং তার ভাব হল বন্ধুতা; ইহইহ = সর্বত্র; মনসা = সর্ব্বৈঃ জ্ঞায়তে সকলেই জানতে পারে, সর্ববিদিত; নরঃ = হে মনুষ্যাঃ = হে মনুষ্যগণ; ঋভবঃ উশিজঃ = যজ্ঞভাগ কাময়মানাঃ ভবন্তঃ = ঋভুগণ যজ্ঞভাগকামী হয়ে; বেদসা = যজ্ঞভাগপ্রাপককর্ম্মবিষয়জ্ঞানেন = যজ্ঞভাগ লাভ করবেন এই জ্ঞানের দ্বারা; তানি = তাদৃশানি কর্ম্মাণি = সেরকম কাজগুলি; অভিজগ্মুঃ = প্রাপ্নুবন্তি = লাভ করেন; কানি তানি = কিরকম সেগুলি? মায়াভিঃ = মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তেইতি মায়াঃ কর্ম্মাণি = যার দ্বারা জানা যায়, তাই হল মায়া বা কর্মসমূহ; যাভিঃ মায়াভিঃ = যৈঃ কর্ম্মভিঃ = যে কর্মদ্বারা; প্রতিজূতিবর্পসঃ = প্রতিপক্ষ-অভিভবনশীল তেজোযুক্তাঃ = প্রতিপক্ষকে অভিভূত বা

পরাভূত করার তেজোশক্তিযুক্ত; সৌধন্বনাঃ = সুধন্ব নাম আঙ্গিরসঃ পুত্রঃ কশ্চিৎ ঋষি তস্য পুত্রাঃ সৌধন্বনাঃ = সুধন্বনামীয় আঙ্গিরস পুত্র ঋষির পুত্রগণ হলেন সৌধন্ব। তে চ ত্রয়ঃ ঋভুঃ বিভ্বা বাজঃ ইতি এতন্নামকাঃ পুত্রাঃ = তাঁরা হলেন তিনজন ঋভু, বিভ্বা, বাজ এই তিন নামের পুত্রগণ; যজ্ঞিয়ং = যজ্ঞার্হং = যজ্ঞীয়; ভাগং = সোমপানাদি- লক্ষণং = সোমপানাদির ভাগ; আনশঃ = ব্যাপ্তাঃস্থ = ব্যাপ্ত করে আছেন, অধিকার করেন; তথা মন্ত্রবর্ণঃ = 'ঋভুঃবিভ্বা বাজঃ দেবান্ অগচ্ছত স্বপসো যজ্ঞিয়ং ভাগমৈতন' (ঋ. স. ২।৩।৫) ইতি—ঋগ্বেদীয় সংহিতায় অন্যত্র অনুরূপ মন্ত্র আছে; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৩ তে অনুরূপ অর্থ পাওয়া যায়—ঋভবো বৈ দেবেষু তপসা সোমপীপমভ্যজয়ন্নিত্য ত্রোপাখ্যান পূর্ব্বকম্ স্পষ্টম্ অভিহিতঃ = ঋভুরা দেবলোকে তপস্যার দ্বারা সোমপানের অধিকার লাভ করেছিলেন এই উপাখ্যানটি স্পষ্টভাবে উক্ত। যদ্বা = অথবা; নরঃ = কর্ম্মণাং নেতারঃ = কর্মের নেতৃবৃন্দ হে ঋভুগণ; উশিজঃ = কাময়মানাঃ = কামী; বেদসা = হবির্লক্ষণেন ধনেন যুক্তাঃ স্তোতারঃ = যজ্ঞাদি ধনান্বিত স্তোতৃবৃন্দ; বঃ = যুষ্মাকং = তোমাদের; তানি = চমসভক্ষণাদীনি কর্ম্মাণি = চরুভক্ষণাদি কর্ম; বন্ধুতা = বন্ধুতয়া সখ্যেন = সখ্যদ্বারা; মনসা = মনে; জগ্মুঃ = অভিগচ্ছন্তি = যান। কানি = কিরকম; ইতি আশঙ্কায়াম্ আহ = এই আশঙ্কায় বলা হল; যৈঃ চমসভক্ষণাদিভিঃ কর্ম্মভিঃ যজ্ঞার্হং ভাগং যুয়ম্ আপ্লুত তানি অভিগচ্ছন্তি যুষ্মাকং বুদ্ধিনৈপুণ্যানি চিন্তয়ন্তি ইত্যর্থঃ = যেভাবে তোমরা চরুভক্ষণাদি যজ্ঞভাগ পেয়েছিলে সেটিই তোমাদের বুদ্ধিনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে এই হল অর্থ। এভাবে মন্ত্রটির দুরকম অর্থ করা যায় বলে আচার্য সায়ণ উল্লেখ করেছেন।

২

যাভিঃ শচীভিশ্চমসাঁ অপিংশত
যয়া ধিয়া গামরিণীত চর্মণঃ।
যেন হরী মনসা নিরতক্ষত
তেন দেবত্বমৃভবঃ সমানশ।।

যাভিঃ। শচীভিঃ। চমসান্। অপিংশত।
যয়া। ধিয়া। গাম্। অরিণীত। চর্মণঃ।
যেন। হরী। মনসা। নিঃ অতক্ষত।
তেন। দেবত্বম্। ঋভবঃ। সম। আনশ।

যাভিঃ— যে।

শচীভিঃ— শক্তিদ্বারা। এই শচী পুরাণে ইন্দ্রাণী। অবশ্য ইন্দ্রাণীকে আমরা ঋগ্বেদেও পাই। পুরাণে একমাত্র ইন্দ্রই শচীপতি; শচী সেখানে ইন্দ্রাণী, নিজেকে মহাশক্তিরূপে প্রখ্যাপিত করছেন (৩।৫৩।২)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শুদ্ধপ্রাণ ও মনের তিমিরবিদার বজ্রশক্তি (তু. শাকিনঃ—৩।৫১।২)।

চমসান্— যজ্ঞপাত্রকে। চমস সোমপাত্র, বিশেষ করে। এই আধারই সোমপাত্র। যুগে যুগে সিদ্ধ আধারে দেবতা আনন্দ-সুধা পান করে আসছেন (তু. ৩।৪৮।৪)।

অপিংশত— ভাগ করেছিলেন (চারভাগে)।

যয়া— যে।

ধিয়া— [ধীশক্তি দ্বারা, প্রজ্ঞাদ্বারা (সা)। 'ধী' একাগ্রভাবনা, ধ্যানচেতনা (৩।৩।২)। 'ধিয়ঃ' ধ্যানের আলো (৩।৩৪।৫)। নিঘণ্টুতে 'ধী' কর্ম, প্রজ্ঞা। বৈদিক দৃষ্টিতে কর্মে আর জ্ঞানে কোনও বিরোধ নাই,

কেননা কর্ম বস্তুত জ্ঞানের উপায় এবং ফল দুইই। ভাবনার প্রকাশ যে-বাকে তাও 'ধী' হতে পারে। সবই দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যের সাধনা (৩।৫৪।১৭)।] ধ্যানচেতনা দ্বারা।

গাম্— ঋতের। 'সত্য' অধিষ্ঠান, 'ঋত' তার শক্তি।

চর্মণঃ— আবরণসমূহকে।

অরিণীত— উন্মোচিত করেছিলেন।

যেন— যে।

মনসা— [পূর্ব ঋক্ দ্রষ্টব্য] মনোময়ী চেতনা দিয়ে।

হরী— ['হরি' আগুন রাঙা ঘোড়া, ইন্দ্রশক্তির প্রতীক। ইন্দ্র হরিবাহন। দুটি 'হরি' বা শক্তি যথাক্রমে প্রজ্ঞা এবং বীর্য। একটি বিদ্যুৎ, আর-একটি বজ্র (৩।৩০।২)। 'হরিভ্যাম্'—দুটি জ্যোতিরশ্বের দ্বারা বাহিত হয়ে। আগে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে, তারপর বজ্র নেমে আসে। দিব্যজ্ঞানের শক্তি কাজ করে এইভাবে (৩।৩০।৬)। 'হরিঃ' বিশেষণ হলে জ্যোতির্ময়। এই প্রসঙ্গে তুলনীয় হরি-সূক্ত (১০।৯৬)। ইন্দ্র ঋগ্বেদে প্রধান দেবতা, ঈশ্বরস্থানীয়। আধুনিক ভারতে উপাসিত তিনটি প্রধান দেবতার সঙ্গেই এই 'হরিঃ' শব্দটির যোগ আছে :- বিষ্ণু 'হরিঃ', শিব 'হরঃ', শক্তি 'হ্রীং' (৩।৪৪।৩)। 'হরিপ্রিয়'—জ্যোতির্বাহন অশ্বদুটি ইন্দ্রের প্রিয় (৩।৪১।৮) 'হরিভিঃ'—নিঘণ্টুতে 'হরী ইন্দ্রস্য' অর্থাৎ ইন্দ্রের দুটি বাহনের নাম 'হরি'। 'হরি' শব্দের মধ্যে দুটি ভাবের মিশ্রণ ঘটেছে—'যা জ্বলে' এবং 'যা বহন করে'। তাই 'হরি' ইন্দ্রের সোনালী রঙের ঘোড়া। সাধারণত দুটি বাহনের উল্লেখ থাকে। বাহনেরা চিন্ময় অথচ প্রাণময় বৃত্তি। যাস্কের ব্যাখ্যা 'অসৃগহনী' (রক্ত এবং দিনের আলো) প্রণিধানযোগ্য। (৩।৪৩।৩)। 'হরিভিঃ'—ইন্দ্রের বাহনেরা, যারা চিন্ময় সাধনসম্পদের প্রতীক (৩।৪৪।৫)। 'হরিভ্যাম্'—দুটি জ্যোতির্বাহনে বাহিত হয়ে। দুটি বাহন অধিভূতদৃষ্টিতে বজ্র আর বিদ্যুৎ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বীর্য আর প্রজ্ঞা।

(৩।৪১।১)] প্রকরণে দেখা যাচ্ছে 'হরী' ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়, তাঁর আগুনরাঙা বাহন,—একটি বিদ্যুৎ, আর-একটি বজ্র; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বীর্য আর প্রজ্ঞা।

নিঃ অতক্ষত— নিঃশেষে খুঁজে বার করেছিলেন, উদ্ধার করেছিলেন। 'অতষ্ট'—(√ তক্ষ্ + লুঙ্ ত)। (দেবযানের পথকে) রূপ দিয়েছেন। কারা? ঋভুরা। তাই এখানে নিঃশেষে রূপ দেওয়ার ভাবটি আসছে। (দ্র. ৩।৫৪।১২)।

তেন— সেই শক্তি, প্রজ্ঞা, চেতনা, কর্ম ইত্যাদির দ্বারাই।

ঋভবঃ— (দেবমানব) ঋভুরা। পূষা গুরুশক্তি আর ঋভুরা আত্মশক্তি। দুয়ের মিলনে আদিত্যপুরুষের সাযুজ্য সিদ্ধ হয়, হিরণ্ময় পাত্রের ঢাকা খুলে যায় (ঈশোপনিষদ্ ১।১৫)। দ্র. ৩।৫৪।১২ ।

দেবত্বম্— দেবত্ব বা অমরত্ব।

সম আনশ— সম্যক লাভ করেছিলেন।

এই ঋক্‌টিতে ঋভুদের বিশেষ তিনটি ক্রিয়া-কলাপ পাচ্ছি যার দ্বারা এই মর্ত্যলোকের অধিবাসী হয়েও তাঁরা পূর্ণ অমরত্ব লাভ করেছিলেন, দেবতাদের সমকক্ষ হয়েছিলেন। প্রথমত, যে-সোমপাত্রে যুগে-যুগে দেবতারা আনন্দ-সুধা পান করে আসছেন, সেই সোমপাত্র তাঁরা নিজেদের অধিকারে আনলেন শুদ্ধপ্রাণ ও মনের তিমিরবিদার বজ্রশক্তি দিয়ে। সেই পাত্রকে তাঁরা ভাগও করলেন, চারভাগে। সংখ্যায় তাঁরা তিনজন, একটি ভাগ অধিক রেখে। দ্বিতীয়ত, ঋভুদের রয়েছে সেই ধ্যানচেতনা, একাগ্রভাবনা। এই কর্ম ও জ্ঞান যা প্রজ্ঞা, তাতে দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ হয়। যে-আবরণে সত্য ও ঋত ঢাকা থাকে, তাকে তাঁরা উন্মোচিত করলেন, সত্যসূর্য তার আলোতে তাঁদের উদ্‌ভাসিত করল। আমাদের জীবন এই ঋতের অনুশাসনে, তার পরম অয়ন সত্যের স্থিতিতে, গতিপথেও। তৃতীয়ত, ঋভুদের মনোময়ী চেতনার অধিকার প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃত ভূমি পর্যন্ত। সেই মনোময়ী চেতনায় তাঁরা নিঃশেষে খুঁজে বার করেছিলেন ইন্দ্রের দুটি জ্যোতিরশ্বকে, —তারা যথাক্রমে প্রজ্ঞা এবং বীর্য, বিদ্যুৎ এবং বজ্র। ইন্দ্রের এই

বাহনেরা চিন্ময় অথচ প্রাণময় বৃত্তি। এরা চিন্ময় সাধনসম্পদের প্রতীক, আগুন-রাঙা। এরা ব্রহ্মযুজা (৩।৩৫।৪); (রথে) বৃহৎ চেতনার দ্বারা জোড়া হয়েছে এই দুটি ইন্দ্রশক্তি। ইন্দ্রশক্তি বা ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়নের কথা আছে উপনিষদের শান্তিপাঠে। সে-আপ্যায়ন সম্ভব তিন উপায়ে, —বাক্, মন ও ব্রহ্মের সাধনায়। যোগের ভাষায় জপ, ধ্যান ও ব্রহ্মভাবনার দ্বারা। ব্রহ্মভাবনার মন্ত্র হল ওঙ্কার — যার সাধনা ঠিক সাধারণ জপের পর্যায়ে পড়ে না। তন্ত্রে প্রণব ব্রহ্মবীজ। 'হরী' = হ্রী = শক্তিবীজ। ব্রহ্মদ্বারা হরীকে রথে যুক্ত করা = ওঁ-হ্রীং জপ এবং জপে আধারের আপ্যায়ন। লক্ষণীয়, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রে "ওঁ হ্রীং" দিয়ে আরম্ভ করেছেন। দেবীভাগবতে (দ্বাদশ স্কন্ধ —অষ্টম অধ্যায়—শ্লোক ৬৪) দেবী ইন্দ্রকে বলছেন "ওমিত্যেকাক্ষরং...সুরোত্তম"—'হে সুরোত্তম! বেদচতুষ্টয়ে 'ওঁ' এই একাক্ষর বীজদ্বারা যে ব্রহ্মের প্রতিপাদন হয়, 'হ্রীং' এই বীজ পদটীও তাহার বাচক হইয়া থাকেন, ইহাও বেদমীমাংসিত। মুখ্যত্ব হেতু এই উভয় মন্ত্রকে আমার বীজ বলিয়া জানিবে; অর্থাৎ আমিই এই উভয় বীজ দ্বারা উপাস্য হই।' ইন্দ্রের এই দুটি জ্যোতিরশ্বকে পেয়ে ঋভুরা দেবযানের পথকে রূপ দিয়েছেন। এখানে নিঃশেষে রূপ দেওয়ার ভাবটি আসছে।

এই ভাবে, সেই শক্তি, প্রজ্ঞা, চেতনা, ইত্যাদি দিয়ে ঋভুরা পরিপূর্ণভাবে দেবত্ব লাভ করেছিলেন। গুরুশক্তি (পূষা) আর আত্মশক্তির (ঋভুদের) মিলনে আদিত্যপুরুষের সাযুজ্য সিদ্ধ হয়, হিরণ্ময় পাত্রের ঢাকা খুলে যায়।

যে শক্তি দিয়ে সোমপাত্র ভাগ করেছিলেন, যে ধ্যানচেতনা দিয়ে ঋত ও সত্যের আবরণ উন্মোচিত করেছিলেন, যে মনোময়ী চেতনা দিয়ে মহেশ্বর ইন্দ্রের জ্যোতির্বাহন অশ্বদুটিকে নিঃশেষে খুঁজে বার করেছিলেন, সেই সব-কিছু দিয়ে ঋভুগণ সম্যকভাবে দেবত্ব লাভ করেছিলেন।

ভাগ করেছ সোমপাত্র যে-শচীশক্তি দিয়ে,
যে-ধ্যানচেতনায় উন্মুক্ত করলে ঋতের আবরণ,
মনোময়ী যে-চেতনায় নিঃশেষে বার করলে দুটি ইন্দ্রবাহনকে,
সেইসব দিয়ে পূর্ণ উন্নীত হলে দেবত্বে, হে ঋভুগণ।।

সায়ণভাষ্য— হে ঋভবঃ! যাভিঃ শচীভিঃ শক্তিভিশ্চমসান্ চতুরঃ অপিংশত বিভক্তবন্তঃ স্থ যয়া ধিয়া প্রজ্ঞয়া গামৃতামরিণীত চর্ম্মণঃ চর্ম্মণা যোজনাৎ প্রাপিতবন্তঃ 'স্যুঃ' যেন মনসা প্রজ্ঞানেন হরী এতন্নামকাবিন্দ্রস্যাশ্বৌ নিরতক্ষত নিতরামকুরুত। তথা চ মন্ত্রবর্ণ—য ইন্দ্রায় বচো যুজা ততক্ষুর্ম্মনসা হরী (ঋ.স. ১।২।১) ইতি। তেন সর্বেণানেন কর্ম্মণা দেবত্বং যজ্ঞভাগার্হত্বলক্ষণং দেবভাবং সমানশ সম্যক্ প্রাপ্তাঃ স্যু।

ভাষ্যানুবাদ— হে ঋভবঃ = হে ঋভুগণ; যাভিঃ শচীভিঃ = শক্তিভিঃ = শক্তিদ্বারা; চমসান্ = যজ্ঞপাত্রকে; চতুরঃ অপিংশত— √ পিশ্ + লঙ্ = বিভক্তবন্তঃ স্যুঃ = চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন; যয়া ধিয়া = প্রজ্ঞয়া = ধীশক্তিদ্বারা; গাম্ = ঋতাম্ = সত্যের; অরিণীত চর্ম্মণঃ = চর্ম্মণা যোজনাৎ প্রাপিতবন্তঃ স্যু = আবরণ সংযোগ হতে লাভ করেছিলেন, উদ্ধার করেছিলেন— √রী + লঙ্; যেন = মনসা প্রজ্ঞানেন = মানসিক প্রজ্ঞায়; হরী = এতৎ নামকৌ ইন্দ্রস্য অশ্বৌ = এই নামের ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়কে; নিঃ অতক্ষত —√তিক্ষ্ + লঙ্ = নিতরাম্ অকুরুত = নিরন্তর সৃষ্টি করেছিলেন; তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ — য ইন্দ্রায় বচো যুজা ততক্ষুঃ মনসা হরী (ঋ. স. ১।২।১) ইতি — ঋগ্বেদের অন্যত্র অনুরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়। তেন = সর্ব্বেণ অনেন কর্ম্মণা = সেই শক্তি প্রজ্ঞা কর্ম ইত্যাদি দ্বারাই; দেবত্বং = যজ্ঞভাগার্হত্ব লক্ষণং দেবভাবং = যজ্ঞভাগলক্ষণ দেবভাব; সমানশ = সম্যক্ প্রাপ্তাঃস্যু — (√ অশ্ + লিট্) = সম্যক লাভ করেছিলেন।

৩

ইন্দ্রস্য সখ্যমৃভবঃ সমানশু
মনোর্নপাতো অপসো দধন্বিরে।
সৌধন্বনাসো অমৃতত্বমেরিরে
বিষ্ট্বী শমীভিঃ সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া।।

ইন্দ্রস্য। সখ্যম্। ঋভবঃ। সম্। আনশুঃ।
মনোঃ। নপাতঃ। অপসঃ। দধন্বিরে।
সৌধন্বনাসঃ। অমৃতত্বম্। আ। ঈরিরে।
বিষ্ট্বী। শমীভিঃ। সুকৃতঃ। সুকৃত্যয়া।

মনোঃ নপাতঃ— [মন শুধু ইন্দ্রিয় নয়, পরন্তু মনশ্চেতনা দ্র. ছা. ৩।১৯। সেখানে মন বলতে বোঝাচ্ছে আকাশবৎ চেতনা। সংহিতাতেও মন এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (বে.-মী. ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৬৪)। ইন্দ্রের সাধনা শুধু প্রীতি দিয়ে তাঁর মাধুরীর আরাধনা নয়, পরিমার্জিত ধীবৃত্তি দিয়ে তাঁর মহিমারও উপাসনা। সবাই তখন দেবাভিমুখী সত্য মন নিয়ে তাঁর ধ্যান করে। মনের ধ্যান গাঢ়তর হলে মনীষার আলোয় দীপ্ত হয়ে ওঠে। মন তখন 'চিকিত্বিন্‌মনঃ'—আঁধার চিরে-চিরে মনীষার সন্ধানী আলো ফেলে সত্যকে আবিষ্কার করা তার সাধনা। অবশেষে মনীষার প্রগাঢ়তা উত্তীর্ণ হয় হৃদয়ের প্রদ্যোতে—তখন এইখানেই সত্যকে পাওয়া স্বয়ংজ্যোতি বোধের আভাস্বরতায়। মন তখন 'বোধিন্মনঃ'। বৃত্তির পরিকীর্ণতায় সত্যকে সে বাইরে শুধু পায় না—বোধের সমগ্রতা দিয়ে পায় অন্তরে। (বে.-মী. তৃতীয় খণ্ড-

পৃ. ৭৪৪)। এখানে মনের একটা সামগ্রিক পরিচয় পাচ্ছি।] যাঁদের মন অধোগামী হয় না (আঙ্গিরসপুত্রগণ)।

অপসঃ— যাগাদি কর্মপরায়ণ (সা)। 'অপসি'—('অপ্‌স' ৭-এ, অন্তোদাত্ত, কিন্তু প্রকরণ হতে মনে হয় কর্মে কর্তার উপচার। তু. Lat. opus 'work, labour') চাঞ্চল্যে। 'অপ্‌সু'—প্রাণসমুদ্রের। (দ্র. ৩।১।৩)। 'অপঃ'— সক্রিয়, চঞ্চল, দেবতা বা ঋভুর বিণ. (দ্র. ৩।৬।৭)। 'অপঃ'-দিব্য প্রাণের স্রোত (৩।৩১।১৬)। অপ্ = প্রাণশক্তি (৩।৫১।২)। তাই দিব্য প্রাণের স্রোতে, সেই কর্মে, — সক্রিয়, চঞ্চল।

ঋভবঃ— ঋভুগণ (দেবমানব)—পূর্বঋক্ দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রস্য সখ্যম্— মহেশ্বর ইন্দ্রের সখ্য, সাযুজ্য। তাঁর সখ্য বা সাযুজ্যই উত্তরকালে পর্যবসিত হয়েছে জীবব্রহ্মৈক্যভাবনায়।

সম্ আনশুঃ— সম্যক লাভ করে।

দধন্বিরে— ধারণ করেছিলেন, প্রাণধারণ করেছিলেন।

সৌধন্বনাসঃ— সুধন্বা পুত্র ঋভুগণ—সংখ্যায় তিনজন।

সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া— [দিব্যভাবের প্রেরণায় ছন্দোময় যে-কর্ম তাই 'সুকৃত' (৩।২৯।৮)। 'সুকৃত' = সাধন সম্পত্তিশালী অঙ্গিরারা। দ্র. ৩।৩১।১২। 'সুকৃৎ' যেমন দেবতার, তেমনি সাধকেরও বিশেষণরূপে বহুপ্রযুক্ত (৩।৫৪।১২)। সুকর্মা, যাঁর কাজে কোনও খুঁত নাই।] সুকর্মের সুকৃতিময়। এই সুকর্ম দিব্যভাবের প্রেরণায় ছন্দোময় কর্ম।

শমীভিঃ— ['শমন' শ্রম ও অভিনিবেশসাধ্য নানা কর্মের অনুষ্ঠান (বে.-মী. ৩য় খণ্ড-পৃ. ৬৪৪)।] প্রতিবন্ধকতানিবারক কর্মাদি, যা ধর্ম, তার দ্বারা। এই প্রতিবন্ধকতা দেবত্বপ্রাপ্তির পথে বাধা।

বিষ্ট্বী— ব্যাপ্ত হয়ে, আবৃত হয়ে, আচ্ছাদিত হয়ে।

অমৃতত্বম্— অমৃতত্ব, অমরত্ব, দেবত্ব।

(আ) ঈরিরে— লাভ করেছিলেন।

সুধন্বাপুত্র ঋভুদের কথা চলেছে। এঁরা পরিমার্জিত ধীবৃত্তি দিয়ে মহেশ্বর ইন্দ্রের মহিমার উপাসনা করেছেন। দেবাভিমুখী সত্য মন দিয়ে তাঁর ধ্যান করেছেন। ধ্যান গাঢ়তর হলে মনীষার আলোয় দীপ্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে মনীষার প্রগাঢ়তা উত্তীর্ণ হয় হৃদয়ের প্রদ্যোতে। 'চিকিত্বিন্‌মনঃ' হওয়ার পরে মন তখন 'বোধিন্মনঃ'। বৃত্তির পরিকীর্ণতায় সত্যকে সে শুধু বাইরে পায় না—বোধের সমগ্রতা দিয়ে পায় অন্তরে। ঋভুদের এই মন কখনো অধোগামী হয় না। ঋভুরা সম্যকভাবে লাভ করেন মহেশ্বর ইন্দ্রের সখ্য, তাঁর সাযুজ্য। দিব্য প্রাণের স্রোত ঋভুদের; সেই কর্মে তাঁরা সক্রিয়, চঞ্চল, প্রাণসমুদ্রের ঢেউয়ে। এই সুকর্ম দিব্যভাবের প্রেরণায় ছন্দোময় কর্ম, এই সুকর্মের সুকৃতিময় ঋভুগণ। তাঁরা প্রাণধারণ করেন এইভাবে। এই সুকর্ম তাঁদের ধর্ম, দেবত্বপ্রাপ্তির পথে বাধাকে তাঁরা দূর করেন এই শ্রম ও অভিনিবেশসাধ্য কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তাঁদের জীবনটাই এই যজ্ঞ। তাঁরা অমৃতত্ব, অমরত্ব, দেবত্ব লাভ করলেন এই ব্রতে ব্যাপ্ত হয়ে, আবৃত হয়ে।

ঋভুরা মহেশ্বর ইন্দ্রের সাযুজ্য লাভ করলেন সম্যকভাবে তাঁদের সমগ্রমন দিয়ে, যা অধোগামী হয় না। দিব্য প্রাণের স্রোতে, সেই কর্মে তাঁরা চঞ্চল, সক্রিয়। এইভাবেই তাঁরা জীবনধারণ করেন। সুধন্বাপুত্রগণ অমরত্ব লাভ করলেন দিব্যভাবের প্রেরণা ছন্দোময় কর্মে আবৃত হয়ে, এই ধর্মে তাঁদের দেবত্বপ্রাপ্তির পথের বাধা দূর হল।

ইন্দ্রের সাযুজ্য পেলেন ঋভুরা সম্যকভাবে,—
উন্নত মনের সাধনা দিয়ে, সক্রিয় তাঁরা দিব্য প্রাণের স্রোতে।
সুধন্বাপুত্রেরা প্রাণধারণ করলেন, পেলেন অমরত্ব,
সুকর্মের সুকৃতিময় হয়ে, বাধাদূরকারী ধর্মে আবৃত হয়ে।।

সায়ণভাষ্য— মনোর্নপাতঃ মনুষ্যাঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ অপসঃ যাগাদিলক্ষণকর্ম্মবন্তঃ ঋভবঃ ইন্দ্রস্য সখ্যং সমানখ্যানত্বং সমানশুঃ সম্যক্ প্রাপ্নুবন্ তথা

ইন্দ্রস্য সখ্যং প্রাপ্তাস্তে ঋভবঃ দধন্বিরে পূর্ব্বং মনুষ্যত্বেন মরণযোগ্যা অপি ইদানীমিন্দ্রস্য সখ্যেন প্রাণান্ ধারয়ন্তি। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—অধারয়ন্ত বহ্নয়ঃ (ঋ.স. ১।২।২) ইতি। সৌধন্বনাসঃ সুধন্বনামকস্য ঋষেঃ পুত্রা ঋভবঃ সুকৃতঃ শোভনকর্ম্মাণঃ সন্তঃ প্রভূতৈঃ শমীভিঃ দেবত্বপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধনিবারণহেতুভিঃ কর্ম্মভিঃ সুকৃত্যয়া শোভনেন কর্ম্মণা চ বিষ্ট্বী ব্যাপ্য অমৃতত্বমেরিরে দেবত্বং প্রাপুঃ তথা চ মন্ত্রান্তরমাম্নায়তে—মর্ত্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ (ঋ.স. ২।৭।৩০) ইতি।

ভাষ্যানুবাদ— মনোর্নপাতঃ = মনুষ্যাঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ = আঙ্গিরস পুত্র মনুষ্যগণ; অপসঃ = যাগাদিলক্ষণকর্ম্মবন্তঃ = যাগাদি কর্মপরায়ণ; ঋভবঃ = ঋভুগণ; ইন্দ্রস্য সখ্যং = সমান্ অখ্যানত্বং = সাযুজ্য; সমানশুঃ = সম্ আনশুঃ = সম্যক্ প্রাপ্নুবন্ = সম্যক লাভ করে; তথা ইন্দ্রস্য সখ্যং প্রাপ্তাঃ তে ঋভবঃ = ইন্দ্রের সখ্য বা সাযুজ্য লাভ করে সেই ঋভুগণ; দধন্বিরে = পূর্ব্বং মনুষ্যত্বেন মরণযোগ্যা অপি ইদানীম্ ইন্দ্রস্য সখ্যেন প্রাণান্ ধারয়ন্তি = পূর্বে মনুষ্য হয়েও মহেশ্বর ইন্দ্রের সাযুজ্যলাভে বর্তমানে তাঁরা প্রাণ ধারণ করেন [ধারয়ন্তি = ধারণ করেন] ; তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—অধারয়ন্ত বহ্নয়ঃ (ঋ.স. ১।২।২) ইতি — ঋক্ সংহিতার অন্যত্র এর সমর্থনে মন্ত্রটি এই; সৌধন্বনাসঃ = সুধন্বনামকস্য ঋষেঃ পুত্রাঃ ঋভবঃ = সুধন্বনামক ঋষির পুত্র ঋভুগণ; সুকৃতঃ = শোভনকর্ম্মাণঃ সন্তঃ = শোভনকর্মা হয়ে; প্রভূতৈঃ শমীভিঃ = দেবত্বপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধনিবারণহেতুভিঃ কর্ম্মভিঃ = দেবত্বপ্রাপ্তির পথে বাধানিবারক কর্মসমূহের দ্বারা; সুকৃত্যয়া = শোভনেন কর্ম্মণা চ = শোভন কর্মদ্বারা; বিষ্ট্বী = ব্যাপ্য = ব্যাপ্ত করে; অমৃতত্বম্= দেবত্বং = দেবত্ব; ঈরিরে = প্রাপুঃ—গত্যর্থক ঈর্ ধাতু = লাভ করেছিলেন। তথা চ মন্ত্রান্তরম্ আম্নায়তে—মর্ত্তসিঃ সন্তো অমৃতত্বম্ আনশুঃ (ঋ.স.২।৭।৩০) ইতি মন্ত্রান্তরে বেদে বলা হয়েছে—'মর্ত মনুষ্যগণ অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন'।

৪

ইন্দ্রেণ যাথ সরথং সুতে সচাঁ।
অথো বশানাং ভবথা সহ শ্রিয়া।
ন বঃ প্রতিমৈ সুকৃতানি বাঘতঃ
সৌধন্বনা ঋভবো বীর্যাণি চ।।

ইন্দ্রেণ। যাথ। সরথম্। সুতে। সচা।
অথো। বশানাম্। ভবথা। সহ। শ্রিয়া।
ন। বঃ। প্রতিমৈ। সুকৃতানি। বাঘতঃ।
সৌধন্বনা। ঋভবঃ। বীর্যাণি। চ।

ইন্দ্রেণ সচা— মহেশ্বর ইন্দ্রের সঙ্গে। ['সচা' 'সুতে'র সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে।]
সরথম্— একই রথে। আমাদের আধারই ইন্দ্রের রথ (৩।৩১।২০)।
সুতে— (সোমরস) নিংড়ানো [সুতে সচা—নিংড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে — ৩।৫১।১১ ও ৩।৫৩।১০]।
যাথ— যাও; যান।
অথো— তারপর।
শ্রিয়া সহ— [শ্রিয়ঃ < √শ্রি (আশ্রয় করা, অবলম্বন করা) = আশ্রয়, সবার মূলে আছে যে-শক্তি। তার আর এক নাম 'ঋত'। তা-ই বিশ্বের ছন্দ বা সুষমা। চেতনার প্রসারে বিশ্বের মূলে তাকে আমরা আবিষ্কার করি। সব-কিছুকে অবিরোধে গ্রহণ করতে পারাই রসচেতনা বা সৌন্দর্যবোধের পরম মূল। তা-ই পুরাণে শ্রীবিষ্ণু বা ব্যাপ্তি চৈতন্যের শক্তি (৩।১।৫)। 'শ্রী' তন্ত্রের ষোড়শী আনন্দ-পূর্ণিমা (৩।৪৪।২)।] সৌন্দর্য, সুষমা, আনন্দ সহ।
বশানাম্— স্বর্গকামী মানুষদের (মধ্যে)।

ভবথ আ— বিরাজ করুন।

সৌধন্বনা ঋভবঃ— হে সুধন্বাপুত্র ঋভুগণ।

বঃ— তোমাদের।

সুকৃতানি— [সুকৃতঃ—পূর্বঋক্ দ্রষ্টব্য। 'সুকর্ম' দিব্যভাবের প্রেরণায় ছন্দোময় কর্ম।] সুকৃতিসমূহ।

বীর্যাণি চ— [বীর্যের দেবতা ইন্দ্র। বীর্য সাধনসম্পদের মুখ্যতম। পতঞ্জলির পাঁচটি সাধনোপায়ের মধ্যে বীর্য দ্বিতীয় (যো. সূ. সাধনপাদ ৩৮); ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠায় বীর্যলাভ হয়। দ্র. ৩।৫১।৪]। এবং সাধনসম্পদ বীর্য।

ন প্রতিমৈ— প্রতিহিংসাদি (বিমাতৃসুলভ) দ্বারা প্রতিরোধ করতে পারে না, —কাদের?

বাঘতঃ— ['বাঘতঃ'—নিঘ. ঋত্বিক—সাধকেরা; উষার আলো ফুটেছে যাদের মনে আর যারা ঋতের সাধক—৩।২।১; 'বাঘতাম্'—ঋতের সাধক—৩।৩।৮ ; 'বাঘতঃ'—সাধকেরা —৩।৩৭।২; সাধকের অতন্দ্র সাধনা ইন্দ্রের প্রসাদকে নামিয়ে আনে এই আধারে।] এই অতন্দ্র সাধক ঋভুরা, তাঁরা অপ্রতিরোধ্য।

এই সূক্তের এই ঋক্‌টিতে ঋভুদের সরাসরি কথা শেষ হয়ে আসছে। মহেশ্বর ইন্দ্রের রথে যাচ্ছেন ঋভুরা যজ্ঞস্থলে সোমরস নিংড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে। ঐ রথে ইন্দ্র অধিষ্ঠিত, আমাদেরই আধারই ইন্দ্রের রথ, ঋভুগণ ইন্দ্রের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করেছেন। তারপর সৌন্দর্য, সুষমা, আনন্দসহ হলেন ঋভুরা ওই সোমরসপানে। তাঁরা স্বর্গকামী মানুষদের মধ্যে সেই আনন্দ-পরিবেশ সৃষ্টি করে বিরাজিত হলেন। ঋষি সুধন্বাপুত্র ঋভুদের আহ্বান করছেন। ঋভুরা আনন্দযজ্ঞের ঋত্বিক, তাঁদের কর্ম দিব্যভাবের প্রেরণায়; তাঁদের এই সুকৃতিসমূহে, তাঁদের বীর্যে, তাঁরা অপ্রতিরোধ্য। তাঁদের অতন্দ্র সাধনায় মহেশ্বর ইন্দ্রের প্রসাদ শ্রেষ্ঠ সাধনসম্পদ বীর্য নেমে আসছে তাঁদের আধারে। তাঁরা ঋতের সাধক, উষার আলো ফুটেছে তাঁদের মনে। তাঁরা মহেশ্বর ইন্দ্রের সখা, তাঁর পরম-আকাঙ্‌ক্ষিত সাযুজ্য লাভ করেছেন।

হে সুধন্বাপুত্র ঋভুগণ, ইন্দ্ররথে তোমরা যাও যজ্ঞস্থলে সোমলতা নিংড়ানোর সাথে-সাথে আর তারপর স্বর্গকামী মানুষদের মধ্যে বিরাজ করো সুষমা, সৌন্দর্য ও আনন্দের পরিবেশে। তোমাদের দিব্যভাবের প্রেরণায় সুকৃতিসমূহ, তোমাদের সাধনসম্পদ বীর্য যা মহেশ্বর ইন্দ্রের প্রসাদে, তা তোমাদের অপ্রতিরোধ্য করে তোলে, হিংসার কলুষ তোমাদের স্পর্শ করতে পারে না। তোমরা ঋতের সাধক, উষার আলো ফুটেছে তোমাদের মনে।

সুধন্বাপুত্র ঋভুরা, তোমরা যাও ইন্দ্ররথে, সোমলতা
নিংড়ানোর সাথে-সাথে,
তারপর স্বর্গকামী মানুষদের মধ্যে বিরাজ কর,
সৌন্দর্য, আনন্দ-সুষমায়।
তোমাদের সুকৃতি-সমূহে, তোমাদের ঋতের সাধনায়,
তোমরা হও বীর্যশালী অপ্রতিরোধ্য, হিংসা-শক্তির কাছে।।

সায়ণভাষ্য— হে ঋভবঃ! যুয়ং ইন্দ্রেণ সচা সহ সরথং সমানমেকং রথমারুহ্য সুতে অভিষুত সোমবতি যজ্ঞে যাথ গচ্ছথ। অথো অনন্তরং ইন্দ্রেণ সহৈকরথমারূঢ়া যুয়ং বশানাং উশ্যতে কাম্যতে যজমানেন স্বর্গাদিলক্ষণং ফলমেভিরিতি বশাঃ মনুষ্যাঃ তেষাং শ্রিয়া স্তুতি হবিরাদিরূপয়া সহিতাঃ ভবথ। হে সৌধন্বনাঃ সুধন্বনঃ পুত্রাঃ বাঘতঃ অমৃতত্বাদিলক্ষণফলস্য বোঢ়ারঃ মেধাবিনো বেতি যাস্কঃ (নি. ১১।১৩)। তাদৃশা হে ঋভবঃ! বঃ যুষ্মাকং সুকৃতানি দেবস্য প্রাপকানি শোভনানি কর্ম্মাণি ন প্রতিমৈ প্রতিমাতৃহিংসয়া পরিচ্ছেত্তুং ন কেনাপি শক্যানি। তথা বীর্য্যাণি যুষ্মাকং সামর্থ্যানি চ নৈব প্রতিমাতুং শক্যানি।

ভাষ্যানুবাদ— হে ঋভবঃ = হে ঋভুগণ; যূয়ং = আপনারা; ইন্দ্রেণ সচা = ইন্দ্রেণ সহ = ইন্দ্রের সঙ্গে; সরথং = সমানম্ একং রথম্ আরুহ্য = সমান

একই রথে আরোহণ করে; সুতে = অভিষুত সোমবতি যজ্ঞে = সোমরস অভিষিক্ত যজ্ঞে; যাথ = গচ্ছথ = যান; অথো = অনন্তরং = তারপর; ইন্দ্রেণ সহৈকরথমারূঢ়া যুয়ং = ইন্দ্রের সঙ্গে সেই এক রথে আরোহণ করে আপনারা; বশানাং = উশ্যতে কাম্যতে যজমানেন স্বর্গাদিলক্ষণং ফলম্ এভিঃ ইতি বশাঃ মনুষ্যাঃ তেষাং = স্বর্গকামী মানুষদের; শ্রিয়া = স্তুতি হবিরাদিরূপয়া সহিতাঃ = স্তুতি হব্যাদিসহ; ভবথ = বিরাজ করুন। হে সৌধন্বনাঃ = সুধন্বনঃ পুত্রাঃ= হে সুধন্বর পুত্রগণ; বাঘতঃ = অমৃতত্বাদিলক্ষণফলস্য বোঢ়ারঃ মেধাবিনো বা ইতি যাস্কঃ (নি. ১১।১৩) = অমৃতবোদ্ধা বা মেধাবীরা (যাস্ক অনুসারে); তাদৃশা হে ঋভবঃ = সেরকম হে ঋভুগণ; বঃ = যুষ্মাকম্ = তোমরা; সুকৃতানি = দেবস্য প্রাপকানি শোভনানি কর্ম্মাণি = দেবপ্রাপ্য সুকর্মসমূহ; ন প্রতিমৈ = প্রতিমাতৃহিংসয়া পরিচ্ছেত্তুং ন কেনাপি শক্যানি = বিমাতৃ সুলভ হিংসাদ্বারা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না; তথা = সেরকম; বীর্য্যাণি = যুষ্মাকং সামর্থ্যানি চ নৈব প্রতিমাতুং শক্যানি = তোমাদের সামর্থ্য কেউ প্রতিরুদ্ধ করতে পারে না।

৫

ইন্দ্র ঋভুভির্বাজবদ্ভিঃ সমুক্ষিতং
সুতং সোমমা বৃষস্বা গভস্ত্যোঃ।
ধিয়েষিতো মঘবন্ দাশুষো গৃহে
সৌধন্বনেভিঃ সহ মৎস্বা নৃভিঃ।।

ইন্দ্র। ঋভুভিঃ। বাজবদ্ভিঃ। সম্। উক্ষিতম্।
সুতম্। সোমম্। আ। বৃষস্বা। গভস্ত্যোঃ।
ধিয়া। ইষিতঃ। মঘবন্। দাশুষঃ। গৃহে।
সৌধন্বনেভিঃ। সহ। মৎস্ব। আ। নৃভিঃ।

ইন্দ্র— মহেশ্বর ইন্দ্র।

সম্ উক্ষিতম্— সম্যকভাবে সিক্ত সোমছেঁচা পাথর দ্বারা, উচ্ছল।

সুতম্ সোমম্— নিংড়ানো সোমরস (৩।৫১।১১, ৩।৫৩।১০)। সোমলতা মাটিতে জন্মায়; তার মূল মাটিতে, কিন্তু আগা আকাশে। সোমের ধারা উজান বওয়ানই অমৃতত্বের সাধনা। অন্ধঃ, সোম, ইন্দু— একই বস্তুর পরপর তিনটি পরিণাম বোঝায়। সোম যখন পৃথিবীর বুকে লতা, তখন সে 'অন্ধঃ'; যখন সে সাধনার দ্বারা সংস্কৃত ও নিষ্পিষ্ট তখন 'সোম'; যখন সে জ্যোতিঃশক্তি তখন 'ইন্দু'। প্রথমটি প্রাকৃত রসচেতনা, দ্বিতীয়টি উৎসর্গী সাধকের আনন্দ-চেতনা, তৃতীয়টি সিদ্ধ অমৃতচেতনা। সোমলতা যে সুষুম্না নাড়ী, সে কথা মনে রাখতে হবে। (দ্র. ৩।৪০।১)।

গভস্ত্যোঃ— দু বাহু বাড়িয়ে।

ঋভুভিঃ বাজবদ্ভিঃ— ঋগ্বেদ বলছেন 'ঋভু গড়লেন ইন্দ্রকে, বাজ সব দেবতাকে, আর বিভ্বা বরুণকে (৪।৩৩।৯)— ব্যক্তিচেতনা, বিশ্বচেতনা আর তুরীয়চেতনার অথবা উপনিষদের ভাষায় রাজ্য, বৈরাজ্য আর সাম্রাজ্যের অধিগমের ইঙ্গিত স্পষ্ট। শরবৎ তন্ময়তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে যে ভেদ করে, সে-ই সুধন্বা। তার সাধনাবীর্যেই ঋভু। ঋভুরা ঋগ্বেদে সুধন্বার পুত্র। 'বাজ' < √ বজ্ (সামর্থ্যে) উপচে পড়া। ইন্দ্র ঋভু ও বাজকে সঙ্গে নিয়ে চলেন। (দ্র. ৩।৫২।৬)।

আ বৃষস্বা— বীর্য-প্রকাশ কর, সমর্থ হও, আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাও (দ্র.

৩।৪০।২)। ঢাল, কোথায়? তোমার মাঝে, অতএব আমারও মাঝে। কেননা তুমি আছ আমাতে (দ্র. ৩।৩২।২)।

মঘবন্— [নিঘ. 'ধন'। মঘ < √ মঘ || মহ্ (সমর্থ হওয়া, শক্তি প্রকাশ করা; তু. Goth. magan 'to be able', O.H.G. maht 'might, power')] শক্তিধর, বীর্যশালী। ইন্দ্রের বিশেষণ। (৩।৪৭।৪)।

ধিয়া ইষিতঃ ['ইষঃ'—এষণা, সংবেগ (৩।২২।৪)। 'ধিয়া'—ধ্যানচেতনা (৩।২৭।৯)। ইষিতঃ— প্রেরণায় (৩।৩৩।১১)। 'ধিয়ঃ'—ধ্যানের আলো (৩।৩৪।৫)। 'ইষিতাঃ'—প্রেরিত হয়ে (৩।৪২।৩)। মন্ত্র চিত্তের একাগ্রতার পরিণাম, তাই তার আর এক নাম 'ধী' (দ্র. ৩।৫৪।১৩)। 'ধিয়ৎ'—ধ্যানচেতনাকে (৩।৫৪।১৭)।] ধ্যানচেতনার প্রেরণায়।

দাশুষঃ— হব্যদায়ী যজমানের।

গৃহে— [গৃহে দেবযজনগৃহ, আমরা যাকে বলি 'ঠাকুরঘর' বে.-মী. ৩য় খণ্ড-পৃ. ৬৫২] ঘরে। এই 'ঘর' আমাদের দেহরূপ দেবায়তন।

সৌধন্বনেভিঃ নৃভিঃ সহ— সুধন্বাপুত্র ঋভুগণ ও মনুষ্যগণ সহ। 'মনুষ্যগণে'র মধ্যে মননের ইঙ্গিত।

আ মৎস্ব— হৃষ্ট হও, আনন্দে মুখর হও (সোমপানে)।

ইন্দ্র বেদে মহামহেশ্বর; তিনি ঋভু ও বাজ-কে (বাজও সুধন্বাপুত্র, ঋভুগোত্রীয়) সঙ্গে নিয়ে চলেন। ঋভু ও বাজ ব্যক্তিচেতনা ও বিশ্বচেতনা। বাজ সামর্থ্যে উপচে পড়েন। হে মঘবন ইন্দ্র, তুমি পরম শক্তিধর, বীর্যশালী; দুবাহু বাড়িয়ে তুমি ঋভু ও বাজের সাথে সম্যকভাবে সিক্ত সোমছেঁচা পাথরে অভিষুত উচ্ছল সোমরস ঢাল তোমাদের মাঝে, আমাদের মাঝেও কেননা তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে আছ আমাদেরই আধারে। সেই আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাও, হে মহেশ্বর। সোম যখন পৃথিবীর বুকে লতা, তখন সে 'অন্ধঃ'; যখন সে সাধনার দ্বারা সংস্কৃত ও নিষ্পিষ্ট তখন 'সোম'; যখন সে জ্যোতিঃশক্তি তখন 'ইন্দু'। সেই নিংড়ানো সোমরস আগে প্রাকৃত রসচেতনা; তারপর উৎসর্গী সাধকের আনন্দ-

চেতনা; শেষে সিদ্ধ অমৃতচেতনা। আমরা তোমার হব্যদায়ী যজমান, ধ্যানচেতনার প্রেরণায় সোমযাগ আমাদের; আমাদের দেহরূপ দেবায়তনে ঢাল, পান কর সুধন্বাপুত্রদের সাথে, সাধক আমাদের সাথে, সেই সোমসুধা, হৃষ্ট হও, আনন্দে মুখর হও।

হে মহেশ্বর ইন্দ্র, ঋভু আর বাজের সাথে, সম্যকভাবে অভিষুত উচ্ছল সোমরস দুবাহু বাড়িয়ে ঢাল তোমাদের মাঝে, আমাদের আধারের মাঝেও, তার বন্ধ্যাত্ব ঘোচাও। বীর্য প্রকাশ কর তোমার। হে মঘবন, সুধন্বাপুত্র ও বীর সাধকদের সাথে এস আমাদের ঘরে। আমরা তোমার হব্যদায়ী যজমান, ধ্যানচেতনার প্রেরণায়, এই আধারে সোমপানে হৃষ্ট হও, মুখর হও আনন্দে।

মহেশ্বর ইন্দ্র এলেন ঋভু ও বাজের সাথে, ঢাললেন দুহাতে
উচ্ছল অভিষুত সোমরস, সকলের মাঝে।
মঘবন্ ইন্দ্র ধ্যানচেতনার প্রেরণায় হব্যদায়ী যজমানের আধারে,
সুধন্বাপুত্র ও সাধকদের সাথে হৃষ্ট হলেন, মুখরিত হলেন আনন্দে।।

সায়ণভাষ্য— হে ইন্দ্র! বাজবদ্ভিঃ বাজো নাম ঋভূনাং ভ্রাতা যদ্বা বাজোহন্নং তৎসহিতৈর্ঋভুভিঃ সহিতস্ত্বং সমুক্ষিতম্ সম্যগদ্ভিঃ সিক্তং গ্রাবভিঃ সুতং সোমং গভস্ত্যোঃ বপ্সত্যদন্ত্যানন্নমিতি গৃহ্নন্তি। পদার্থানাভ্যামিতি বা গভস্তী বাহূ তয়োর্ব্বাহ্বোরাবৃষস্ব মাক্ষারয়। বাহূভ্যাম্ গৃহীত্বা সোমং পিবেত্যর্থঃ। হে মঘবন্ ধনবন্ হে ইন্দ্র! ধিয়া স্তোত্রযুক্তেন কর্ম্মণা ইষিতঃ প্রেরিতস্ত্বং দাশুষঃ হবির্দ্দত্তবতো যজমানস্য গৃহে সৌধন্বনেভিঃ সুধন্বনঃ পুত্রৈঃ নৃভির্ম্মনুষ্যৈর্ঋভুভিঃ সহ সাকং মৎস্ব সোমপানেন হৃষ্টো ভব।

ভাষ্যানুবাদ— ইন্দ্র = হে মহেশ্বর; বাজবদ্ভিঃ = বাজো নাম ঋভূনাং ভ্রাতা যদ্বা বাজোহন্নং তৎসহিতৈঃ ঋভুভিঃ সহিতঃ ত্বং = বাজ নামে ঋভুদের

ভাই-এর সঙ্গে অথবা বাজ মানে অন্ন, অন্ন সহিত ঋভুদের সঙ্গে তুমি; সমুক্ষিতং = সম্যগদ্ভিঃ সিক্তং গ্রাবভিঃ = সম্যক সিক্ত সোমছেঁচা পাথর দ্বারা বা উচ্ছল —√ উক্ষ্ + ক্ত সম্; সুতং সোমং = অভিযুত সোমরস; গভস্ত্যোঃ = বপ্‌সত্যদন্ত্যানন্নমিতি গৃহ্ণন্তি। পদার্থানা ভ্যামিতি বা গভস্তী বাহূ তয়োর্ব্বাহ্বোরাবৃযস্ব = মাক্ষারয়। বাহূভ্যাম্ গৃহীত্বা সোমং পিব ইতি অর্থঃ = বাহূদ্বয় প্রসারিত করে এই সোমপান কর এই অর্থ; হে মঘবন্ = ধনবন্ = ধনবান ; ইন্দ্র, ধিয়া = স্তোত্রযুক্তেন কর্ম্মণা = স্তোত্রযুক্ত কর্মের দ্বারা; ইযিতঃ = প্রেরিতঃ ত্বং = প্রেরিত তুমি; দাশুষঃ = হবির্দ্দত্তবতো যজমানস্য = হব্যপ্রদায়ী যজমানের; গৃহে = ঘরে, বাড়িতে; সৌধন্বনেভিঃ = সুধন্বনঃ পুত্রৈঃ = সুধন্বর পুত্রগণের সঙ্গে; নৃভিঃ = মনুষ্যৈঃ ঋভুভিঃ সহ সাকং = মনুষ্য ঋভুগণ সহ; মৎস্ব = সোমপানেন হৃষ্টো ভব = সোমপানে হৃষ্ট হও।

৬

ইন্দ্র ঋভুমান্ বাজবান্ মৎস্বেহ নো
হস্মিন্ ৎসবনে শচ্যা পুরুষ্টুত।
ইমানি তুভ্যং স্বসরাণি যেমিরে
ব্রতা দেবানাং মনুযশ্চ ধর্মভিঃ।।

ইন্দ্র। ঋভুমান্। বাজবান্। মৎস্ব। ইহ। নঃ।
অস্মিন্ৎ। সবনে। শচ্যা। পুরুষ্টুত।
ইমানি। তুভ্যম্। স্বসরাণি। যেমিরে।
ব্রতা। দেবানাম্। মনুষঃ। চ। ধর্মভিঃ।

পুরুষ্টুত— [প্রায় সর্বত্রই ইন্দ্রের বিশেষণ। নিঘণ্টুতে 'পুরু' বহুবাচী, কিন্তু সর্ববাচী হতেও বাধা নাই, যেমন পুরুরূপ = বিশ্বরূপ। ৩।৫২।৬] সবাই যাঁর গুণ গায়।

ইন্দ্র— হে মহেশ্বর (সম্বোধনে)।

ইহ অস্মিন্ সবনে— এখানে এই সবনে। তৃতীয় সবনের কথা বলছেন সায়ণ। সোমযাগে তিনটি সবন—প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়। আহুতির দেবতার অনুধ্যান করলে বোঝা যায়, মধ্যাহ্নের পর চেতনা ঢলে পড়বে না (মাধ্যন্দিন সবনে ইন্দ্রের অধিকার বিশেষ করে), ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বময়; জীবন হবে দিব্য, তাতে জ্বলবে আগুন, বইবে প্রাণের আলোর ঝড়। প্রত্যেকটি সবনে (সোমলতা ছেঁচে রস বার করে দেবতাকে দেওয়া হল 'সবন') নিজের আনন্দ নিংড়ে দেবতাকে পান করাই : বলি, দেবতা নন্দিত হও। (৩।৪১।৪) [মাধ্যন্দিন সবনের কথা আছে ৩।৩২।১ ঋকে]।

শচ্যা— পুরাণে 'শচী' ইন্দ্রাণী। এখানে শক্তিসহ। এই শক্তি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শুদ্ধপ্রাণ ও মনের তিমিরবিদার বজ্রশক্তি।

ঋভুমান্ বাজবান্— ঋভু তপঃশক্তি, বাজ ওজঃশক্তি। ইন্দ্র ঋভু ও বাজকে সঙ্গে নিয়ে চলেন। ঋভুদের সাধনা ঠিক সোমযাগের সাধনা নয়, অথচ তাঁরাও অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন; তাই সোমযাগের প্রত্যেক সবনে তাঁরা নিরাকৃত হয়েও শেষকালে তৃতীয় সবনের শেষদিকে ঠাঁই পেলেন। (দ্র. ৩।৫২।৬)।

মৎস্ব— (পূর্বঋক্ দ্রষ্টব্য) আনন্দে হৃষ্ট হও।

নঃ— আমাদের।
ইমানি স্বসরাণি— এই দিনগুলি।
দেবানাম্— দেবতাদের (অগ্নি আদি)।
ব্রতা— ব্রতকর্মসমূহ (সা)। অনেক সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে বেছে নিলে তা হয় ব্রত, তা তখন অপ্রচ্যুত, অদব্ধ ও ধ্রুব। সুতরাং ব্রত হল স্থির সঙ্কল্প। দেবতার ব্রত বিশ্বের ঋতচ্ছন্দ (৩।৬।৫)। 'ব্রতে' ইন্দ্রের ইচ্ছাশক্তির বিশেষ প্রকাশ (দ্র. ৩।৩২।৮)।
মনুষঃ চ— এবং মানুষের।
ধর্মভিঃ— ধর্মকর্মসমূহ (সা)। 'ধর্মন্ দিবো ধরুণে সত্যমর্পিতম' ১০।১৭০।২। দেখা যাচ্ছে, যা ধারণ করে তা ধর্ম অর্থাৎ সব কিছুর 'আধার'; আবার ভাববাচ্যে শুধু 'ধারণা'। 'দিবো ধরুণে ধর্মন্'— দ্যুলোকের সেই আধার, যা সব কিছুকে ধরে আছে (৫।১৫।২, ১০।১৭০।২)। এইখানে ধর্ম যে বিশ্বাধার এই ভাবটি অত্যন্ত স্পষ্ট (দ্র. ৩।৩৮।২)।
তুভ্যম্— তোমাতে, তোমার জন্যে।
যেমিরে— নিবেদিত (তোমার সোমপানের জন্য ত্রিসন্ধ্যায় নিয়ত নিযুক্ত— সায়ণ)।

মহেশ্বর ইন্দ্র সর্বপূজিত, সবাই তাঁর গুণগান করে। তিনি ঋভু ও বাজকে সাথে নিয়ে চলেন,—ঋভু তপঃশক্তি, বাজ ওজঃশক্তি। মাধ্যন্দিন সবনে ইন্দ্রের অধিকার বিশেষ করে; মধ্যাহ্নের পরে আমাদের চেতনা ঢলে পড়বে না, ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বময়, জীবন হবে দিব্য, তাতে জ্বলবে আগুন, বইবে প্রাণের আলোর ঝড়। সবনে আমরা নিজেদের আনন্দের সোমলতা নিংড়ে তাঁকে পান করাই : বলি, হে মহেশ্বর তুমি এতে নন্দিত হও। ঋভুরা আসেন তৃতীয় সবনের শেষে, সন্ধ্যাকালে, তাঁরাও সৌম্যসুধা পান করেন ইন্দ্রের সাথে। আমাদের জীবন-সায়াহ্নে বাকি দিনগুলো মহেশ্বর ইন্দ্রের উপাসনায় নিবেদিত হবে, তিনি নন্দিত হবেন, আমরা সার্থক হব। মহেশ্বর ইন্দ্র তাঁর শক্তিসহ আসছেন, এই শক্তি

শুদ্ধপ্রাণ ও মনের তিমিরবিদার বজ্রশক্তি। তিনি আমাদের এই স্থির সঙ্কল্পের ব্রতে আসছেন, এই ব্রত অগ্নি ও অন্যান্য দেবতারও, ব্রতে তাঁদের ইচ্ছাশক্তির বিশেষপ্রকাশ, তাঁদের ব্রত বিশ্বের ঋতচ্ছন্দ। আমাদের এই দিনগুলো, হে ইন্দ্র, তোমার জন্য নিবেদিত। আমাদের এই ধর্ম যা আমাদের ধারণ করে আছে, যা বিশ্বাধার হয়ে সব-কিছুকে ধারণ করে আছে, তা শুধু তোমারই জন্য, ত্রিসন্ধ্যায় তোমার সোমপানের জন্য। তুমি এসো, তাতে নন্দিত হও, আনন্দে হৃষ্ট হও, আমরা সার্থক হয়ে উঠি।

সর্বস্তুত হে মহেশ্বর ইন্দ্র, তুমি সশক্তিক এই সবনে ঋভু ও বাজকে সঙ্গে নিয়ে এসো, আনন্দে হৃষ্ট হও। তোমার জন্য আমাদের এই দিনগুলো নিবেদিত। দেবতাদের এবং মানুষ আমরা, আমাদের সকলের স্থির সঙ্কল্প ব্রতে আমরা দিন কাটাই, আমাদের ধর্ম আমাদের ধারণ করে থাকে। সবই তোমাতে নিবেদিত।

সর্বস্তুত সশক্তিক ইন্দ্র ঋভু ও বাজকে সাথে নিয়ে,
আসেন এই সবনে, আনন্দে হৃষ্ট হন।
তোমার জন্য হে ইন্দ্র, এই দিনগুলি নিবেদিত,
দেবগণের ও আমাদের স্থিরসঙ্কল্প ব্রতধর্মও।।

সায়ণভাষ্য— পুরুষ্টুত বহুভিঃস্তুত হে ইন্দ্র! ঋভুমান্ ঋভুণা তদ্বান্ বাজবান্ বাজেন ঋভোর্ভ্রাত্রা যুক্তঃ শচ্যা ইন্দ্রাণ্যা কর্ম্মণা বা সহিতঃ সন্ নোঽস্মাকং ইহকর্ম্মণ্যস্মিন্ তৃতীয় সবনে মৎস্ব হৃষ্টো ভব। হে ইন্দ্র! তুভ্যং ত্বদর্থং ইমানি স্বসরাণ্যহানি যেমিরে তব সোমপানার্থং ত্রিষু সবনেষু নিয়তান্যাসতে। কিঞ্চ দেবানামগ্ন্যাদীনাং ব্রতা ব্রতানি কর্ম্মাণি চ মনুষো মনুষস্য ধর্ম্মভিঃ কর্ম্মভিঃ সাকং ত্বদর্থং নিয়তান্যাসতে।

ভাষ্যানুবাদ— পুরুষ্টুত = বহুভিঃস্তুত = বহুস্তুত; হে ইন্দ্র; ঋভুমান্ = ঋভুণা তদ্বান্

বাজবান্ বাজেন ঋভোর্ভ্রাত্রা যুক্তঃ = ঋভু-ভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে; শচ্যা = ইন্দ্রাণ্যা কর্ম্মণা বা সহিতঃ সন্ = ইন্দ্রাণী বা কর্মের কর্মশক্তির সঙ্গে; নো = অস্মাকং = আমাদের; ইহ = কর্ম্মণি = কর্মে; অস্মিন্ সবনে = তৃতীয় সবনে; মৎস্ব = হৃষ্টোভব = হৃষ্ট হও। হে ইন্দ্র; তুভ্যম্ = ত্বদর্থং = তোমার জন্যে; ইমানি = এই ; স্বসরাণি = অহানি = দিনগুলি; যেমিরে = তব সোমপানার্থং ত্রিষু সবনেষু নিয়তান্যাসতে = তোমার সোমপানের জন্য ত্রিসন্ধ্যায় নিয়ত নিযুক্ত; কিঞ্চ = আর কি? দেবানাম্ = অগ্ন্যাদীনাং = অগ্নি আদি দেবতাদের; ব্রতা = ব্রতানি কর্ম্মাণি চ = ব্রতকর্ম সমূহ; মনুষো = মনুষস্য = মানুষের; ধর্ম্মভিঃ = কর্ম্মভিঃ = ধর্মকর্মসূহ; সাকং = সঙ্গে করে; ত্বদর্থং নিয়তান্যাসতে = তোমার জন্য নিত্য নিযুক্ত।

৭

ইন্দ্র ঋভুভির্বাজিভির্বাজয়ন্নিহ

স্তোমং জরিতুরুপ যাহি যজ্ঞিয়ম্।

শতং কেতেভিরিষিরেভিরাযবে

সহস্রণীথো অধ্বরস্য হোমনি।।

ইন্দ্র। ঋভুভিঃ। বাজিভিঃ। বাজয়ন্। ইহ।

স্তোমম্। জরিতুঃ। উপ। যাহি। যজ্ঞিয়ম্।

শতম্। কেতেভিঃ। ইষিরেভিঃ। আযবে।

সহস্রনীথঃ। অধ্বরস্য। হোমনি।

ইন্দ্র— হে মহেশ্বর ইন্দ্র।

ঋভুভিঃ বাজিভিঃ— [ইন্দ্রের সঙ্গে ঋভু ও বাজের আত্যন্তিক যোগ। এই সূক্তের এই শেষ ঋক্‌টিতে তা আরও উদ্‌ভাসিত। 'ঋভু' < √ ঋভ্ ‖ রভ্ (ধরা, কাজ করা); 'বাজ' < √ বজ্ (সামর্থ্যে) উপচে পড়া। ঋভু তপঃশক্তি, বাজ ওজঃশক্তি। ইন্দ্র দুজনকে সঙ্গে নিয়ে চলেন (৩।৫২।৬)। ঋভুরা ত্বষ্টার মতই শিল্পী; সুদক্ষ নিপুণ কর্মী (৩।৫।৬ ও ৩।৩৬।২)। 'বাজম্' বজ্রযোগের সাধনা, প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তির দিকে নিয়ে যাওয়া, যাতে বহির্মুখ প্রাণ অন্তঃশীল ওজঃ শক্তিতে পরিণত হয় (দ্র. ৩।২৯।৯)। 'বাজম্' জয়লব্ধ সম্পদ যার জন্য প্রয়োজন সংবেগ আর ওজস্বিতার (বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ৪৩৬)। ১০।৪৭।৫ ঋকে 'বাজ' বা ওজঃশক্তির সঙ্গে রয়ির সমীকরণ—ইন্দ্র প্রসঙ্গে (বে.-মী. ৩য় খণ্ড-পৃ. ৬৫৮)। 'সৎপতি' ইন্দ্রের সঙ্গে বিশিষ্ট যোগ। 'বাজ' মূলত ওজঃশক্তি। অশ্ব তার প্রতীক। এই 'বাজ' হতেই ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য বৃত্রঘাতী 'বজ্র' তক্ষণ করেছিলেন। 'বাজ' তাই ইন্দ্রের তিমিরবিদার বজ্রশক্তি (বে.-মী. ৩য় খণ্ড-পৃ. ৭২৬)।] ঋভু ও বাজকে সঙ্গে নিয়ে।

বাজয়ন্— ওজঃশক্তিতে বজ্রশক্তিতে ভরপূর করে।

জরিতুঃ— ['জরস্ব'—গান গেয়ে উঠ (৩।৩।৭); 'জরিতা'—সুরের সাধক (৩।৫১।৩)।] গান গেয়ে যাঁরা স্তুতি করেন।

যজ্ঞিয়ম্— যজ্ঞীয় (দ্রব্যাদি)। (যজ্ঞশিষ্ট প্রসাদ যে পান করে, সে সমস্ত কলুষ হতে মুক্ত হয়—গীতা।)

স্তোমম্— ['স্তোম' সুরের সাধনা। ব্রাহ্মণের বিধি, স্তোত্রগান আর শস্ত্রপাঠ করে সোমের আহুতি দিতে হবে। তন্ত্রের ভাষায় আগে স্তোত্র, তারপর জপ, তারপর যাগ। সুরে পরিবেশ সৃষ্টি হয়—৩।৪১।৪। তু. 'স্তোমতষ্টা'—৩।৩৯।১; সুর দিয়ে গড়া। সুর থাকে হৃদয়ে; মন্ত্র জাগে সেইখান থেকে।] স্তোত্রগানকে।

ইহ— এই যজ্ঞে; এই সোমযাগে।

উপ যাহি— আসুন।

শতম্— শত সংখ্যক।

কেতেভিঃ— ['কেত্যতে জ্ঞায়তে সর্বম্ এভিঃ ইতি কেতা' (সা); সায়ণ এই যাঁর দ্বারা সব কিছু জানা যায়, তাঁদের মরুদ্‌গণ বলছেন। 'কেতুঃ' = (√কিৎ, চিৎ, দেখতে পাওয়া, চেতন হওয়া)। 'কেতঃ' চিত্তিঃ, চেতনম্; রশ্মি। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'বোধির ঝলক', যা রহস্যকে জানিয়ে দেয়। কোথাও দেবতা স্বয়ংই কেতু। (৩।৩।৩)। নিঘণ্টুতে কেতু 'প্রজ্ঞা'। ব্যাপারটা অন্ধকারে আলোর রেখা দেখার মত। তাইতে কেতু 'রশ্মি'—বিশেষত বহুবচনে। ঋগ্বেদে আলোর সঙ্গে কেতুর যোগ ঘনিষ্ঠ। (বে.-মী. ২য় খণ্ড- পৃ. ৩৬৪)] প্রাজ্ঞ মরুৎগণের দ্বারা।

ইষিরেভিঃ— [সায়ণ ব্যাখ্যা করছেন 'গমনকুশল অশ্বদের সঙ্গে'। 'ইষা' = এষণা বা অভীপ্সা (বে.-মী. ২য় খণ্ড- পৃ. ৩৮০, ৪৬৬)। ইষঃ = এষণা, সংবেগ (দ্র. ৩।২২।৪)।] অশ্বদের সঙ্গে, সাহায্যে। অশ্বরা এষণা বা সংবেগের সূচক।

আযবে— মানুষ যজমানের জন্য।

সহস্রনীথঃ— সহস্রলোচন ইন্দ্র তুমি।

অধ্বরস্য— [সায়ণ বলছেন 'ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্য তাদৃশসা সোমস্য'— সোমযজ্ঞের সম্পর্কে; 'অধ্বর' < ন + ধ্বর্ + অ — ঋজুগতি, সহজ পথে চলা। এই ঋজুগতির উদাহরণ শরবৎ তন্ময়তা অথবা দীপশিখার নিষ্কম্পতা ৩।২।৭ । কুণ্ডলিনী মূলাধারে সাপের মত গুটিয়ে আছেন; জেগে চক্রে-চক্রে সোজা উঠে গেলেন। অধ্বরের মূল ভাবনার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে (দ্র. ৩।৪৬।৫)। 'অধ্বরম্'— ঋজুগতি; ঋজুপথ; দেবযান; এইপথে যাবার সাধন "যজ্ঞ" ৩।৫৪।১২)।] ঋজুপথ, দেবযান (যজ্ঞের)।

হোমনি— হোমে, সোমযাগে (এস)।

মহেশ্বর ইন্দ্র তাঁর নিত্যসঙ্গী ঋভু আর বাজকে নিয়ে আসুন এই যজ্ঞস্থলে যেখানে সুরের সাধকেরা মহেশ্বরের স্তোত্রগীতে আকাশে-বাতাসে সোমযাগের পরিবেশ রচনা করে চলেছেন। মহেশ্বর আর তাঁর সঙ্গীদের আগমনে চতুর্দিক ওজঃশক্তিতে, বজ্রশক্তিতে ভরপূর। মহেশ্বর ইন্দ্রের এক সঙ্গী তপঃশক্তি, শিল্পী; আর-এক সঙ্গী ওজঃশক্তি, অশ্ব তার প্রতীক, তিনি ইন্দ্রের তিমির বিদার বজ্রশক্তি। হে সহস্রলোচন মহেশ্বর ইন্দ্র, শতসংখ্যক অশ্ববাহিত মরুদ্‌গণ তোমার সাথে, তাঁদের বোধি-রশ্মিতে সব অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়, তাঁদের অশ্বেরা অভীপ্সার সংবেগের সূচক, আলোর ঝড় তাঁরা। এই সোমযাগে আমরা তোমার মানুষ যজমান, আমাদের পথ ঋজু, তা দেবযান; আমাদের রয়েছে শরবৎ তন্ময়তা, আছে দীপশিখার মত নিষ্কম্পতা, তাই আমাদের উত্তরণ তোমার সাযুজ্যের পথে, —তুমিও এই আধারে এস, আমাদের হোমের আহুতিকে প্রসাদ করে দাও তা আস্বাদন করে, সেই যজ্ঞশিষ্ট অমৃতপ্রসাদ পান করে আমরা সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হব, সার্থক হবে আমাদের যজ্ঞ-সাধনা।

হে মহেশ্বর, তোমার সঙ্গী ঋভু আর বাজকে নিয়ে এস এই সুরের সাধকদের যজ্ঞের স্তোত্রগীতিতে,—ওজঃশক্তিতে বজ্রশক্তিতে সব ভরপূর করে। শতাশ্ববাহিত প্রাজ্ঞ মরুদ্‌গণ তোমার সাথে, আমরা মানুষেরা তোমার যজমান, ঋজুগতি আমাদের, হে সহস্রলোচন ইন্দ্র, এস আমাদের এই সোমযাগের হোমে।

আসুন ইন্দ্রমহেশ্বর, সাথে নিয়ে ঋভু আর বাজ,
ওজঃশক্তিতে ভরপূর যজ্ঞস্থলে, সুরসাধকদের স্তোত্রগীতিতে।
শতাশ্ববাহিত প্রাজ্ঞ মরুদ্‌গণও এলেন সহস্রলোচনের সাথে,
যজমান আমাদের মানুষদের এই ঋজুপথের সোমযাগে।।

সায়ণভাষ্য— হে ইন্দ্র! বাজিভিঃ বাজযুক্তৈর্ঋভুভিঃ সহিতস্ত্বং বাজয়ন্ স্তোতুর্ব্বাজমন্নং কুর্ব্বাণ ইহ যজ্ঞে যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হং জরিতুঃ স্তোমং

স্তোত্রমুপযাহি আগচ্ছ। পুনঃ কিং বিশিষ্টঃ? কেতেভিঃ কেত্যতে জ্ঞায়তে সর্ব্বমেভিরিতি কেতাঃ প্রাজ্ঞা মরুতঃ তৈঃ শতং শতসংখ্যাকৈরিষিরেভিঃ ইষিরৈর্গমনকুশলৈরশ্বৈঃ সহিতঃ আযবে মনুষ্যায় যজমানায় সহস্রনীথঃ বহুপ্রকারনয়নোপেতঃ অধ্বরস্য ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্য তাদৃশস্য সোমস্য হোমনি হোমে আগচ্ছেতি শেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ— হে ইন্দ্র! বাজিভিঃ = বাজযুক্তৈঃঋভুভিঃ সহিতঃ ত্বং = অন্নযুক্ত ঋভুদের সঙ্গে তুমি; বাজয়ন্ = স্তোতুঃ বাজম্ অন্নং কুর্ব্বাণ = স্তোতার অন্নসমৃদ্ধি করে; ইহ = যজ্ঞে = এই যজ্ঞস্থলে; যজ্ঞিয়ং = যজ্ঞার্হং = যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি; জরিতুঃ = স্তোত্রকারীর; স্তোমং = স্তোত্রম্; উপযাহি = আগচ্ছ = এস; পুনঃ কিং বিশিষ্টঃ? = আর কি বৈশিষ্ট্য? কেতেভিঃ = কেত্যতে জ্ঞায়তে সর্ব্বম্ এভিঃ ইতি কেতাঃ প্রাজ্ঞা মরুতঃ তৈঃ = যার দ্বারা সবকিছু জানা যায় তা হল কেতা বা প্রাজ্ঞ মরুৎগণেরা; শতং = শতসংখ্যাকৈঃ = শত সংখ্যক; ইষিরেভিঃ = ইষিরৈঃ গমনকুশলৈঃ অশ্বৈঃ সহিত = গমনকুশল অশ্বদের সঙ্গে; আযবে = মনুষ্যায় যজমানায় = মানুষ যজমানের জন্য; সহস্রনীথঃ = বহুপ্রকারনয়নোপেতঃ = বহুপ্রকার নয়ন বিশিষ্ট; অধ্বরস্য = ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্য তাদৃশস্য সোমস্য = অহিংসিত সোমযজ্ঞের; হোমনি = হোমে; আগচ্ছ ইতি শেষঃ = এস।

গায়ত্রী মণ্ডল, উষা দেবতা

একষষ্টিতম সূক্ত

সাতটি ঋক্ এই সূক্তে; দেবতা উষা, ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। অনুক্রমণিকায় বলা হয়েছে প্রাতঃঅনুবাকে বা অশ্বিনশস্ত্রে এই সূক্তটির বিনিয়োগ হয়ে থাকে।

উষা বৈদিক দেবীদের মধ্যে সুষমায় বলতে গেলে অনুপমা। ঋষিদের কাব্যপ্রতিভা তাঁর বর্ণনায় উৎকর্ষের চরমে উঠেছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর কোনও ধর্মসাহিত্যেই অপরূপের অমন মনোলোভা ছবি আর ফোটেনি। নারীত্বের সমস্ত মাধুরীতে মণ্ডিত করে আর কোনও দেবতাকেই ঋষিরা হৃদয়ের এত কাছে টেনে আনেন নি। অথচ উষার পটভূমিকায় নিসর্গের শোভাকেও একমুহূর্তের জন্যে তাঁরা ভোলেন নি। তাইতে প্রকৃতি নারী আর দেবী—মহাশক্তির এই তিনটি বিভাবের এক আশ্চর্য সঙ্গম ঘটেছে বৈদিক উষার রূপায়ণে।

উষা দ্যুলোকের মেয়ে, ভগের বোন, সূর্যের পত্নী, অগ্নির মাতা—'জননী তনয়া জায়া সহোদরা' রূপে নারীত্বের সকল বিভাবই ঋষি তাঁর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবুও উদ্‌ভিন্নযৌবনা ভাবোল্লাসময়ী কুমারীরূপেই তাঁকে চিত্রিত করতে তাঁর যত আনন্দ। স্বভাবতই তখন ত্রিপুরসুন্দরী ষোড়শী ললিতার কথা মনে পড়ে। নিঘণ্টুতে উষার ষোলটি নাম ধরা হয়েছে : সে কি এই ইঙ্গিত বহন করছে? অমৃতচেতনার পূর্ণতার সঙ্গে ষোল সংখ্যার রাহস্যিক যোগ বৈদিকভাবনায়। একদিকে ষোড়শকল সোম্যপুরুষ, আরেকদিকে অমৃতকলারূপিণী ষোড়শী কন্যাকুমারী—এ-দুটি ভাবনা ওতপ্রোত। সাধারণভাবে দেখতে গেলেও কিন্তু বৈদিক উষার রূপ এই ষোড়শীর রূপ।

উষা 'বৃহদ্দিবা' কিনা বৃহতের আলো—বৈদান্তিক যাকে বলবেন 'ব্রহ্মজ্যোতীরূপিণী'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই আলো হল প্রাতিভসংবিৎ বা মানসোত্তর বিজ্ঞানের সহজ স্ফুরত্তা। সাধনা তখন অন্তরিক্ষের দ্বন্দ্বভূমি হতে উত্তীর্ণ হয়েছে দ্যুলোকের স্বতঃস্ফুরণের ধামে। আলো-আঁধারের দ্বৈত তখনও থাকে যদি, আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই; কেননা তিমিরজয়ী আলোর নিশ্চিত সম্ভাবনা তখন প্রত্যক্ষানুভূত একটা সত্য, অরুণরাগের মধ্যাহ্নদীপ্তিতে পরিণাম একটা ঋতচ্ছন্দের ব্যাপার মাত্র। উষাকে এইজন্য ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ধরলেন 'অহন্'এর প্রতীকরূপে। সংহিতাতেও উষা 'অহনা'।

(বে.-মী. ২য় খণ্ড — পৃ. ৪৬০-৪৬১)।

১

উষো বাজেন বাজিনি প্রচেতাঃ
স্তোমং জুষস্ব গৃণতো মঘোনি।
পুরাণী দেবি যুবতিঃ পুরন্ধি
রনু ব্রতং চরসি বিশ্ববারে।।

উষঃ। বাজেন। বাজিনি। প্রচেতাঃ।
স্তোমম্। জুষস্ব। গৃণতঃ। মঘোনি।
পুরাণী। দেবি। যুবতিঃ। পুরন্ধিঃ।
অনু। ব্রতম্। চরসি। বিশ্ববারে।

বাজেন বাজিনি— [হব্যাদি অন্নদ্বারা সমৃদ্ধ। সায়ণ বলছেন 'অন্নেন অন্নবতি'। নিঘণ্টুতে 'বাজিনী' উষার নাম; তাঁর মধ্যে আছে তিমিরবিদার

বজ্রশক্তি। এই বজ্রশক্তিই আবার 'ওজোধাতু'। তারপর, উষার আলো বা প্রাতিভসংবিৎও হয়ে গেছে 'বাজিনী'। তখন উষা হয়ে গেছেন 'বাজিনীবতী'। (দ্র. ৩।৪২।৫)। নিঘণ্টুতে 'বাজঃ' 'অন্ন', 'সংগ্রাম'; অশ্বের এক নাম 'বাজী'। সাধনায় ওজস্বিতার প্রয়োজন; তাই 'বাজঃ' সংগ্রাম এবং আদি সাধনসম্পদ; বীর্যের সাধনা—(দ্র. ৩।৪২।৬)।] ওজঃশক্তি দ্বারা সমৃদ্ধা প্রাতিভসংবিৎশালিনী (উষা)। তাঁর আছে বীর্য ও বজ্রশক্তি।

প্রচেতাঃ— ['উষা'র সম্বন্ধে বলা হচ্ছে; এগিয়ে চলেছেন অকুণ্ঠিতা যৌবনবতী, প্রচেতনা এনেছেন সূর্যের যজ্ঞের অগ্নির। (বে.-মী. ২য় খণ্ড—পৃ. ২৪৬)। প্রচেতনা প্রজ্ঞান (তু. প্রকেতঃ—৩।৩০।১); ক্রমপ্রসারিত হয়ে চলেছে যে-চেতনা, সর্বব্যাপী চেতনা। তুরীয়ের আকাশজোড়া আলোই প্রচেতনা (৩।২৫।১)।] প্রজ্ঞানবতী; তুরীয়ের আকাশজোড়া আলো যাঁর।

মঘোনি— [সায়ণ বলছেন 'ধনবতি'। কি সেই ধন? মঘম্—(অম্) < √ মহ্ (বিশাল হওয়া, সমর্থ হওয়া) তু. OHG math, might, power; বজ্রশক্তি, বজ্রদীপ্তি, বীর্য (৩।১৩।৩)।] বীর্যময়ী।

উষঃ— হে উষা (সম্বোধনে)।

গৃণতঃ— [তোমার স্তবকারী স্তোতৃবৃন্দের (সা)।] স্তোত্রকারীদের; এঁরা সুরে স্তোত্র পাঠ করেন ভোরের আলোয়, পাখিরা যেমন গান করে ওঠে।

স্তোমম্— [স্তোম সুরের সাধনা। ব্রাহ্মণের বিধি, স্তোত্রগান আর শস্ত্রপাঠ করে সোমের আহুতি দিতে হবে (দ্র. ৩।৪১।৪)। স্তোমম্ < √ স্তু (মহিমা গান করা)। আর-এক নাম স্তোত্র। কিন্তু ব্রাহ্মণে স্তোম একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সোমযাগে স্তোত্রগানের ব্যবস্থা আছে, তা সামবেদের অঙ্গ। ঋক্‌মন্ত্রেই 'সাম' বা সুর লাগিয়ে স্তোত্র রচনা করা হয়। তিনটি ঋকে একটি সামগান করার নিয়ম। এক-একটি ঋক্ ফিরে-ফিরে গাইতে হয়। তিনটি ঋক্‌কে ঘুরিয়ে-

ফিরিয়ে পনেরটি ঋক্ করে গাওয়া হয়। এইভাবে স্তোত্রটি হয় 'পঞ্চদশ স্তোম'। মোটের উপর 'স্তোম' এমনি করে দাঁড়িয়ে আসছে সুরের স্তবকে (দ্র. ৩।৫৪।১০)।] মহিমা-গীতি, স্তোত্র; সুরের স্তবক।

জুষস্ব— [√ জুষ্ + লোট্ স্ব = জুষস্ব (তৃপ্তি সহকারে আস্বাদন করা; Lat gustare 'to taste, enjoy')] নন্দিত হও, তৃপ্ত হও, সম্ভোগ কর; আনন্দে জড়িয়ে ধর (অগ্নির প্রসঙ্গে)। দ্র. ৩।১।১।

দেবি— হে দেবী উষা (সম্বোধনে)।

পুরাণী— [পুরাণী = পুরাতনী (সা)। 'পুরাণ' <পুরা + ন; তু. 'কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্' (গীতা ৮/৯)— দ্র. ৩।৫৪।৯] সনাতনী, পুরাতনী।

পুরন্ধিঃ যুবতিঃ— ['পুরন্ধি' অমূর; সাধারণতঃ ইনি স্ত্রীদেবতা, নামের অর্থ 'পূর্ণতাকে আহিত করেন যিনি'। 'দেবতা অমূর' একথার যৌগিক অর্থ—তিনি অবিগ্রহ, আর রূঢ় অর্থ হল—তাইতে চিন্ময়, প্রজ্ঞানময়। (বে.-মী.—২য় খণ্ড—পৃ. ২৫৮)] চিন্ময়ী, প্রজ্ঞানময়ী, যুবতীর মত শোভমানা (যদিও তিনি মায়ের মতন প্রবীণা)।

বিশ্ববারে— [সর্ববরেণ্যা (আপনি)। 'বিশ্বৈঃ সর্বৈর্বরণীয়ে' (সা)। 'বিশ্ববারঃ'— সবার বরণীয় (দ্র. ৩।১৭।১); বিশ্ববার—ঋগ্বেদে অন্যান্য দেবতার মধ্যে উষার বিশেষণ। ৫।২৮ সূক্তে ঋষিকা বিশ্ববারা। 'বিশ্ববার' দুই অর্থে হতে পারে—'বিশ্বের বরেণ্য' অথবা 'বিশ্বকে যা আবৃত করে'। দেবতার বেলায় দুটি অর্থই হয় (বে.-মী. ২য় খণ্ড—পৃ. ৪৫৪)] বিশ্ববরেণ্যা (আপনি); বিশ্বকে আবৃতও করেন।

অনু ব্রতম্— ব্রত বা যজ্ঞকর্মাদিতে।

চরসি— বিরাজ করুন, বিচরণ করুন।

দেবী উষার কথা শুরু হলো, উদ্ভাসিতা হলেন তিনি ঋষির দৃষ্টিতে।

তিমিরবিদার বজ্রশক্তি তাঁর মধ্যে, তিনি বাজিনীবতী হয়ে উঠলেন, তাঁর আলো যা প্রাতিভসংবিৎ তা হলো বাজিনী। তিনি ওজঃশক্তি দ্বারা সমৃদ্ধা, ধারণ করছেন অপ্রতিহত বীর্য। এগিয়ে চলেছেন অকুণ্ঠিতা যৌবনবতী, প্রচেতনা আনছেন সূর্যের, যজ্ঞের, অগ্নির। তাঁর চেতনা ক্রমপ্রসারিত হয়ে চলেছে, তা সর্বব্যাপী। তাঁর আলো তুরীয়ের আকাশজোড়া। তিনি প্রজ্ঞানবতী।

হে উষাদেবি, তোমার স্তুতিকারীরা ভোরের আলোয় গান করে ওঠে পাখিদের মতন, তাদের কণ্ঠে তোমার মহিমাগীতি, স্তোত্র। সেই সুরের স্তবকে তুমি প্রসন্না হও। হও তৃপ্ত, নন্দিত। সম্ভোগ কর তাদের সুরের ডালি। তুমি পুরাতনী, তুমি সনাতনী; তুমি চিন্ময়ী, প্রজ্ঞানময়ী, মায়ের মত প্রবীণা তবুও যুবতীর মত শোভমানা। অপরূপ তোমার যৌবন, তোমার শোভা। তুমি বিশ্ববরেণ্যা, বিশ্বকে আবৃত করেও আছো তোমার আলোয়। ঘিরে আছো তোমার উপাসকদের ব্রত, সোমযাগ,—প্রাতঃসবনে। তুমি সেই আধারে অধিষ্ঠিতা হও,—আনন্দমুখর হয়ে উঠুক বিশ্বচরাচর, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'ক। তোমার স্তোতৃদের দাও তোমার অপার মাতৃস্নেহ।

হে দেবী উষা, তুমি ওজঃশক্তিদ্বারা সমৃদ্ধা, প্রাতিভসংবিৎশালিনী। তোমার আছে বীর্য ও বজ্রশক্তি। তুমি প্রজ্ঞানবতী, তুরীয়ের আকাশজোড়া আলো তোমার। তোমার স্তুতিকারীরা ভোরের আলোয় সুর দিয়ে তোমার মহিমা-গীতি গায়, সুরের স্তবক রচনা করে, হে বীর্যবতি। তুমি তৃপ্ত হও তাতে, নন্দিত হও, সম্ভোগ কর সেই সুরের নৈবেদ্য। তুমি পুরাতনী, সনাতনী। তুমি চিন্ময়ী, প্রজ্ঞানময়ী,—যুবতীর মত শোভমানা, তবুও মায়ের মত প্রবীণা। তুমি বিশ্ববরেণ্যা, বিশ্বকে আবৃতও কর তোমার আলোয়। তোমার উপাসকদের ব্রতকর্মে তুমি অধিষ্ঠিতা হও, বিরাজ কর।

দেবী উষা, তিনি সমৃদ্ধা ওজঃশক্তিতে, প্রাতিভসংবিতশালিনী,

বীর্যবতী; স্তোতৃবৃন্দ গায় তাঁর মহিমাগীতি, নন্দিত হন তিনি। তিনি সনাতনী, চিন্ময়ী, যুবতীর মত শোভমানা, বিশ্ববরেণ্যা, বিশ্বকে আবৃতকারিণী,—অধিষ্ঠিতা হন স্তোতৃদের ব্রতকর্মে।।

সায়ণভাষ্য— বাজেন বাজিনি অন্নেনান্নবতি। তথা চ মন্ত্রঃ—সং বাজৈর্ব্বাজিনীবতীতি (ঋ.স. ১।৪।৫)। মঘোনি ধনবতি হে উষঃ ! প্রচেতাঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানবতী সতী গৃণতস্তব স্তোত্রং কুর্ব্বতঃ স্তোতুঃ স্তোমং স্তোত্রং জুষস্ব। যদ্বা বাজেন হবির্লক্ষণেনান্নেন সহ স্তোমং জুষস্বেতি সম্বন্ধঃ। বিশ্ববারে বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ে হে উষো দেবি! পুরাণী পুরাতনী যুবতিরিত্যুপমা তদ্বৎ শোভমানা সুশংকাশা মাতৃমৃষ্টে বয়োবেতি বৎ (ঋ.স. ২।১।৬) পুরন্ধিঃ পুরু বহুধীঃ স্তোত্রলক্ষণং কর্ম্ম যস্যাঃ সা বহুস্তোত্রবতী। পুরন্ধির্ব্বহুধীরিতি যাস্কঃ (নি. ৬।১৩)। পুরন্ধিঃ শোভনা বা এবম্বিধগুণোপেতা ত্বং অনুব্রতং যজ্ঞকর্ম্মাভিলক্ষ্য চরসি যষ্টব্যতয়া বর্ত্তসে।

ভাষ্যানুবাদ— বাজেন বাজিনি = অন্নেন অন্নবতি = অন্নদ্বারা সমৃদ্ধ। তথা চ মন্ত্রঃ সংবাজৈঃ বাজিনীবতি ইতি (ঋ. স. ১।৪।৫) = ঋক্ সংহিতার অন্যত্র অনুরূপ মন্ত্রাংশের দৃষ্টান্ত; মঘোনি = ধনবতি = ঐশ্বর্যময়ী; হে উষঃ = হে উষা; প্রচেতাঃ = প্রকৃষ্ট জ্ঞানবতী সতী = আপনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবতী; গৃণতঃ = তব স্তোত্রং কুর্ব্বতঃ স্তোতুঃ = তোমার স্তবকারী স্তোতৃবৃন্দের; স্তোমং = স্তোত্রং = স্তোত্র; জুষস্ব = সেবা করুন, গ্রহণ করুন; যদ্বা বাজেন হবির্লক্ষণেন অন্নেন সহ স্তোমং জুষস্ব ইতি সম্বন্ধঃ = অথবা হব্য অন্নাদিসহ নিবেদিত স্তোত্রাদি গ্রহণ করুন; বিশ্ববারে = বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ে = সর্ববরেণ্যা; হে উষো দেবি = হে উষা দেবতা; পুরাণী = পুরাতনী; যুবতিঃ ইতি = উপমা তদ্বৎ শোভমানা সুশংকাশা মাতৃমৃষ্টে বয়ঃ বা ইতি বৎ

= যুবতীর মতন শোভমানা কিন্তু মায়ের মত প্রবীণা (ঋ. স. ২।১।৬-এর দৃষ্টান্ত)। পুরন্ধিঃ = পুরু বহুধীঃ স্তোত্রলক্ষণং কর্ম্ম যস্যাঃ সা বহুস্তোত্রবতী = বহুস্তোত্রবতী; পুরন্ধি বহুধীঃ ইতি যাস্কঃ (নি. ৬।১৩) = যাস্ক বলেন পুরন্ধিঃ মানে বহুপ্রকার; পুরন্ধিঃ শোভনা বা এবং বিধগুণোপেতা ত্বং = বহুগুণান্বিত আপনি; অনুব্রতং = যজ্ঞকর্ম্মাভিলক্ষ্য = যজ্ঞকর্মাভিলক্ষ্য হয়ে; চরসি = যষ্টব্যতয়া বর্ত্তসে = যজ্ঞাহুতি গ্রহণের জন্য বিরাজ করছেন।

২

উষো দেব্যমর্ত্যা বি ভাহি
চন্দ্ররথা সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
আ ত্বা বহন্তু সুযমাসো অশ্বা
হিরণ্যবর্ণাং পৃথুপাজসঃ যে।।

উষঃ। দেবি। অমর্ত্যা। বি। ভাহি।
চন্দ্ররথা। সুনৃতাঃ। ঈরয়ন্তী।
আ। ত্বা। বহন্তু। সুযমাসঃ। অশ্বাঃ।
হিরণ্যবর্ণাম্। পৃথুপাজসঃ। যে।

দেবি উষঃ— হে দেবী উষা।

অমর্ত্যা— [মরণধর্মরহিতা (সা)। ঋগ্বেদে 'অমূর'কে বলা হচ্ছে— ন + √ মৃ, মূর্ (মরে যাওয়া, জমাট বাঁধা) + অ; তু. 'মূর্তি': অমরণধর্মা,

অথবা সর্বব্যাপী, চিন্ময় (দ্র. ৩।১৯।১ ও ৩।২৫।৩)] অমরণধর্মা, সর্বব্যাপিনী, চিন্ময়ী।

চন্দ্ররথা— [নিঘণ্টুতে চন্দ্র 'হিরণ্য', 'হিরণ্য' যা ঝলমল করে; চন্দ্রও তাই। (দ্র. ৩।৪০।৪)। 'রথঃ' < √ ঋ + থ; অথবা √ঋ (९) ‖ রৎ ‖ রথ (চলা; তু. Lat. rotare 'to turn like a wheel')। রথ, বাহন আর রথী—তিনটি নিয়ে একটি ত্রিপুটী। রথ গতিশীল, কিন্তু তার গতি স্বভাবত নয়; গতি আসছে চেতন কিন্তু নিয়ম্য বাহন হতে, তার গতি আবার আসছে চেতন নিয়ন্তা রথী হতে। সমস্ত জড়জগৎই এমনি করে দেবতার রথ—প্রাণদ্বারা বাহিত, চৈতন্য দ্বারা অধিষ্ঠিত (দ্র. ৩।৪৯।৪)।] হিরণ্যরথে সমাসীনা। এই রথ প্রাণদ্বারা বাহিত, চৈতন্য দ্বারা অধিষ্ঠিত।

সুনৃতাঃ— প্রিয় ও সত্য বাক্য।

ঈরয়ন্তী— উচ্চারণশীলা (ঈরিত = উদ্‌গীত)।

বি ভাহি— বিভাসিতা হন; দীপ্তিময়ী হন। 'বি-ভা' চারদিকে ছড়িয়ে পড়া আলো, আলোর ছটা (দ্র. ৩।২।২)।

পৃথুপাজসঃ— দিকে-দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে যাঁর 'পাজঃ' বা তেজ (দ্র. ৩।২৭।৫)। ('অশ্ব' বা 'উষা' দুজনকেই বোঝাতে পারে)।

সুযমাসঃ— সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে রথে নিযুক্ত (অশ্বেরা)।

যে অশ্বাঃ— যে অশ্বেরা।

হিরণ্যবর্ণাম্— হিরণ্ময়ী, স্বর্ণোজ্জ্বল মূর্তি (দেবীকে বোঝাচ্ছে)। [দেবীর বাহন অশ্বকেও বোঝাতে পারে।]

ত্বা— তোমাকে।

আ বহন্তু— বহন করে নিয়ে আসুক।

দেবী উষা নিজেকে ঋষির কাছে আরও উদ্‌ভাসিত করছেন। তিনি অমরণধর্মা, সর্বব্যাপিনী, চিন্ময়ী। তিনি হিরণ্যরথে সমাসীনা। তাঁর রথ পূর্ণ ষোড়শকল চন্দ্রের মত সমুজ্জ্বল, বস্তুত সমস্ত জড়জগৎই তাঁর রথ; এই রথ

প্রাণদ্বারা বাহিত, চৈতন্যদ্বারা অধিষ্ঠিত। প্রিয় ও সত্য মন্ত্র তাঁর দ্বারা উদ্‌গীত। যা সত্য, যা প্রিয়, সেই বাকে তিনি বিভাসিতা। তাঁর আলোর ছটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তিনি দেদীপ্যমানা তাতে। তিনি আর তাঁর বাহন সোনালী অশ্বেরা যারা তাঁর রথের সঙ্গে সুসংযুক্ত, সকলের তেজ দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর রথের গতি আসছে চেতন নিয়ম্য বাহন হতে—সেই গতি মূলত আসছে চেতন নিয়ন্তা তাঁর কাছ থেকে, তিনি রথী দেবতা।

দেবী উষা, তুমি হিরণ্ময়ী, স্বর্ণোজ্জ্বল মূর্তি তোমার; তোমাকে বহন করে নিয়ে আসুক তোমার শতাশ্ববাহিত রথ এই আধারের কাছে, সে ধন্য হোক। [ঋক্‌টি একটি অপরূপ চিত্র উষার, তাঁর চিন্ময়প্রত্যক্ষের।]

হে উষা দেবি, অমরণধর্মা চিন্ময়ী তুমি। হিরণ্যরথে তুমি সমাসীনা, প্রিয় ও সত্য বাক্য তোমার কণ্ঠে উদ্‌গীত, তুমি বিভাসিতা হও (আমাদের কাছে)। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তোমার তেজ, হিরণ্ময়ী তুমি; তোমার রথে সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে নিযুক্ত অশ্বেরাও তেজী, অরুণবর্ণ, তারা বহন করে নিয়ে আসুক তোমাকে (আমাদের কাছে)।

দেবী উষা, অমরণধর্মা চিন্ময়ী তিনি, বিভাসিতা হন
তাঁর স্বর্ণোজ্জ্বল রথে, কণ্ঠে তাঁর প্রিয় সত্য বাণী।
বহন করে আনুক রথে-যোড়া সুনিয়ন্ত্রিত অশ্বেরা
দিব্যতেজে উদ্ভাসিতা তোমাকে , হে হিরণ্ময়ী।।

সায়ণভাষ্য— হে উষো দেবি! অমর্ত্ত্যা মরণধর্ম্মরহিতা চন্দ্ররথা সুবর্ণময়রথোপেতা সুনৃতাঃ প্রিয়সত্যরূপা বাচঃ ঈরয়ন্তী উচ্চারয়ন্তী। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—সুম্নাবরী সুনৃতা ঈরয়ন্তীতি (ঋ.স. ১।৮।৩)। তাদৃশী ত্বং বিভাহি সূর্য্যকিরণসম্বন্ধাদ্বিশেষেণ দীপ্যস্ব। পৃথুপাজসঃ প্রভূতবলযুক্তা অরুণবর্ণা যে অশ্বাবিদ্যন্তে সুযমাসঃ

সুষ্ঠু নিয়ন্তুং শক্যা রথে যোজিতাস্তে অশ্বা হিরণ্যবর্ণাং ত্বা ত্বাং আবহন্তু।

ভাষ্যানুবাদ— হে উষো দেবি = হে দেবী উষা; অমর্ত্যা = মরণধর্মরহিতা; চন্দ্ররথা = সুবর্ণময়রথোপেতা = সোনার রথে সমাসীন; সুনৃতাঃ = প্রিয়সত্যরূপা বাচঃ = প্রিয় ও সত্য বাক্য; ঈরয়ন্তী = উচ্চারয়ন্তী = উচ্চারণশীলা। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—'সুম্নাবরী সুনৃতা ঈরয়ন্তী' ইতি (ঋ. স. ১।৮।৩—প্রথম মণ্ডল ১১৩।১২) = ঋক্‌সংহিতার অন্যত্র অনুরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়। তাদৃশী ত্বং বিভাহি = সূর্য্যকিরণ সম্বন্ধাৎ বিশেষেণ দীপ্যস্ব = সূর্যকিরণে তুমি দীপ্তিমান হও। পৃথুপাজসঃ = প্রভূতবলযুক্তা অরুণবর্ণা যে অশ্বা বিদ্যন্তে = প্রভূতবলশালী অরুণবর্ণ যে অশ্বগুলি আছে; সুযমাসঃ = সুষ্ঠু নিয়ন্তুং শক্যা রথে যোজিতাঃ তে অশ্বাঃ = সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে রথে নিযুক্ত; হিরণ্যবর্ণাং = স্বর্ণোজ্জ্বল মূর্তি; ত্বা = ত্বাং = তোমাকে; আবহন্তু = বহন করে নিয়ে আসুক।

৩

উষঃ প্রতীচী ভুবনানি বিশ্বো
র্ধ্বা তিষ্ঠস্যমৃতস্য কেতুঃ।
সমানমর্থং চরণীয়মানা
চক্রমিব নব্যস্যা ববৃৎস্ব।।

উষঃ। প্রতীচী। ভুবনানি। বিশ্বা।
ঊর্ধ্বা। তিষ্ঠসি। অমৃতস্য। কেতুঃ।
সমানম্। অর্থম্। চরণীয়মানা।
চক্রম্ ইব। নব্যসি। আ। ববৃৎস্ব।

উষঃ— হে দেবী উষা।
বিশ্বা— সবকিছু; সকল।
ভুবনানি— [যাবতীয় সৃষ্টি বা ভূতজাত প্রাণী বস্তু ইত্যাদি (সা); ভুবন = যা-কিছু হয়ে চলেছে (Becoming); বিভূতিঃ (তু. ভূতি || Gk. phusis 'nature')। যা হয়েছে, তা 'ভূত' (তু. আদি ব্যাহৃতিদ্বয় 'ভূঃ', 'ভুবঃ' যথাক্রমে পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ, অন্ন ও প্রাণ, আধুনিক ভাষায় জড় ও শক্তি)—বে.-মী. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬১৬] ভুবন, পৃথিবী; যা-কিছু হয়ে চলেছে।
প্রতীচী— [প্রত্যাভিমুখী (সা); প্রতীচী = প্রতিকূল (৩।১৮।১); প্রতীচঃ প্রতিকূল (৩।৩০।৬)] এখানে প্রতিকূল না হয়ে অভিমুখী (উষার) বলে নেওয়া হচ্ছে। যেন দেবী উষার শক্তিতে প্রতিকূলও অভিমুখী হয়ে যাচ্ছে।
অমৃতস্য— [সায়ণ এখানে 'মরণধর্মরহিতস্য সূর্যস্য'র কথা উত্থাপন করেছেন। উষার সঙ্গে সূর্যের আত্যন্তিক সম্পর্ক।] সাধারণভাবে অমৃতের। 'অমৃত' মৃত্যুহীন চিন্ময় প্রাণ (দ্র. ৩।২৩।১)।
কেতুঃ— [প্রজ্ঞাপয়িত্রী (সা)। কেতুঃ— (√ কিৎ, চিৎ, দেখতে পাওয়া, চেতন হওয়া)।] কেতঃ চিত্তিঃ, চেতনম্; রশ্মি। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 'বোধির ঝলক', যা রহস্যকে জানিয়ে দেয়। কোথাও দেবতা স্বয়ংই কেতু। (দ্র. ৩।৩।৩)। এক জায়গায় পতাকার ধ্বনি (৭।৩০।৩)।
ঊর্ধ্বা— ['নভসি উন্নতা' বলছেন সায়ণ। ঊর্ধ্বঃ < √ বৃধ্ || বর্ধ্ + ব (যেমন

ঊর্ব < √ বৃ), গাছের মত উপরের দিকে যা বেড়ে চলে (৩।৪১।৪)] উজান বয়ে চলেছেন যিনি; ঊর্ধ্বস্রোতা।

তিষ্ঠসি— বিরাজ কর।

সমানম্— সমান, একই।

অর্থম্— পথে; গন্তব্যস্থানে; লক্ষ্যে (দ্র. ৩।৫৩।৫)।

চরণীয়মানা— বিচরণশীলা।

নব্যসি— নব নব রূপে।

চক্রম্ ইব— (সূর্যের) রথচক্রের মতন। (তন্ত্রে 'চক্র' কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। মণিপুর, অনাহত আর আজ্ঞাচক্র—তন্ত্রে এই তিনটি যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি। চক্রে-চক্রে বায়ুর ধারণায় চেতনার বিকাশ যোগের একটা পরিচিত সাধনা।) এই ইঙ্গিতও এখানে থাকতে পারে।

আ ববৃৎস্ব— বারবার সেই পথে যাতায়াত কর; আবর্তিত হও।

ঋষি সম্বোধন করছেন উষাদেবীকে, আবাহন করছেন। উষা মৃত্যুহীন চিন্ময় প্রাণ; সূর্যের সঙ্গে উষার আত্যন্তিক সম্পর্ক, তিনি যেন সূর্যের পথিকৃৎ। এই বিশ্বভুবনে যা-কিছু হয়ে চলেছে, সেই সব-কিছু তাঁর দিকে তাকিয়ে, তাঁর অভিমুখী। তাদের সমস্ত প্রতিকূলতাকে তাঁর চিতিশক্তিতে তিনি জয় করেন,— তারা জেগে ওঠে। তিনি বোধির ঝলক, চৈতন্যরশ্মি, কেতু তিনি। সব রহস্যের উন্মোচন করেন তিনি। তিনি উজান বেয়ে চলেছেন ঊর্ধ্ব আকাশে, তিনি ঊর্ধ্বস্রোতা। তিনি বিরাজিতা ওই গগনমণ্ডলে, চিজ্জ্যোতিতে উদ্ভাসিতা। একই পথে তিনি চলেন বারবার, একই লক্ষ্য তাঁর, কিন্তু আসেন নব-নব রূপে। সূর্যের রথচক্রের মতন তিনি আবর্তিত হন, চক্রে-চক্রে তাঁর গতিতে বিশ্বচেতনার বিকাশ হয়। প্রতিদিনই তিনি আসেন, কিন্তু বিশ্বজনের কাছে তাঁর এই নিত্য আগমন কখনও গতানুগতিক হয় না,—কবি কম্বুকণ্ঠে বলে ওঠেন,—'আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়। পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এইতো বিস্ময় অন্তহীন।" (রবীন্দ্রনাথ)।

দেবী উষা চলেছেন জ্যোতি দিয়ে পরাভূত, অপসারিত করে, যত অন্ধকার যত দুরিত; এই যে তিনি জেগেছেন নতুন জীবন আহিত করে, সেই সনাতন পথে চলছেন নব নব রূপে। তাঁর অরুণ আলোয় রাত্রিদের করলেন অপাবৃত।

হে দেবী উষা, সকল বিশ্বভুবন তোমার অভিমুখী। তুমি অমৃতের চেতনা-রশ্মি, ঊর্ধ্বস্রোতা, বিরাজিতা ঊর্ধ্বলোকে। সেই একই পথে তুমি চলেছ বারবার কিন্তু নব-নব রূপে; চক্রে-চক্রে তোমার নিত্য আবর্তন।

দেবী উষা, অভিমুখী তোমার সকল ভুবন,
অমৃতের চেতনা তুমি, ঊর্ধ্বস্রোতা, বিরাজিতা ঊর্ধ্বলোকে।
চলেছ সেই একই পথে, বারবার, নিত্য নতুন রূপে,
অনিবার আবর্তন তোমার এই জগতের চক্রে-চক্রে।।

সায়ণভাষ্য— হে উষো দেবি! বিশ্বা সর্ব্বাণি ভুবনানি ভূতজাতানি প্রতীচী প্রত্যাভিমুখ্যেনাঞ্চতি প্রাপ্নোতীতি প্রতীচী অমৃতস্য মরণধর্ম্মরহিতস্য সূর্য্যস্য কেতুঃ প্রজ্ঞাপয়িত্রী ত্বং ঊর্ধ্বা নভস্যুন্নতা তিষ্ঠসি। নব্যসি পুনঃপুনর্জায়মানতয়া নবতরে হে উষো দেবি! অর্থং অর্থতে গম্যতে যস্মিন্নিত্যর্থো মার্গঃ সমানমেকং মার্গং উদয়াৎ প্রাচীনকাললক্ষণং চরণীয়মানা চরিতুমিচ্ছন্তী ত্বমাববৃৎস্ব পুনঃপুনস্তমিন্ মার্গে আবৃত্তা ভব। তত্র দৃষ্টান্তঃ—চক্রমিব যথা নভসি চরিতুঃ সূর্য্যস্য রথাঙ্গং পুনঃপুনরাবর্ত্ততে তদ্বৎ।

ভাষ্যানুবাদ— হে উষো দেবি! = হে উষা দেবী; বিশ্বা = সর্ব্বাণি = সকল; ভুবনানি = ভূতজাতানি = যাবতীয় সৃষ্টি বা ভূতজাত প্রাণী বস্তু ইত্যাদি; প্রতীচী = প্রত্যাভিমুখ্যেন অঞ্চতি প্রাপ্নোতি ইতি প্রতীচী = প্রত্যাভিমুখী; অমৃতস্য = মরণধর্ম্মরহিতস্য সূর্য্যস্য = মরণধর্মরহিত সূর্যের; কেতুঃ = প্রজ্ঞাপয়িত্রী = বিজ্ঞাপক, পতাকা,

নিশানা; ত্বং = তুমি; ঊর্ধ্বা = নভসি উন্নতা = আকাশে উন্নতাবস্থায়; তিষ্ঠসি = বিরাজ কর; নব্যসি = পুনঃপুনঃ জায়মানতয়া নবতরে হে উষো দেবি! = পুনঃ পুনঃ জাত বলে সর্বদা নব নব রূপে দৃষ্ট হে দেবী উষা; অর্থং = অর্থতে গম্যতে যস্মিন ইতি অর্থঃ মার্গঃ সমানম্ একং মার্গং উদয়াৎ প্রাচীনকাললক্ষণং = অর্থ মানে পথ সমান মানে এক অর্থাৎ একই পথে বহুকাল; চরণীয়মানা = চরিতুম্ ইচ্ছন্তী = বিচরণশীলা; ত্বম্ = তুমি; আববৃৎস্ব = পুনঃপুনঃ অস্মিন মার্গে আবৃত্তা ভব = বারবার সেই পথে যাতায়াত কর; তত্র দৃষ্টান্তঃ — চক্রমিব = যথা নভসি চরিতু সূর্য্যস্য রথাঙ্গং পুনঃ পুনঃ আবর্ত্ততে তদ্বৎ = সে ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হল যেমন আকাশে সূর্য রথচক্র বারবার আবর্তিত হয়।

৪

অব স্যূমেব চিন্বতী মঘো
ন্যুষা যাতি স্বসরস্য পত্নী।
স্ব১ র্জনন্তী সুভগা সুদংসা
আন্তাদ্ দিবঃ পপ্রথ আ পৃথিব্যাঃ।।

অব। স্যূম ইব। চিন্বতী। মঘোনী।
উষাঃ। যাতি। স্বসরস্য। পত্নী।
স্বঃ। জনন্তী। সুভগা। সুদংসা।
আ। অন্তাৎ। দিবঃ। পপ্রথ। আ। পৃথিব্যাঃ।

স্যূম ইব— বস্ত্রের মত বিস্তীর্ণ অন্ধকারকে, —এই অন্ধকার আবৃত করে রাখে সব-কিছু।

অব চিন্বতী—বিদারণকারিণী।

মঘোনী— ['১'ঋক্ দ্রষ্টব্য; মঘম্ বীর্য] বীর্যময়ী।

উষাঃ— উষা দেবী।

স্বসরস্য— সূর্যের; যিনি সহজে অন্ধকার নাশ করেন।

পত্নী— স্ত্রী; উষা সূর্যের পত্নী।

যাতি— চলেছেন, যান।

স্বঃ— [তিনটি লোকের উর্ধ্বে আরেকটি লোক আছে, তার নাম 'স্বঃ'। এটি তুরীয় বা চতুর্থ। স্বর্-এর আদিম অর্থ জ্যোতি। নিঘণ্টুতে দ্যুলোক এবং আদিত্যের সাধারণ নাম 'স্বঃ'। সংহিতাতেও সূর্য আর স্বর্‌কে পাশাপাশি পাচ্ছি। মোটের ওপর স্বর-এর তিনটি অর্থ: সাধারণভাবে 'জ্যোতি', আবার সেই জ্যোতির ঘন বিগ্রহ 'আদিত্য', এবং আদিত্যের দ্বারা প্রকাশিত 'দ্যুলোক'। এটিকে এইভাবে বলা যায় : আলো ফুটল, জমাট বেঁধে হল আদিত্য, তারপর প্রকাশিত করল বিশ্বমূল প্রাণস্পন্দকে। (বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ৩১১-৩১২)] জ্যোতি (উষার)।

জনন্তী— সৃষ্টি করে, জন্ম দেয়।

সুভগা— [আধারে যিনি ভেঙে ঢোকেন বা আবিষ্ট হন, তিনি 'ভগ'—একজন আদিত্য দেবতার এই আবেশও ভগ। যাঁর ভগ অতিশয়িত এবং সুমঙ্গল সে-দেবতা 'সুভগ'। দেখা যাচ্ছে অগ্নি, সোম এবং বিশেষ করে উষা সৌভগের আধার, আর সৌভগের সঙ্গে বীর্যেরও যোগ আছে (দ্র. ৩।৮।২)। যাঁর 'ভগ' বা আবেশ স্বচ্ছন্দ এবং অনায়াস; সহজে যিনি ধরা দেন হৃদয়ে, তিনি 'সুভগ' (দ্র. ৩।১৬।৬)। সুভগা = সুমঙ্গলা। 'ভগ' আবেশজনিত আনন্দ (দ্র. ৩।৩৩।৩)।] সৌভগের আধার, সৌভগবতী, সুমঙ্গলা।

সুদংসা— [সায়ণ বলছেন 'শোভনাগ্নিহোত্রকর্মা সা ইয়ম্ উষাঃ'।] সুমঙ্গল

লীলা যাঁর, অথবা অনায়াস যাঁর লীলা (উষা)। তিনি ইচ্ছামাত্রই সব কিছু করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ অথচ অনায়াস ব্রত হল আমাদের মধ্যে আলো ফোটানো। (দ্র. ৩।৩২।৮)।

দিবঃ— দ্যুলোকের।

আ পৃথিব্যাঃ— পৃথিবীর—কত পর্যন্ত?

আ অন্তাৎ— শেষ পর্যন্ত।

পপ্রথ— (আকাশ হতে) ছড়িয়ে পড়ছেন (পৃথিবীর 'পরে) কিরণরূপে। (তু. ৩।৫৪।১০)। প্রথ্‌ধাতুর প্রয়োগ এখানে দ্যাবাপৃথিবীর মিলনের ধ্বনি আনছে।

দেবী উষা বীর্যময়ী; বজ্রশক্তি, বজ্রদীপ্তি তাঁর। তিমিরবিদার শক্তিতে তিনি বিদারণ করেন অন্ধকারকে, যে-অন্ধকার আবৃত করে রাখে সব-কিছু, বস্ত্রের মত। তিনি সূর্যদেবের পত্নী, যাঁর তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়। চলেছেন উষা তাঁর আকাশ-পথ ধরে, আলো ফুটে ওঠে, —সেই আলো জমাট বেঁধে হয় সূর্য, তারপর প্রকাশিত করে বিশ্বমূল প্রাণস্পন্দকে—দেবী উষা স্রষ্টা, জনয়িত্রী। তিনি সুভগা, সৌভগের আধার, সৌভগবতী, সুমঙ্গলা। তাঁর আবেশ স্বচ্ছন্দ এবং অনায়াস। সহজে তিনি ধরা দেন হৃদয়ে। আবার তিনি ইচ্ছামাত্রই সব কিছু করেন, অনায়াস তাঁর নিত্যলীলা, এই নিত্য হোমে তিনি আমাদের মধ্যে আলো ফোটান। তিনি ছড়িয়ে পড়লেন দ্যুলোক থেকে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত, কিরণরূপে,—সেখানে ইঙ্গিত পাচ্ছি দ্যাবাপৃথিবীর মিলনের।

চলেছেন দেবী উষা বিদারণ করে বস্ত্রের মত বিস্তীর্ণ অন্ধকারকে, —তিনি বীর্যময়ী। তিনি পত্নী সূর্যদেবের, তাঁর জ্যোতি জন্ম দিল আবেশজনিত আনন্দের, —সুমঙ্গলা তিনি। অনায়াস তাঁর লীলা, ফোটান্ আলো আমাদের মধ্যে, দ্যুলোক থেকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর কিরণমালা।

বীর্যবতী দেবী উষা, চলেছ তুমি বিদার করে, বস্ত্রের মত বিস্তীর্ণ
অন্ধকারকে; পত্নী তুমি সূর্যের, জন্ম দাও আনন্দ
আবেশের, জ্যোতিতে তোমার। লীলা তব অনায়াস,
ফোটায় আলো, কিরণ তার ছড়িয়ে পড়ে দ্যুলোক-ভূলোক-প্রান্তে।

সায়ণভাষ্য— যে যমুষাঃ স্যূমেব বস্ত্রমিব বিস্তৃতং তমোব চিন্বতী অবচয়মপক্ষয়ং প্রাপয়ন্তী মঘোনী ধনবতী স্বসরস্য সুষ্ঠু অস্যতি ক্ষিপতি তম ইতি স্বসরঃ সূর্য্যো বাসরো বা তস্য পত্নী যাতি গচ্ছতি স্বঃ স্বকীয়ং তেজঃ জনন্তী জনয়ন্তী। সুভগা সুধনা সৌভাগ্যযুক্তা বা সুদংসাঃ শোভনাগ্নিহোত্রকর্ম্মা সেয়মুষাঃ দিবো দ্যুলোকস্য অন্তাৎ পৃথিব্যাশ্চান্তাৎ অবসানাৎ পপ্রথে প্রথতে প্রকাশত ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ— যে যম্ উষাঃ = যে উষা; স্যূমেব = বস্ত্রমিব বিস্তৃতং তমঃ = কাপড়ের মত বিস্তৃত অন্ধকারকে; অব চিন্বতী = অবচয়মপক্ষয়ং প্রাপয়ন্তী = লঘু ও ক্ষয় করেন; মঘোনী = ধনবতী; স্বসরস্য = সুষ্ঠু অস্যতি ক্ষিপতি তমঃ ইতি স্বসরঃ সূর্য্যো বাসরো বা তস্য পত্নী= সহজে অন্ধকার নাশ করেন যিনি তিনি স্বসর অর্থাৎ সূর্য বা তাঁর পত্নী; যাতি = গচ্ছতি = যান; স্বঃ = স্বকীয়ং তেজঃ = স্বীয় তেজ; জনন্তী = জনয়ন্তী = সৃষ্টি করে; সুভগা = সুধনা সৌভাগ্যযুক্তা বা = ধনবতী বা সৌভাগ্যযুক্ত; সুদংসাঃ = শোভনাগ্নিহোত্রকর্ম্মা সা ইয়ম্ উষাঃ = সুন্দর অগ্নিহোত্রাদিকর্মসমন্বিতা সেই উষা; দিবঃ = দ্যুলোকস্য = দ্যুলোকের; অন্তাৎ = পৃথিব্যাঃ চ অন্তাৎ অবসানাৎ = এবং পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত; পপ্রথে = প্রথতে = প্রকাশত ইত্যর্থঃ = প্রকাশিত হচ্ছেন।

৫

অচ্ছা বো দেবীমুষসং বিভাতীং
প্র বো ভরধ্বং নমসা সুবৃক্তিম্।
ঊর্ধ্বং মধুধা দিবি পাজো অশ্রেৎ
প্র রোচনা রুরুচে রণ্বসংদৃক্।।

অচ্ছা। বঃ। দেবীম্। উষসম্। বিভাতীম্।
প্র। বঃ। ভরধ্বম্। নমসা। সুবৃক্তিম্।
ঊর্ধ্বম্। মধুধা। দিবি। পাজঃ। অশ্রেৎ।
প্র। রোচনা। রুরুচে। রণ্বসংদৃক্।

বঃ— তোমরা (স্তোতৃবৃন্দ)।
বিভাতীম্— আলো ঝলমল (দ্র. ৩।৬।৭) ['বি-ভা' চারদিকে ছড়িয়ে পড়া আলো, আলোর ছটা—(দ্র. ৩।২।২)।]
দেবীম্ উষসম্ অচ্ছা— দেবী উষাকে লক্ষ্য করে।
নমসা— নমস্কার সহিত। ['নমসা' সমর্পণ (প্রণতি) বোঝায় (দ্র. ৩।৩।৮)। এই প্রণতি যত অন্তরের হবে, আমাদের অহং তত ছোট হবে, দেবতাকে ততই বৃহৎ করে পাব (দ্র. ৩।৩২।৭)।]
সুবৃক্তিম্— ['সুবৃক্তি' কথাটি ঋগ্বেদে বহু জায়গায়। প্রকরণ থেকে দেখা যায় 'সুবৃক্তি' একটি সাধন সম্পদ। মূল ভাব হল চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া দেবতার পানে। দেবতাকে আবাহন করি, স্মরণ করি, প্রণাম করি, আহুতি দিই—যাই করি না কেন, তা করতে হবে মনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে (দ্র. ৩।৫১।১)।] দেবতার স্তুতিতে তাঁর পানে চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে।

প্র ভরধ্বম্— (তোমরা) কর; কি করবে? আপ্যায়িত কর।

উর্ধ্বম্ দিবি— উর্ধ্বাভিমুখী হয়ে। কোথায়? উর্ধ্বে আকাশে। [উর্ধ্বঃ < √ বৃধ্ ‖ বর্ধ্ + ব (যেমন উর্ব < √ বৃ) : গাছের মত উপরের দিকে যা বেড়ে চলে—উজান বয়ে চলেছেন যিনি; উর্ধ্বস্রোতা (দ্র. ৩।৪৯।৪)। দিবি = আকাশ, দ্যুলোক।]

মধুধা— [মধু পঞ্চামৃতের চতুর্থ; তা শর্করাতে রূপান্তরিত হলেই উর্ধ্বস্রোতার সাধনার চরম সিদ্ধি; মধুপান করেন দেবতারা, সাধকেরাও (দ্র. ৩।৫৩।১০)। বেদে মধু অমৃতচেতনার প্রতীক (৩।৩৯।৬)।] মধুময়ী (উষা)। সায়ণ উষাকে বলছেন 'নিষ্পাপ, অখণ্ড, অজাত কলেবর'।

পাজঃ— তেজ।

অশ্রেৎ— [অশ্রেঃ < √ শ্রি (আশ্রয় করা) + লুঙ্ স্। অনেকক্ষেত্রে এই ধাতুটির ব্যবহারে পাওয়া যায় আশ্রয় বা অধিষ্ঠানের পর শক্তির ব্যঞ্জনা : যেমন 'চিত্রং দিবো দুহিতা ভানুমশ্রেৎ' ১।৯২।৫ । 'শ্রী' তাই বিষ্ণুর জ্যোতির বিচ্ছুরণ। ৩।৫৪।১১তে (দেবতা—সবিতা) 'অশ্রেঃ' (দিব্যশ্রুতিতে) অধিষ্ঠিত হয়ে বিচ্ছুরিত করেছ (তাকে)।] বিকিরণ, বিচ্ছুরণ; (আশ্রয় বা অধিষ্ঠানের পরে)।

রোচনা— ['রুচয়ন্ত' √ রুচ্ (ঝলমল করা), স্বার্থে + ণিচ্। প্রেরণার্থে রোচয় (৩।২।২) ঝলমল করছে তোমার (৩।৬।৭—অগ্নি)। আবার (৩।৪৪।২) (ইন্দ্র) ঋকে দেখছি 'অর্চয়ঃ'— √ অর্চ < ঋচ্ ‖ রুচ্‖ রুশ্ (দীপ্তি দেওয়া, উজ্জ্বল করা) + ণিচ্ + লঙ্ স্। মানে রাঙিয়ে তুলল। লক্ষণীয়, উষা প্রাতিভজ্ঞানের অরুণ ছটা, তাঁর বাহনেরা 'অরুণ্যো গাবঃ'। (৩।৪৪।৪) (ইন্দ্র) ঋকে পাচ্ছি 'রোচনম্' = আলোয় ঝলমল।] আলোয় ঝলমল করছেন (উষা)।

রণ্ব সংদৃক্— [(সায়ণ পাঠান্তর 'রণ্ব সন্দৃক' নিচ্ছেন। মানে রমণীয় দর্শনা উষা, —সূর্যসদৃশা।) 'সংদৃক' (total Vision)—বে-মী. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৭)। সংদৃশ্ < সম্ √ দৃশ্ (দেখা), সম্যক দর্শন; তু. সূরো ন

সংদৃক্ (অগ্নিঃ) (১।৬৬।১) (তদেব, ২য় খণ্ড-পৃ. ৩৪২)।] সম্যক দর্শন যাঁর (সূর্য সদৃশ)।

প্র রুরুচে— প্রকৃষ্টভাবে দীপ্তি পাচ্ছেন বা দীপ্ত করছেন।

দেবী উষাকে আরাধনার কথা আছে এই ঋক্‌টিতে। আর তাঁর রূপ বর্ণনা, অপূর্বভাবে। স্তোতৃবৃন্দ, তোমরা তাঁকে নমস্কার কর, আলোঝলমল তিনি, —তোমাদের চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দাও তাঁর দিকে, তোমাদের স্তুতিতে আপ্যায়িত কর তাঁকে। তিনি ওই দ্যুলোকে, তোমরা তাঁর অভিমুখী হও। উজান বয়ে চলেছেন তিনি, ঊর্ধ্বস্রোতা, —ওই আকাশে। মধুময়ী তিনি, ওই মধু অমৃতচেতনার প্রতীক; আবার তিনি তেজময়ী, দ্যুলোকে তাঁর অধিষ্ঠান; বিচ্ছুরণ করছেন তাঁর জ্যোতিঃপুঞ্জ, তাঁর জ্যোতিঃশক্তি। সম্যক দর্শন তাঁর, সূর্যের মত; প্রকৃষ্টভাবে দীপ্ত করছেন চারদিক। প্রাতিভজ্ঞানের অরুণচ্ছটা তিনি।

এই ঋকের শেষার্ধে ঋষি বিশ্বামিত্র উষাদেবীর একটি অপরূপ ছবি এঁকেছেন, —তাঁর দৃষ্টিতে সেই রূপ প্রতিভাত হয়েছে, চিন্ময় প্রত্যক্ষ দর্শন তাঁর। "শোভনা নারীর মত তাঁর তনুকে জানেন **উষা**, উন্নতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এই যে আমাদের দৃষ্টির সামনে স্নানরতা, বিদ্বেষীদের তমিস্রাদের অভিভূত করে দিবোদুহিতা এসেছেন জ্যোতি নিয়ে; দেবী উষা চলেছেন জ্যোতি দিয়ে পরাভূত অপসারিত করে যত অন্ধকার যত দুরিত; এই যে তিনি জেগেছেন নতুন জীবন আহিত করে, তমিস্রাকে জ্যোতি দিয়ে নিগূহিত করে এগিয়ে চলেছেন অকুণ্ঠিতা যৌবনবতী, প্রচেতনা এনেছেন সূর্যের যজ্ঞের অগ্নির।"

(বে.-মী. ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৬)।

দেবী উষার স্তোতারা, তোমরা জ্যোতির্ময়ী আলোঝলমল তাঁকে নমস্কার কর, চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দাও তাঁর দিকে তোমাদের স্তুতিতে, আপ্যায়ন কর তাঁকে। তিনি দ্যুলোকে ঊর্ধ্বস্রোতা, উজান বেয়ে চলেছেন মধুময়ী হয়ে অমৃতচেতনায়। তাঁর তেজঃশক্তি সেই দ্যুলোকে অধিষ্ঠানের পর বিচ্ছুরিত করছেন। আলোয় ঝলমল করছেন তিনি, তাঁর সম্যক দর্শন, সূর্যসম; প্রকৃষ্টভাবে দীপ্তি পাচ্ছেন তিনি আকাশময়।

দেবী উষার স্তোতা তোমরা, আলোঝলমল তাঁকে কর নমস্কার,
আপ্যায়িত; স্তুতিতে ঘোরাও চেতনার মোড় তাঁর পানে।
তিনি উর্ধ্বস্রোতা দ্যুলোকে, মধুমতী, তেজোময়ী, বিচ্ছুরণে রতা
সেই আশ্রয়ে অরুণচ্ছটা, পান দীপ্তি; সম্যকদর্শন তাঁর সূর্যসম।।

সায়ণ ভাষ্য— হে স্তোতারঃ! বো যুস্মানচ্ছাভিলক্ষ্য বিভাতীং শোভমানামুষসং দেবীং প্রতি বো যুষ্মাকং সম্বন্ধিনা নমসা নমস্কারেণ সহ সুবৃক্তিং শোভনাং স্তুতিং প্রভরধ্বং যূয়ং কুরুত। মধুধা মধুরাণি স্তুতিলক্ষণানি বাক্যানি দধাতীতি মধুঃ স্তোমঃ তং ধারয়তীতি বা। যদ্বা মধুধা আদিত্যস্য ধাত্রী যদ্বা অবগ্রহাভাবাদব্যুৎ পন্নাবয়বমখণ্ডমিদং পদং উষো নামসেহয়মুষাঃ। দিবি নভস্যূর্ধ্বং উর্ধ্বাভিমুখং পাজস্তেজঃ অশ্রেৎ শ্রয়তি। তথা রোচনা রোচনশীলা রণ্বসন্দৃক্ রমণীয়দর্শনোষা প্ররুরুচে প্রকর্ষেণ দীপ্যতে। যদ্বা রোচনা লোকান্ প্ররুরুচে প্রকর্ষেণ স্বতেজসা দীপয়তি। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—ব্যুচ্ছন্তী হি রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনমিতি (ঋ.স. ১।৪।৬)।

ভাষ্যানুবাদ— হে স্তোতারঃ = হে স্তোতৃবৃন্দ; বো = যুস্মান্ = আপনাদিগকে; অচ্ছা = অভিলক্ষ্য = লক্ষ্য করে; বিভাতীং = শোভমানাম্ = শোভমানা; উষসং দেবীং = উষাদেবীর প্রতি; বো = যুষ্মাকং সম্বন্ধিনা = তোমাদের; নমসা = নমস্কারেণ সহ = নমস্কার সহিত; সুবৃক্তিং = শোভনাং স্তুতিং = সুন্দর স্তবাদি; প্রভরধ্বং = যূয়ং কুরুত = তোমরা কর; মধুধা = (১) মধুরাণি স্তুতিলক্ষণানি বাক্যানি দধাতি ইতি মধুঃ স্তোমঃ তং ধারয়তি ইতি বা = মধুর স্তোত্রাদি ধারণ করেন; (২) যদ্বা মধুধা = আদিত্যস্য ধাত্রী = আদিত্যের ধাত্রী; (৩) যদ্বা অবগ্রহ-অভাবাৎ-অব্যুৎপন্ন-অবয়বম্-অখণ্ডম্ ইদং পদং উষো

নাম সা অয়ম্ উষাঃ = নিষ্পাপ অখণ্ড অজাত কলেবর উষা নামীয়া এই দেবতা; (সায়ণাচার্য 'মধুধা' পদটির এই তিনরকম অর্থ করেছেন।) দিবি = নভসি = আকাশে; ঊর্ধ্বং = ঊর্ধ্বাভিমুখং = ঊর্ধ্বাভিমুখী হয়ে; পাজঃ = তেজঃ = তেজ; অশ্রেৎ = শ্রয়তি = বিকিরণ করছে; তথা রোচনা = রোচনশীলা = সুরুচিমানা; রণ্বসন্দৃক্ (সায়ণ 'সন্দৃক্' পাঠ নিচ্ছেন) = রমণীয় দর্শনা উষা = সুন্দরী উষা; (রণ্ব + সন্দৃক = রবি + সদৃশ) ; প্ররুরুচে = প্রকর্ষেণ দীপ্যতে = প্রকৃষ্টভাবে দীপ্তি পাচ্ছেন; যদ্বা রোচনা = লোকান্ = লোকসমূহ; প্ররুরুচে = প্রকর্ষেণ স্বতেজসা দীপয়তি = প্রকৃষ্টভাবে দীপ্ত করছেন। = তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ — 'ব্যুচ্ছন্তী হি রশ্মিভিঃ বিশ্বম্ আভাসি রোচনম্' ইতি (ঋ.স.১।৪।৬; ১ম মণ্ডল ৪৯।৪ ঋক্) ঋক্ সংহিতার অন্যত্র অনুরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়।

৬

ঋতাবরী দিবো অর্কৈরবো
ধ্যা রেবতী রোদসী চিত্রমস্থাৎ।
আয়তীমগ্ন উষসং বিভাতীং
বামমেষি দ্রবিণং ভিক্ষমাণঃ।।

ঋতাবরী। দিবঃ। অর্কৈঃ। অবোধি।
আ। রেবতী। রোদসী। চিত্রম্। অস্থাৎ।
আয়তীম্। অগ্নে। উষসম্। বিভাতীম্।
বামম্। এষি। দ্রবিণম্। ভিক্ষমাণঃ।

ঋতাবরী— ['ঋতাবা' স্ত্রীলিঙ্গে 'ঋতাবরী'—এখানে উষার বিশেষণ। ৩।৬।১০ ঋকে দ্যাবাপৃথিবীর বিণ.। ঋতাবরী মানে ঋতচ্ছন্দা। দ্যুলোকে ভূলোকে শক্তিস্পন্দের মধ্যে সত্যের ছন্দ আছে। অগ্নি আর উষা বিশেষ করে ঋতের ধারক—এখানে স্পষ্টতই ঋতের ব্যঞ্জনা যজ্ঞের দিকে বা ব্যক্তির সাধনার দিকে। কিন্তু ব্যক্তি বিশ্বের অঙ্গীভূত, আবার বিশ্বোত্তরের বিসৃষ্টি; তার মাঝে ঋতের প্রেরণা আসছে ঐখান থেকেই। এই থেকে একটি কথা স্পষ্ট, দ্যুলোকে-ভূলোকে যে-শক্তিস্পন্দের ছন্দ, অনুত্তরের সত্যে ও চেতনায় (বরুণে ও মিত্রে) তার উৎস এবং তা-ই স্ফুরিত হচ্ছে জীবের অভীপ্সায় ও প্রাতিভসংবিতে (অগ্নিতে ও উষায়)। এই ছন্দের অনুবর্তনই 'ঋত' বা যজ্ঞের সাধনা। বিশ্বাতীতে, বিশ্বে এবং জীবে এই ঋতের ছন্দ।] ঋতময়ী, ঋতম্ভরা।

দিবঃ— দ্যুলোকের, দ্যুলোক থেকে।

অর্কৈঃ— [৩।২৬।৭ ঋকে (অগ্নি) 'অর্কঃ' শিখা। এই শিখা ত্রিধাতু—জ্বলছে পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে ও দ্যুলোকে, এই তিনটি ভূমিতে। ৩।৩১।৯ ঋকে (ইন্দ্র) 'অর্কৈঃ' অগ্নিমন্ত্র বা অগ্নিসাম গাইতে-গাইতে। 'অর্কঃ'কে পাওয়া যাচ্ছে 'অন্ন' নামের মধ্যে—যেটি আধ্যাত্মিক সাধনসম্পদ (দ্র. ৩।৪৮।৩)। ৩।৫৪।১৪ ঋকে 'অর্কাঃ' আগুনভরা গান। তারাই সুরের স্তবকে-স্তবকে উঠে গেছে দেবতার পানে।] আগুন-ভরা গানের দ্বারা।

অবোধি— যা দ্বারা সব-কিছু জানা যায়।

আ রেবতী—[৩।১৮।৫ (অগ্নি) ঋকে 'রেবৎ' প্রাণসংবেগের সঙ্গে। 'রেবতে'র সঙ্গে 'রয়ি'র যোগ আছে। নিঘণ্টুমতে রয়ি অর্থ 'জল', 'ধন'। কিন্তু রয়ি হল মূল শব্দ, তার অর্থ স্রোত, বেগ।] প্রাণসংবেগ আছে যাঁর।

রোদসী— [ঋগ্বেদে শব্দটির বহুল প্রয়োগ। আদ্যুদাত্ত আর অন্তোদাত্ত দুটি শব্দ পাওয়া যায়। আগেরটি নিঘণ্টুতে 'দ্যাবাপৃথিবী'। এই রোদসী

যেন দুটি কূলের মত। কিসের দুটিকূল? অন্তরিক্ষের বা প্রাণসমুদ্রের। এই অন্তরিক্ষ রুদ্রভূমি; তার একপ্রান্তে পৃথিবী, আর-এক প্রান্তে দ্যুলোক। এই দৃষ্টিতে রোদসীর বিশেষ ব্যঞ্জনা রুদ্রভূমির দুটি উপান্তের দিকে—উপনিষদে যাদের বর্ণনা জাগরিতান্ত আর স্বপ্নান্ত নামে দুটি সন্ধিভূমিরূপে। দুটির মাঝে চিন্ময় প্রাণভূমি, যা বেষ্টন করে অধ্যাত্মচেতনার ভাবলোক।] দ্যুলোক ভূলোক।

চিত্রম্— [চিত্তিতে যা অনুভূত হয় তা 'চিত্র'—একটি অপরূপ দর্শন, একটি বিস্ময়। চিত্র নি. চায়নীয় < √ চায়্ 'দর্শন করা' < IE. Q(u)ei 'to watch', IE. 'squit' 'bright', 'to shine'— বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ৩৩৯] চিত্তিতে যা অনুভূত হয়; অপরূপ দর্শন।

অস্থাৎ— সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে বিরাজমান।

আয়তীম্— তোমার অগ্নিমুখে আগম্যমান (সায়ণ)। 'আয়তি' প্রাপ্তি, সঙ্গ, আগমন।

অগ্নে— হে অগ্নি।

উষসম্— উষা দেবীকে।

বিভাতীম্— পূর্ব ঋক্ দ্রষ্টব্য। আলো ঝলমল (বি-ভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়া আলো)।

বামম্— [ঋ. ১।১৬৪।১ : বাম বননীয়, সংভজনীয়, সেবনীয়। ৩।৫৩।১ ঋকে 'বামীঃ' < √ বন্ (চাওয়া, ভালবাসা), আকাঙ্ক্ষিত, কাম্য, অতএব কল্যাণময়।] সুন্দর, চারু; সেবনীয়ও।

এষি— পাও; কামনা কর।

দ্রবিণম্— ['দ্রবিণ'— < √ দ্রু (ছোটা, দৌড়ান; তু. Gk. dvomados 'running, a runner') + (ই)ন, —চাঞ্চল্য, উদ্যম, শক্তির স্রোত—দ্র. ৩।১।২২ (অগ্নি)।] প্রাণস্রোত। সংহিতায় 'দ্রবিণে'র পরিচয় : ব্রহ্মণস্পতি অন্তর্মুখ প্রাণের সমর্থ বীর্যে এবং তপঃ শক্তিতে আবিষ্কার করেন দ্রবিণকে; বিশ্বকর্মার ইচ্ছায় এবং

আবেশে তা উৎসারিত হয় সৃষ্টির মর্মমূল হতে; তা বীর্যে ঝলমল (বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ৪২৩)।

ভিক্ষমাণঃ— (হব্যাদির) যাচ্ঞাকারী তুমি।

দেবী উষা ঋতময়ী, ঋতম্ভরা। দ্যুলোকে-ভূলোকে যে-শক্তিস্পন্দের ছন্দ অনুত্তরের সত্যে ও চেতনায় তার উৎস এবং তা-ই স্ফুরিত হচ্ছে জীবের অভীপ্সায় ও প্রাতিভসংবিতে। এই শক্তিস্পন্দের মধ্যে সত্যের ছন্দ আছে। উষা তার ধারয়িত্রী। এই ছন্দের অনুবর্তনই 'ঋত' বা যজ্ঞের সাধনা। দ্যুলোকের আগুনভরা গানে, সেই গান সুরের স্তবকে-স্তবকে উঠে গেছে দেবতার পানে, দেবী উষা তার দ্বারা বিজ্ঞাপিতা। তাঁর অপূর্ব প্রাণ সংবেগ, প্রাণচেতনা, —তার দ্বারা সব-কিছু জ্ঞাত হয়। দ্যুলোকে-ভূলোকে অপরূপ দর্শন তাঁর। প্রাণ-সমুদ্রের দুইকূলে, রুদ্রভূমির দুটি উপান্তে, অধ্যাত্মচেতনার ভাবলোকে তিনি বিরাজিতা। সর্বত্র ব্যাপ্তা তিনি।

হে অগ্নি (ঋগ্বেদে অগ্নি উষার পুত্র), তুমি প্রার্থনা কর দেবী উষার যজ্ঞশিষ্ট, তিনি তোমার দিকেই আসছেন, আলোঝলমল তিনি। তিনি সর্ব-আকাঙ্ক্ষিতা, সুমঙ্গলা, সেবনীয়া, তাঁর প্রাণস্রোত উৎসারিত হয় সৃষ্টির মর্মমূল থেকে, তা বীর্যে ঝলমল। তুমি যাজ্ঞাকারী তাঁর প্রসাদের; পূর্ণ হও, ধন্য হও তা লাভ করে।

ঋতময়ী দেবী উষা। দ্যুলোকের অগ্নি শিখা তিনি, সেই আগুনভরা গান সুরের স্তবকে-স্তবকে উঠে গেছে ঊর্ধ্বপানে। সব-কিছু জানা যায় তাঁর সেই প্রাণ-সংবেগে। রুদ্রভূমির দুটি উপান্তে, দ্যুলোক-ভূলোকে, তাঁর অপরূপ দর্শন, — চিত্তিতে যা অনুভূত হয়। সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে তিনি বিরাজমানা; আসছেন অগ্নির দিকে। অগ্নি আলোঝলমল এই উষাদেবীকে, যিনি বননীয়া,—অতএব কল্যাণময়ী, প্রার্থনা করেন, কামনা করেন; লাভ করেন তাঁর যজ্ঞশিষ্ট। দেবী উষার প্রাণস্রোত উৎসারিত হয় সৃষ্টির মর্মমূলে হতে, অগ্নি তাতে অভিষিক্ত হন, অগ্নি এর যাজ্ঞাকারী।

ঋতম্ভরা দেবী উষা, দ্যুলোকের জ্যোতিঃগীতি তিনি, সর্বজ্ঞাতা,
প্রাণসংবেগে দ্যুলোক-ভূলোকে বিরাজমানা অপরূপ ছবিতে।
আসছেন অগ্নির দিকে, আলোঝলমল প্রাণস্রোতে,
অগ্নি পায় সেই সুমঙ্গলা সেবনীয়াকে, যাচ্ঞাকারী হয়ে।।

সায়ণভাষ্য—ঋতাবরী সত্যবতী যেয়মুষাঃ দিবো দ্যুলোকাদর্কৈস্তেজোতিরবোধি সর্ব্বৈর্জ্ঞায়তে যতঃ রেবতী ধনবতী যেয়ং রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ চিত্রং নানাবিধরূপযুক্তং যথা ভবতি তথা অস্থাৎ সর্ব্বতো ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। হে অগ্নে! আয়তীং ত্বদগ্নিমুখমাগচ্ছন্তীং বিভাতীং ভাসমানামুষসং উষো দেবীং ভিক্ষমাণো হবীংষি যাচমানস্ত্বং বামং বননীয়ং দ্রবিণং অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং ধনং এষি প্রাপ্নোষি।

ভাষ্যানুবাদ— ঋতাবরী = সত্যবতী সা ইয়ম্ উষাঃ = সত্যবতী এই সেই উষা; দিবো = দ্যুলোকাৎ = দ্যুলোক থেকে; অর্কৈঃ = তেজোভিঃ = তেজ দ্বারা; অবোধি = সর্ব্বৈ জ্ঞায়তে যতঃ = যা দ্বারা সব কিছু জানা যায়; √ বুধ্ + লুঙ্; রেবতী = ধনবতী— √ রয়ি + মতুপ্ + ঙীপ্; যা ইয়ং রোদসী = দ্যাবাপৃথিব্যৌ = দ্যুলোকভূলোক; চিত্রং = নানাবিধরূপযুক্তং যথা ভবতি তথা = নানাবিধরূপযুক্ত হয়ে; অস্থাৎ= সর্ব্বতো ব্যাপ্য তিষ্ঠতি = সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে বিরাজমান। হে অগ্নে! = হে অগ্নি; আয়তীং = ত্বৎ অগ্নিমুখম্ আগচ্ছন্তীং = তোমার অগ্নিমুখে আগম্যমান; বিভাতীং = ভাসমানাম্ = সমুজ্জ্বল; উষসং = উষঃ দেবীং = উষা দেবীকে; ভিক্ষমাণঃ = হবীংষি যাচমানঃ ত্বং = হব্যাদি যাচ্ঞাকারী তুমি; বামং = বননীয়ং = সেবনীয়, সুন্দর; দ্রবিণং = অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং ধনং = অগ্নিহোত্রাদিসমৃদ্ধ ধনসম্পদ; এষি = প্রাপ্নোষি = লাভ কর।

৭

ঋতস্য বুধ্ন উষসামিষণ্যন্
বৃষা মহী রোদসী আ বিবেশ।
মহী মিত্রস্য বরুণস্য মায়া
চন্দ্রেব ভানুং বি দধে পুরুত্রা।।

ঋতস্য। বুধ্নে। উষসাম্। ইষণ্যন্।
বৃষা। মহী। রোদসী। আ। বিবেশ।
মহী। মিত্রস্য। বরণস্য। মায়া।
চন্দ্রাইব। ভানুম্। বি। দধে। পুরুত্রা।

বৃষা— [√ বৃষ (বর্ষণ করা, ঝরানো, নিষিক্ত করা) + অন্। দেবতার বহুপ্রযুক্ত বিশেষণ—তাঁর সৃষ্টিসামর্থ্য বোঝাতে (দ্র. ৩।১।৮)। 'বৃষা' বীর্যের নির্ঝর, নবীন ধারার প্রবর্তক। ৩।২৭।১৩ ঋকে (অগ্নি) 'বৃষা'—যাঁর সৌম্য বীর্য আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচায়।] বীর্যের নির্ঝর।

ঋতস্য— [ঋত ও সত্য সহচরিত শব্দ, দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে। ঋত (√ ঋ, চলা), সত্য (√অস্, থাকা)—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে একটির ঝোঁক শক্তির দিকে, অন্যটির শিবের দিকে। শিবশক্তির মতই দুটি ভাবনা যুগনদ্ধ। বিশ্বের অধিষ্ঠান 'সত্য', 'ঋত' তারই শক্তির প্রকাশ = বিসৃষ্টি = বিভূতি; জগৎ চলছে, কিন্তু সে-চলার ছন্দ আছে, সেই ছন্দেই তার অধিষ্ঠান সত্যের প্রকাশ। এই চলার ছন্দই ঋত। বাইরে বা ভিতরে ঋত হল সত্যের ছন্দোময় গতি। (দ্র. ৩।৬।৬)] বিশ্বের ঋতচ্ছন্দের।

বুধ্নে— [√বুধ্ (জাগা, সচেতন হওয়া) : এর অর্থের ধ্বনি 'বুধ্নে'র মধ্যে এসে গেছে। 'বুধ্ন' তাহলে প্রথমে বোঝাবে 'জাগরণ'; তারপর আলোর জাগরণ, ভোরের আলো, চেতনা। মস্তিষ্ক চেতনার আধার, অথচ তা একটা ঘটের মত—যার তলাটা উপরে, ফুটোটা নীচে; এই থেকে মস্তিষ্ক 'বুধ্ন' যা তলা, বোধস্থান, দুইই বোঝাতে পারে। (দ্র. ৩।৩৯।৩)] জাগরণে। উষা এলেন সূর্যের উদয়ের আগে, ঝলকে-ঝলকে আলো ফুটল। সবটা মিলিয়ে চিৎসূর্যের জাগরণের ছবি।

উষসাম্— উষাকে।

ইষণ্যন্— প্রেরণা দিয়ে। [ইষঃ— এষণা, সংবেগ] । 'গতি'ও বোঝাতে পারে।

মহী— বিশাল, বিস্তীর্ণ। [আমাদের পায়ের তলায় বিপুলা পৃথিবী, মাথার উপরে অনন্ত আকাশ; এই দুটি বৈপুল্যের অনুভবে ব্যাপ্তিচেতনার উদ্দীপন স্বাভাবিক।]

রোদসী— পূর্বঋক্ দ্রষ্টব্য। দ্যুলোক-ভূলোক; সায়ণ বলছেন রোদসী "দ্যাবাপৃথিব্যৌ আবিষ্টবান্ ইতি যোজনীয়ং"। উষা দ্যুলোক-ভূলোককে সংযুক্ত করলেন তাদের আবিষ্ট করে। এই করে উষা মহান্ হলেন।

আ বিবেশ— আবিষ্ট করেন। কাকে? দ্যুলোক ভূলোককে।

মিত্রস্য বরুণস্য— মিত্রাবরুণের। মিত্র দিনের আলো, বরুণ রাতের আঁধার,— যথাক্রমে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জ্যোতির দেবতা।

মায়া— [√মা (নির্মাণে) + যা = বিচিত্র ও বিপরিণামী রূপ (৩।২৩।৩— অগ্নি); 'মায়া' দেবতার অচিন্তনীয় নির্মাণশক্তি। (৩।২৭।৭— অগ্নি); 'মায়া' বেদে চিন্ময়ী নির্মাণশক্তি। মূলত এই মায়া 'অসুরের মায়া'—যেখানে অসুর সেই অনুত্তর পরমদেবতা। 'অসুরে'র থেকে দেব-অদেব দুইই এসেছে; তাই 'দেবমায়া' এবং 'অদেবীমায়া' দুইই আছে। তবে দেবমায়াই মুখ্য, অদেবী মায়া

গৌণ,—দেবমায়ার কাছে বারবার পরাভূত। নিঘণ্টুতে মায়ার অর্থ 'প্রজ্ঞা'; কিন্তু এই প্রজ্ঞা তটস্থ দৃক্‌শক্তি নয়, তার বলক্রিয়া আছে। দেবতারা সোমের মায়াতেই বিশ্বভুবনকে নির্মাণ করলেন; উপনিষদের ভাষায় আনন্দ হতেই জগতের সৃষ্টি হল। (দ্র. ৩।৫৩।৮)] বিচিত্র প্রজ্ঞাবীর্য; চিন্ময়ী নির্মাণশক্তি।

চন্দ্রা ইব— [নিঘণ্টুতে চন্দ্র 'হিরণ্য', যা ঝলমল করে; চন্দ্র < √ শ্চন্দ্ (দীপ্তি দেওয়া, ঝক্‌ঝক্ করা); তু. Lat. Scintillate 'to sparkle'—(৩।৪০।৪)। আরো দ্রষ্টব্য ৩।৩।৫ (অগ্নি), ৩।৩০।২০ (ইন্দ্র)—সর্বত্রই ঝলমল, উজ্জ্বল।] উজ্জ্বল চন্দ্রের মত; যা ঝলমল করে।

ভানুম্— [ভানু < √ ভা + নু-ণ; ভানু—প্রকাশ; তেজঃ (দ্র. ১।৯২।১) উষা।] তেজোময় রশ্মি, কিরণ (সূর্যরশ্মির মত)।

পুরুত্রা— [পুরু < √ পৄ + উ-ক, কিৎ; পুরু—বহু (দ্র. ৬।২৪।৪) (ইন্দ্র)।] বহুদিকে; সর্বত্র।

বি দধে— বিকিরণ করছেন, প্রসারিত করছেন।

সূক্তটির এই শেষ ঋকে ঋষি বিশ্বামিত্র অলোকসামান্যা দেবী উষার আপ্যায়ন করছেন অপূর্বমন্ত্রে : ঋষির প্রত্যক্ষ চিন্ময়দৃষ্টিতে উদ্‌ভাসিত হয়েছে উষার অপরূপ রূপ। ঋষি যেন বলে উঠলেন প্রস্কণ্ব কাণ্বের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে: সুন্দরী উষা জ্যোতি ফোটান; তিনি ঝলমলিয়ে ওঠেন যখন, তখন দেখি বিশ্বের প্রাণ আর জীবন তাঁরই মধ্যে; সমস্ত জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি তিনি; দিবোদুহিতা তিনি জ্যোতির বসনপরা; অঙ্গে-অঙ্গে বিচিত্র বর্ণের পসরা ছড়ান নর্তকীর মত, আদুর করে দেন বুকখানি, বিশ্বভুবনের জন্যে জ্যোতি ফুটিয়ে অপাবৃত করেন তমিস্রা; এই-যে সেই পূর্ণতম জ্যোতি চোখের সামনে তমিস্রা হতে জেগেছে পথের নিশানা নিয়ে, এই-যে দিবোদুহিতা উষা ঝলমলিয়ে পথ করে দিলেন জনগণের জন্য; এই-যে দিবোদুহিতা মানুষের সামনে এসে কল্যাণী নারীর মত

ঝরান্ রূপের ধারা,...আবার আগেরই মতন যৌবনবতী ফোটান্ জ্যোতি; তাঁর আলোকধেনুরা তমিস্রাকে গুটিয়ে আনে, জ্যোতিকে উদ্যত করে সবিতার দুটি বাহুর মত; অরুণবর্ণা উষা দেখা দিলেন, ফোটালেন জ্যোতি ঋতম্ভরা (বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ২৪৭)।

বীর্যের নির্ঝর এই দেবী, বিশ্বের ঋতচ্ছন্দের মূর্তি তিনি, —তাঁর জাগরণে ঝলকে-ঝলকে আলো ফুটল। উষাকে প্রেরণা দেয় মিত্রাবরুণের যুগ্ম বিচিত্র প্রজ্ঞাবীর্য; মিত্র দিনের আলো, বরুণ রাতের আঁধার, —যথাক্রমে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জ্যোতির দেবতা—দুজনেই মহান আদিত্য। বিশাল, বিস্তীর্ণ, দ্যুলোক-ভূলোক আবিষ্ট হয় উষার আবির্ভাবে, সংযুক্ত হয় অন্তরিক্ষের দুটি উপান্ত। উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ চন্দ্রের মত ঝলমল করছেন উষা, আবার সূর্যের মতো তাঁর তেজোময় রশ্মি; প্রসারিত করছেন তা বহুদিকে, সর্বত্র।

বীর্যের নির্ঝরিণী উষা বিশ্বের ঋতচ্ছন্দের নিশানা, এলেন, তাঁর জাগরণে ঝলকে-ঝলকে আলো ফুটল। তিনি প্রেরণা পেলেন আলো-আঁধারের দেবদ্বয় মিত্রাবরুণের কাছ থেকে,—চিন্ময়ী নির্মাণশক্তি এই দুই মহান দেবতার। বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবীকে আবিষ্টা করলেন উষা,— উজ্জ্বল চন্দ্রের মতো ঝলমল করছেন, তেজঃরশ্মিকে সর্বত্র বিকিরণ করছেন।

জাগলেন উষা, ঋতচ্ছন্দের নিশানা তিনি, বীর্যের নির্ঝর,
পেলেন প্রেরণা মহান মিত্রাবরুণের বিচিত্র প্রজ্ঞাবীর্যে।

বিশাল দ্যুলোক-ভূলোককে করলেন আবিষ্ট, সেই মায়ায়,
ঝলমল করছেন চাঁদের মত, করছেন বিকিরণ তেজঃরশ্মি।।

সায়ণভাষ্য— বৃষা বৃষ্টিদ্বারাপাং প্রেরকঃ আদিত্যঃ ঋতস্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকরণে সত্যভূতস্যাহ্নেঃ বুধ্নে মূলে উষসামিষণ্যন্ প্রেরণং কুর্ব্বন্ মহী মহত্যৌ রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ আবিবেশ সর্ব্বতঃ প্রবিষ্টবান্। যদ্বা বৃষা বর্ষিতা ইষণ্যন্ সর্ব্বতো গচ্ছন্ উষঃসম্বন্ধী রশ্মিসমূহো রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যাবাবিষ্টবানিতি যোজনীয়ং। তত উষাঃ মহী মহতি মিত্রস্য বরুণস্য মিত্রাবরুণয়োর্ম্মায়া প্রভারূপা সতী চন্দ্রেব সুবর্ণানীব ভানুং স্বপ্রভাং পুরুত্রা বহুষু দেশেষু বিদধে বিদধাতি সর্ব্বত্র প্রসারয়তি।

ভাষ্যানুবাদ— বৃষা = বৃষ্টিদ্বারা অপাং প্রেরকঃ আদিত্যঃ = বৃষ্টিদ্বারা জলের প্রেরক সূর্য; ঋতস্য = অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকরণে সত্যভূতস্য অহ্নেঃ = অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্মময় দিবসের; বুধ্নে = মূলে = মূলদেশে; উষসাম্ ইষণ্যন্ প্রেরণং কুর্ব্বন্ = উষাকে প্রেরণ করে; মহী = মহত্যৌ= মহান্, বিস্তীর্ণ; রোদসী = দ্যাবাপৃথিব্যৌ = দ্যুলোকভূলোক; আবিবেশ = সর্ব্বতঃ প্রবিষ্টবান্ = সর্বত্র প্রবিষ্ট; যদ্বা বৃষা বর্ষিতা = অথবা বৃষা মানে বর্ষিতা; ইষণ্যন্ = সর্ব্বতো গচ্ছন্ = সর্বত্র গমনশীল; উষঃসম্বন্ধী রশ্মিসমূহো = উষা সম্বন্ধীয় রশ্মিসমূহ; রোদসী = দ্যাবাপৃথিব্যৌ আবিষ্টবান্ ইতি যোজনীয়ং = দ্যুলোকভূলোক আবিষ্ট করে সংযোগকারী; ততঃ উষাঃ = তার ফলে উষা; মহী = মহতি = মহান্; মিত্রস্য বরুণস্য = মিত্রাবরুণয়োঃ = মিত্রাবরুণের (দিবারাত্রির); মায়া = প্রভারূপা সতী = প্রভাস্বরূপা হয়ে; চন্দ্রের = সুবর্ণান্ ইব = সোনার মতন; ভানুং = স্বপ্রভাং = স্বীয় প্রভা; পুরুত্রা = বহুষু দেশেষু = বহু দেশে; বিদধে = বিদধাতি সর্ব্বত্র প্রসারয়তি = সকল দেশে সর্বত্র প্রসারিত করছে।

গায়ত্রী মণ্ডল, দেবতা বিশ্বদেবগণ

দ্বিষষ্টিতম সূক্ত

ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের অন্তিম এই ৬২নং সূক্তের দশম ঋকে মহামন্ত্র ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রথম আবির্ভাব। সেই কারণে এই সূক্ত তথা এই মণ্ডলটি বৈদিক সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। গায়ত্রীমন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব ক্ষেত্ররূপে এই মণ্ডলটি গায়ত্রী মণ্ডল নামেও পরিচিত। এই সূক্তটিতে মোট আঠারোটি ঋক্। সমগ্র সূক্তটিই ঋষি বিশ্বামিত্র দৃষ্ট; বিকল্পে, শেষ বা শেষ তিনটি ঋকের দ্রষ্টা ঋষি জমদগ্নি। প্রথম তিনটি ঋকের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, বাকিগুলি গায়ত্রী ছন্দে। দেবতা ১-৩ ইন্দ্রাবরুণ, ৪-৬ বৃহস্পতিঃ, ৭-৯ পূষা, ১০-১২ সবিতা, ১৩-১৫ সোমঃ, ১৬-১৮ মিত্রাবরুণ।

বেদমন্ত্রসংহিতায় গায়ত্রী মন্ত্রটির একটি অতিবিশেষ স্থান। তাই প্রথমেই এই মন্ত্রটি সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা করা হচ্ছে, পরে যথাস্থানে আরও বিস্তৃততর আলোচনা হবে। গায়ত্রীর স্বরূপ : অধিদৈবত দৃষ্টিতে তিনি বাক্; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ। বাক্-প্রাণরূপিণী গায়ত্রী চতুষ্পাৎ। পুরুষও চতুষ্পাৎ। গায়ত্রী আর পুরুষ একই। (ঋক্সংহিতায় বাক্ আর ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য বা মিথুনীভাবের কথা আছে —১০।১১৪।৮; ব্রহ্ম স্বরূপত চেতনার বিস্ফারণ এবং বাক্ তারই স্ফূর্তি। সুতরাং বাক্ ব্রহ্মশক্তি। শক্তিমান্ ও শক্তি অভেদ। এখানেও তা-ই।) পুরুষের একপাদ হল এই সর্বভূত, গায়ত্রীরও তা-ই। পুরুষের আর তিনটি পাদ হল পৃথিবী শরীর এবং হৃদয়। অন্তরাদৃষ্টি এখানে ক্রমে স্থূল থেকে মূলের দিকে যাচ্ছে। হৃদয় হল গায়ত্রীর তুরীয়পাদ। বাইরের যে-আকাশ, সেই আকাশ নেমে এসেছে অন্তরে, আর অন্তরের আকাশ ঘনীভূত হয়েছে হৃদয়ে। এই হৃদয়রূপী আকাশেই গায়ত্রী তথা ব্রহ্মের পরম প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার স্বরূপ হল এক প্রবর্তনাহীন অচলপ্রতিষ্ঠ পূর্ণতার অনুভব।

বৈদিক সাতটি প্রধান ছন্দের আদিতে হল গায়ত্রী। আট অক্ষরের তিনটি পাদে মোটের উপর চব্বিশটি অক্ষরে ছন্দটি রচিত। ঋক্‌সংহিতায় তার প্রাচীন সংজ্ঞা 'গায়ত্র', কেবল দশম মণ্ডলে দুবার আছে 'গায়ত্রী' (১০।১৪।১৬, ১৩০।৪)। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ, একথা ঋক্‌সংহিতায় আছে। এই অগ্নিসম্পর্ক হতেই গায়ত্রীর তিনটি সমিধের কথা আছে দীর্ঘতমার ব্রহ্মোদ্যসূক্তে (১।১৬৪।২৫)। অন্যত্র পাই, অগ্নির তিনটি সমিধের একটিই মানুষের ভোগে লাগে, আর দুটি চলে যায় লোকোত্তরে (৩।২।৯)। গায়ত্রীর সঙ্গে গানের সম্পর্ক সংজ্ঞা হতেই বোঝা যায়। সামযোনি ঋক্‌গুলি অধিকাংশই গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত। এখন আমরা গায়ত্রী বলতে এই ছন্দে রচিত বিশ্বামিত্রের একটি সাবিত্রী ঋক্‌কেই বুঝি (৩।৬২।১০)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গায়ত্রীপ্রসঙ্গে বিশেষ করে সাবিত্রী গায়ত্রীর কথা বলা হয়েছে। তবে বিশ্বামিত্রের ঐ ঋক্‌টি ছাড়াও ঋক্‌সংহিতায় গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত আরও কয়েকটি সাবিত্রমন্ত্র আছে (১।২২।৫-৮, ১।২৪।৩-৪, ৫।৮২।২-৯)। তবে গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত অন্যান্য সাবিত্রমন্ত্রকে ছাপিয়ে বিশ্বামিত্রের মন্ত্রটিই যে ক্রমে প্রাধান্য লাভ করেছিল, তার প্রমাণ পাই যখন দেখি তৈত্তিরীয় আরণ্যকের খিলকাণ্ডে ঠিক এই ছন্দেই অন্যান্য দেবতার গায়ত্রী রচিত হয়েছে। সামবেদের গ্রামগেয় গানের প্রথমেই বিশ্বামিত্রের মন্ত্রটিকে স্থান দেওয়াতে বোঝা যায়, অতি প্রাচীন কাল হতেই এটিতে একটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। একে বিশেষ করে ব্যাহৃতিযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে বাজসনেয় সংহিতাতেও। এটাও এর গুরুত্বের একটা প্রমাণ। সামবেদের জৈমিনীয়োপনিষদে এই মন্ত্রটিই ব্যাখ্যাত (৪।২৭-২৮)। (বে.-মী.-১ম খণ্ড-পৃ. ১২৮-১২৯ সংশোধন ও সংযোজন সহ)।

১

ইমা উ বাং ভৃময়ো মন্যমানা
যুবাবতে ন তুজ্যা অভূবন্।
ক্ব ১ত্যদিন্দ্রাবরুণা যশো বাং
যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিভ্যঃ।।

ইমা। উ। বাম্। ভৃময়ঃ। মন্যমানাঃ।
যুবাবতে। ন। তুজ্যাঃ। অভূবন্।
ক্ব। ত্যৎ। ইন্দ্রাবরুণা। যশঃ। বাম্।
যেন। স্মা। সিনম্। ভরথঃ। সখিভ্যঃ।

ইন্দ্রাবরুণা— হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়। [ঋগ্বেদে বরুণের সঙ্গে ইন্দ্রের যোগ প্রাধান্য পেয়েছে মিত্র-বরুণের পরেই। এই দেবতাদ্বন্দ্বের পরিচিতিতে বলা হচ্ছে : তাঁরা দুজনেই সম্রাট (১।১৭।১), দুজনেই 'চর্ষণিধৃৎ' (১।১৭।২), দুজনেই বজ্রধারী (৪।৪১।৪), বৃত্রঘাতী (৬।৬৮।২), দুজনেই বর্ষণ করেন সৌম্যধারা (৬।৬৮।১১), দু'জনেই বন্ধনহীন বন্ধন দিয়ে আমাদের বাঁধেন (৭।৮৪।২), দুজনেই জাগান পৌরুষ, দেখান সূর্যের আলো (৪।৪১।৬; তু. ৭।৮২।৩)। তবু দুজনের মাঝে সূক্ষ্ম একটা ভেদ আছে। দু'জনেই মহান্, দু'জনেই মহাজ্যোতি; কিন্তু একজন সম্রাট, আরেকজন স্বরাট (৭।৮২।২; তু. ইন্দ্রের স্বরাজ্য, তাতে আছে বৃত্রাভিভাবী পৌরুষের পরিচয়)। ইন্দ্র বৃত্রকে বজ্র হানেন শৌর্যভরে, বরুণ ভাবকম্প্র হয়ে প্রসক্ত থাকেন সাধনবীর্যে (৬।৬৮।৩)। একজন অমিত্রঘাতী, আরেকজন এতটুকু দিয়ে ঠেকিয়ে রাখেন অতখানিকে (৭।৮২।৬)। একজন সংগ্রামে বৃত্রবধ

করেন, আরেকজন বিশ্ববিধানকে অবিচ্যুত রাখেন সর্বদা (৭।৮৩।৯)। একজন অপ্রতিম শত্রুদের নিধন করেন, আরেকজন তাঁর স্বয়ংবৃত সাধকদের ধরে থাকেন (৭।৮৫।৩)। একজন অপ্রতিম শত্রুদের নিধন করেন, আরেকজন তাঁর স্বয়ংবৃত সাধকদের ধরে থাকেন (৭।৮৫।৩)। অর্থাৎ একজন যুযুৎসু প্রাণের সংবেগ, আরেকজন মহাবৈপুল্যের প্রশান্তি; একজন বজ্রের তেজ, আরেকজন আকাশের শূন্যতা। কিন্তু দু'জনেই আমাদের দেন অদিতির অমৃতজ্যোতির অধিকার (৭।৮২, ৮৩।১০)। দ্র. ৩।৫৪।১৮ (আদিত্যগণ)।]

ভৃময়ঃ— ভ্রমণকারী, ভ্রমণশীল।

মন্যমানাঃ— কোপদ্বারা তাড়িত ('মন্যু' স্তোত্রও বোঝাতে পারে)।

ইমা— এই আমরা। প্রজাবৃন্দ।

যুবাবতে— তারুণ্যের শক্তির দ্বারা; এখানে এরা শত্রু।

উ— কখনও যেন।

তুজ্যাঃ— ['তুজং' দ্র. ৩।৩৪।৫; 'তুজঃ' < √ তুজ্ (প্রচোদিত করা, সামনে ঠেলা)—বেগশালী, ক্ষিপ্রচারী] সায়ণ 'তুজ্যাঃ'কে বলছেন 'হিংস্যা' = হিংসিত। ক্ষিপ্রচারী কিছু যাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

ন অভূবন্— না হই; না হয়।

যেন— যে করুণাদ্বারা ; যে যশদ্বারা।

সখিভ্যঃ— [৩।৪৭।৩ ঋকে 'সখিভিঃ' নিত্যসহচর; ৩।৫১।৬ ঋকে 'সখে'—দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যের সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় এই সম্বোধনেই; 'সখা'—যার সঙ্গে দেবতার সাযুজ্যের সম্বন্ধ।] বন্ধুদের জন্য। যারা তাঁকে (ইন্দ্রকে) চায়, তিনি তাদেরই বন্ধু; তাদের আবরণকেই দীর্ণ করেন তিনি (দ্র. ৩।৩২।১৬-ইন্দ্র)।

সিনম্— দধ্যাদিব্যঞ্জনমিশ্রিত অন্ন।

ভরথঃ স্মা— প্রদান করে থাক; ভরণ করে থাক।

বাম্— আপনাদের উভয়ের।

ত্যৎ— সেই; সেরকম।

যশঃ— [দ্র. ৩।১।১১। নিঘণ্টুমতে যশঃ 'উদক', 'অন্ন', ধন; অর্থাৎ যশঃ বোঝাচ্ছে প্রাণশক্তি অথবা সাধনসম্পদ কি সাধনার লক্ষ্যকে। <√যশ্ > ইমশ্ > ঈশ্ (ঈশ্বর হওয়া), প্রভুত্ব করা।] ঐশী শক্তি, ঈশনা, দিব্যশক্তি (দ্র. ৩।৪০।৬ ইন্দ্র)।

ক্ব— কোনও স্থানে, কোথাও।

যুগ্ম দেবতা ইন্দ্রবরুণের কথা হচ্ছে। তাঁরা দু'জনেই আদিত্য, আমাদের দেন অদিতির অমৃতজ্যোতির অধিকার। সম্রাট তাঁরা, আবার স্বরাটও। তাঁদের প্রজা আমরা, —আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে বলবান শত্রুরা, তারা আমাদের অন্তরে আবার বাইরেও। ক্ষিপ্রচারী ওরা, আমাদের ছুটিয়ে বেড়ায়। হে ইন্দ্র, হে বরুণ, আমরা তোমাদের উভয়কে চাই, আমরা তোমাদের উভয়ের বন্ধু, সখা; তোমাদের সেই ঐশী শক্তি আমাদের আবরণকে দীর্ণ করুক,— আমরা কখনও কোথাও যেন ক্লিষ্ট না হই। যজ্ঞশিষ্ট দধ্যাদিব্যঞ্জনমিশ্রিত অন্ন আমাদের দাও, আমাদের ভরণ কর।

ইন্দ্রবরুণ প্রীতির বন্ধনহীন বন্ধন দিয়ে আমাদের বাঁধেন; আমরা তাঁদের সখা, আমাদের সঙ্গে তাঁদের সাযুজ্যের সম্বন্ধ। আমাদের রিপুরা আমাদের যতই তাড়িয়ে বেড়াক না কেন, তারা যতই শক্তিশালী হক না কেন, তাঁরা তাদের উৎপাটিত করবেনই। তাঁরা-যে বৃত্রজয়ী!

হে ইন্দ্র ও বরুণ, এই আমরা তোমাদের প্রজারা তাড়িত হচ্ছি আমাদের শত্রুদের দ্বারা, যারা ক্ষিপ্রচারী ও আছে আমাদের অন্তরে-বাইরে। কিন্তু আমরা তোমাদের আশ্রিত সখা, আমাদের প্রবল রিপুর বিক্ষেপ-শক্তিকে পরাভূত কর, আবরণকে বিদীর্ণ কর, তোমাদের ঈশনা দিয়ে। তোমাদের অন্নপ্রসাদ আমাদের দাও, কোথাও যেন আমরা অপূর্ণ হয়ে না থাকি।

ইন্দ্রবরুণ! তোমাদের উভয়ের প্রজা আমরা, হচ্ছি তাড়িত,
বলবান শত্রুদের দ্বারা; ক্ষিপ্রচারী তারা কিন্তু হে দেবদ্বয়!
উভয়ের ঐশী শক্তি দিয়ে অচঞ্চল কর আমাদের,
দাও প্রসাদী অন্ন, ভরে দাও আমাদের, বন্ধু তোমাদের।।

সায়ণভাষ্য— হে ইন্দ্রাবরুণৌ! বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধিন্যঃ মন্যমানাঃ বলিভিঃ শত্রুভিরভিমন্যমানাঃ অতএব ভৃময়ঃ ভ্রমণশীলাঃ ইমাঃ প্রজাঃ। উঃ পূরণঃ। যুবাবতে! তৃতীয়ার্থে চতুর্থী। যৌবনবতা বলিনা শত্রুণা· তুজ্যা হিংস্যানাভূবন ন ভবন্তু। বাং যুবয়োঃ ত্যৎ তাদৃশং যশঃ কুত্রাস্তে যেন যশসা সখিভ্যোঽস্মভ্যং সিনমন্নং ভরথঃ স্ম প্রদাতুং সম্পাদয়থঃ। তৎ ক্বাস্ত ইত্যন্বয়ঃ। যদ্বা হে ইন্দ্রাবরুণৌ! বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধিন্যঃ ইমাঃ অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণা ভৃময়ঃ যুবাং প্রাপ্তুং ভ্রমণশীলাঃ মন্যমানাঃ মন্যতিরর্চ্চতিকর্ম্মা যুবামর্চ্চন্ত্যঃ তাঃ স্তুতয়ঃ যুবাবতে যুবাভ্যাং সদৃশায় অন্যস্মৈ দেবায় ন তুজ্যাঃ। তুজতির্দানকর্ম্মার্থঃ। প্রদেয়া মা ভূবন্। শিষ্টং সমানম্।

ভাষ্যানুবাদ— হে ইন্দ্রাবরুণৌ = হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবতাদ্বয় ; বাং = যু বয়োঃ সম্বন্ধিন্যঃ = সম্বন্ধযুক্ত সম্মিলিত উভয়ে; মন্যমানাঃ = বলিভিঃ শত্রুভিঃ = অভিমন্যমানাঃ অতএব ভৃময় ভ্রমণশীলাঃ = প্রবল শত্রু দিগের দ্বারা তাড়িত হয়ে ভুবনময় ভ্রমণশীল; ইমাঃ = প্রজাঃ = প্রজাবৃন্দ; উঃ = পূরণ = পাদপূরণে ব্যবহৃত; যুবাবতে = তৃতীয়ার্থে চতুর্থী, যৌবনবতা বলিনা শত্রুণা = তৃতীয়ার্থে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ, যৌবনবান বলশালী শত্রুদ্বারা; তুজ্যা = হিংস্যাঃ = হিং সিত; ন অভূবন = ন ভবন্তু = না হয়। বাং = যুবয়োঃ = আপনাদের উভয়ের; ত্যৎ = তাদৃশং = সেরকম; = যশঃ কুত্র আস্তে = যশ কোথায় আছে; যেন = যশসা = যশদ্বারা; সখিভ্যঃ = অস্মভ্যং = আমাদের; সিনম্ = অন্নম্ = অন্ন; ভরথঃ স্ম = প্রদাতুং সম্পাদয়থঃ

= প্রদান করে থাক। তৎ ক্ব আস্তে ইতি অন্বয়ঃ = তৎ ক্ব আস্তে এই হল অন্বয়; যদ্বা = অথবা; হে ইন্দ্রাবরুণৌ = হে ইন্দ্র ও বরুণ! বাং = যুবয়োঃ সম্বন্ধিন্যঃ = পরস্পরসম্পর্কিত আপনারা উভয়ে; ইমাঃ = অস্মাভিঃক্রিয়মাণাঃ = আমাদের দ্বারা ক্রিয়মান; ভৃময়ঃ = যুবাং প্রাপ্তুং ভ্রমণশীলাঃ = তোমাদের পেতে ভ্রমণশীল; মন্যমানাঃ = মন্যতিঃ অর্চ্চতিকর্ম্মা যুবাম্ অর্চন্ত্যঃ তাঃ স্তুতয়ঃ = তোমাদের অর্চনার স্তুতিসমূহ; যুবাবতে = যুবাভ্যাং সদৃশায় অন্যস্মৈ দেবায় = তোমাদের সদৃশ অন্য দেবতায়; ন তুজ্যাঃ = তুজতিঃ দানকর্ম্মাথঃ, প্রদেয়া মা অভূবন্ = প্রদেয় না হ'ক। শিষ্টং সমানম্ = অবশিষ্ট অংশ একই রকম।

২

অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীয়

ঞ্ছশ্বত্তমমবসে জোহবীতি।

সজোষাবিন্দ্রাবরুণা মরুদ্ভি

র্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবং মে।।

অয়ম্। উ। বাম্। পুরুতমঃ। রয়ীয়ন্।

শশ্বৎতমম্। অবসে। জোহবীতি।

সজোষৌ। ইন্দ্রাবরুণা। মরুৎভিঃ।

দিবা। পৃথিব্যা। শৃণুতম্। হবম্। মে।

ইন্দ্রাবরুণা— হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়। পূর্বঋক্ দ্রষ্টব্য।

পুরুতমঃ— [√পৃ + উ-ক, কিৎ > পুরু; বহু, প্রভূত, প্রচুর] প্রভূততম। (মহান্‌ও বোঝাতে পারে)।

রয়ীয়ন্— ['রয়ি'র অর্থ স্রোত, বেগ। নিঘণ্টুমতে রয়ি অর্থ 'জল', 'ধন'। 'সংবেগ' সাধনসম্পদ বলে 'ধন' শব্দকে ব্যাখ্যা করার সময় এই অর্থ মনে রাখতে হবে—দ্র. ৩।৩৬।১০।] প্রভূত 'ধন'-সমৃদ্ধ। সায়ণ 'রয়ীয়ন্'কে 'ধনাভিলাষী' বলছেন।

অয়ম্— এই (যজমান)।

শশ্বৎতমম্— সর্বদা, বহুকাল, অনন্তকাল দ্র. ৩।২২।৫ । ['শশ্বতঃ' ৩।৩৫।৫ ঋকে (ইন্দ্র) সবাইকে ; ৩।৩২।৫ ঋকে (ইন্দ্র) চিরন্তন]

উ বাম্— আপনাদের উভয়কে।

জোহবীতি— [যজ্ঞে হোমদ্রব্য আহুতি দেওয়া হয় জুহূর দ্বারা। সুতরাং 'জুহূ' উৎসর্গের প্রতীক—বে.-মী. ১ম খণ্ড- পৃ. ১৩২।] আহুতি প্রদান করছে, উৎসর্গ করছে (এই উৎসর্গের মধ্যে ব্যাকুলতা আছে)।

অবসে— [রক্ষার জন্যে (সা); 'অবস্' < √ অব্ (ধাতুপাঠে তার উনিশটি অর্থঃ) নিঘণ্টুমতে 'অন্ন' (সায়ণও অন্নের কথা বলেছেন); অর্থাৎ আগাগোড়া এইটিই সাধনাকে বহন বা পোষণ করবে। 'অবঃ'কে বলা যেতে পারে আলোর প্রসাদ—যা সবসময় ঘিরে আছে—৩।৪২।৯।] দেবতার চিন্ময় প্রসাদরূপে (দ্র. ৩।৫৪।১২)।

মরুৎভিঃ দিবা পৃথিব্যা— মরুদ্‌গণ দ্যুলোক ও ভূলোকসহ। মরুদ্‌গণ চিন্ময় বিশ্বপ্রাণ বা প্রাণের আলোর ঝড়, তাঁরা ইন্দ্রের সঙ্গী (৩।৪৭।১ ইন্দ্র); আর পৃথিবী ও দ্যুলোক সোমকে ধারণ করে আছে মাতা যেমন ভ্রূণকে ধারণ করে থাকে। দ্যুলোকে-ভূলোকে অমৃতআনন্দ গোপন রয়েছে মায়ের গর্ভে ভ্রূণের মত। মানুষ আত্মসচেতন বলে একমাত্র সে-ই তাকে আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু আনন্দকে আবিষ্কার করে শুধু নিজের ভোগে তাকে লাগায় যদি, তাহলে সে হয় 'রক্ষঃ' বা 'অসুর'। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার রাশ টেনে এই আনন্দ

যদি সে দেবতার সহজানন্দের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে, তাহলেই তার রসচেতনার চরম সার্থকতা ঘটে (৩।৪৬।৫ ইন্দ্র)।

সজোষৌ— [সায়ণ 'সজোষৌ'কে বলছেন 'সঙ্গতৌ'; দেবতারা পরস্পর সুসঙ্গত, —পরস্পরের মধ্যে ছন্দ বজায় রেখে চলেন। ৩।২২।৪ (অগ্নি) মন্ত্রে দেখছি 'সজোষসঃ অদ্রুহঃ'—সুষম হয়ে, কোনও বিরোধ না ঘটিয়ে। একটি আগুন নয়, অনেক আগুন—চিৎশক্তির অনেক বিভূতি। কিন্তু সব সুসংহত। ৩।৪৩।৩ (ইন্দ্র) ঋকে 'সজোষাঃ' সৌষম্য বা আনন্দের ছন্দ নিয়ে। আধারে যাতে কোথাও বেসুর না বাজে।] সৌষম্যের ছন্দ নিয়ে। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সহচর না হলে রুদ্ররূপ ধারণ করতে পারেন। কিন্তু ইন্দ্রের সঙ্গে থাকলে তাঁদের কর্মে ছন্দ আসে। শুদ্ধবুদ্ধি দিশারী হলে প্রাণশক্তির ক্রিয়ায় বৈষম্য থাকতে পারে না। (দ্র. ৩।৪৭।২)।

মে— আমার।

হবং— মন্ত্রাহুতি; দেবতাকে ডাক দেওয়া।

শৃণুতম্— গ্রহণ করুন; শুনুন।

ইন্দ্রবরুণের কথা চলছে, যুগ্মভাবে। এবারে সঙ্গে রয়েছেন মরুদ্‌গণ আর দ্যুলোক-ভূলোক। 'ইন্দ্রাবরুণে'র লীলা ঋগ্বেদে অনেক জায়গায়। এঁরা দুজনেই যজমানকে দেন অদিতির অমৃতজ্যোতির অধিকার। আর এঁদের সঙ্গী হয়ে মরুদ্‌গণ, যাঁরা প্রাণের আলোর ঝড়, সুসংহত হন, আনন্দের ছন্দ আনেন। আর সঙ্গী দ্যুলোক-ভূলোক, —তাঁদের মধ্যে অমৃতআনন্দ রয়েছে মায়ের গর্ভে ভ্রূণের মত, মানুষ-যজমান আত্মসচেতনাতে সেই আনন্দকে আবিষ্কার করে আকাঙ্ক্ষার রাশ টেনে তাকে দেবতার সহজানন্দের সাথে যুক্ত করে। এতেই তার রসচেতনার চরম সার্থকতা। এই দেবতারা সর্বদাই সুসঙ্গত।

হে যুগ্মদেবতা, আপনাদের এই যজমান প্রভূততম সংবেগের অধিকারী। বহুকাল ধরে সে আপনাদের সবাইকে যজ্ঞাহুতি প্রদান করছে। তার মধ্যে রয়েছে আকূতি—আত্মোৎসর্গের। আপনাদের চিন্ময় প্রসাদরূপী অন্ন সবসময় তাকে

ঘিরে আছে, তার সাধনাকে বহন বা পোষণ করে। হে দেবতারা, আপনারা তার অন্তরের ডাক শুনুন, তার আহুতি গ্রহণ করুন।

ইন্দ্র বরুণ আপনারা উভয়ে এই যজমানের আরাধ্য। বহু সাধনসম্পদ এর রয়েছে। সর্বদা, অনন্তকাল ধরে, আপনাদের উভয়কে এই যজমান আহুতি প্রদান করছে, অন্তরের আকূতি দিয়ে আপনাদের আলোর প্রসাদের জন্য। আপনারা আসছেন মরুদ্‌গণ ও দ্যাবাপৃথিবীকে সাথে নিয়ে সুষম হয়ে। এই যজমান আমি, আমার অন্তরের ডাক আপনারা শুনুন।

যজমান তোমাদের বহু সম্পদের অধিকারী,
সদা দেয় ব্যাকুলিত আহুতি, প্রসাদের তরে।
সৌষম্যের ছন্দ নিয়ে সাথে এল মরুতেরা ও দ্যাবাপৃথিবী,
ইন্দ্রাবরুণ, শোনো শোনো আমার এই অন্তরের ডাক।।

সায়ণভাষ্য—হে ইন্দ্রাবরুণৌ! রয়ীয়ন্ রয়িমাত্মন ইচ্ছন্ অয়মু পুরুতমঃ বৈদিককর্ম্মপ্রবৃত্ততয়াতিশয়েন পুরুর্ম্মহান্ যজমানঃ অবসে রক্ষণায়ান্নায় বা বাং যুবাং শশ্বত্তমং সর্ব্বদা জোহবীতি ভৃশমাহ্বয়তি। মরুদ্ভির্দ্দেববিশেষৈর্দ্দিবাপৃথিব্যা চ সজোষৌ সঙ্গতৌ যুবাং মে মম হবং যুষ্মদীয়মাহ্বানং শৃণতং।।

ভাষ্যানুবাদ—হে ইন্দ্রাবরুণৌ! = হে ইন্দ্রবরুণ দেবতাদ্বয়; রয়ীয়ন্ = রয়িম্ আত্মনঃ ইচ্ছন্ = ধনাভিলাষী ; অয়ম্ উ পুরুতমঃ = বৈদিককর্ম্মপ্রবৃত্ততয়াতিশয়েন পুরুঃ মহান্ যজমানঃ = বৈদিককর্ম পরায়ণে মহান যজমান; অবসে = রক্ষণায় অন্নায় বা = রক্ষা বা অন্নের জন্য; বাং = যুবাং = তোমাদের উভয়কে; শশ্বত্তমং = সর্বদা; জোহবীতি = ভৃশম্ আহ্বায়তি = ভীষণভাবে ব্যাকুলভাবে ডাকছে। মরুদ্ভিঃ = দেববিশেষৈঃ = দেববিশেষগণদ্বারা; দিবা পৃথিব্যা চ =

দ্যুলোক ও পৃথিবীসহ; সজোষৌ = সঙ্গতৌ = সঙ্গে করে; যুবাং = তোমরা দুজনে; মে = মম = আমার; হবং = যুষ্মদীয়ম্ আহ্বানং শৃণুতম্ = আপনাদের যে ডাকছি তা শুনুন।

৩

অস্মে তদিন্দ্রাবরুণা বসু ষ্যা

দস্মে রয়ির্মরুতঃ সর্ববীরঃ।

অস্মান্ বরূত্রীঃ শরণৈরব

ন্ত্বস্মান্ হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ।।

অস্মে। তৎ। ইন্দ্রাবরুণা। বসু। স্যাৎ।

অস্মে। রয়িঃ। মরুতঃ। সর্ববীরঃ।

অস্মান্। বরূত্রীঃ। শরণৈঃ। অবন্তু।

অস্মান্। হোত্রা। ভারতী। দক্ষিণাভিঃ।

ইন্দ্রাবরুণা— হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়। পূর্ব ঋক্ দ্রষ্টব্য।

অস্মে— আমাদের (জন্য)।

তৎ— সেই।

বসু— [নিঘ.—'রশ্মি', 'ধন'। দৈবতকাণ্ডে 'বসবঃ'; ব্যাখ্যায় একজায়গায় যাস্ক বলছেন 'ইন্দ্রো বসুভিঃ বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মাৎ মধ্যস্থানাঃ'; আরেক জায়গায় 'বসবো আদিত্যরশ্ময়ঃ বিবাসনাৎ, তস্মাদ্ দ্যুস্থানাঃ'। আলো দেওয়া আর আচ্ছাদন করা দুটি অর্থ

একসঙ্গে মিশে গেছে। 'বসু' সুতরাং দেবতাদের সাধারণ নাম। <বস্ (আলো দেওয়া; তু. 'বসিষ্ঠ' A.V. বহিশ্ত > বেহেস্ত); তাইতে নিঘণ্টুর দুটি অর্থ মিলিয়ে 'জ্যোতিঃসম্পদ, জ্যোতির্লক্ষ্য' (৩।৪১।৭ ইন্দ্র)। 'আলোর প্রাচুর্য' (৩।১৯।৩ অগ্নি)।] 'আলোর দেবতা, জ্যোতির্ময়।

স্যাৎ (ষ্যাৎ)— [অস্ + যাৎ (বিধিলিঙ্)—সায়ণ মানে করছেন 'ভবতু'।] হয়; হলে; যদি হয়।

মরুতঃ— [পূর্বঋক্ দ্রষ্টব্য-মরুদ্গণ] মরুদ্গণ প্রাণের আলোর ঝড়।

সর্ববীরঃ— [সায়ণ বলছেন 'সর্বেষু কর্মষু বীরঃ সমর্থঃ'; বীর্য সাধনসম্পদের মুখ্যতম; বীর্যের দেবতা ইন্দ্র—৩।৪।৫১] সর্ববীর্যসম্পন্ন।

রয়িঃ— [পূর্বঋক্ দ্রষ্টব্য] সাধনসম্পদ সংবেগ।

অস্মে— আমাদের (হ'ক)।

শরণৈঃ— শরণাগতির দ্বারা; দেবতার আশ্রয়ের জন্য আত্ম-সমর্পণ করে।

অস্মান্— আমাদিগকে।

বরূত্রী— রক্ষয়িত্রী দেবী; এখানে দেবপত্নীরা (সায়ণ এঁদের সকলের বন্দনীয়া বলছেন)।

অবন্তু— [পূর্ব ঋক্ দ্রষ্টব্য; 'অবঃ' = আলোর প্রসাদ] (তাঁদের) আলোর প্রসাদ দিন।

দক্ষিণাভিঃ— ['দক্ষিণা' শব্দটি মূলত বিশেষণ, কিন্তু বিশেষ্যবৎ ব্যবহারও অনেক। দক্ষিণা = প্রসাদ (৩।৩৬।৫ ইন্দ্র)। যে কর্মে দক্ষ, বা কুশল, সে-ই দক্ষিণ; প্রসন্নচিত্তে তাকে দক্ষতার যে পুরস্কার দেওয়া হয়, তা দক্ষিণা। তাই থেকে দক্ষিণা চিত্তের প্রসন্নতা, বদান্যতা, দানেচ্ছা—এককথায় দাক্ষিণ্য। মানুষের এই দাক্ষিণ্য ঋত্বিকের প্রতি বা আচার্যের প্রতি—কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ। দেবতার এই দাক্ষিণ্য তাঁর প্রসাদমাত্র। (দ্র. ৩।৫৩।৬)] এখানে বিশেষ করে দেবতার দক্ষিণা, তাঁর প্রসাদ।

অস্মান্— আমাদের, আমাদিগকে।

হোত্রা ভারতী— [ভারতী আদিত্যদীপ্তি বা অদ্বৈতচেতনা। এক আদিত্য, কিন্তু তাঁর বহু রশ্মি। তারাও ভারতী—একই অদ্বয়-তত্ত্বের বহুধা বিচ্ছুরণ। দেবী ভারতীর পরিচয় সংহিতায় বিশেষ-কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল দেখা যায়, আপ্রীসূক্ত ছাড়া ঋক্‌সংহিতায় যেখানেই তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই তাঁর বিশেষণ 'হোত্রা'। 'হোত্রা'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আহ্বান বা আহুতি দুইই হতে পারে। নিঘণ্টুতেও হোত্রা যজ্ঞ এবং বাক্ দুইই বোঝায়। এই থেকে ভারতীর যজ্ঞসম্পর্কমাত্র সূচিত হয়, কিন্তু তাঁর স্বরূপ কি তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। সংজ্ঞাটির মূলে আছে দুটি শব্দ—'ভারত' এবং 'ভরত'। শব্দ দুটি খুবই প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ—'জন' বা 'অগ্নি' বোঝাতে ঋক্‌সংহিতার প্রত্যেক আর্যমণ্ডলেই তাদের উল্লেখ আছে। মনে হয়, আর্যদের মধ্যে যারা বেদপন্থী ও যজ্ঞসাধক, 'ভরত' তাঁদেরই আদিপুরুষ। ভরতেরা যজ্ঞাগ্নি বহন করতেন, অথবা যজ্ঞাগ্নির কাছে হব্য বহন করতেন, তাঁদের সংজ্ঞায় দুটি অর্থই হতে পারে। যজ্ঞসাধক বলে তাঁরা অগ্নিহোত্রী, তাঁদের মুখ্য দেবতা অগ্নিও তাই 'ভারত' অথবা 'ভরত'। ব্রাহ্মণেও দেখি, অধিদৈবত দৃষ্টিতে এই দুটি সংজ্ঞাকে অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বলা হয়েছে 'প্রাণ'। ভারতী তাহলে স্বরূপত অগ্নিশক্তি (৩।২।৮)।] ভারতী হোত্রা অর্থাৎ মন্ত্র বা আহুতি; তিনি দ্যুস্থানা। তিনি দেবহূতি বা দিব্যা বাক্—দুই অর্থেই। তিনি 'আদিত্যের ভাতি'। ঋক্‌সংহিতায় দেখি, তিনি অদিতিরূপী অগ্নিরই একটি বিভাব, হোত্রা বলে বেড়ে চলেন উদ্‌বোধিনী বাণীতে, তিনি 'বিশ্বতূর্তি' বা তীব্রসংবেগে সব ছাপিয়ে যান, তিনি সবছাওয়া ধ্যানচেতনা, তিনি সুদক্ষিণা। এককথায় তিনি আমাদের মধ্যে বীজরূপী মন্ত্রচৈতন্যকে (গীঃ) বিস্ফারিত করছেন আদিত্যভাস্বর বিশ্বচৈতন্যে এবং সিদ্ধির সম্প্রসাদে হৃদয়কে বিচ্ছুরিত করছেন উষার আলোয় (বে.-মী. ২য় খণ্ড- পৃ. ৪৭৬)।

এই ঋক্‌টিতে ইন্দ্রবরুণের সঙ্গে মরুদ্‌গণতো আছেনই, আরো আছেন দেবীভারতী যিনি আদিত্যচেতনা, ইন্দ্রাবরুণের সঙ্গে একযোগে আমাদের রক্ষা করছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন। ইন্দ্র যুযুৎসু প্রাণের সংবেগ, বরুণ মহাবৈপুল্যের প্রশান্তি; ইন্দ্র বজ্রের তেজ, বরুণ আকাশের শূন্যতা। কিন্তু দুজনেই (এখানে এঁরা একযোগে) আমাদের দেন অদিতির অমৃতজ্যোতির অধিকার। এঁদের সহযোগী মরুদ্‌গণ চিন্ময় বিশ্বপ্রাণ বা প্রাণের আলোর ঝড়,—এঁদের সঙ্গে এসে তাঁরা সুসংহত হয়ে আনন্দের ছন্দ আনেন। আর দেবীভারতী আমাদের মধ্যে বীজরূপী মন্ত্রচেতনাকে বিস্ফারিত করছেন আদিত্যভাস্বর বিশ্বচৈতন্যে, সিদ্ধির সম্প্রসাদে হৃদয়কে বিচ্ছুরিত করছেন উষার আলোয়। এঁরা যখন একযোগে আসেন তখন এঁদের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকে না, এঁরা আসেন সৌষম্যের ছন্দ নিয়ে।

শরণাগত আমাদের জন্য এঁরা আনেন আলোর প্রাচুর্য, —এঁরা আলোর দেবতা, জ্যোতির্ময়; এঁরা সর্ববীর্যসম্পন্ন; আমরা এঁদের শরণাগত, —আমরা পাই সেই সাধনসম্পদ সংবেগ, প্রাণের প্রাচুর্য। দেবপত্নী ভারতী আমাদের রক্ষয়িত্রী; তিনি দিন আমাদের তাঁর আলোর প্রসাদ। হোত্রী তিনি, বেড়ে চলেন উদ্‌বোধিনী বাণীতে। তিনি সবছাওয়া ধ্যানচেতনা, তিনি সুদক্ষিণা। আমরা তাঁর প্রসাদ পেয়ে ধন্য হই।

হে যুগলদেবতা ইন্দ্রাবরুণ, তোমরা আমাদের জন্য আনো সেই জ্যোতিঃসম্পদ। মরুদ্‌গণ তোমাদের সাথী, বীর্যের প্রাচুর্য তাঁদের; তাঁরা আমাদের দিন সেই সাধনসম্পদ—প্রাণের সংবগ। আমরা শরণাগত তাঁদের, আমাদের রক্ষয়িত্রী দেবী ভারতী, তিনি দিন আমাদের আলোর প্রসাদ, তিনি সুদক্ষিণা, হোত্রা তিনি, বেড়ে চলেন উদ্‌বোধিনী বাণীতে।

ইন্দ্রবরুণ যুগলদেবতা, আন সেই জ্যোতির সম্পদ,
সাথী মরুতেরা বীর্যবান, দিন প্রাণের সংবেগ।
দেবীভারতী রক্ষয়িত্রী, শরণ নিই তাঁর, যাচি
আলোর প্রসাদ তাঁর কাছে, সুদক্ষিণা বাণীমূর্তি তিনি।।

সায়ণভাষ্য— হে ইন্দ্রাবরুণৌ! অস্মে অস্মাসু তদভিলষিতং তাদৃশং বসু ধনং স্যাদ্ভবতু। হে মরুতঃ! সর্ব্ববীরঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মষু বীরঃ সমর্থঃ রয়িঃ পুত্রপশুসঙ্ঘঃ। পশবো বৈ রয়িরিতি তৈত্তিরীয়কং। সো অস্মে অস্মাকং ভবতু। বরূত্রীঃ সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়া দেবপত্ন্যঃ শরণৈঃ শৃণন্তীতি শীতাদিক্লেশমিতি শরণানি গৃহাঃ তৈরস্মানবন্তু। হোত্রা হূয়ন্তেস্মাং হবীংষীতি যদ্বা হূয়তে তত্র প্রাণ ইতি হোত্রা বাক্। তথা চ শ্রুতিঃ—বাচি হি প্রাণং জুহুমঃ প্রাণে বা বাচমিতি। যদ্বা হোত্রেতি যক্ষনাম। হূয়তেঽত্র হবিরিতি যজ্ঞশ্চ বাগুচ্যতে। বাচং যচ্ছন্তি। বাগ্বৈ যজ্ঞ ইতি ব্রাহ্মণম্ (ঐ.ব্রা. ৫।২৪)। তাদৃশী ভারতী সরস্বতী দক্ষিণাভির্গীরূপাভির্দ্দক্ষিণাভিঃ যদ্বা উদারাভির্ব্বাগ্ভিরস্মান্ পালয়তু। যদ্বা হোত্রা হোতরগ্নেঃ পত্নী ভারতী সূর্য্যপত্নী চ সরস্বতী চ তিস্রো দেব্যঃ পালয়ন্ত্বিতি।।

ভাষ্যানুবাদ— হে ইন্দ্রাবরুণৌ = হে ইন্দ্রাবরুণ; অস্মে = অস্মাসু = আমাদের; তৎ = অভিলষিতং তাদৃশং = সেরকম অভিলষিত; বসু = ধনং = ধন; স্যাৎ = ভবতু = হ'ক। মরুতঃ = হে মরুদ্‌গণ; সর্ব্ববীরঃ = সর্ব্বেষু কর্ম্মষু বীরঃ সমর্থঃ = সকল কর্মে বীর সমর্থ; রয়িঃ = পুত্রপশুসঙ্ঘঃ = পুত্রগবাদিপশু ইত্যাদি; পশবো বৈ রয়িরিতি তৈত্তিরীয়কং = তৈত্তিরীয়ে বলা হয়েছে পশুরাও হল ধনসম্পদ; সো অস্মে = অস্মাকম্ ভবতু = সেই ধন আমাদের হ'ক। বরূত্রীঃ = সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়া দেবপত্ন্যঃ = সকলের বন্দনীয়া দেবপত্নীগণ; শরণৈঃ = শৃণন্তি ইতি শীতাদিক্লেশমিতি শরণানি গৃহাঃ তৈঃ = শীতাদিক্লেশনিবারক গৃহাদির দ্বারা; অস্মান্ = আমাদিগেকে; অবন্তু = রক্ষা করুন। হোত্রা = হূয়ন্তেস্মাং হবীংষীতি যদ্বা হূয়তে তত্র প্রাণঃ ইতি হোত্রা বাক্ = হোমাগ্নি যাতে ঘৃতাদি অর্পণ করা হয় অথবা প্রাণ যেখানে আহুতি দেওয়া হয় তিনি হলেন হোত্রা বাক্। তথা চ শ্রুতিঃ—বাচি হি প্রাণং জুহুমঃ প্রাণে বা বাচম্ ইতি। যদ্বা হোত্রেতি যক্ষনাম। হূয়তে অত্র হবিঃ ইতি যজ্ঞশ্চ বাক্ উচ্যতে।

বাচং যচ্ছন্তি। বাক্ বৈ যজ্ঞ = ইতি ব্রাহ্মণম্ (ঐ.ব্রা. ৫।২৪) = বেদে বলা হয়েছে, আমরা বাক্যে প্রাণ আহুতি দিই বা প্রাণে বাক্য আহুতি দিই। অথবা হোত্রা নামের যক্ষ। যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয় তাই যজ্ঞকেও বাক্ বলা যায়। বাক্যই দেওয়া হয়। বাক্যই হল যজ্ঞ এই হল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উক্তি (৫।২৪)। তাদৃশী ভারতী = সেইরকম ভারতী বা সরস্বতী; দক্ষিণাভিঃ = গীরূপাভিঃ দক্ষিণাভিঃ = বাক্যরূপ দক্ষিণাদ্বারা; যদ্বা উদারাভিঃ বাগ্‌ভিঃ অস্মান্ পালয়তু = অথবা উদার বাক্যসমূহ অর্থাৎ আশীর্ব্বাদাদির দ্বারা আমাদের পালন করুন। যদ্বা হোত্রা হোতরগ্নেঃ পত্নী ভারতী সূর্য্যপত্নী চ সরস্বতী চ তিস্রো দেব্যঃ পালয়ন্তু ইতি = অথবা হোতা অগ্নিপত্নী ভারতী সূর্যপত্নী এবং সরস্বতী এই তিন দেবতা আমাদের পালন করুন।

৪

বৃহস্পতে জুযস্ব নো
হব্যানি বিশ্বদেব্য।
রাস্ব রত্নানি দাশুষে।।

বৃহস্পতে। জুযস্ব। নঃ।
হব্যানি। বিশ্বদেব্য।
রাস্ব। রত্নানি। দাশুষে।

বৃহস্পতে— হে বৃহস্পতি; এই বৃহস্পতি কে? ঋক্‌সংহিতায় বৃহস্পতি গণপতি

(গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে ২।২৩।১); আবার ইন্দ্রও গণপতি। দেখতে পাওয়া যায়, ঋক্‌সংহিতায় প্রধান গণপতি হলেন বৃহস্পতি, তাঁর গণ 'ঋক্বান'। এই গণ নিঃসন্দেহে মরুদ্‌গণ, আর ঋক্ বা অর্কের সঙ্গে তাঁদের যোগও ঘনিষ্ঠ। ইন্দ্রের গাণপত্য ঔপচারিক, বৃহস্পতির সঙ্গে তিনি এক হয়ে আছেন বলে (তু. ৪।৪৯; বৃহস্পতিও বৃত্রহা পুরন্দর ৬।৭৩।২: ইন্দ্রের পরেই বৃহস্পতি তৈ. ২।৮)। বৃহস্পতির আরাবের কথা ঋক্‌সংহিতায় বারবার উল্লিখিত হয়েছে। ব্যুৎপত্তি ধরতে গেলে বৃহস্পতি হলেন বাকের অধিষ্ঠাতা। বৃহস্পতি অন্তরিক্ষস্থান হলেও তিনি সংহিতার মতে 'প্রথম জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্' (ঋ. ৪।৫০।৪)। এই জ্যোতিঃ সূচিত করছে বৃহস্পতির প্রজ্ঞার দিক। অথচ সংহিতায় তাঁর শক্তিরূপটিই উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে, সেক্ষেত্রে তিনি রুদ্রের সমধর্মা। (বে.-মী. ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬)। যে-আলোকধেনুরা গোপন রয়েছে অনৃতের বন্ধনে, তমিস্রার মধ্যে জ্যোতির অন্বেষণে বৃহস্পতি সেই আলোকময়ীদের উদ্ধৃত করলেন নীচের দুটি আর উপরের একটি দুয়ার দিয়ে—তিনটিকেই করলেন বিবৃত। (তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮)।

জুষস্ব— [√ জুষ্ (তৃপ্তি সহকারে আস্বাদন করা) + লোট্ স্ব] তৃপ্ত হও, নন্দিত হও, সম্ভোগ কর, আনন্দে জড়িয়ে ধর (দ্র. ৩।১।২)।

নঃ— আমাদের।

হব্যানি— ['হবনযোগ্যানি পুরোডাশাদীনি হবীংষি' বলছেন সায়ণ। হব্য = আহুতি (৩।৪৩।১); 'হবিঃ'র পরম রূপ সোম বা আনন্দময় অমৃতচেতনা (৩।২৬।৭); 'হব্যৈঃ' = আহুতিতে (৩।৩১।১১) 'হব্যানি'—ঐ.ব্রা.তে পাঁচটি হব্যের কথা আছে; ৩।৩১।১ ঋকে ধানা, করম্ভ ও অপূপের কথা বলা হয়েছে; বাকি দুটির মধ্যে একটি অবশ্যই সোমরস (৩।৩১।২)।] আহুতি, যার মধ্যে সোমরস প্রধান হব্য।

বিশ্বদেব্য— [সর্বদেবহিত (সা); ১।১৬৪ সূক্তে ১ থেকে ৪১ ঋক্ পর্যন্ত বিশ্বদেবদের কথা ঋষি দীর্ঘতমার কণ্ঠে; দশম ঋকে: 'তিনটি মাতা আর তিনটি পিতাকে ধারণ করে সেই এক উন্নত হয়ে রয়েছেন, তারা এঁকে অবসন্ন করছে না তো; মনন করছেন (দেবতারা) ঐ দ্যুলোকেরও উপরে থেকে বিশ্ববিৎ বাক্‌কে, যিনি সবাইকে অনুপ্রেরণা দেন না।' এই দেবতারা সেই পরমেরই নিত্যবিভূতি। বিভূতি ও বিভূতিমানকে, শক্তি ও শক্তিমানকে কখনও আলাদা করা যায় না (বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ২৯৫)। বিশ্বদেবগণ 'বিবস্বান সূর্যে'র বিভূতি। বিশ্বদেব সম্পর্কে শ.ব্রা. র উক্তি : রশ্ময়ো হ্য অস্য (সূর্যস্য) বিশ্বেদেবাঃ। (তদেব পৃ. ৩৪২)।] বিশ্বদেবেরা পরমদেবতার নিত্যবিভূতি। বিবস্বান সূর্যের রশ্মি তাঁরা।

দাশুষে— হবিঃ দিচ্ছেন যাঁরা সেই যজমানদের; যাঁরা দানব্রতী; যাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত দেবতার উদ্দেশে (১।১।৬)।

রত্নানি— ['রত্ন' < √ ঋ (চলা) + ত্ন; ঋতের দীপ্তি। তু. পতঞ্জলির ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা (৩।১৮।৫)। নিঘণ্টুতে রত্ন 'ধন'; যাস্কের মতে রমণীয় বলে 'রত্ন'। খুব সম্ভবত ঋগ্বেদের 'রত্ন' মুক্তা সমুদ্র হতে তোলা। অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোক দুইই সমুদ্র, দুইই ব্যাপ্তিচেতনার প্রতীক (৩।৫৪।৩)।] অমৃতচেতনার দীপ্তি; প্রজ্ঞাঘনতা।

রাস্ব— দিন, দান করুন।

হে বৃহস্পতি, তুমি গণপতি, তোমার ধ্বনি মধুর-গম্ভীর, তুমি মহাশক্তিমান, তুমি প্রজ্ঞাজ্যোতিতে প্রভাসিত,—তুমি আমাদের উৎসর্গীকৃত সোমরসে তৃপ্ত হও, নন্দিত হও। আমরা তোমার যজমান, আমাদের আহুতি বিশ্বদেবতাদের উপযোগী; এঁরা বিবস্বান সূর্যের রশ্মি, পরমদেবতার নিত্যবিভূতি। আমাদের এই নৈবেদ্য তোমাদের জন্যে, আমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত তোমাদের উদ্দেশে।

আমাদের আকৃতি সার্থক দানব্রতী হওয়ার জন্য, যে দানব্রতী সব দিয়ে তোমাকে চায়, —সম্ভোগ কর তুমি তাকে, আনন্দে জড়িয়ে ধর। আর তাকে দাও তোমার অমৃতচেতনার দীপ্তি, তোমার প্রজ্ঞাঘনতা।

হে বৃহস্পতি, আমাদের আহুতিতে আপনি নন্দিত হন। এই আহুতি বিশ্বদেবতাদের উপযোগী। আমরা আপনাদের যজমান। আমাদের দিন সেই অমৃতচেতনার দীপ্তি, আমাদের উৎসর্গকে গ্রহণ করে প্রসাদরূপে।

তৃপ্ত হ'ন হবিতে মোদের, হে বৃহস্পতি।
রয়েছেন বিশ্বদেবতারা, সেই হবির প্রসাদ
দিন আমাদের, অমৃতচেতনার দীপ্তিরূপে।।

সায়ণভাষ্য— বিশ্বদেব্য সর্ব্বদেবহিত হে বৃহস্পতে! নোঽস্মৎসম্বন্ধীনি হব্যানি হবনযোগ্যানি পুরোডাশাদীনি হবীংষি জুষস্ব সেবস্ব। ততস্ত্বং দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় মহ্যং রত্নান্যুত্তমানি ধনানি রাস্ব দেহি।

ভাষ্যানুবাদ— বিশ্বদেব্য = সর্ব্বদেবহিত = সর্বদেবহিতকারী; হে বৃহস্পতে = হে বৃহস্পতি; নঃ = অস্মৎ সম্বন্ধীনি = আমাদের; হব্যানি = হবনযোগ্যানি পুরোডাশাদীনি হবীংষি = আহুতিযোগ্য পিষ্টকাদি হব্যসমূহ; জুষস্ব = সেবস্ব = সেবা কর, গ্রহণ কর; ততঃ ত্বং = তার ফলে তুমি; দাশুষে = হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় মহ্যং = হবিঃ দানকারী যজমান আমাকে; রত্নানি = উত্তমানি ধনানি = উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যাদি; রাস্ব = দেহি = দান করুন।

৫

শুচিমর্কৈর্বৃহস্পতি
মধ্বরেষু নমস্যত।
অনাম্যোজ আ চকে।।

শুচিম্। অর্কৈঃ। বৃহস্পতিম্।
অধ্বরেষু। নমস্যত।
অনামি। ওজঃ। আ। চকে।

শুচিম্— [শুচি = শুচ্ (নির্মল হওয়া) + ই (র্তৃ, জ্ঞা)] বিণ. পবিত্র, শুদ্ধ, নির্মল।

বৃহস্পতিম্— বৃহস্পতিকে। তিনি প্রধান গণপতি, শক্তিতে তিনি রুদ্রের সমধর্মা, পরম ব্যোমে তাঁর জ্যোতিঃ সূচিত করছে তাঁর প্রজ্ঞা (৪।৫০।৪)। [পূর্বঋক্ ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, তাঁর বর্ণনার জন্য।]

অধ্বরেষু— [অধ্বর < ন + √ ধ্বর্ (এঁকে বেঁকে চলা) + অ; ঋজুগতি, সহজপথে চলা। এই ঋজুগতির উদাহরণ শরবৎ তন্ময়তা, অথবা দীপশিখার নিষ্কম্পতা।] উৎসর্গের সহজপথে চলতে চায় যারা তাদের; ঋজু পথের পথিককে; (দ্র. ৩।৪৬।৫, ৩।৫৪।১২)। এই ঋজুপথ বা দেবযানে যাবার সাধন যজ্ঞ।

অর্কৈঃ— ['অর্কাঃ' < √ অর্চ্ (আলো দেওয়া, ঝলমল করা,) তু. 'অর্চিঃ'; গানগাওয়া তু. 'ঋচ্'; গানের বেলায় আলোর অর্থও আসে, কেননা কবিহৃদয় উদ্দীপ্ত না হলে গান জাগে না। তাই 'অর্কাঃ' (আগুনভরা) গান। তারাই সুরের স্তবকে-স্তবকে উঠে গেছে দেবতার পানে (দ্র. ৩।৫৪।১৪)। ৩।২৬।৭ ঋকে 'অর্কঃ' শিখা।] অগ্নিমন্ত্র বা অগ্নিসাম গাইতে-গাইতে। (৩।৩১।৯ ইন্দ্র)।

নমস্যত— নমস্কার করছেন, প্রণতি জানাচ্ছেন (পরিচর্যাও হতে পারে। এই পরিচর্যা পূজা)।

অনামি— অনমনীয়; অতুলনীয়।

ওজঃ— [< √ বজ্ (সমর্থ হওয়া, বীর্যপ্রকাশ করা)। নিঘণ্টুতে 'ওজঃ' জল, বল। আয়ুর্বেদে ওজঃ সপ্তধাতুর চরমধাতু। এই ওজঃ রক্ষা করতে পারাই 'অধ্যাত্মপ্রাণায়াম'। বেদের ভাষায় আর যোগসূত্রে একই তত্ত্বের ব্যঞ্জনা। (দ্র. ৩।৪৭।৩)।] বজ্রশক্তি; প্রাণের ঊর্ধ্বায়ন, অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য বা অন্তরবরুদ্ধসৌরততা।

আ চকে— সর্বপ্রকারে প্রার্থনা কর; কী প্রার্থনা! তাঁর আবেশ জাগুক আমাদের মধ্যে।

দেবতা বৃহস্পতিকে আমরা প্রণতি জানাই। প্রধান গণপতি তিনি, —শক্তিতে তিনি রুদ্রের সমধর্মা, তাঁর বজ্রধ্বনি বহুস্থানে, পরম ব্যোমে তাঁর জ্যোতি সূচিত করছে তাঁর প্রজ্ঞা। পুরাণে তিনি দেবগুরু। শুদ্ধ তিনি, পবিত্র তিনি, নির্মল তিনি। তাঁর বজ্রশক্তি তিনি আমাদের দিন, আমরা তাঁর যজমান, —আমাদের যজ্ঞ ঋজুপথে, দেবযানে, যাওয়ার সাধনা; শরবৎ তন্ময়তা আমাদের। অগ্নিসাম গাইতে-গাইতে আমরা তাঁকে প্রণতি জানাই, তাঁর পূজা করি। আমাদের মন্ত্রগীতি আগুনভরা (সূর্যরশ্মিন্যায়), সুরের স্তবকে-স্তবকে তা উঠে যায় তাঁর পানে। তিনি অতুলনীয়, অনমনীয় প্রাণশক্তির অধিকারী; আমাদের প্রাণের ঊর্ধ্বায়ন ঘটুক তাঁর আবেশে, এই আমাদের প্রার্থনা সর্বতোভাবে। অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য বা অন্তরবরুদ্ধসৌরততা যেন আমরা লাভ করি তাঁর প্রসাদে।

পবিত্র নির্মল দেবতা বৃহস্পতিকে অগ্নিমন্ত্র গাইতে-গাইতে প্রণতি জানানো হচ্ছে, ঋজুপথের সাধন-যজ্ঞে। অনমনীয় বজ্রশক্তি তাঁর, সেই আবেশ জাগুক, আসুক, এই-ই প্রার্থনা সর্বতোভাবে।

শুচিশুভ্র দেবতা বৃহস্পতিকে, অগ্নিমন্ত্রগীতে
জানাই প্রণতি, উৎসর্গের সহজ পথে।
অতুলনীয় ওজঃশক্তি তাঁর, আসুক সেই আবেশ, আমাতে।।

সায়ণভাষ্য— হে ঋত্বিজঃ! যূয়ং অধ্বরেষু শুচিং শুদ্ধং বৃহস্পতিমর্কৈরর্চ্চনীয়ৈঃ স্তোত্রৈর্নমস্যত পরিচরত। অনামি অনমনশীলং পরৈরনভিভবনীয়ং ওজস্তস্য বলমাচকে সর্ব্বতো যাচে।।

ভাষ্যানুবাদ— হে ঋত্বিজঃ = হে ঋত্বিকগণ; যূয়ং = আপনারা দুজন; অধ্বরেষু = অহিংসক যজ্ঞাদি কর্মে; শুচিং = শুদ্ধং = শুদ্ধ; বৃহস্পতিং = বৃহস্পতিকে; অর্কৈঃ = অর্চ্চনীয়ৈঃ স্তোত্রৈঃ = অর্চনীয় স্তোত্রসমূহের দ্বারা; নমস্যত = পরিচরত = পরিচর্যা কর। অনামি = অনমনশীলং পরৈঃ অনভিভবনীয়ং = অনমনীয়, অতুলনীয়; ওজঃ = তস্য বলং = বৃহস্পতির মহাশক্তি; আ চকে = সর্ব্বতো যাচে = সর্ব প্রকারে প্রার্থনা কর।

৬

বৃষভং চর্ষণীনাং
বিশ্বরূপমদাভ্যম্।
বৃহস্পতিং বরেণ্যম্।।

বৃষভম্। চর্ষণীনাম্।
বিশ্বরূপম্। অদাভ্যম্।
বৃহস্পতিম্। বরেণ্যম্।

চর্ষণীনাম্— [চর্ষণি < √ চর্ + (স) নি, যে চলে; সাধক। সাধক 'চলেছে' সত্যের দিকে (দ্র. ৩।৩৪।৭ ইন্দ্র)। 'চর্ষণিঃ' নিঘণ্টুতে 'মনুষ্য'। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈব' উপদেশ মনে রাখলে সাধকের 'চর্ষণি' সংজ্ঞা খুবই খেটে যায়। সাধক সূর্যের মতই অশ্রান্ত পথিক (দ্র. ৩।৪৩।২ ইন্দ্র)।] (সত্যের পথে) পথিকদের মধ্যে।

বৃষভম্— [সায়ণ মানে করছেন 'অভিফলবর্ষকম্'; 'বৃষ'—বন্ধ্যা আধারে বীর্যবর্ষণ করে তার মধ্যে নতুন প্রাণ জাগান যিনি। পৃথিবী গো, দ্যুলোক বৃষ, দ্যুলোকের বর্ষণে পৃথিবী প্রজাবতী—এ-উপমা প্রসিদ্ধ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের মর্ত্যতনু গো, অগ্নি বৃষ (দ্র. ৩।২৭।১৪ অগ্নি)।] সোমের বা আনন্দের এবং শক্তির ধারা বহান যিনি। (৩।৩০।৯)।

বিশ্বরূপম্— [সায়ণ বলছেন 'ব্যাপ্তরূপম্'। যিনি সব-কিছু হয়েছেন আত্মমায়ায় তিনি বিশ্বরূপ (দ্র. ৩।৫১।৪ 'পুরুমায়ঃ' প্রসঙ্গে)। বিশ্বরূপের বর্ণনা পুরুষসূক্তে, যেখানে তিনি 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' (১০।৯০।১)। গীতার বিশ্বরূপদর্শনাধ্যায়ে তারই বিস্তার। মূল কথা, তিনিই এইসব কিছু হয়েছেন, তিনি জগতের নির্মাতা নন, স্রষ্টা, —অর্থাৎ জগত তাঁর বিভূতি (দ্র. ৩।৫৩।৮ 'রূপংরূপং' প্রসঙ্গে)।] বিশ্বভুবনই যাঁর ব্যাপ্ত মূর্তি।

অদাভ্যম্— অধৃষ্য; যাকে কেউ ঠেকাতে পারে না (দ্র. ৩।২৬।৪)।

বরেণ্যম্— [সায়ণ বলছেন 'সর্বৈঃ ভজনীয়ং'; বৃ + এন্য (র্ম), যাঁকে বরণ করা যায়।] বরণীয় (সকলের দ্বারা)।

বৃহস্পতিম্— পরমদেবতা বৃহস্পতিকে।

বর্তমান সূক্তের এই ঋক্‌টিতে দেবতা বৃহস্পতির কথা শেষ করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি দেবতারা বিশ্বজ্যোতি, দেখলাম যে-আলোকধেনুরা গোপন রয়েছে অনৃতের বন্ধনে, তমিস্রার মধ্যে জ্যোতির অন্বেষণে বৃহস্পতি সেই আলোকময়ীদের উদ্ধৃত করলেন নীচের দুটি আর উপরের একটি দুয়ার দিয়ে—

তিনটিকেই করলেন বিবৃত (১০।৬৭।৮)। (বে.-মী. ২য় খন্ড-পৃ. ২৪৮)। বৃষরূপে বৃহস্পতি 'বিশ্বরূপ'; যিনি সর্বব্যাপ্ত সর্বগত সর্বনিয়ন্তা, তিনিই সব-কিছু হয়েছেন—তিনি 'বিশ্বরূপ' (তদেব-পৃ. ২৫৫)। ইন্দ্র যখন দুটি অশ্ম হতে অগ্নির জন্ম দেন, তখন বজ্ররূপী অশ্ম দিয়ে আঘাত করেন অচিতির অশ্মকে এবং তাইতে চিদগ্নি উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এমনি করে 'গো' বা জ্যোতির ধারাকেও তিনি অশ্মের আড়াল হতে মুক্ত করেন। বৃহস্পতি তাঁর বজ্রনাদ বা মন্ত্রবীর্য দিয়েও তাই করেন (তদেব, পৃ. ৩৭৪)। নিঘণ্টুতে অনেক মধ্যস্থান দেবতার উল্লেখ আছে। তার মধ্যে 'বৃহস্পতি' অগ্নিরই আরেক রূপ; 'ব্রহ্মণস্পতি' এবং 'বাচস্পতি' বৃহস্পতির সগোত্র (তদেব, পৃ. ৩৮৫)। ঋক্‌সংহিতাতে অগ্নি বিশেষ করে 'রক্ষোহা', অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে অন্তরিক্ষে বৃহস্পতি (২।২৩।১৪, ১০।১৮২।৩) মরুদ্‌গণ এবং পর্জন্য (তদেব, পৃ. ৪১৯)। ঋক্‌সংহিতায় বৃহস্পতির সম্বন্ধে যা-যা বলা হয়েছে, তার কিছু উদ্ধৃত করা হলো। বর্তমান ঋকে তাঁকে বলা হচ্ছে 'বৃষভম্'—সোমের বা আনন্দের ধারা বহান যিনি; 'বিশ্বরূপম্'—বিশ্বভুবন যাঁর ব্যাপ্ত মূর্তি, জগৎ যাঁর বিভূতি; 'অদাভ্যম্'—অধৃষ্য, যাঁকে কেউ ঠেকাতে পারে না; আর 'বরেণ্যম্'—যিনি সকলের দ্বারা বরণীয়।

পরমদেবতা বৃহস্পতিকে সত্যের পথের পথিক সাধকেরা বরণ করছেন। এই বৃহস্পতি আনন্দের ধারা বহান, বিশ্বভুবন এঁর ব্যাপ্তমূর্তি, ইনি অধৃষ্য আর সকলের বরণীয়।

সত্যপথের পথিক সাধকেরা, বরণ করেন বৃহস্পতিকে,—
বীর্যবর্ষীকে; বিশ্বরূপ তাঁর, অধৃষ্য তিনি।
শ্রেষ্ঠ তিনি, তাই সকলের বরণীয়।।

সায়ণভাষ্য— চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং বৃষভমভিফলবর্যকং বিশ্বরূপং ব্যাপ্তরূপং যদ্বা বিশ্বরূপনামক গোবাহনপেতং। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—

বৃহস্পতির্ব্বিশ্বরূপামুপাজত ইতি (ঋ. সং ২।৩।৫)। অদাভ্যং কেনাপ্যতিরস্করণীয়ং বরেণ্যং সর্ব্বৈর্ভজনীয়ং বৃহস্পতিমাচকে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।।

ভাষ্যানুবাদ—চর্ষণীনাং = মনুষ্যাণাং = মানুষদের; বৃষভম্ = অভিফলবর্ষকং = অভীষ্ট ফলবর্ষণকারী; বিশ্বরূপং = ব্যাপ্তরূপং = বিশ্বব্যাপ্তরূপ যাঁর; যদ্বা = অথবা; বিশ্বরূপনামক গোবাহন উপেতং = বিশ্বরূপনামক গোযান আরূঢ়; তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—বৃহস্পতিঃ বিশ্বরূপাম্ উপাজত ইতি (ঋ.সং ২।৩।৫) = অন্যত্র বেদমন্ত্রে পাওয়া যায়, বৃহস্পতি বিশ্বরূপ নাম শকটে স্থিত ইত্যাদি; অদাভ্যং = কেনাপি অতিরস্করণীয়ং = কোনও ভাবে নিন্দনীয় নন; বরেণ্যং = সর্ব্বৈঃ ভজনীয়ং = সর্ববন্দিত; বৃহস্পতিম্ = বৃহস্পতিকে; আচকে ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ = পূর্বমন্ত্রের 'আচকে'র সঙ্গে এই মন্ত্রটিকে অন্বিত করতে।

৭

ইয়ং তে পূষন্নাঘৃণে
সুষ্টুতির্দেব নব্যসী।
অস্মাভিস্তুভ্যং শস্যতে।।

ইয়ম্। তে। পূষন্। আঘৃণে।
সুষ্টুতিঃ। দেব। নব্যসী।
অস্মাভিঃ। তুভ্যম্। শস্যতে।

আঘৃণে— দীপ্তিমান, সমুজ্জ্বল।

পূষন্— হে পূষাদেব। কে এই পূষা? নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে বিষ্ণুর সপ্তপদীর যে-বর্ণনা আছে তাতে পূষার স্থান ষষ্ঠ অর্থাৎ সূর্যের ঠিক পরে। যোগদৃষ্টিতে একটি আজ্ঞাচক্র, আরেকটি বিশুদ্ধচক্র। ঋক্ সংহিতায় পূষার একটি বৈশিষ্ট্য দেখি, তিনি 'নষ্ট' অর্থাৎ হারানো পশুকে ফিরিয়ে আনেন, আমাদের 'গবেষণার' তিনি সহায়। অর্থাৎ যে-চেতনা বিনাশের আঁধারে তলিয়ে যায়, পূষা আবার তাকে জাগিয়ে তুলেন। তাঁর 'একর্ষি' বিশেষণে তা-ই সূচিত হয়। সংহিতায় একর্ষির পরিচয়: স্কম্ভব্রহ্মে তিনি অর্পিত বা সংহত। [বে.-মী. ১ম খণ্ড-পৃ. ১৮৭]।

ইয়ং তে— (এই) তোমার উদ্দেশে নিবেদিত (সায়ণ); 'তে' 'সেই' বোঝায়, সাধারণত। 'ইয়ং তে পূষন্'—'এই সেই পূষা' বোঝাতে পারে।

সুষ্টুতিঃ— সঙ্গীতে ছন্দিত, গীতিমুখর। (৩।১৯।৩ অগ্নি)। হৃদয় হতে স্বচ্ছন্দে উৎসারিত সুরের লহরী দিয়ে (৩।৩৮।৮ ইন্দ্র)।

দেব— সমুজ্জ্বল দেবতা পূষা।

নব্যসী— নতুন।

অস্মাভিঃ— [আমরা স্তোতৃবৃন্দ দ্বারা (সা)।] আমরাও। কার উদ্দেশে?

তুভ্যং— তোমার উদ্দেশে।

শস্যতে— সায়ণ বলছেন 'নিবেদিত বা উচ্চারিত হচ্ছে'; 'শস্যমানা'—বৈখরীবাক্‌রূপে যার প্রকাশ। হৃদয়ে সুর জাগল, চেতনায় স্মৃতির দীপ হল অনির্বাণ—তারপর মন্ত্র নিল বাণীরূপ। একটি সুন্দর ছবি (৩।৩৯।১ ইন্দ্র)। স্তোত্রগান দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হচ্ছে।

সেই পূষা দেবতাকে আহ্বান করা হচ্ছে। তিনি দীপ্তিমান,—আমাদের যে-চেতনা বিনাশের আঁধারে তলিয়ে যায় তিনি আবার তাকে জাগিয়ে তোলেন। আমরা তাঁর আরাধনা করি হৃদয় হতে স্বচ্ছন্দে উৎসারিত সুরের লহরী দিয়ে। নতুন-নতুন সুরে উদ্বেলিত আমাদের স্তোত্রগান, হে জ্যোতির্ময় দেবতা, তোমার উদ্দেশে নিবেদিত হচ্ছে। আমাদের হৃদয়ে সুর জাগল, চেতনায় আমাদের স্মৃতির

দীপ হল অনির্বাণ, তারপর আমাদের মন্ত্র নিল বাণীরূপ, হৃদয়ের গভীরে নিহিত পরাবাক্ মধ্যমাগগন পাড়ি দিয়ে বৈখরীরূপে আত্মপ্রকাশ করল নতুন-নতুন স্তুতিতে, হে পূষা দেবতা তোমারই উদ্দেশে, তুমি তা আস্বাদন কর, নন্দিত হও।

এই সেই পূষা দেবতা, যিনি দীপ্তিমান, সমুজ্জ্বল। তাঁর উদ্দেশে আমাদের হৃদয় হতে উৎসারিত সুরের লহরী দিয়ে নতুন-নতুন স্তুতিগান নিবেদিত হচ্ছে।

ওগো দেবতা, পূষা, দীপ্তিমান তুমি,
উদ্দেশে তোমার নিবেদিত করি,—
নব-নব সুরের লহরী, স্তোত্রগান, কণ্ঠে আমাদের।

সায়ণভাষ্য— আঘৃণে দীপ্তিমন্ হে পূষন্ দেব। নব্যসী নবতরী ইয়ং সুষ্টুতিঃ শোভনা স্তুতিরূপা বাক্ তে ত্বৎসম্বন্ধিনী ভবতি। সৈষা স্তুতিঃ অস্মাভিঃ স্তোতৃভিঃ তুভ্যং ত্বদর্থং শস্যতে তাং জুষস্বেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ।।

ভাষ্যানুবাদ—আঘৃণে = দীপ্তিমন্ = দীপ্তিমান, সমুজ্জ্বল; হে পূষন্ দেব = হে পূষা সূর্য; নব্যসী = নবতরী = নতুন; সুষ্টুতিঃ = শোভনা স্তুতিরূপা বাক্ = এই সুন্দর স্তোত্রাদি; তে = ত্বৎসম্বন্ধিনী ভবতি = তোমার উদ্দেশে নিবেদিত। সৈষা স্তুতিঃ = সেই স্তুতি; অস্মাভিঃ = স্তোতৃভিঃ = আমরা স্তোতৃবৃন্দদ্বারা; তুভ্যং = ত্বদর্থং = তোমার উদ্দেশে; শস্যতে = নিবেদিত বা উচ্চারিত হচ্ছে; তাং জুষস্ব ইতি উত্তরেণ অন্বয়ঃ = পরের মন্ত্রের 'সেই স্তুতি গ্রহণ কর' এভাবে অন্বয় হবে।

৮

তাঁ জুষস্ব গিরং মম
বাজয়ন্তীমবা ধিয়ম্।
বধূয়ুরিব যোষণাম্।।

তাম্। জুষস্ব। গিরম্। মম।
বাজয়ন্তীম্। অবা। ধিয়ম্।
বধূয়ুঃ। ইব। যোষণাম্।

গিরম্— বাকের প্রেরণায় ঋষির হৃদয় হতে যা উৎসারিত হয় (বে.-মী. প্রথম খণ্ড-পৃ. ৩৯)। 'গিরঃ'—আত্মোদ্বোধনের বাণী (৩।২৯।১০)। সায়ণ বলছেন 'স্তুতিময় বাক্যাদি'।

মম— আমার; স্তোত্রকারী আমার (সা)।

তাম্— সেই।

জুষস্ব— তৃপ্তি সহকারে আস্বাদন করা; তৃপ্ত হও, নন্দিত হও (৩।১।১)।

বাজয়ন্তীম্— ['বাজম্' প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তির দিকে নিয়ে যাওয়া, যাতে বহির্মুখ প্রাণ অন্তঃশীল ওজঃশক্তিতে পরিণত হয় (৩।২৯।৯)। নিঘণ্টুতে বাজঃ 'অন্ন', 'সংগ্রাম'। বাজঃ = বীর্যের সাধনা (৩।৪২।৬ ইন্দ্র)।] বীর্যময়ী, ওজঃশক্তিময়ী।

অবা— [সায়ণ এখানে মানে করছেন 'অভিগচ্ছ'। 'অবঃ'কে বলা যেতে পারে আলোর প্রসাদ—যা সবসময় ঘিরে আছে (৩।৪২।৯)। 'অবঃ' আলোর পরিবেষ, আলোর কবচ, প্রসাদ (৩।২৬।৫—অগ্নি)।] ক্রিয়ার্থে অব 'রক্ষা করা' বোঝায়। দেবতা পূষার আলোর কবচ, প্রসাদ, আমাদের রক্ষা করে।

ধিয়ম্— ['ধী' একাগ্রভাবনা বা ধ্যানচেতনা (৩।৩।২); 'ধিয়ঃ' ধ্যানের

আলো (৩।৩৪।৫ ইন্দ্র); সেই আলো জ্ঞান আনে, প্রজ্ঞা আনে।] ধ্যানচেতনার শক্তি, ধ্যানের আলো।

বধূয়ুঃ ইব যোষণাম্— ['বধূ' = যাকে বহন করা যায়, নববিবাহিতা স্ত্রী।] 'বধূয়ু' √ বধূয় < বধূ + কী সমার্থে য্ + উ, বধূ চায় যে। 'যোষণা' < √ যু (একত্র হওয়া, মিশে যাওয়া) ষ + অন্ + আ, স্ত্রী। বধূকামী যেমন তৃপ্ত হয় মনোরমা স্ত্রীকে পেয়ে, তেমনি করে আমাদের বাণীকে সম্ভোগ কর। দেবতা পূষাকে দিই আহুতি, দিই বাণী আর মন—এমনি করে নিজের সবকিছু তাঁকে দিই। আমি যেমন তাঁকে চাই, তেমনি তিনিও চান আমাকে। (তু. ৩।৫২।৩ ইন্দ্র, ৪।৩২।১৬ ইন্দ্র)।

এইঋকেও পূষা দেবতার কথা। ইন্দ্র ও পূষা উভয়ের স্থান ভ্রূমধ্যে; পূষার পরেই সহস্রারে বিষ্ণুর ব্যাপ্তিচৈতন্য; পূষার সহচার প্রজ্ঞার সহচার তু. ঈশোপনিষদ ১৫-১৬, পূষাই সেখানে হিরণ্ময় পাত্রের আড়াল ঘুচিয়ে দেন। পূষা দেবতার উদ্দেশে স্তোত্রকারী আমার হৃদয় থেকে সেই স্তুতিময় প্রার্থনা ও স্তোত্রগীতি উৎসারিত হল, যাতে তিনি তৃপ্ত হন, নন্দিত হন। বীর্যবান পূষা, বিপুলা ওজঃশক্তি তাঁর (এখানে তাঁকে ওজঃশক্তিময়ী বলা হচ্ছে), সেই শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে আমাদের স্তুতি প্রার্থনার মধ্যে, আমাদের মন্ত্রবাণীতে। তাঁর প্রসাদ, তাঁর আলোর কবচ আমাদের রক্ষা করে, তিনি নেমে আসেন আমাদের মাঝে, হিরণ্ময় পাত্রের ঢাকনা খুলে দিয়ে। আমরা ধ্যানচেতনার শক্তি লাভ করি; ধ্যানের আলো আনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। হে পূষা দেবতা, বধূকামী যেমন তৃপ্ত হয় মনোরমা স্ত্রীকে পেয়ে, তেমনি করে আমাদের বাণীকে সম্ভোগ কর। দেবতা পূষাকে দিই আহুতি, দিই বাণী আর মন—এমনি করে নিজের সব-কিছু তাঁকে দিই। আমি যেমন তাঁকে চাই, তেমনি তিনিও চান আমাকে।

আমার সেই আত্মোদ্বোধনের বাণী, বাকের প্রেরণায় আমার হৃদয় থেকে যা উৎসারিত হল, তাতে হে পূষা তুমি নন্দিত হও। বীর্যময়ী তোমার শক্তিতে আমার

প্রার্থনাবাণীতে শক্তি সঞ্চারিত করে', তোমার আলোর প্রসাদ আমাদের রক্ষা করে। আমরা ধ্যানচেতনার আলো লাভ করি। আমাদের সব কিছু নিয়ে হে দেবতা তুমি তৃপ্ত হও, বধূকামী যেমন তৃপ্ত হয় মনোরমা বধূকে পেয়ে।

নন্দিত হও সে-বাণীতে মোর, বীর্যময়ী শক্তি তব
দিতেছে আলোর প্রসাদ মোরে, ধ্যানচেতনার।
তৃপ্ত হও তুমি বধূকামীন্যায়, আহুতিতে মোর।।

সায়ণ ভাষ্য— হে পূষন! স্তোত্রং কুর্ব্বাণস্য মম তাং তাদৃশীং গিরং স্তুতিলক্ষণং বাচং জুষস্ব সেবস্ব। স্তুত্যা প্রীতস্ত্বং বাজয়ন্তীং বাজমন্নমিচ্ছন্তীং হর্যকারিণীং ধিয়মিমাং স্তুতিং প্রতি অবাভিগচ্ছ। তত্র দৃষ্টান্তঃ— বধূয়ুরিব যথা বধূয়ুঃ স্ত্রীকামঃ যোষণাং স্ত্রিয়ং প্রত্যাগচ্ছতি তদ্বৎ।

ভাষ্যানুবাদ— হে পূষন্ = হে পূষা; স্তোত্রং কুর্ব্বাণস্য মম = স্তোত্রকারী আমার; তাং = তাদৃশীং = সেই; গিরং = স্তুতিলক্ষণং বাচং = স্তুতিময় বাক্যাদি; জুষস্ব = সেবস্ব = সেবন কর, গ্রহণ কর; স্তুত্যা প্রীত ত্বং = স্তুতিদ্বারা প্রীত হয়ে তুমি; বাজয়ন্তীম্ = বাজম্ অন্নম্ ইচ্ছন্তীং হর্যকারিণীং = বাজ মানে অন্ন, অন্নাভিলাষী আনন্দদায়ী; ধিয়ম্ = ইমাং স্তুতিং প্রতি = এই স্তুতির দিকে; অবা = অভিগচ্ছ = এস; তত্র দৃষ্টান্তঃ = সে ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হল যেমন; বধূয়ুঃ ইব = যথা বধূয়ুঃ স্ত্রীকামঃ = যেমন বধূর প্রতি স্ত্রীকামী ব্যক্তি; যোষণাং = স্ত্রিয়ং = স্ত্রীলোকের দিকে; প্রত্যাগচ্ছতি তদ্বৎ = ধাবিত হয়, যায় তেমন।

৯

যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি
ভুবনা সং চ পশ্যতি।
স নঃ পূষাবিতা ভুবৎ।।

যঃ। বিশ্বা। অভি। বিপশ্যতি।
ভুবনা। সম্। চ। পশ্যতি।
স। নঃ। পূষা। অবিতা। ভুবৎ।

যঃ— যে।
পূষা— পূষাদেব।
বিশ্বা অভি বিপশ্যতি— বিশেষভাবে দেখছেন সকল বিশ্বকে তার অভিমুখী হয়ে।
ভুবনা— [ভুবন = যা-কিছু হয়ে চলেছে (Becoming); বিভূতি (তু. ভূতি || Gk. phusis 'nature')। ঋগ্বেদে ক্লীবলিঙ্গ 'ভূম' ভূমি, পৃথিবী; পুংলিঙ্গে বোঝায় 'ব্যাপ্তি, বৈপুল্য' (১০।৯৮।১২)।] ব্যাপ্তি, বৈপুল্য। (বে.-মী. ৩য় খণ্ড- পৃ. ৬১৬)
চ— এবং।
সম্ পশ্যতি— একাত্ম হয়ে দেখছেন বা সম্যক জানেন।
সঃ— তিনি। সেই রকম দেবতা (পূষা)।
নঃ— আমাদের।
অবিতা— যিনি রক্ষা করেন তাঁর আলোর প্রসাদ দিয়ে।
ভুবৎ— হন।

এই ঋক্‌টিতে পূষা দেবতার কথা সমাপ্ত হচ্ছে। তাঁর কল্যাণদৃষ্টি

বিশ্বভুবনময় এইটি বিশেষভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। অধিলোকদৃষ্টিতে ভ্রূমধ্য হল অন্তরিক্ষের ঊর্ধ্বপ্রত্যন্ত। সেখানেই ইন্দ্র ও পূষার ধাম। ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান আর পূষা দ্যুস্থান। উপনিষদের ভাষায় একজন প্রাণ, আরেকজন প্রজ্ঞা। আধ্যাত্মিক স্থানসাম্যের জন্য পূষার সঙ্গে মরুদ্‌গণের সহচার ইন্দ্রসহচারের অনুরূপ —কেবল এক্ষেত্রে জোর পড়বে প্রজ্ঞার উপর। এই সহচারের আভাস পাওয়া যায় শংযু বার্হস্পত্যের দুটি মন্ত্রে, যেখানে পূষাকে মরুদ্‌গণের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে, তিনি যেন গুহাহিত আলোকবিত্তকে আমাদের কাছে প্রকট করেন শতে-শতে, হাজারে-হাজারে। এটি ইন্দ্রের বৃত্রবধের অনুরূপ ব্যাপার—ভ্রূমধ্যে আলোর ঝড় তুলে তার উজানে মূর্ধন্যচেতনায় সহস্ররশ্মি আদিত্যের আবির্ভাব ঘটানো।

দেবতা পূষা বিশেষভাবে দেখছেন সকল বিশ্বভুবনকে, তার অভিমুখী হয়ে তাঁর ব্যাপ্তিতে, বৈপুল্যে। একাত্ম হয়ে দেখছেন তিনি আমাদের, তিনি হন সেইরকম দেবতা যিনি রক্ষা করেন আমাদের তাঁর আলোর প্রসাদ দিয়ে।

যে পূষাদেব বিশেষভাবে দেখছেন সকল বিশ্বকে তার অভিমুখী হয়ে; দেখছেন তাঁর ব্যাপ্তিতে, বৈপুল্যে, এবং দেখছেন একাত্ম হয়ে, —তিনি হন সেই দেবতা যিনি রক্ষা করেন আমাদের তাঁর আলোর প্রসাদ দিয়ে। তিনি ঘটান ভ্রূমধ্যে মূর্ধন্যচেতনায় সহস্ররশ্মি আদিত্যের আবির্ভাব।

যে-দেবতা পূষা দেখেন বিশ্বকে, বিশেষভাবে,
দেখেন একাত্ম হয়ে তাঁর ব্যাপ্তিতে-বৈপুল্যে।
হন সেই দেবতা যিনি রক্ষা করেন আমাদের,
আলোর প্রসাদ দিয়ে।।

সায়ণভাষ্য— যঃ পূষা বিশ্বাভুবনা সর্ব্বান্ লোকানভি আভিমুখ্যেন বিপশ্যতি বিশেষেণ পশ্যতি কিঞ্চ তানি সংপশ্যতি তদ্বস্তু যাথাত্ম্যং সম্যক্

জানাতি সঃ তাদৃশঃ পূষাদেবঃ নোঽস্মাকমবিতা রক্ষকো ভুবৎ ভবতু।

ভাষ্যানুবাদ— যঃ = পূষা = যে পূষাদেব; বিশ্বাভুবনা = সর্ব্বান্ = লোকান্ = সকল বিশ্বভুবন; অভি = আভিমুখ্যেন = অভিমুখী হয়ে; বিপশ্যতি = বিশেষেণ পশ্যতি = বিশেষভাবে দেখেন; কিঞ্চ = আর কি? তানি সংপশ্যতি = তদ্বস্তু যাথাত্ম্যং সম্যক্ জানাতি = সেইবস্তুসমূহ একাত্ম হয়ে সম্যক্ জানেন; সঃ = তাদৃশ = সেইরকম পূষা দেবতা; নঃ = অস্মাকম্ = আমাদের; অবিতা = রক্ষকঃ = রক্ষকারী; ভুবৎ = ভবতু = হন।

১০

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।

তৎ। সবিতুঃ। বরেণ্যম্।
ভর্গঃ। দেবস্য। ধীমহি।
ধিয়ঃ। যঃ। নঃ। প্রচোদয়াৎ।

এই গায়ত্রী মন্ত্রটির (একে ব্রহ্মগায়ত্রীও বলা হয়) বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিভিন্ন যুগে ঋষি-মুনি-কবিরা করেছেন, পদব্যাখ্যার সময়ে সেগুলি প্রয়োজন-মত দেওয়া হবে। শুধু সায়ণ-ভাষ্যটি আলাদা করে মন্ত্রানুবাদের পরে দেওয়া হচ্ছে।

তৎ— ['তৎ' শব্দের অর্থ গীতা মতে 'ব্রহ্ম' করা যায়। গীতা বলেন 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনটি ব্রহ্মের বাচক। সায়ণ এই 'তৎ'কে বলছেন 'তস্য সর্বাসু শ্রুতিষু প্রসিদ্ধস্য'। 'তৎ'কে সবিতৃদেবের ভর্গের

বিশেষণ বলেও ধরা যায়। তাহলে মানে দাঁড়ায় সেই ভর্গ।] সংহিতায় এবং উপনিষদে বিশ্বোত্তীর্ণকে বলা হয় 'তৎ' (দ্র. ৩।৩৫।৭)।

সবিতুঃ— [সায়ণ বলছেন 'সর্বান্তর্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টু পরমেশ্বরস্য'; সবিতা পরমেশ্বর, জগৎস্রষ্টা। সবিতাকে সূর্যের সমার্থক বলেও ধরা হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। সবিতা জীবের ধীবৃত্তির প্রচোদক। সূর্যরশ্মিকে ধরে তার ঊর্ধ্বগতি। দ্যুলোকে 'বৃত্র' আঁধারের আবরণ। মধ্যরাত্রির গভীর হতে শুরু হয়েছে অশ্বিদ্বয়ের অভিযান, আলোর সূচনা এসে ফুটল উষার কূলে। তারপর নেপথ্য হতে সবিতার কীর্ণচ্ছটা, তারপর যথাক্রমে ভগ সূর্য ও পূষার অভ্যুদয়, অবশেষে মাধ্যন্দিন গগনে বিষ্ণুর প্রভাস্বর মহিমার প্রকাশ। (বে.-মী.-প্রথম খণ্ড-পৃ. ৩১, ২২৮)।] সবিতা এখানে বিশেষকরে বিশ্বমানবের দেবতা, বিশ্বজনীন অমৃতজ্যোতিকে আশ্রয় করে তিনি উদিত হন জীবের ধীবৃত্তির প্রচোদনার জন্য। এই মন্ত্রে তিনি পরমেশ্বর পদবাচক। (দ্র. বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ২৪৯)। তিনি যেন জ্যোতির জ্যোতি বা সূর্যের সূর্য। সবিতুঃ = সবিতার।

বরেণ্যম্— [সাধারণ অর্থে বরণীয়। এখানে 'ভর্গে'র বিশেষণ। সকলের আরাধ্য, উপাস্য ও ভজনীয়] মন্ত্রটিতে যেন সবকিছু বরেণ্য। সবিতৃদেবের 'ভর্গ' ও 'প্রচোদনা' দুইই বরেণ্য।

ভর্গঃ— [ভ্রস্জ ধাতুর সহিত ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে 'ভর্গ' শব্দ। ভ্রস্জ (পাক করা, সিদ্ধ করা),—কর্তৃবাচ্যে যে করে, কর্মবাচ্যে যাহাকে করে। এখন সূর্যের কিরণে পাক হয় (আচার্য শঙ্করের মতে পাক করা অর্থ বিনাশ করা, অবিদ্যাকে যে বিনাশ করে, সে-ই ভর্গ), সিদ্ধও হয়। সিদ্ধ করা কিন্তু বিনাশ করা নয়, গ্রহণযোগ্য করা, সুপাচ্য করা। 'ভর্গ' শব্দের আর-একটি অর্থ 'যাতায়াত', 'গতি'। ব্রহ্মজ্যোতি জগৎকে প্রকাশিত করেন; তিনি জগতের নিমিত্ত-

কারণরূপে জগতের বাইরে, আবার উপাদান-কারণরূপে জগতের ভিতরে আছেন। অতএব তিনি বিশ্বগ বা বিশ্বাত্মক (immanent), আবার বিশ্বাতিগ বা বিশ্বোত্তীর্ণ (transcendent)। এই যাতায়াত যিনি করেন তিনি জ্যোতিস্বরূপ, ব্রহ্মজ্যোতি।] চিজ্জ্যোতি, জ্যোতিস্বরূপ (সেখানে সবিতার সঙ্গে একাত্ম)।

দেবস্য— 'দেবস্য'কে সবিতুঃ-র বিশেষণ ভাবা যায় অথবা ভর্গের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত-ও করা যায়, —'দেবস্য ভর্গঃ' বা 'দেবস্য সবিতুঃ'। 'দেব' শব্দ অর্থ দীপ্যমান, জ্যোতিষ্মান; লীলাময়-ও বিশেষভাবে। সবিতা, ভর্গ, সবই জ্যোতিষ্মান্—বিশ্বকে নিয়ে তাঁদের লীলা।

ধীমহি— ['ধীমহি' অর্থে ধ্যান করা বা ধারণা করাও বোঝায়] ধ্যান করি। কাকে? দেবস্য ভর্গকে, —এই ভর্গ সবিতারও বা সবিতা নিজেই।

ধিয়ঃ যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ— [ধী (√ ধীর সঙ্গে √ ধা-র যোগ আছে) দ্যুলোকজাত নিত্যজাগ্রত আদ্যাশক্তি। বিদ্যার সে অপরিহার্য সাধন। এই ধী-ই সরস্বতী (ও সরস্বান)। উপনিষদের বিজ্ঞান, সংহিতার ধী আর সাংখ্যের বুদ্ধি একই তত্ত্ব। ঋগ্বেদে যা 'ধী'-যোগ, গীতায় তা-ই 'বুদ্ধিযোগ'। 'ধী' দ্যুলোক থেকে নামে—তা হল দেবতার আবেশ কিন্তু মানুষের-ও করণীয় কিছু আছে—সে হল অগ্নি-সমিন্ধন (আন্তর অগ্নি)। 'ধী'কে মার্জিত করতে হয় মন, মনীষা, হৃদয় ও বুদ্ধি (ধী) দিয়ে তারপর 'অক্ষভিঃ' অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে—এই হল 'ধী' যোগের পাঁচটি পর্ব। এর চরমেই সাক্ষাৎকার। 'ধী' একদিকে অণ্বীঃ (অতিসূক্ষ্ম) পরমা, অন্যদিকে ব্যবহারিক চেতনার সহজ পুরন্ধিঃ। দ্র. ৩।৩।৮ — বৈশ্বানর অগ্নি।] আমাদের এই ধী-কে যিনি প্রচোদিত করেন, তিনি-ই সবিতা বা তাঁর ভর্গ। 'প্রচোদয়াৎ' পদের মানে তিনভাবে করা যায়—প্রচোদনা করেন, প্রচোদনা করুন, তিনি যেন প্রচোদনা করেন। 'প্রচোদনা' শব্দের ধাতুগত অর্থ প্রেরণা বা কর্ম প্রবর্তনা (চুদ্ প্রেরণে)। 'সবিতা'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আসছে < √ সূ (প্রেরণা

দেওয়া, প্রসব করা) থেকে। একটি পিতার গর্ভাধানের তুল্য, আর-একটি মাতার গর্ভমোচনের; সবিতার মাঝে প্রথম ভাবের প্রাধান্য, যদিও দ্বিতীয়টির ধ্বনিও আছে। ঋগ্বেদে, সবিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই এই প্রসবক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় (যাস্ক বলেন 'সবিতা সর্বস্য প্রসবিতা')। এই মন্ত্রটিতে এই প্রসবের অর্থ স্পষ্ট হয়েছে। প্রসব দেবতার 'প্রচোদনা', আমাদের বুদ্ধির পরে তাঁর ক্রিয়া যা আমাদের অমৃতের পথে এগিয়ে দেয়। বিচিত্র তাঁর প্রসব বা প্রচোদনা (অথর্ব ৫।২৪।১)। জীবনের যা-কিছু অভীপ্সিত সমস্তই ফুটে উঠছে তাঁর প্রেরণায়। শুধু তাই নয়, সেই প্রচোদনার শক্তিতে পথের যা-কিছু বাঁকাচোরা তাও দূর হয়ে যাচ্ছে। ঋষির প্রার্থনা 'দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং, প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়' (বা.স. ৯।১)। (দ্র. ঋ. ৩।৫৪।১১—সবিতা)।

'গায়ত্রী মণ্ডলের' চতুর্থ সূক্তের ভূমিকায় আমরা দেখেছি 'গায়ত্রী-মন্ত্র'র কথা। ঋগ্বেদে তৃতীয় মণ্ডলের বা 'গায়ত্রী মণ্ডলের' একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র এবং তাঁর বংশধরেরা। বিশ্বামিত্রের সাবিত্রী ঋক্ বা গায়ত্রী-মন্ত্র এই মণ্ডলের শেষ সূক্তের অন্তর্গত। বেদের স্বাধ্যায় এদেশ হতে লুপ্ত প্রায়, কিন্তু এখনও এই মন্ত্রটি ভারতবর্ষের দ্বিজাতিমাত্রেরই নিত্যজপের মন্ত্র,—গায়ত্রী তার ইষ্টদেবতা, সাবিত্রী-দীক্ষাই তার অধ্যাত্মসাধনার প্রথম পাঠ। শুধু তাই নয়, এই বৈদিক গায়ত্রীর আদর্শেই সর্বসাধারণের জন্য এদেশে বহু দেবতার তান্ত্রিক গায়ত্রী রচিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। এককথায় ব্রহ্মবাদিনী ছন্দোমাতা গায়ত্রী আজও নিত্যা-বাক্‌রূপে আর্যভারতের অধ্যাত্মসাম্রাজ্যের 'রাষ্ট্রী, সঙ্গমনী বসূনাম্—চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্' (ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৩)। বৈদিক সাধনার গঙ্গোত্রী হতে আজ আমরা বহুদূরে সরে এসেছি, কিন্তু তবুও আমরা গায়ত্রীকে ভুলতে পারিনি। চিরন্তন অতীতের সঙ্গে তিনিই আজ পর্যন্ত আমাদের যোগ রক্ষা করে এসেছেন।

ঋ. ৩।৫৩।১২-তে আমরা দেখছি রাজা সুদাসের যজ্ঞভূমিতে দাঁড়িয়ে ঋষি

বিশ্বামিত্র উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্'—আমি বিশ্বামিত্র, আমারই বৃহৎভাবনার চিদ্বীর্য রক্ষা করছে ভারতজনকে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে একটি ভাবের অভিব্যঞ্জনা খুবই স্পষ্ট—বিশ্বামিত্র আজ পর্যন্ত ভারতভাগ্যবিধাতা, তাঁর আবিষ্কৃত সাবিত্রীমন্ত্র আজ পর্যন্ত আমাদের ইষ্টমন্ত্র, তাঁর গায়ত্রী আজ পর্যন্ত আমাদের প্রজ্ঞাপারমিতা তারিণী। সপ্তর্ষিযুগের মান দিয়ে বিচার করলে বলা চলে, আমরা বর্তমানে বাস করছি বিশ্বামিত্র-বলয়ে, যাঁর অদৃশ্য প্রভাব ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-চেতনাকে যুগসন্ধিতে এনে দাঁড় করিয়েছে এক নূতন উষার তোরণদ্বারে। বিশ্বামিত্রের সেই সুপ্রাচীন ব্রহ্মঘোষ এক কান্তোজ্জ্বল ভবিষ্য দিব্যদর্শনেরই ব্যাহৃতি, উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পেয়েছি যাকে সার্থক করবার দায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমরা সবাই বিশ্বামিত্র-সাবিত্রীর সন্তান। (দ্র. গা.ম. ১ম খণ্ড-পৃ. ৮৪-৮৬, তদেব ৫ম খণ্ড-পৃ. ১২৬)।

আমরা জেনেছি উপনিষদ্ থেকে, গায়ত্রীর তিনটি পদ যথাক্রমে ত্রিলোক, ত্রিবিদ্যা এবং ত্রিপ্রাণ (প্রাণ, অপান ও ব্যান)। তাঁর চতুর্থ পদ হলেন আদিত্য যিনি দর্শত অর্থাৎ সূক্ষ্ম অগ্র্যা বুদ্ধির দ্বারা দৃশ্য এই হৃদয়ে, এবং পরোরজাঃ বা লোকোত্তর। এই তুরীয় পদই সত্য এবং প্রত্যক্ষগম্য। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা হল প্রাণ। আচার্য অন্তেবাসীকে সাবিত্রীগায়ত্রীরই উপদেশ দেবেন। এই গায়ত্রী একপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুস্পদী, আবার অপাৎ বা পদশূন্যা। অগ্নিই গায়ত্রীর মুখ। (বে.-মী. ১ম খণ্ড-পৃ. ২১২)।

'দেবীভাগবতম'-এ দ্বাদশ স্কন্ধে, ৪র্থ অধ্যায়ে অথর্ববেদ কথিত 'গায়ত্রী হৃদয়ে'র সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

নারায়ণ উবাচ— "অথ তৎসম্প্রবক্ষ্যামি তন্ময়ত্বমথো ভবেৎ।
গায়ত্রীহৃদয়স্যাস্যপ্যহমেব ঋষিঃ স্মৃত।।৭
গায়ত্রীচ্ছন্দ উদ্দিষ্টং দেবতা পরমেশ্বরী।"

(এক্ষণে আমি সেই গায়ত্রী-হৃদয় বলিব, যাহা জ্ঞান হইলে মানব তন্ময় হইতে পারিবে। বিজ্ঞগণ আমাকেই এই গায়ত্রী-হৃদয়ের ঋষি বলিয়া জানেন, উহার ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা পরমেশ্বর গায়ত্রী দেবী।)

['দেবীভাগবতম্'—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত; বাংলায় অনুবাদও তাঁর—নবভারত প্রথম সংস্করণ; পুনর্মুদ্রণ ১৪০১ বঙ্গাব্দ।]

আচার্য শঙ্করও এই গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষ্য করেছেন। 'শাঙ্করভাষ্যমে'র অনুবাদ থেকে কিছু সংসৃষ্ট অংশ এখানে দেওয়া হচ্ছে :

গায়ত্রী মহামন্ত্র পরমাত্মার সর্বাত্মকত্বের দ্যোতনা অর্থাৎ বার্তা বহন করে। স্বয়ংপ্রকাশের ভাবনা সমগ্র গায়ত্রীতত্ত্বে বিরাজিত।

শুদ্ধাগায়ত্রী (ব্যাহৃতিযোগ যাতে নেই) হলেন ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক; ব্রহ্মযাত্রা পথের মহাসঙ্গীত হলেন গায়ত্রী—তাই তিনি হলেন ব্রহ্মগায়ত্রী।

'তৎ' শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মকেই বোঝায় (ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ' (গী. ১৭।২৩)। 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি'—আমাদের ধী বা বুদ্ধিকে তিনি প্রেরণা দেন।

'সবিতুর্‌ইতি'—'সবিতুঃ' এই পদের দ্বারা সবিতাই সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী দ্বৈতবিভ্রান্তিকর সর্ববিধ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানরূপে লক্ষিত হচ্ছেন। 'বরেণ্যম্ ইতি'—তাঁর সর্ববরণীয় নিরতিশয় আনন্দরূপ। 'ভর্গ'—অবিদ্যাদি দোষভর্জিত অর্থাৎ দগ্ধ হয়ে আত্মজ্ঞানের সূচনার ইঙ্গিত করে। 'ভর্গ' অবিদ্যাদি সমূলে নাশ করেন। 'দেবস্য'— সর্বদ্যোতনাত্মক অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় রসস্বরূপকে বোঝায়। 'সবিতুঃ' এবং 'দেবস্য' উভয়েতেই অভিন্ন বিভক্তি প্রয়োগ করে সমার্থবাচী করা হয়েছে—যিনিই সবিতা তিনিই দেবতা।

ধ্যান করছি কার? আমি আমার স্বরূপেরই ধ্যান করছি। ধ্যানের মধ্য দিয়ে পরাজ্ঞান হলে—ব্রহ্ম, জগৎ এবং আমি সব একাকার হয়ে যায়।

গায়ত্রীমন্ত্র সব-কিছুতেই ব্রহ্মবোধ সঞ্চার করেন। ব্রহ্মগায়ত্রী মূলত ব্রহ্মেরই ধ্যানমন্ত্র। ক্ষুদ্র 'আমি' বিরাট 'আমি'তে পর্যবসিত হই—এইটি গায়ত্রীমন্ত্রের আসল মর্মার্থ।

(দ্রষ্টব্য— আচার্য শঙ্করের 'অদ্বৈতবোধ' ঠিক বেদের 'অদ্বৈতবোধ' নয়। বেদে 'একদেবতা'কে যেমন মানা হয়, তেমনি 'বহুদেবতা'কেও মানা হয়। 'এক' 'বহু' হয়ে নামছেন, আবার 'বহু' 'এক' হয়ে উঠে যাচ্ছেন—অনুলোম-বিলোম শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—এইটি বেদের পূর্ণাদ্বৈতবোধ।)

'সবিতৃদেব' প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "...... that is the desirable flame and splendour of the divine Creator (Savitri) on which the seer has to meditate and towards which this god impels our thoughts that the bliss of the creative godhead on the forms of which our soul must meditate as it journeys towards it." ('On the Veda', First University Edition, 1956 : page 543).

রবীন্দ্রনাথ বলছেন : ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্যসম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলার যে-মন্ত্র ভারতবর্ষে আছে তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। "এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি।" কিন্তু কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব? "যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব।" 'অগণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনারূপে দেখেই চলে যাব না, তার মাঝখানে অখণ্ড সত্যকে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখব, এইজন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র গায়ত্রী।'

গীতার দশম অধ্যায়ে (বিভূতিযোগ) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "গায়ত্রী ছন্দসামহম্"। ছন্দকে যদি বেদ অর্থ করি তবে এর মানে হয় "বেদের মধ্যে আমি গায়ত্রী" অর্থাৎ বেদের মধ্যে গায়ত্রী সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র। গায়ত্রীমন্ত্রের মধ্যে নিখিল বেদ বীজস্বরূপে বিদ্যমান আছেন। বেদ একটি মহীরুহ। গায়ত্রী মন্ত্র তাহার বীজ। (মহানামব্রত ব্রহ্মচারী—বেদবিচিন্তন-পৃ. ২৭৯)। 'গায়ত্রী দ্যুলোক হতে কুমারী মেয়ে হয়ে সোমকে নামিয়ে এনেছিলেন পৃথিবীতে—বেদের ব্রাহ্মণে এই কাহিনী প্রসিদ্ধ। গায়ত্রী তাই কুমারীতন্ত্রেরও আধার।' (গীতানুবচন-২য় খণ্ড- ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ-পৃ. ৬৩; প্রশ্নকারক : 'সত্যানন্দ', উত্তরদাতা : অনির্বাণ)। গায়ত্রীমন্ত্রের বহু বিভাব, এই ভারতভূমিতে।

সেই সবিতৃদেবতার বরণীয় জ্যোতিকে ধ্যান করি (আমরা)। তিনি আমাদের 'ধী'কে প্রেরণা দিচ্ছেন,—এই 'ধী' দ্যুলোক থেকে নামে, এই 'ধী' উপনিষদের বিজ্ঞান, সাংখ্যের বুদ্ধি। বিচিত্র তাঁর (দেবতার) প্রসব বা প্রচোদনা। জীবনের যা

কিছু অভীপ্সিত সমস্তই ফুটে উঠছে তাঁর প্রেরণায়; শুধু তাই নয়, সেই প্রচোদনার শক্তিতে যা-কিছু বাঁকাচোরা, তাও দূর হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ধ্যানচেতনা জাগ্রত হচ্ছে।

বরণীয় সবিতৃদেবের সেই
জ্যোতিকে, ধ্যান করি আমরা।
প্রেরণা দিন তিনি আমাদের বুদ্ধি ও বোধিকে।।

সায়ণভাষ্য— যঃ সবিতাদেবঃ নোঽস্মাকং ধিয়ঃ কর্ম্মাণি ধর্ম্মাদিবিষয়া বা বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ তত্তস্য সর্ব্বাসু শ্রুতিষু প্রসিদ্ধস্য দেবস্য দ্যোতমানস্য সবিতুঃ সর্ব্বান্তর্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য আত্মভূতং বরেণ্যং সর্ব্বৈরূপাস্যতয়া জ্ঞেয়তয়া চ সংভজনীয়ং ভর্গ অবিদ্যা তৎকার্য্যয়োর্ভর্জনাদ্ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজ ধীমহি তদ্‌মোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽমমতি বয়ং ধ্যায়েম। যদ্বা তদিতি ভর্গো বিশেষণং সবিতুর্দ্দেবস্য তত্তাদৃশং ভর্গঃ ধীমহি। কিং তদপেক্ষায়ামাহ। যঃ ইতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। যদ্ভর্গো ধিয়ঃ প্রচোদয়াদিতি তদ্ধ্যায়েমিতি সমন্বয়ঃ। যদ্বা যঃ সবিতা সূর্য্যঃ ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি তস্য সবিতুঃ সর্ব্বস্য প্রসবিতুর্দ্দেবস্য দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য তৎসর্ব্বৈর্দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং বরেণ্যং সর্ব্বৈঃ সংভজনীয়ং ভর্গঃ পাপানাং অপকং তেজোমণ্ডলং ধীমহি ধেয়তয়া মনসা ধারয়েম। যদ্বা ভর্গঃ শব্দেনান্নমভিধীয়তে। যঃ সবিতাদেবো ধিয়ঃ প্রচোদয়তি তস্য প্রসাদাদ্ভর্গোঽন্নাদিলক্ষণং ফলং ধীমহি ধারয়ামঃ তস্মাদাধারভূতাঃ ভবেমেত্যর্থঃ। ভর্গশব্দস্যান্নপরত্বে ধীশব্দস্য কর্ম্মপরত্বে চ আথর্ব্বণং—বেদাংশ্ছন্দাংসি সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ভুবয়োঽন্নমাহুঃ। কর্ম্মাণি ধিয়স্তদুতে প্রব্রবীমি প্রচোদয়নৎ সবিতায়াভিরেতীতি।।

ভাষ্যানুবাদ— আচার্য সায়ণ তাঁর ভাষ্যে মন্ত্রটির চাররকম অর্থ করেছেন। ব্যাহৃতির উল্লেখ কোথাও করেন নি। সেইমতো অনুবাদ করা হল।

(১) যঃ = সবিতাদেবঃ = যে সবিতাদেব; নো = অস্মাকং = আমাদের; ধিয়ঃ = কর্ম্মাণি ধর্ম্মাদিবিষয়া বা বুদ্ধীঃ = কর্ম বা ধর্মাদিবিষয়ে বুদ্ধিসমূহকে; প্রচোদয়াৎ = প্রেরয়েৎ = প্রেরণা দেন; তৎ = তস্য সর্ব্বাসুশ্রুতিযু প্রসিদ্ধস্য = সকল বেদে প্রসিদ্ধ তাঁর; দেবস্য = দ্যোতমানস্য = জ্যোতির্ময় দেবতার; সবিতুঃ = সর্ব্বান্তর্যামিতয়াপ্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য = সর্বান্তর্যামিতা দ্বারা প্রেরয়িতা জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের; আত্মভূতং = আত্মভূত; বরেণ্যং = সর্ব্বৈঃ উপাস্যতয়া জ্ঞেয়তয়া চ সংভজনীয়ং = সকলের দ্বারা উপাস্য, জ্ঞেয় এবং অর্চনীয়; ভর্গঃ = অবিদ্যা তৎকার্যয়ো ভর্জনাৎ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ = অবিদ্যা এবং তার কার্যাদি যিনি ভর্জন বা দগ্ধ করেন তিনি হলেন ভর্গ, স্বয়ংজ্যোতি পরব্রহ্মের তেজ সেটি; ধীমহি = তৎ যঃ অহং সঃ অসৌ যঃ অসৌ সঃ অহম্ ইতি বয়ং ধ্যায়েম = যে আমি সেই তিনি, যে তিনি সেই আমি—এভাবে আমরা তাঁর ধ্যান করি।

(২) যদ্বা = অথবা; তৎইতি ভর্গঃ বিশেষণং সবিতুর্দ্দেবস্য তৎ তাদৃশং ভর্গঃ ধীমহি = 'তৎ' হল ভর্গঃ সবিতৃদেবের বিশেষণ অর্থাৎ তাদৃশ ভর্গ আমরা ধ্যান করি; কিং তৎ অপেক্ষায়াম্ আহ, যঃ ইতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ, যদ্ভর্গো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ ইতি তৎ ধ্যায়েম ইতি সমন্বয়ঃ = সেটি কি এই উত্তরে বলা হল, পরের 'যঃ' এর ক্ষেত্রে লিঙ্গব্যত্যয় মানে পুংলিঙ্গ হয়েছে, প্রথমটি ক্লীবলিঙ্গ, অর্থাৎ কথাটি হল যে ভর্গ ধীশক্তি প্রচোদিত করেন তাঁকে আমরা ধ্যান করছি এভাবে সমন্বয় সাধন করতে হবে;

(৩) যদ্বা = অথবা; যঃ সবিতা = সূর্য্যঃ = সূর্য; ধিয়ঃ = কর্ম্মাণি = কর্মসমূহ; প্রচোদয়াৎ = প্রেরয়তি = প্রেরণ করেন; তস্য সবিতুঃ = সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ = সকলের প্রসবিতা; দেবস্য = দ্যোতমানস্য

সূর্য্যস্য = সমুজ্জ্বল সূর্যের; তৎ = সর্ব্বৈর্দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং = সকলে দেখতে পায় বলে প্রসিদ্ধ; বরেণ্যং = সর্ব্বৈ সংভজনীয়ং = সকলের দ্বারা বন্দনীয়; ভর্গঃ = পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং = পাপসমূহের সন্তাপক তেজমণ্ডল; ধীমহি = ধেয়তয়া মনসা ধারয়েম = ধ্যানের দ্বারা মনে ধারণ করি।

(৪) যদ্বা = অথবা; ভর্গঃ শব্দেন অন্নম্ অভিধীয়তে = ভর্গঃ শব্দের একটি অর্থ হয় অন্ন; যা সবিতাদেবঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়তি তস্য প্রসাদাৎ ভর্গঃ অন্নাদিলক্ষণং ফলং ধীমহি ধারয়ামঃ তস্মাৎ আধারভূতাঃ ভবেম ইত্যর্থঃ = যে সবিতাদেব বুদ্ধিসমূহ প্রেরিত করেন, তাঁর প্রসাদে 'ভর্গ' অর্থাৎ অন্নাদি ফল আমরা ধারণ করি অর্থাৎ অন্নাদি ধারণ, উৎপাদন ও সংরক্ষণে আমরা সমর্থ হই; ভর্গশব্দস্য অন্নপরত্বে ধীশব্দস্য কর্ম্মপরত্বে চ আথর্ব্বণং = ভর্গশব্দ অন্ন অর্থে এবং ধীশব্দ কর্মের অর্থে অথর্ববেদে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রটি হল—'বেদাং শ্ছন্দাংসি সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ভূবয়োঽন্নমাহুঃ। কর্ম্মাণি ধিয়স্তদুতে প্রবব্রীমি প্রচোদয়নৎ সবিতায়াভিরেতি'। ইতি।

১১

দেবস্য সবিতুর্বয়ং

বাজয়ন্তঃ পুরংধ্যা।

ভগস্য রাতিমীমহে।

দেবস্য। সবিতুঃ। বয়ম্।
বাজয়ন্তঃ। পুরন্ধ্যা।
ভগস্য। রাতিম্। ঈমহে।

ভগস্য— ['ভগ' = √ ভজ্ (আবিষ্ট হওয়া) + অ; হৃদয়স্থ আনন্দের দেবতা, চিদাবেশ। হৃদয়ের সঙ্গে আদিত্যের যোগ রশ্মির মাধ্যমে—এটি উপনিষদের ছবি। অগ্নি আর ভগ দুজনেই যোগভূমির দিশারী—অগ্নি উজান বইছেন, ভগ নেমে আসছেন (৩।২০।৪-অগ্নি)। 'ভগঃ' = হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই ভগকে বলা হয়েছে 'সহস্রশাখ' (দ্র. ৩।৩৬।৫-ইন্দ্র)। সপ্তপদীর ছক্‌টি যদি মনে করি, তাহলে দেখতে পাব, ভগ হৃদয়ে থেকে মণিপুরে সবিতা আর আজ্ঞাচক্রে পূষার সঙ্গে বারবার যুক্ত হচ্ছেন। মণিপুর, অনাহত আর আজ্ঞাচক্র—তন্ত্রে এই তিনটি যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি। ভগের সঙ্গে সবিতার এবং পূষার বিশেষ যোগ এই দিক দিয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার সাবিত্র মন্ত্রে হাজার-হাজার বছর ধরে ত্রিসন্ধ্যায় যে-দেবতাকে আমরা আবাহন করে আসছি, তিনি ভগ অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা; সাবিত্রী-সাধনা এমনি করে আপামর সকলের ভক্তিসাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসেছে চিরকাল ধরে। (৩।৪৯।৩)।] হৃদয়স্থ আনন্দের দেবতার,—'সবিতা'র সঙ্গে যিনি যুক্ত হচ্ছেন বারে-বারে।

সবিতুঃ— [পূর্বঋক্ দ্রষ্টব্য; সবিতা প্রেরণার, প্রসবের দেবতা] সবিতার।

দেবস্য— [পূর্ব ঋক্ দ্রষ্টব্য; দীপ্যমান, জ্যোতিষ্মান।] দীপ্যমানের।

বয়ম্— আমরা।

পুরন্ধ্যা (পুরংধ্যা)— ['পুরন্ধি' 'অমূর' অর্থাৎ অমূর্ত বা চিন্ময়—৪।২৬।৭; সাধারণত ইনি স্ত্রীদেবতা এবং ভগের সঙ্গে যুক্ত, নামের অর্থ

'পূর্ণতাকে আহিত করেন যিনি' (তু. 'লক্ষ্মী')—বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ২৫৮] ভগের সঙ্গে যুক্ত স্ত্রীদেবতার দ্বারা, যিনি চিন্ময়ী।

বাজয়ন্তঃ— [৩।৬২।৮ ঋক্ দ্রষ্টব্য; 'বাজম্' প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তির দিকে নিয়ে যাওয়া; 'বাজঃ' বীর্যের সাধনা] বীর্যময়ী, ওজঃশক্তিময়ী।

রাতিম্— 'রাতি' দেবতার দান, প্রসাদ; তুলনীয় সাধকের 'রাতি' ও দেবতার 'রাতি'। আমি দিলে তবে তিনি দেন। আমার দেওয়া নিজেকে রিক্ত করা। আর তাঁর দেওয়া পূর্ণতা। রাতির এই দুটি ব্যঞ্জনা। (৩।১৯।২)।

ঈমহে— প্রার্থনা করি; আকাঙ্ক্ষা করি।

এই ঋক্‌টিতে অনেক দেবতার সমাহার,—বিশেষ করে সবিতার, ভগের এবং দেবী পুরন্ধির। মুখ্য দেবতা অবশ্যই সবিতা, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন ভগ এবং পুরন্ধি। 'ভগ' হৃদয়ে থেকে মণিপুরে 'সবিতা'র সঙ্গে বারবার যুক্ত হচ্ছেন; হৃদয় অনাহত চক্র, আর মণিপুর চক্র ঠিক তার নীচে। একটি বিষ্ণুগ্রন্থি, অপরটি ব্রহ্মগ্রন্থি। ভগ আদিত্য, হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ রশ্মির মাধ্যমে, তিনি নেমে আসেন আদিত্যলোক থেকে হৃদয়ে; তিনি আনন্দের দেবতা। তাঁকে পাওয়ার সাধনা আমাদের ভক্তির সাধনা, তিনি আমাদের হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা। কিন্তু এই সাধনার প্রেরণা জাগান্ কোন্ দেবতা? তিনি অবশ্যই সবিতা, —তিনি দেবতা প্রচোদনার, প্রসবের। আমাদের চিত্তবৃত্তিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁর দীপ্তি আমরা পাই তাঁর ধ্যানে। এই দুইদেবতার সঙ্গে আরো পাচ্ছি দেবী পুরন্ধিকে; ইনি চিন্ময়ী, আহিত করেন পূর্ণতাকে। ঐশ্বর্য দেন লক্ষ্মীর মত।

এঁরা সবাই দীপ্যমান, জ্যোতির্ময়, বরণীয়। সবাই বীর্যময়, ওজঃশক্তিময়, —আমাদের প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তির দিকে নিয়ে যান। আমরা প্রার্থনা করি তাঁদের প্রসাদ, আমাদের সব-কিছু উজাড় করে তাঁদের দিয়ে; তাতে তাঁরা আমাদের দেন পূর্ণতা, আমরা তাঁদের সাযুজ্যের পথে উত্তীর্ণ হই।

দেবতা সবিতার, আর ভগের ও পুরন্ধির, দ্বারা আমরা আবিষ্ট হই। তাঁরা জ্যোতির্ময়, বীর্যবান,—তাঁদের শক্তি ও জ্যোতি আমাদের পরিপূর্ণ করে। আমরা প্রার্থনা করি তাঁদের প্রসাদ, আমাদের সবকিছু তাঁদের কাছে উজাড় ক'রে দিয়ে।

প্রার্থনা করি জ্যোতির্ময় দেবতা :
সবিতা, ভগ আর পুরন্ধির দেওয়া প্রসাদ;
উজাড় করে দিয়ে আমাদের সব-কিছু।।

সায়ণভাষ্য— বাজয়ন্তং বাজমন্নমাত্মন ইচ্ছন্তো বয়ং দেবস্য দ্যোতমানস্য সবিতুঃ পুরন্ধ্যাৎ তদ্বিষয়স্তুত্যা প্রজ্ঞয়া বা ভগস্য ভজনীয়স্য ধনস্য রাতিং দানং ঈমহে যাচামহে।।

ভাষ্যানুবাদ—বাজয়ন্তং = বাজম্ অন্নম্ আত্মন ইচ্ছন্তঃ = 'বাজ' মানে অন্ন, নিজেদের জন্য অন্ন অভিলাষী; বয়ং = আমরা; দেবস্য = দ্যোতমানস্য = দ্যুতিমান, সমুজ্জ্বল; সবিতুঃ = সবিতার; পুরন্ধ্যাৎ = তদ্‌বিষয়স্তুত্যা প্রজ্ঞয়া বা = তদ্‌বিষয় স্তুতি বা জ্ঞানের দ্বারা; ভগস্য = ভজনীয়স্য ধনস্য = সমাদরণীয় সম্পদের; রাতিং = দানং = দান; ঈমহে = যাচামহে = যাচ্ঞা করি।

১২

দেবং নরঃ সবিতারং
বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ।
নমস্যন্তি ধিয়েষিতাঃ।।

দেবম্। নরঃ। সবিতারম্।
বিপ্রাঃ। যজ্ঞৈঃ। সুবৃক্তিভিঃ।
নমস্যন্তি। ধিয়াঃ। ইষিতাঃ।

নরঃ— [নিঘ. 'মনুষ্য' < √ নৃ, নৃ (৹), চলা, সক্রিয় হওয়া; ছন্দে চলা (তাই থেকে 'নৃত্য')। সাধনাকে পথ চলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে অনেক জায়গায়; তা থেকে নৃ-শব্দের মৌলিক অর্থ 'পথিক'। যিনি সবার আগে চলেন, তিনিও নৃ-শব্দবাচ্য; দেবতাকে 'নৃ' সম্বোধন করবার বেলায় এই অর্থ খাটে,—দেবতা নেতা, নায়ক, অগ্রণী। তাই থেকে 'নৃ' বীর। (দ্র. ৩।২।৬)। যার মধ্যে ক্ষাত্রবীর্য আছে সে 'নৃ' বা 'নর'। (দ্র. ৩।৪৯।২)। ৩।৫৪।৪ ঋকে বলা হয়েছে—'নরশ্চিদ্ সমিথে শূরসাতৌ'—নরঃ = বীর সাধকেরা। 'সমিথে শূরসাতৌ' এই উক্তিতে তাদের বীর্যের পরিচয়।] বীর সাধকেরা।

বিপ্রাঃ— [√ বিপ্ ‖ বেপ্ (কাঁপা, টলমল করা) + র + ১ব—আবেশে টলমল (৩।৪৭।৪—ইন্দ্র); ভাবের আবেগে যিনি টলমল, তিনিই বিপ্র। বহুবচনে শব্দটি দু-এক জায়গায় ছাড়া সর্বত্রই বোঝাচ্ছে সাধককে। আবার দেবতাও 'বিপ্র'—বিশেষত অগ্নি; সবিতাও বিপ্র। বিপ্রের বিশেষ লক্ষণ, তিনি 'জাগৃবিঃ' বা প্রবুদ্ধ, নিত্যজাগ্রত; তিনি 'বাজী' বা বজ্রশক্তিসম্পন্ন, তিনি 'কবি'; বিশেষ করে তিনিই ঋষি,—এমন-কি বিপ্রত্বের চরম পরিণাম যে ঋষিত্ব একথাও একজায়গায় ইশারায় বলা হয়েছে ৯।৯৬।৬ । এইখানে 'নরের' সঙ্গে তাঁর তফাৎ। অবশ্য এই ঋক্‌টিতে নরেরাও যে বিপ্র এ-ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে (যেমন ৭।৯৩।৩ ও ৯।১৭।৭এ)। (দ্র. ৩।৫৩।১০এ বিপ্রাঃ)।] ভাবাবেশে টলমল।

ধিয়াঃ ইষিতাঃ— ['ধিয়ঃ'—৩।৬২।১০ ঋক্ দ্রষ্টব্য। 'ধী' দ্যুলোকজাত

নিত্যজাগ্রত আদ্যাশক্তি। 'ধী' একদিকে অধ্বীঃ (অতিসূক্ষ্ম) পরমা, অন্যদিকে ব্যবহারিক চেতনার সহজ পুরন্ধিঃ। 'ইযিতাঃ' 'প্রেরিত হয়ে' বোঝায় (তু. ৩।৪২।৩-ইন্দ্র)। 'ইষঃ' = এষণা, সংবেগ (৩।২২।৪)।] 'ধী' শক্তি দ্বারা প্রেরিত হয়ে।

সবিতারং দেবম্— ['সবিতা' ও 'দেব' সম্পর্কে আগের ঋক্‌দুটিতে বলা হয়েছে; এই ঋকেও সেইভাব চলছে।] সবিতৃ দেবতাকে।

নমস্যন্তি— ['নমসা'র মধ্যে একটি নুয়ে পড়ার ভাব আছে (দ্র. ৩।৩১।৫); 'নমসা' সমর্পণও বোঝায়, এইটি 'প্রণতি'র সংসৃষ্ট (দ্র. ৩।৩।৮-বৈশ্বানর অগ্নি)] নমস্কার করছে; প্রণতি জানাচ্ছে নুয়ে পড়ে আত্মসমর্পণের ভাবে।

যজ্ঞৈঃ— [যাঁরা যজনীয়, আমাদের সাধনার ধন, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে (দ্র. ৩।৩২।৫); যজ্ঞে দেবতাকে উৎসর্গ দেওয়া হয় আমাদের 'সবকিছু'; এই উৎসর্গ দেবতা 'পান' করবেন, তারপর আমরা তাঁর প্রসাদ পাব। যজ্ঞশিষ্ট প্রসাদ যে পান করে, সে সমস্ত কলুষ হতে মুক্ত হয় (গীতা)। যজ্ঞ দেববাদের সাধনাঙ্গ।] যজ্ঞীয় আহুতির দ্বারা।

সুবৃক্তিভিঃ— [শব্দটি সংহিতায় বহুস্থানে ব্যবহৃত; প্রকরণ থেকে দেখা যায় সুবৃক্তি একটি সাধন সম্পদ। মূল ভাব হল চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া দেবতার পানে। দেবতাকে আবাহন করি, স্মরণ করি, প্রণাম করি, আহুতি দিই—যাই করি না কেন, তা করতে হবে মনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে। মোটের উপর, সুবৃক্তি যোগীর প্রত্যাহার, ভক্তের প্রপত্তি। (দ্র. ৩।৫১।১)।] চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া দেবতার পানে (দেববাদীদের পক্ষে),— এইটি স্তুতিগানের দ্বারা হতে পারে।

এই ঋকে সবিতৃদেবের কথা সমাপ্ত হচ্ছে, —তিনি জ্যোতির্ময়, আমাদের শুভবুদ্ধিকে প্রচোদিত করেন। বীর সাধক আমরা, ক্ষাত্রবীর্য রয়েছে আমাদের; আবার আমরাই ভাবের আবেগে টলমল, বজ্রশক্তিসম্পন্নও আমরা, হই প্রবুদ্ধ,

নিত্যজাগ্রত, হই ঋষিকবি। আবার দেবতাও অগ্রণী, নেতা; তিনিও বিপ্র, আবেশে টলমল, প্রেরণা দিচ্ছেন আমাদের।

আমরা 'ধী'-শক্তিদ্বারা প্রেরিত হই, এই শক্তি নিত্যজাগ্রতা, দ্যুলোক থেকে আসছেন। ইনি একদিকে অতিসূক্ষ্ম পরমা, অন্যদিকে ব্যবহারিক চেতনার সহজ পুরন্ধি, —নিজের মনের মত চলেন ও চালান। 'ধী'র এষণা আমাদের মধ্যে। সবিতৃদেব আমাদের আরাধ্য, আমরা নুয়ে পড়ে প্রণতি জানাই তাঁকে আত্ম-সমর্পণের ভাবে। তাঁর উপাসনা করি যজ্ঞের দ্বারা, আহুতি দিই তাঁকে আমাদের সব-কিছু, —আমাদের চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিই তাঁর পানে, তাঁর স্তুতিগান করে। যা-কিছু করি তা তাঁকে সমর্পণ করি, মনের মোড় তাঁর পানে ঘুরিয়ে দিয়ে। তিনি তাতে নন্দিত হন, আমরা তাঁর আবেশে আবিষ্ট হই।

সবিতৃদেবকে ভাবাবেশে টলমল বীর সাধকেরা যজ্ঞাহুতি দেয় তাঁর দিকে চেতনার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে। তারা তাঁর প্রেরণায়, তাঁর প্রসাদে, ধীশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁকে নুয়ে পড়ে প্রণতি জানায় আত্মসমর্পণের ভাবে, তাঁর স্তুতিগান ক'রে।

জ্যোতির্ময় সবিতাকে বীর সাধকেরা
দেয় যজ্ঞাহুতি, আবেশে টলমল তারা।
প্রেরিত ধী-চেতনায়, প্রণতি জানায় তাঁর পানে।।

সায়ণভাষ্য— নরঃ কর্ম্মণাং নেতারো বিপ্রা মেধাবিনোঽধ্বর্য্বাদয়ঃ ধিয়েষিতাঃ কর্ম্মণা বুদ্ধ্যা বা প্রের্যমাণাঃ সম্‌তঃ সবিতারং দেবং ত্বাং যজ্ঞৈর্যজনীয়ৈর্হবির্ভিঃ সুবৃক্তিভিঃ শোভনস্তোত্রৈশ্চ নমস্যন্তি পরিচরন্তি।।

ভাষ্যানুবাদ— নরঃ = কর্ম্মণাং নেতারঃ = কর্মের নেতৃবৃন্দ ; বিপ্রাঃ = মেধাবিনঃ অধ্বর্যু-আদয়ঃ = মেধাবী যাজ্ঞিকগণ ; ধিয়েষিতাঃ = কর্ম্মণা বুদ্ধ্যা বা প্রের্যমাণাঃ সম্‌তঃ = কর্ম বা বুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হয়ে ; সবিতারং

দেবং ত্বাং = সবিতা দেবতা তোমাকে ; যজ্ঞৈঃ = যজনীয়ৈঃ হবির্ভি = যজ্ঞীয় হব্যাদির দ্বারা ; সুবৃক্তিভিঃ = শোভনস্তোত্রৈঃ চ = এবং সুন্দর স্তোত্রাদির দ্বারা ; নমস্যন্তি = পরিচরন্তি = পরিচর্যা করছে, সেবা করছে।

১৩

সোমো জিগাতি গাতুবিদ্
দেবানামেতি নিষ্কৃতম্।
ঋতস্য যোনিমাসদম্।।

সোমঃ । জিগাতি । গাতুবিৎ।
দেবানাম্ । এতি । নিঃ । কৃতম্।
ঋতস্য । যোনিম্ । আসদম্ ।

সোমঃ — [সোম দেবতা। কে এই সোমদেবতা ? অধিভূত দৃষ্টিতে সোম একটি 'ওষধি'। তার ডাল-পাতা ছেঁচে রস বার করে দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। 'অগ্নিতে সোম ঢালা' একটি রহস্যপূর্ণ ব্যাপারে। তার যেমন বাহ্যরূপ আছে, তেমনি আছে আন্তর রূপও। ৮।৪৮।৩ মন্ত্রে 'অপাম্ সোমম্ ... অবিদাম দেবান্' দুটি রূপ ওতপ্রোত হয়ে আছে। জ্যোতি সেই এক অমৃতজ্যোতি, দেবতারা যার বিভূতি।

বেদে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র 'সোমপাতমঃ'। দেবতার লীলা আমারই মধ্যে। আমারই আত্মসমর্পণের সুধাপানে প্রমত্ত হয়ে অদ্ভুত বীর্যের প্রকাশ করেন তিনি, হন 'বৃত্রহা' — আঁধার ঘুচিয়ে আলো ফোটান আধারে।

সোমের এই অধিযজ্ঞ রূপ ছাড়া আছে তাঁর অধিজ্যোতিষ এবং

অধ্যাত্ম রূপ। জ্যোতীরূপে সোম হলেন চন্দ্রমা। অগ্নি সূর্য (=ইন্দ্র) সোম এই তিনটি জ্যোতি অধ্যাত্মচেতনার তিনটি ভূমিতে: ব্যক্তিচেতনায় অগ্নি, বিশ্বচেতনায় সূর্য, আর লোকোত্তর চেতনায় সোম। সোমের ষোল কলা। পনের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, তাদের ছাপিয়ে ষোড়শী নিত্যকলা। বেদের পুরুষ ষোড়শকল।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোম হলেন 'সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিঃ' (বা. ১৮।৪০)। আদিত্যমণ্ডলে অমৃত আছে। সেই অমৃত সূর্যরশ্মির দ্বারা বাহিত হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রের প্রণালিকা ধরে জীবহৃদয়ে 'আহিত' হয়। অমৃতবাহিনী এই নাড়ি হঠযোগের 'সুষুম্ণা'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যা নাড়ী, অধিভূতদৃষ্টিতে তা নদী। হঠযোগের সুষুম্ণা নাড়ী ঋক্-সংহিতায় নদী। সোমের অনুরূপ হল 'সু-ম্ন'। নিঘন্টুতে তার অর্থ সুখ। সুতরাং সোম আনন্দচেতনা বা রসচেতনা, সুষুম্ণ 'মহাসুখ'। তা-ই অমৃত। তাকে পাওয়ার জন্য সোমযাগ। সোমযাগের ফলশ্রুতি দ্র. ঋ. ৯।১১৩।৭-১১। সোম নিয়ে যান সেই অমৃতলোকে যেখানে অজস্র জ্যোতি, সমস্ত কামনার পরিতর্পণ, প্রাণোচ্ছল তারুণ্যের শেষ নাই, আনন্দের সীমা নাই এবং অবশেষে যেখানে 'স্বধা' ও 'দ্যুলোকের অবরোধ', বৈবস্বত মৃত্যুর পরম শূন্যতা।

বেদে সোমের তিনটি সংজ্ঞা—অন্ধঃ সোম এবং ইন্দু। পার্থিব সোম 'অন্ধঃ' অর্থাৎ অধোদেশে স্থিত এবং অন্ধতমসে আবৃত। এইটি পুরাণে ত্রিস্রোতা গঙ্গার পাতালবাহিনী ভোগবতী ধারা। এই ধারাকে নিরুদ্ধ নিপীড়িত এবং উত্তরবাহিনী করতে হবে। সোমকে কখনও নাভির নীচে নামতে দেবে না — এটি যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধি। 'অন্ধঃ' তাহলে হবে 'পবমান সোম', যাকে রাহস্যিক উপায়ে 'পরিপূত' করা হচ্ছে। সোমযাগের সাধনা তাহলে বস্তুত আনন্দচেতনার রূপান্তর ঘটানো। অবশেষে সোম যখন হন আকাশগঙ্গা, তখন তিনি 'ইন্দু', পরমব্যোমরূপী শিবের

ললাটে তাঁর স্থান। সংহিতার ভাষায় তিনি 'সেই দেবতা — এই দেবতাকে জড়িয়ে ধরেন, সত্য ইন্দ্রকে জড়িয়ে ধরেন সত্য ইন্দু'। (দ্র. বে.-মী. ২য় খণ্ড-পৃ. ২৮৬-২৮৮)।] এই সোম দেবতা।

গাতুবিৎ — [গাতুঃ < √ গা (চলা) + তু। মৌলিক অর্থ 'পথ' ; বেদে প্রায় সর্বত্রই সূচিত হয়েছে 'সাধনপথ', 'আলোর পথ', 'দেবযান', 'উত্তরায়ণ' ইত্যাদি। এই পথের শেষে আছে 'ব্রহ্ম', 'অমৃতত্ব' 'ক্ষয়' (পরমপদ), 'বৈপুল্য'। দ্র. ৩।৫৪।১৮।] এই (আলোর) পথ জানেন যিনি, জানেন এই উত্তরায়ণমার্গ। এই মার্গে বিসৃষ্টি এবং প্রাণোচ্ছলতার অবিচ্ছেদ সংবেগ আমাদের পাথেয়।

জিগাতি — [√ গা (চলা) + লট্ তি] এগিয়ে চলেন। সায়ণ বলছেন (সোমদেব সম্পর্কে এইখানে) 'গন্তব্যং স্থানং দর্শয়তি' মানে গন্তব্য স্থান দেখিয়ে দেন।

দেবানাম্ — দেবতাদের ; জ্যোতির্ময় পুরুষদের।

নিঃ কৃতম্ — সুসংস্কৃত ; মন্ত্রপূতও হতে পারে বা নির্মুক্ত।

ঋতস্য যোনিম্—[নিঘন্টুতে 'ঋতস্য যোনিঃ' উদক ; তু. 'সলিলানি' (১।১৬৪।৪১) ; 'অম্ভঃ গহনং গভীরম্' (১০।১২৯।১)। ঐতরেয় উপনিষদে দ্যুলোক অন্তরিক্ষ ও মর্ত্যলোককে ঘিরে 'অম্ভঃ' এবং 'আপঃ'। পুরাণের কারণ সলিল প্রসিদ্ধ। এই সলিলই 'ঋতের' বা শাশ্বত বিশ্ববিধানের 'যোনি' অর্থাৎ উৎস ; এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যোনির মৌলিক অর্থ গর্ভবেষ্টনী। অথবা 'ঋত' স্বয়ংই 'যোনি'—বিশ্বভুবনের ; তার প্রতিষ্ঠা সত্যে। (দ্র. ৩।৫৪।৬)।] ঋতের উৎসমূলে। দ্যুলোক আর ভূলোকের তত্ত্ব সেইখানে জানা যাবে, যেখানে তারা এক হয়ে আছে। অমৃত আর মৃত্যুর একই উৎস।

আসদম্ — অধিষ্ঠানে। আ + √ সদ্ (বসা)—বসার স্থানে।

এতি — লাভ করান ; নিয়ে আসেন।

এই ঋক্‌টিতে সোমদেবতাকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। সোম জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি আছেন লোকোত্তর চেতনায়। সাধারণত আমরা তাঁকে দেখি তাঁর অধিযজ্ঞরূপে। সোমলতা ছেঁচে দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। অগ্নিতে সোম ঢালা কিন্তু রহস্যপূর্ণ, তার দুটি রূপ—বাহ্য এবং আন্তর। অধিজ্যোতিযরূপে সোম চন্দ্রমা, তাঁর কিন্তু হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, তিনি ষোড়শকল। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনি 'সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিঃ'। সোম নিয়ে যান আমাদের সেই অমৃতলোকে, যেখানে অজস্রজ্যোতি, সমস্ত কামনার পরিতর্পণ, প্রাণোচ্ছল তারুণ্যের শেষ নাই, আনন্দের সীমা নাই এবং অবশেষে যেখানে 'স্বধা' ও 'দ্যুলোকের অবরোধ'। সোমদেব 'গাতুবিৎ', তিনি জানেন আলোর পথ, জানেন আমাদের উত্তরায়ণ মার্গ। এই মার্গে আমাদের পাথেয় তাঁর প্রসাদ,—বিসৃষ্টি এবং প্রাণোচ্ছলতার অবিচ্ছেদ সংবেগ। সোমদেব এগিয়ে চলেন, আমাদের দেখিয়ে দেন গন্তব্যস্থান। দেবতাদের এবং আমাদের নিয়ে আসেন নির্মুক্ত করে ঋতের উৎসমূলে, তার অধিষ্ঠানে। দ্যুলোক আর ভূলোকের তত্ত্ব সেইখানে জানা যায়, তারা সেখানে এক হয়ে আছে। আমরা গেয়ে উঠি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে,—

> "জগতের আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
> ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।।" (পূজা : ৩১৭ নং)

সোমদেব জানেন আলোর পথ, উত্তরায়ণ মার্গ। এইপথে তিনি এগিয়ে চলেন, দেখান আমাদের গতিপথ। দেখান দেবতাদেরও, নির্মুক্তি করে আমাদের সকলকে নিয়ে যান ঋতের উৎসমূলে, সেই শাশ্বত বিশ্ববিধানের অধিষ্ঠানে।

> আলোকপথের উত্তরায়ণে নিত্যনেতা সোমদেব ;
> নিষ্কৃত ক'রে আমাদের ও দেবতাদের,
> নিয়ে যান সেই বিশ্ববিধানের মূলে,—অধিষ্ঠানে।।

সায়ণভাষ্য— গাতুবিৎ গাতুর্ম্মার্গঃ তং জানানঃ সোমো জিগাতি গন্তব্যং স্থানং দর্শয়তি। দেবানাং নিষ্কৃতং সংস্কৃতং আসদং সর্ব্বৈরাসদনীয়ং ঋতস্য যজ্ঞস্য যোনিং স্থানং হবির্দ্ধানাখ্যমেতি প্রাপ্নোতি।।

ভাষ্যানুবাদ—গাতুবিৎ = গাতুঃ মার্গঃ তং জানানঃ = 'গাতুঃ' মানে মার্গ বা পথ, সেটি যিনি জানেন, মার্গ সম্পর্কে অবহিত যিনি ; সোমঃ = সোম দেবতা ; জিগাতি = গন্তব্যং স্থানং দর্শয়তি = গন্তব্য স্থান দেখিয়ে দেন। দেবানাং = দেবতাদের ; নিষ্কৃতং = সংস্কৃতং = সংস্কৃত ; আসদং = সর্ব্বৈঃ আসদনীয়ং = সকলের অধিষ্ঠান ; ঋতস্য = যজ্ঞস্য = যজ্ঞের, সৎকর্মের ; যোনিং = স্থানং হবির্দ্ধানাখ্যম্ = উৎসস্থলে; এতি = প্রাপ্নোতি = লাভ করান্, নিয়ে আসেন।

১৪

সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে
চতুষ্পদে চ পশবে।
অনমীবা ইযস্করৎ।।

সোমঃ। অস্মভ্যম্। দ্বিপদে।
চতুঃপদে। চ। পশবে।
অনমীবাঃ। ইযঃ। করৎ।

সোমঃ — সোমদেব — পূর্বঋক্ দ্রষ্টব্য। তিনি ষোড়শকল চন্দ্রমা।
অস্মভ্যম্ — আমাদের ; আমরা তাঁর স্তুতিকারী।
দ্বিপদে — মানুষকে ; 'পদ্‌বৎ' (৩।৩৯।৬) মানুষ, যখন পশুর সঙ্গে তুলনা

হচ্ছে; মাটিতে চরে বেড়ায়, যখন পাখীর সঙ্গে তুলনা হচ্ছে। এখানে দুই অর্থেই মানুষ।

চতুঃপদে চ—চতুষ্পদ (পশু)দেরও—যেমন গরু ইত্যাদি। এরা মাটিতে চরে বেড়ায়।

পশবে— [পশু অমার্জিত প্রাণ অথবা ইন্দ্রিয়শক্তির প্রতীক। আত্মচৈতন্য সবে তার মধ্যে উঁকি দিতে শুরু করেছে। সে প্রমত্ত, তবুও বশ্য এবং দেবতার বাহন হবার যোগ্য। কিন্তু এই যোগ্যতাকে সার্থক করতে হলে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে তাকে চিন্ময় হতে হবে। আমার প্রাণই পশু, আমার উর্ধ্বমুখী অভীপ্সার নিত্যদহনই অগ্নি, আর আমার আত্মাই দেবতা। (বে.-মী. ২য় খণ্ড — পৃ. ৪৪২)।] অমার্জিত-প্রাণ বা ইন্দ্রিয়শক্তির প্রতীক পশুদের।

অনমীবাঃ— [সায়ণ বলছেন 'রোগবর্জিতানি'; ৩।২২।৪ ঋকে 'অনমীবা' নিখুঁত বা অটুটকে বুঝিয়েছে।] নীরোগ, নিখুঁত, অটুট।

ইষঃ— [সায়ণ ভাষ্য করছেন 'অন্নানি'; এটি অধিভূত অর্থে। ৩।২২।৪ ঋকে 'ইষঃ' এষণা, সংবেগ। 'অনমীবা ইষঃ' অটুট বিপুল এষণা। ৩।৩০।১১ ঋকেও 'ইষঃ' এষণা।] এষণা, সংবেগ।

করৎ— করুন।

এই ঋক্‌টিতে পাচ্ছি প্রাণীজগতের ওপর সোমদেবের ক্রিয়া-কলাপ। গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন। 'পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ' (১৫।১৩)। চন্দ্রমা বেদে আদিত্যকে পার হয়েও আছেন, আবার আদিত্যের নীচে অন্তরিক্ষস্থানেও আছেন। এই চন্দ্রমা বা সোম যিনি অন্তরিক্ষ প্রাণলোকে আছেন তিনি সোম্য চিৎশক্তি, রস হয়ে ওষধিকে পুষ্ট করেন। ওষধিরা প্রাণীদের অন্ন; অন্নের পরিপাকে প্রাণিদেহের পুষ্টি। (দ্র. গীতানুবচন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১)।

চন্দ্রমা সোম যেমন বহির্লোকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের পুষ্টিসাধন করছেন, তাদের নীরোগ, নিখুঁত, অটুট করছেন, তেমনি অন্তর্লোকেও তাদের

চেতনাকে জাগ্রত করছেন, আনন্দময় করছেন। তাদের মধ্যে জাগাচ্ছেন এষণা, সংবেগ। আমরা তাঁর স্তুতিকারী, তিনি আমাদের নীরোগ, অটুট করুন,—আমাদের অটুট বিপুল এষণার অধিকারী করুন।

আমরা সোমদেবের আরাধনা করি, তিনি আমাদের এবং চতুষ্পদ পশুদের পরিপুষ্ট করুন, নীরোগ করুন, অন্ন দিয়ে। রস হয়ে তিনি ওষধীকে পুষ্ট করেন। আমরা অমার্জিত প্রাণ, তিনি আমাদের অটুট বিপুল এষণা দিন,—আনন্দচেতনায় উদ্বুদ্ধ করুন আমাদের।

চন্দ্রমা সোম আমাদের মানুষদের
আর চতুষ্পদ পশুদের, যারা অচৈতন্য,
করুন অটুট অন্ন দিয়ে,—দিন এষণা, সংবেগ।।

সায়ণভাষ্য—সোমঃ স্তোতৃভ্যোঽস্মভ্যং তথা দ্বিপদেঽস্মদীয়েভ্যো দ্বিপাদ্ভ্যঃ চতুষ্পদে পশবে চতুষ্পাদ্ভ্যোগবাদিপশুভ্যশ্চ অনমীবা রোগবর্জিতানি ইযোঽন্নানি করৎ করোতু।।

ভাষ্যানুবাদ—সোমঃ = সোমদেব ; স্তোতৃভ্যঃ অস্মভ্যং = স্তুতিকারী আমাদের ; তথা = আর ; দ্বিপদে = অস্মদীয়েভ্যঃ দ্বিপাদ্ভ্যঃ = আমাদের সম্পর্কিত দ্বিপদী মনুষ্যাদির ; চতুষ্পদে পশবে = চতুষ্পাদ্ভ্যঃ গবাদি পশুভ্যঃ চ = চতুষ্পদী গবাদিপশুদেরও ; অনমীবাঃ = রোগবর্জ্জিতানি = রোগবর্জিত, নিরাময় ; ইষঃ = অন্নানি = অন্নসমূহ, অন্নাদির সংস্থান বা সমৃদ্ধ ; করৎ = করোতু = করুন।

১৫

অস্মাকমায়ুর্বর্ধয়
ন্নভিমাতীঃ সহমানঃ।
সোমঃ সধস্থমাসদৎ।।

অস্মাকম্ । আয়ুঃ । বর্ধয়ন্ ।
অভিমাতীঃ । সহমানঃ ।
সোমঃ । সধস্থম্ । আসদৎ ।

সোমঃ — [সোমদেবের কথা কিছু বলা হয়েছে ৩।৬২।১৩ ঋকের ব্যাখ্যার সময়ে। এখানে আরো কিছু বলা হচ্ছে: বায়ুর সঙ্গে-সঙ্গে সোম উজিয়ে চলেন পরমব্যোমের দিকে। সেখানে পৌঁছলে পর পরমদেবতার সাযুজ্যে অন্ধকার চিরলুপ্ত হয়, ফোটে কবির দৃষ্টি এবং অভিনব সৃষ্টির নৈপুণ্য। 'পবিত্রে' বা ছাঁকনিতে সবনের পর সোম সঙ্গত হন বায়ুর সঙ্গে, ইন্দ্রের সঙ্গে, সূর্যের রশ্মির সঙ্গে। 'পবিত্র' মেষলোমের তৈরী, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সংজ্ঞাবাহী সূক্ষ্ম নাড়ীজাল—সংহিতাতেই যাকে বলা হয়েছে 'অণ্বী ধী' বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্যানবৃত্তি। তার মধ্য দিয়ে বায়ুবাহিত এবং ইন্দ্রপূত হয়ে সোমের সহস্রধারা সূর্যরশ্মির মত উজান বইছে—এ-বর্ণনা মরমীয়া অনুভবের। বায়ুর সৌমনস্যে বা প্রশান্তবাহিতায় 'অন্তঃ পবিত্রে'র তন্তুতে-তন্তুতে শুভ্র সোমের ধারা সঞ্চারিত হয় যখন, তখন তারুণ্য জ্যোতি এবং প্রজ্ঞানঘনতার দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে তা আমাদের উৎসর্গসাধনাকে করে দ্যুলোক-ছোঁওয়া। (বে.-মী.তৃতীয় খণ্ড-পৃ. ৫৫৫-৫৫৬)।] সোমদেব।

অস্মাকম্ — আমাদের।

আয়ুঃ — [< √ ই (চলা)। নিঘ. 'অন্ন', মৌলিক অর্থ 'গতি'। আয়ুর প্রতরণের কথা অনেক জায়গায় ; এই হতে অজরত্ব - অমরত্বের ভাবনা। আয়ু = প্রাণশক্তি (দ্র. ৩।৪৯।২)। 'আয়ু' জীবনীশক্তি > প্রাণশক্তির উপাদান, উপজীব্য। যাজ্ঞিকদের মতে ওষধি, আজ্য, ও সোম এই তিনটি আহুতিদ্রব্য অগ্নির 'আয়ু'। ওষধিজাত যা-কিছু সমস্তই পার্থিব, আজ্য পাশব ; সোম ওষধি হলেও দিব্য। (৩।১৭।৩-অগ্নি)।] চলৎশক্তি, জীবনীশক্তি, জীবন। সাবিত্রীর মন্ত্রবীর্যই মানুষকে দ্বিজ করে, নতুন জন্ম দেয়। (দ্র. ৩।৫৩।১৬, ৩।৫৪।২)।

বর্ধয়ন্— বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

অভিমাতী— [অভি + √মা (মাপা) + তি = অভিমাতি। চারদিকে ছেয়ে আছে যা, বেড়াজাল। (মাতি = মায়া)। (দ্র. ৩।২৪।১)।] কারও পানে ধাওয়া করা, আক্রমণ, আততায়িতা ; বিরুদ্ধশক্তি (৩।৫১।৩)।

সহমানঃ— [সহঃ = সেই বীর্য যা সমস্ত বাধাকে পরাভূত করে (বে.-মী. ২য় খণ্ড - পৃ. ৩৪৮)] সর্বাভিভাবী শক্তি যাঁর (তু. ৩।৪৯।৩), সর্বজয়ী।

সধস্থম্— [সধস্থ = সবাই এসে একত্র হয় যেখানে, চক্র, ব্যূহ, গ্রন্থি। তিনটি গ্রন্থি — দেহের সঙ্গে প্রাণের, প্রাণের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে চেতনার। অগ্নি দেহে প্রাণ, প্রাণে মন, মনে চিৎশিখা (৩।২০।২ অগ্নি)। সধস্থে < সধ (সহ, একত্র) + √ স্থা (থাকা) + অ (অধিকরণে), সবাই একসঙ্গে থাকে যেখানে। অতএব সধস্থের মৌলিক অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'মণ্ডল' — যেখানে অনেক রশ্মির বা শক্তির একত্র সমাগম ; তাই থেকে 'ধাম', 'সদন', 'আধার'। এই 'ধামে'র মাঝেও পুঞ্জভাবের ব্যঞ্জনা আছে। চিৎশক্তিসমূহের এই অঙ্গাঙ্গিভাব এবং সাযুজ্য বৈদিক দেববাদের বৈশিষ্ট্য। আজও তন্ত্রে-পুরাণে একটি মূল দেবতাকে ঘিরে আবরণদেবতা বা

পরিবারদেবতাদের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাবটিই সধস্থের ভাব। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, একত্র সমাহার যে-বিন্দুতে তাই সধস্থ। তাই দেহের চিৎকেন্দ্র বা চক্রও সধস্থ হতে পারে। অধ্যাত্ম-সোমযাগে সোমের ধারা উজান বইবার সময় এক-এক সধস্থে বিশ্রাম করে উত্তীর্ণ হয় বিপুল দ্যুলোকের শূন্যতায়। (দ্র. ৩।৫১।৯—'সধস্থে' প্রসঙ্গে)।] আপনধাম। এই ধাম ভ্রূমধ্যের ওপারে, করোটির মহাশূন্যে। সুপ্রবুদ্ধ চেতনায় সেইখানে অনুভূত হয় সৌম্যসুধার বিগলন।

আসদৎ — আসীন হন, বসেন।

এই ঋকে সেমদেবতার কথা সমাপ্ত হচ্ছে। এই দেবতা আমাদের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি ঘটান, আমরা তাঁর যজমান। সোম আমাদের আহুতিদ্রব্যও বটে, তবে তা দিব্যাহুতি। এই আহুতিতে সোমদেবের প্রসাদে আমরা অজরত্ব-অমরত্বের পথে এগিয়ে যাই, তাঁর মন্ত্রবীর্যে যেন আমাদের নতুন জন্ম হয়। সর্বাভিভাবী শক্তি তাঁর, তিনি সর্বজয়ী ; সকল বিরুদ্ধশক্তিকে অভিভূত করে তিনি তাদের পরাস্ত করেন। তিনি আসীন হন তাঁর আপনধামে,—উজান বইবার সময় তাঁর ধারা এক-এক চক্রে বিশ্রাম করে উত্তীর্ণ হয় বিপুল দ্যুলোকের শূন্যতায়। সুপ্রবুদ্ধ চেতনায় সেইখানে অনুভূত হয় সৌম্যসুধার বিগলন। বায়ুর সৌমনস্যে 'অন্তঃপবিত্রে'র তন্তুতে-তন্তুতে শুভ্র সোমের ধারা সঞ্চারিত হয় যখন, তখন তারুণ্য জ্যোতি এবং প্রজ্ঞানঘনতার দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে তা আমাদের উৎসর্গ-সাধনাকে করে দ্যুলোক-ছোঁওয়া। আমরা কৃতার্থ হই।

আমাদের প্রাণশক্তি, জীবনীশক্তি, জীবন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমাদের চারদিকে ছেয়ে আছে যা,—বেড়াজাল, বিরুদ্ধশক্তি,—সর্বজয়ী সোমদেব তাকে অভিভূত করেন, আমাদের চক্রে-চক্রে আসীন হন। তাঁর শুভ্রধারা এইভাবে বিশ্রাম ক'রে উত্তীর্ণ হয় বিপুল দ্যুলোকের শূন্যতায়, আপনধামে। আমরা কৃতার্থ হই।

তিনি-যে সর্বজয়ী, করেন অভিভূত বিরুদ্ধশক্তিকে,
বেড়ে ওঠে আমাদের প্রাণশক্তি।
চন্দ্রমা তিনি, আসীন হন চক্রে-চক্রে, আপনধামের পথে।।

সায়ণভাষ্য — স সোমো দেবঃ অস্মাকমায়ুরন্নং জীবনং বা বর্দ্ধয়ন্ বৃদ্ধিং প্রাপয়ন্ অভিমাতীঃ কর্ম্মবিঘ্নকারিণঃ শত্রূন্ সহমানোঽভিভবন্নস্মাকং সধস্থং হবির্দ্ধানাখ্যং স্থানং আসদৎ আসীদতু।।

ভাষ্যানুবাদ — সঃ সোমঃ দেবঃ = সেই সোম দেব ; অস্মাকম্ = আমাদের ; আয়ুঃ = অন্নং জীবনং বা = অন্ন অথবা জীবন ; বর্দ্ধয়ন্ = বৃদ্ধিং প্রাপয়ন্ = বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ; অভিমাতী = কর্ম্মবিঘ্নকারিণঃ শত্রূন্ = কর্মবিঘ্নকারী শত্রুদিগকে ; সহমানঃ = অভিভবন্ অস্মাকং = অভিভূত করে আমাদিগকে; সধস্থং = হবিবর্ধনাখ্যং স্থানং = যজ্ঞানুকূল স্থানে ; আসদৎ = আসীদতু = আসীন হন।

১৬

আ নো মিত্রাবরুণা
ঘৃতৈর্গব্যুতিমুক্ষতম্।
মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ।।

আ । নঃ । মিত্রাবরুণা ।
ঘৃতৈঃ । গব্যূতিম্ । উক্ষতম্ ।
মধ্বা । রজাংসি । সুক্রতূ ।

সুক্রতূ — [নিঘন্টুতে 'ক্রতু' 'কর্ম', 'প্রজ্ঞা'। কর্ম আর জ্ঞানে কোনো বিরোধ নাই, কেননা দেবতারা চিৎশক্তি, তাঁদের জ্ঞানের বলক্রিয়া স্বাভাবিক — দ্র. ৩।৪৯।১।] অনায়াস প্রজ্ঞাবীর্য যাঁর। ক্রতু চিন্ময়ী সৃষ্টিশক্তি।

মিত্রাবরুণা — [মিত্র ও বরুণ দুজনেই আদিত্য ; মিত্র দিনের আলো, বরুণ রাতের আঁধার, — যথাক্রমে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জ্যোতির দেবতা। যুগ্মভাবে এঁরা ঋগ্বেদের অনেক জায়গায়। দ্যুলোকে-ভূলোকে যে-শক্তিস্পন্দের ছন্দ, অনুত্তরের সত্যে ও চেতনায় (বরুণে ও মিত্রে) তার উৎস। এই ছন্দের অনুবর্তনই 'ঋত' বা যজ্ঞের সাধনা। মিত্রাবরুণ ঋতের ধারক। (দ্র. ৩।৫৩।৮)।] যিনি সবকিছু আবৃত করে আছেন, সেই বরুণ ব্রহ্মের সদ্‌ভাবের দ্যোতক ; মিত্র সেই সত্তার বুকে বিশ্বচেতনার দীপ্তি। তাঁরা দুইয়ে এক, একে দুই। (তু. অর্যমা —৩।৫৪।১৮ ঋকে)।

নঃ— আমাদের।

ঘৃতৈঃ— ['ঘৃত' < √ ঘৃ (গরম হওয়া, গরম করা) তু. Gk. Thermos 'warm', Lat, formus 'warm' = দীপ্ত ; মিত্রাবরুণ 'ঘৃতস্নু' (৩।৪১।৯) মানে দীপ্তপৃষ্ঠ।] যজ্ঞীয় হবিদ্বারা, — যা দীপ্তি দেয়।

আ উক্ষতম্— চারিদিকে ছড়িয়ে দাও।

গব্যূতিম্— [গো = আলোর কিরণ, আলোকরশ্মি। তু. ৩।৫০।৩] আলোকপথ, আলোর ধাম। ('গো' চিন্ময় শুভ্রসত্তাও বোঝাতে পারে বা প্রজ্ঞা, ব্রাহ্মণ্য।)

রজাংসি— [রজঃ = অন্তরিক্ষ = হৃদয় (দ্র. ৩।২৬।৭)] আবাসভূমি, হৃদয়স্থল (আমাদের)।

মধ্বা— [দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু — চারটির একসঙ্গে উল্লেখ আছে মনুসংহিতাতে — প্রতীকী অর্থে পঞ্চামৃতের চারটি অমৃত এদের দিয়ে। বেদে মধু অমৃতচেতনার প্রতীক। মধু = অমৃতরস (দ্র. ৩।৩৯।৬)।] অমৃতরসের দ্বারা।

এই মন্ত্রটি একটি বিশিষ্ট বৈদিকমন্ত্র। বিভিন্ন বিশেষ বৈদিক অনুষ্ঠানে 'আ নো মিত্রাবরুণা' ইত্যাদি তৃচের আবৃত্তির বিধি আছে। মন্ত্রটিতে মিত্রাবরুণ যুগ্ম দেবতার কথা বলা হচ্ছে। মিত্রাবরুণ ঋতের ধারক। যিনি সব-কিছু আবৃত করে আছেন, সেই বরুণ ব্রহ্মের সদ্‌ভাবের দ্যোতক ; মিত্র সেই সত্তার বুকে বিশ্বচেতনার দীপ্তি। তাঁরা দুইয়ে এক, একে দুই। মিত্রাবরুণের অনায়াস প্রজ্ঞাবীর্য, তাঁদের আছে চিন্ময়ী সৃষ্টিশক্তি। তাঁরা 'ঘৃতস্নু', আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে দেন যজ্ঞীয় হবি, যা দীপ্তি দেয়। তাঁরা আমাদের নিয়ে যান আলোকপথে, চিন্ময় শুভ্র সত্তার ধামে। অমৃতরস দিয়ে সিঞ্চিত করেন আমাদের হৃদয়স্থল। আমরা অমৃতচেতনায় উত্তীর্ণ হই। আমরা গেয়ে উঠি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাথেসাথে — 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে' (পূজা - ৩৩৯নং)।

হে মিত্রাবরুণ, আপনাদের অনায়াস প্রজ্ঞাবীর্য, চিন্ময়ী সৃষ্টিশক্তি, রয়েছে। আপনারা আসুন আমাদের কাছে, আমরা আপনাদের যজমান। আমাদের যজ্ঞস্থলে চারদিকে ছড়িয়ে দিন যজ্ঞীয় হবি, যা দীপ্তি দেয়। আসুন আপনারা আমাদের যজ্ঞভূমিতে,—হৃদয়স্থলে। আমাদের আলোকপথকে অমৃতরস দিয়ে সিঞ্চিত করুন, পরিপূর্ণ করুন। আমরা ধন্য হই।

মিত্রাবরুণ তোমরা চিন্ময়ীশক্তির আধার,
ছড়িয়ে দাও দীপ্তিমান হবি আমাদের
আলোর ধামে, মধুময় কর হৃদয়স্থল।।

সায়ণভাষ্য—সুক্রতূ শোভনকর্ম্মাণৌ হে মিত্রাবরুণৌ। নোঽস্মাকং গব্যুতিং গবাং মার্গং গোনিবাসস্থানং ঘৃতৈঃ ক্ষরণসাধনৈঃ পয়োভিরা উক্ষতং সমন্তাৎ সিঞ্চতং। অস্মভ্যং দোগ্ধ্রর্গাঃ প্রযচ্ছতমিতি ভাবঃ। রজাংস্যস্মাদাবাসস্থানানি মধ্বা মধুরেণ রসেন সিঞ্চতম্।।

ভাষ্যানুবাদ—সুক্রতূ = শোভনকর্ম্মাণৌ = শোভনকর্মা; হে মিত্রাবরুণৌ = হে মিত্রাবরুণ উভয়ে ; নঃ = অস্মাকং = আমাদের ; গব্যুতিং = গবাং মার্গং গোনিবাসস্থানং = গরুচলার পথ বা গরুর নিবাসস্থান ; ঘৃতৈঃ = ক্ষরণসাধনৈঃ পয়োভিঃ = ক্ষরণশীল দুগ্ধ দ্বারা ; আ উক্ষতং সমন্তাৎ = সিঞ্চতং = চারিদিকে ছড়িয়ে দাও ; অস্মভ্যং দোগ্ধ্রীঃ গাঃ প্রযচ্ছতম্ ইতি ভাবঃ = আমাদের দুগ্ধশালী গাভীসমূহ দান করুন এই হল ভাবটি। রজাংসি = অস্মাৎ আবাসস্থানানি = আমাদের বাসস্থানসমূহ ; মধ্বা = মধুরেণ রসেন = মধুর রসের দ্বারা ; সিঞ্চতং = সিঞ্চিত কর।

১৭

উরুশংসা নমোবৃধা
মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ।
দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা।।

উরুশংসা । নমোবৃধা ।

মহ্না । দক্ষস্য । রাজথঃ ।

দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ । শুচিব্রতা ।

শুচিব্রতা — মিত্রাবরুণ, শুচিতারূপ ব্রতের দ্বারা লভ্য ('শুচিতা' অগ্নির বিশেষ গুণ। তিনি দাহক এবং পাবক, তাই 'শুচি'। তু. ঋ. ১।৯৭এর ধুয়া 'অপ নঃ শোশুচদঘম্'। বে.-মী. ১ম খণ্ড - পৃ. ১৭৭)। এখানে শুচিব্রতা মিত্রাবরুণকে বোঝাচ্ছে।

উরুশংসা — [উরু = বিপুল ; শংস = দেবতার গুণকীর্তন করা ; দেবতার উদ্দেশে ঋক্‌মন্ত্র পাঠ হল শংসন (দ্র. = ৩।৫৩।৩)।] প্রভূত স্তুতিভাজন।

নমোবৃধা — [√ বৃধ্ এবং √ বির্ধয় দুটি ধাতুরই প্রয়োগ পাওয়া যায়। বৃধ্-উত্তরপদ শব্দগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অণিজন্ত অর্থই সম্ভব। তু. 'ত্বা হিন্বন্তি............পবমা ন গিরাবৃধম্' ৯।২৬।৬ ; নমোবৃধ শব্দের উপপদও এমনিতর তৃতীয়ান্ত। নমোবৃধম্ = প্রণতিতে যা বাড়ে (দ্র.৩।৪৩।৩)।] প্রণতি দ্বারা বর্ধমান। (প্রণতি আত্মনিবেদনের ব্যঞ্জক। সাধনার সার্থকতা যে-সাযুজ্যে, তা আসে প্রণতি বা আত্মনিবেদন থেকেই।)

দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ— সুদীর্ঘ স্তুতি বা সৎকর্মপ্রয়াসের দ্বারা।

দক্ষস্য— [ঋগ্বেদের আদিত্যগণ হলেন: বরুণমিত্রঅর্যমা, সবিতাভগসূর্য, ইন্দ্রদক্ষঅংশ ; সবার শেষে মার্তণ্ড। ইন্দ্র পরমাত্মা, দক্ষ বিশ্বাত্মা আর অংশ জীবাত্মা। তবে আদিত্যদের মধ্যে মিত্রাবরুণই প্রধান। আর দক্ষকে নিয়ে অদিতির সংসার (দ্র. ৩।৫৪।১০— 'আদিত্যাসঃ' প্রসঙ্গে)।] বিশ্বাত্মা দক্ষের সঙ্কল্পের বীর্যদ্বারা। ['দক্ষ' = সৃষ্টিবীর্য (৩।২৭।১০) ; এই সৃষ্টিবীর্যের লক্ষ্য আমাদের জীবনের জ্যোতির্ময় রূপান্তর। 'দক্ষে'র মৌলিক অর্থ সামর্থ্য, তা

হতে সঙ্কল্পশক্তি, উদ্দীপনা, নৈপুণ্য, সৃষ্টিসামর্থ্য। 'দক্ষ' দেবতারূপে সৃষ্টির মূলে প্রবর্তিকা শক্তি, পুরাণে প্রজাপতি, নিঘণ্টুতে বল। (৩।২।৩)]

মহ্না— [মহৎ = বিপুল, মহান। তু. মহর্লোক (দ্র. ৩।২।৭ 'স্বর্মহৎ' প্রসঙ্গে)। মহ্না < মহন্‌: : অহন্‌, ৩-এ = বিপুল, তুমুল (৩।৩৪।৭)।] বিপুল, মহান, তার দ্বারা।

রাজথঃ— শোভা পান ; রাজার মত বিরাজ করুন। 'রাজা' আনন্দের শাস্তা, তাকে নীচে নামতে দেন না (দ্র. ৩।৪৭।১ — 'রাজা অসি' প্রসঙ্গে।)

শুচিব্রতা মিত্রাবরুণের কথা চলেছে। অগ্নিস্নাত হয়ে তাঁদের লাভ করতে হয়। শুচিস্নিগ্ধ তাঁরা, আবার উরুশংসা, — প্রভূত স্তুতিভাজন, তাঁদের স্তুতি চলেছে তো চলেছেই। তাঁরা নমোবৃধা, — আমাদের অহংকে প্রণতি দিয়ে, আত্মনিবেদন দিয়ে যতই ক্ষুদ্র করব, তাঁরা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে প্রতীয়মান হবেন। আমরা লাভ করব তাঁদের সাযুজ্য। তাঁদের স্তুতি চলতে থাকবে, তার বিরাম নাই। সৃষ্টির মূলে যে প্রবর্তিকা শক্তি, যাকে নিয়ে দেবমাতা অদিতির সংসার,—তা তাঁদের সহযোগী। সেই সৃষ্টিবীর্যের লক্ষ্য আমাদের জীবনের জ্যোতির্ময় রূপান্তর। মিত্রাবরুণ বিপুল, মহান, তার দ্বারা। তাঁরা শোভা পান রাজার মত। 'রাজা' আনন্দের শাস্তা, আনন্দকে কখনও নীচে নামতে দেন না। তাঁদের সাযুজ্য পাওয়ার আনন্দ উচ্চকোটির, ঊর্ধ্বগামীও। ধন্য হই আমরা, যজমান তাঁদের। ঊর্ধ্বগামীও। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাথে-সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে উঠি:

"বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা—
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি-আশে।"

(পূজা-৩৩৯ নং)

মিত্রাবরুণ যুগ্মদেবতা শুচিতারূপ ব্রতের দ্বারা লভ্য, তাঁরা প্রভূত স্তুতিভাজন। তাঁরা আমাদের প্রণতিতে বর্ধমানরূপে প্রতীত হন। আমাদের এই প্রণতি সুদীর্ঘ, দীর্ঘতম। বিশ্বাত্মা দক্ষের সঙ্কল্পের বীর্যে এঁরা বিপুল, মহান, — শোভা পান রাজার মত।

মিত্রাবরুণ তোমরা শুচিস্নাত, স্তুতিভাজন
প্রভূতভাবে ; পাও বৃদ্ধি, প্রণতিতে মোদের।
দীর্ঘতম প্রণতি সেই,—দক্ষ সাহচর্যে শোভা পাও রাজরূপে।।

সায়ণভাষ্য— শুচিব্রতা পরিশুদ্ধকর্ম্মাণৌ হে মিত্রাবরুণৌ। উরুশংসা উরুভির্বহুভিঃ শংসনীয়ৌ যদ্বা উরু মহৎ শংস শস্ত্রং যয়োস্তৌ নমোবৃধা নমসা হবির্লক্ষণেনান্নেন স্তোত্রেণ বা বর্দ্ধমানৌ দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ অত্যন্তং দীর্ঘস্তুতিলক্ষণাভির্বাগ্‌ভিঃ যুক্তৌ যুবাং দক্ষস্য দক্ষং ধনং বলং বা তস্য মহ্না মহত্বেন রাজথঃ ঈশাথে।।

ভাষ্যানুবাদ — শুচিব্রতা = পরিশুদ্ধকর্ম্মাণৌ = শুচিব্রত ; হে মিত্রাবরুণৌ = হে মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয় ; উরুশংসা = উরুভিঃ বহুভিঃ শংসনীয়ৌ যদ্বা উরু মহৎ শংসঃ শস্ত্রং যয়োঃ তৌ = বহুপ্রশংসিত অথবা মহা অস্ত্রাদি আছে যাঁদের তাঁরা ; নমোবৃধা = নমসা হবির্লক্ষণেন অন্নেন স্তোত্রেণ বা বর্দ্ধমানৌ = নমস্কার হবিঃ অন্ন স্তোত্র ইত্যাদির দ্বারা সম্বর্ধিত ; দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ = অত্যন্তং দীর্ঘস্তুতিলক্ষণাভিঃ বাগ্‌ভিঃ = অত্যন্ত দীর্ঘস্তুতিলক্ষণযুক্ত বাক্যসমূহদ্বারা ; যুক্তৌ যুবাম্ = যুক্ত আপনারা উভয়ে ; দক্ষস্য = দক্ষং ধনং বলং বা তস্য = দক্ষ মানে ধন বা বল, সেই ধনবলের ; মহ্না = মহত্বেন = মহত্বের দ্বারা, মহত্বসহ ; রাজথঃ = ঈশাথে = বিরাজ কর।

১৮

গৃণানা জমদগ্নিনা
যোনাবৃতস্য সীদতম্।
পাতং সোমমৃতাবৃধা।।

গৃণানা । জমদগ্নিনা ।
যোনৌ । ঋতস্য । সীদতম্ ।
পাতম্ । সোমম্ । ঋতাবৃধা ।

মৈত্রাবরুণের যজ্ঞে এই মন্ত্রে আহুতিদানের বিধান আছে। সূত্রে বলা হয়েছে — হোতা এই মন্ত্র উচ্চারণে করতে-করতে আহুতি দেবেন। অধ্যায় আরম্ভে অথবা হোমের আদি ও অন্তে এই মন্ত্রটি পাঠের বিধানও আছে।

জমদগ্নিনা— বিশ্বামিত্রগোত্রীয় জমদগ্নি ঋষির দ্বারা ; অগ্নি জমদগ্নি ঋষি ('মহর্ষি' বলছেন সায়ণ) জ্বাললেন কিন্তু স্তুতি করলেন বিশ্বামিত্র, এও হতে পারে।

গৃণানা— [সায়ণ বলছেন 'স্তূয়মানৌ' ; অর্থাৎ যাঁর স্তুতি করা হচ্ছে।] পূজিত, সংস্তুত।

ঋতস্য যোনৌ— [যোনা = যোনৌ। দ্র. ৩।১।৭। নিঘন্টুতে 'ঋতস্য যোনিঃ' উদক তু. 'সলিলানি' (১।১৬৪।৪১) ; 'তম আসীৎ তমসা গূল.হমগ্রে ঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্' (১০।১২৯।৩)। ঐতরেয় উপনিষদে দ্যুলোক অন্তরিক্ষ ও মর্ত্যলোককে ঘিরে 'অম্ভঃ' এবং 'আপঃ'। পুরাণের কারণসলিল প্রসিদ্ধ। এই সলিলই 'ঋতের' বা শাশ্বত বিশ্ববিধানের 'যোনি' অর্থাৎ উৎস ; এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে

হবে যোনির মৌলিক অর্থ গর্ভবেষ্টনী। অথবা 'ঋত' স্বয়ংই 'যোনি'—বিশ্বভুবনের ; তার প্রতিষ্ঠা সত্যে। (দ্র. ৩।৫৪।৬ 'ঋতস্য যোনা' প্রসঙ্গে)] ঋতের উৎসমূলে। দ্যুলোক আর ভূলোকের তত্ত্ব সেইখানে জানা যাবে, যেখানে তারা এক হয়ে আছে। অমৃত আর মৃত্যুর একই উৎস (১০।১২১।২)।

সীদতম্— উপবেশন করুন (সা)।

ঋতাবৃধা— [মিত্রাবরুণের বিশেষণ দ্র. ১।২।৮, ১।২৩।৫, ৫।৬৫।২, ৭।৬৬।১৯। ঋতের সাধনায় বা ঋতচেতনার সঙ্গে যিনি বেড়ে চলেন। প্রকরণে দেখা যাচ্ছে 'ঋতবৃধ' সংজ্ঞাশব্দ এবং ঋতের অর্থ জ্যোতি। (দ্র. ৩।২।১)।] ঋতকে বা সত্যকে যিনি 'সংবর্ধিত করেন' এই অর্থও করা চলে।

সোমম্ — [যাজ্ঞিকের সোম লতাবিশেষ, তাকে ছেঁচে দেবতার উদ্দেশে তার রস আগুনে আহুতি দেওয়া হয়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোমলতা সুষুম্ণা নাড়ী। ঊর্ধ্বস্রোতার সাধনায় তার ভিতর দিয়ে রসচেতনা উজান বেয়ে সহস্রারে পৌঁছয় যখন, তখন পার্থিব সোম রূপান্তরিত হয় দিব্য-সোমে। এই দিব্য-সোম আনন্দময় অমৃতচেতনা। দ্র. ৩।১।১।] যাজ্ঞিক সোমরস যা আনন্দময় অমৃতচেতনাতে ঊর্ধ্বায়িত হয়।

পাতম্ — পান করুন।

এই ঋক্‌টি গায়ত্রীমণ্ডলের সর্বশেষ ঋক্ ; মিত্রাবরুণের উদ্দেশে ঋষি বিশ্বামিত্রর (মতান্তরে জমদগ্নির) স্তুতি। একমতে ঋষি জমদগ্নি যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করেছিলেন, ঋষি বিশ্বামিত্রের স্তুতির জন্যে। দেবতা মিত্রাবরুণ, যুগ্মভাবে। ঋক্‌টিতে 'ঋতের' কথা বারবার। মিত্র ও বরুণ, দুজনেই প্রধান আদিত্য, —একজন দিনের আলো, আর-একজন রাতের আঁধার, যথাক্রমে ব্যক্ত ও অব্যক্ত জ্যোতির দেবতা। কিন্তু 'ঋতম্'তো সবকিছু নিয়েই, বিশ্ববিধানের ছন্দতো সর্বব্যাপী। ইন্দ্রাবরুণ দিয়ে এই সূক্তের সুরু, আর মিত্রাবরুণ দিয়ে সমাপ্তি।

মিত্রাবরুণ আমাদের সকলেরই পূজিত, সংস্তুত। আমাদের আরাধিত তাঁরা উভয়ে, যুগ্মভাবে। তাঁরা অধিষ্ঠিত ঋতের উৎসমূলে, কারণসলিলে। আবার 'ঋত' স্বয়ংই 'যোনি'—বিশ্বভুবনের ; তার প্রতিষ্ঠা সত্যে। দ্যুলোক আর ভূলোকের তত্ত্ব সেইখানে জানা যায়, যেখানে তারা এক হয়ে আছে। অমৃত আর মৃত্যুর একই উৎস।

মিত্রাবরুণ আবার ঋতাবৃধা ; ঋতের সাধনায় বা ঋতচেতনার সঙ্গে তাঁরা বেড়ে চলেছেন। ঋতকে বা সত্যকে তাঁরা সংবর্ধিতও করেন। এই ঋত জগতের জ্যোতি, শাশ্বত বিশ্ববিধান। আমাদের যজ্ঞে মিত্রাবরুণ এসেছেন, তাঁরা উপবেশন করুন এই যজ্ঞস্থলে, — আমাদের হৃদয়ে, যেখান থেকে সোমরসচেতনা উজান বেয়ে সহস্রারে পৌঁছয়। পার্থিব সোম তখন রূপান্তরিত হয় দিব্য সোমে। এই দিব্যসোম আনন্দময় অমৃতচেতনা। দেবতা তাকে পান করুন, নন্দিত হন, — আমরা যজমানেরা তাঁদের সাযুজ্যে ধন্য হই, উত্তীর্ণ হই চৈতন্যলোকে। আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গেয়ে উঠি:

"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো !" পূজা-৩৫৪নং

ঋষি জমদগ্নির দ্বারা পূজিত মিত্রাবরুণ ঋতের উৎসমূলে উপবেশন করুন। ঋতচেতনার সঙ্গে তাঁরা বেড়ে চলেন, ঋত বা সত্যকে তাঁরা সংবর্ধিতও করেন। তাঁরা পান করুন যাজ্ঞিক সোমরস যা আনন্দময় অমৃতচেতনাতে উর্ধ্বায়িত হয়।

মিত্রাবরুণ পূজিত তোমরা জমদগ্নির,
বসো ঋতের উৎসমূলে।
বেড়ে চল ঋতচেতনার সাথে, কর' সোমপান।।

সায়ণভাষ্য — হে মিত্রাবরুণৌ ! জামদগ্নিনা এতন্নামকেন মহর্ষিণা গৃণানা স্তূয়মানৌ যদ্বা জমদগ্নিনা প্রজ্বলিতাগ্নিনা বিশ্বামিত্রেণ স্তূয়মানৌ যুবাং ঋতস্য যজ্ঞস্য যোনৌ দেবযজনাখ্যে দেশে সীদতং উপবিশতং। ঋতাবৃধা ঋতস্য কর্ম্মফলস্য বর্দ্ধয়িতারৌ যুবাং পাতং পিবতং।।

ভাষ্যানুবাদ — হে মিত্রাবরুণৌ = হে মিত্রাবরুণ ; জামদগ্নিনা = এতৎ নামকেন মহর্ষিণা = এই নামীয় মহর্ষিদ্বারা ; গৃণানা = স্তূয়মানৌ = সংস্তুত; যদ্বা = অথবা, জমদগ্নিনা প্রজ্বলিত অগ্নিনা বিশ্বামিত্রেণ স্তুয়মানৌ যুবাং = জমদগ্নিদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা বিশ্বামিত্র দ্বারা সংস্তুত আপনারা দুজন ; ঋতস্য = যজ্ঞস্য = যজ্ঞের ; যোনৌ = দেবযজনাখ্যে দেশে = দেবযজনউপযোগী স্থানে ; সীদতং = উপবিশতং = উপবেশন করুন। ঋতাবৃধা = ঋতস্য কর্ম্মফলস্য বর্দ্ধয়িতারৌ যুবাং = কর্মফলবর্দ্ধয়ক আপনারা দুজন ; পাতং = পিবতং = পান করুন।

———

নির্দেশিকা

[এতে আছে বিষয়-সূচী, নাম-সূচী, আর শব্দ-সূচী। যাস্ক আর সায়ণ, বেদব্যাখ্যার দিশারী—বাহুল্যভয়ে তাঁদের নাম নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্ত করা হলো না। শব্দগুলির সমস্ত উল্লেখ তালিকাভুক্ত করা হয়নি। কোনও বিশিষ্ট তত্ত্ব বা তথ্য থাকলে সূচকসংখ্যাগুলি স্থূলাক্ষরে ছাপা হয়েছে। প্রধান-প্রধান বিষয়বস্তুর কিছুটা বিস্তৃত সূচনা দেওয়া হয়েছে—যেমন 'অগ্নি', 'আদিত্যগণ', 'ইন্দ্র' ইত্যাদি। সেখানকার বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক নয়। কোনও-কোনও জায়গায় পারস্পরিক সূচনা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রয়োজন-মতো পূর্বতন খণ্ডের সূচনাও দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রথম সংখ্যাটি 'খণ্ড'-এর সূচক।]

শ্রীঅনির্বাণ : মরমী বেদভাষ্যকার, মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ৮ই জুলাই ১৮৯৬ সালে মৈমনসিংহে জন্ম। পূর্বনাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। পিতা ডাঃ রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীলা দেবী। ঢাকা ও কলিকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতার সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে ব্রহ্মচর্য ও ১৯২৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নাম শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী। আসামের কোকিলামুখ-স্থিত 'আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে' সুদীর্ঘ বারো বৎসর পরিচালক, ঋষি-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং 'আর্য্যদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ সাল থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে নিভৃতে সাধনা করেন। আলমোড়ায়, বালক বয়সে দৃষ্ট জীবনদেবতা হৈমবতী বা বেদময়ী বাকের পূর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তাঁর বাকি জীবন এই সত্যদর্শনেরই বিবৃতি। এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধিকে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে তিনি রচনা করেন মহাগ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা'। ১৯৭৮ সালে ৩১শে মে তিনি প্রয়াত হন।

শ্রীঅনির্বাণ রচিত ও *অনুদিত
কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ

ঋগ্বেদ-সংহিতা: গায়ত্রী মণ্ডল
(পাঁচ খণ্ড)

বেদ-মীমাংসা
(তিন খণ্ড)
।। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত; সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা ।।

উপনিষদ্-প্রসঙ্গ
(পাঁচ খণ্ড—ঈশ, ঐতরেয়, কেন, কঠ ও কৌষিতকী)
।। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান ।।

***দিব্যজীবন**
(দুই খণ্ড)

দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

সাহিত্য প্রসঙ্গ

অন্তর্যোগ

গীতানুবচন
(তিন খণ্ড)

পথের সাথী
(তিন খণ্ড)

পত্রলেখা
(পাঁচ খণ্ড)

বেদান্ত-জিজ্ঞাসা

শিক্ষা

কাবেরী

উত্তরায়ণ

অদিতি

প্রশ্নোত্তরী

স্নেহাশিস্

বিচিত্রা